বাঙ্গালা

হাতেমতাই।

শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় দ্বারা
গদ্যচ্ছন্দে অনুবাদিত।

শ্রীকানাইলাল শীল এণ্ড ব্রদার্স কর্তৃক
৩৩৩ নং পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত।

"যথাহ্যেকেন চক্রেণ ন রথস্য গতি ভবেৎ।
এবম্পুরুষ কারণে বিনা দৈবং ন সিদ্ধতি॥

কলিকাতা।

১৪৭নং—অপার চিৎপুর রোড্।
সূর্য্য প্রেস্।
শ্রীউমেশচন্দ্র পাল দ্বারা দ্বিতীয় বার মুদ্রিত।
সন ১২৯৫ সাল।

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

ভূমিকা

হাতেমতাই একখানি পারস্যদেশীয় উপন্যাস। ইহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ। ভারতবর্ষীয় পূর্ব্বতন ঋষিগণ পুরাণাদি কল্পনা বিষয়ে অস্মদেশে যেরূপ প্রশংসনীয়, পারস্যদেশীয় উপন্যাস রচকগণও তত্তদ্দেশে সেইরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন। বাস্তবিক পারস্য ভাষায় যত উপদেশ পূর্ণ উপন পাওয়া যায়,এমন আর কুত্রাপি নাই। যাহাহউক, আ উৎকৃষ্ট উপন্যাস খানি হিন্দী ও বাঙ্গালা এবং মূ ভাষার পুস্তক অবলম্বন করিয়া অনুবাদ করিলাম ; অনুবাদও অবিকল নহে। স্থানে স্থানে অবিকল, কে বা ভাবার্থের অনুবাদ, কোথাও লালিত্যের নিমিত্ত অলঙ্কার বিশিস্ট ও প্রভেদালঙ্কার (অর্থাৎ অস্মদেশীয় ভাব সন্নিবেসিত) আর কোন কোন স্থলে শ্রুতি-সুখ ও শ্রম লাঘবের নিমিত্ত তাৎপর্য্য, অর্থাৎ অবিবল সংক্ষেপানুবাদ ইত্যাদি করা হইয়াছে। ফলতঃ তাহাতে প্রকৃত বা সার গল্পের বোধ হয় কিছুমাত্র ক্ষতি বা প্রভেদ হয় নাই। এমন কি, সে পক্ষে যদি আমি ইহাকে অবিকল অনুবাদ বলি, তাহাতে কিছু অত্যুক্তি হইবে না। আর পারসীতে ব্যক্তি বিশেষের নাম সকল প্রায়ই বৃহৎ ; এজন্য এই পুস্তকে যে সকল ছোট ছোট যাবনিক নাম আছে, তাহাই রাখিয়া (তবে কোথাও অবিকল আর কোথাও

আমাদের দেশে যেমন নীলমাধব নামের অবিকল

নীলু বলিয়া ডাকে, সেই প্রকার পরিবর্ত্তন বা কিয়দংশ ত্যাগ. করিয়া) অবশিষ্ট পরী ও দৈত্যগণের বড় বড় নাম সকল (এ দেশীয় গণের সুবিধার্থ) একেবারেই (স্ব কপোল কল্পিত) বাঙ্গালা (নাম) করিয়া দিলাম। যদি কেহ তাহা দোষ বলিয়া বিবেচনা করেন, তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার সে দোষ মার্জ্জনা করিবেন। এক্ষণে যদি ইহা কোন প্রকারে পাঠকগণের মনোনীত হয়, তবে আমার শ্রম সার্থক বোধ করিব।

উপসংহার কালে প্রার্থনা এই যে, এই পুস্তকখানি শীঘ্র ˈকাশ করাই প্রকাশকের অভিপ্রেত বলিয়া আমাকে সত্বর করিয়া দিতে হইয়াছে ; অতএব সে জন্য (তাড়াতাড়ি যদি কোন প্রকার ভ্রম প্রমাদে পড়িয়া, অথবা তা বশতঃ ইহাতে বর্ণাশুদ্ধি প্রভৃতি দোষ দৃষ্ট হয়, .ঠকগণ কৃপাবলোকনে আমাকে ক্ষমা করিবেন।

কলিকাতা।
সন ১২৯ সাল।

শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, এই বাঙ্গালা গদ্যচ্ছন্দে হাতেমতাই নামক পুস্তকের কাপি- আমি শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট ন্দ করিয়া গবর্ণমেণ্ট হোম ডিপার্টমেণ্টে আমার রি করিয়া লইলাম, অতএব যে কোন ব্যক্তি ামার বিনানুমতিতে মুদ্রিত করিবেন তিনি ৭ সালের ২০ আইনের মর্ম্মানুসারে দণ্ডনীয় ...।

কলিকাতা।
চিৎপুর রোড
৩৩৩নং।

শ্রীকানাইলাল শীল এণ্ড ব্রাদার্স।

সূচীপত্র

সূচীপত্র সমাপ্ত।

হাসনবান্থর ষষ্ঠ প্রশ্ন অন্বেষণে হাতেমের যাত্রা।

সাহাবাদ হইতে বিনির্গত হওত হাতেম ক্রমান্বয়ে এক প্রান্তর পথে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে, তিনি এক বৃক্ষতলে উপবেশন করত মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়! আমি এখন কোথায় গমন করিলে এতাদৃশ এ বৃহৎ ডিম্বাকৃতি মুক্তা প্রাপ্ত হইব? এইকালে কহরমান নদীর তীর নিবাসী সপ্তবর্ণে রঞ্জিত লাতস নামক এক পক্ষিণী তাহার পক্ষীর সহিত নানা কথা প্রসঙ্গে সময়াতিপাত করিতেছে, এমন সময়ে সে হাতেমকে সেই বৃক্ষতলে উপবিষ্ট দেখিয়া পক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিল, স্বামিন! এই বিজনস্থানে এ ব্যক্তি কে নম্রশিরে চিন্তিত ভাবে এই বৃক্ষতলে বসিয়া আছে? পক্ষী কহিল, প্রিয়ে! ইনি তয়নন্দন, ইমন দেশীয় যুবরাজ, ইহার নাম হাতেম। ইনি অতিশয় সাধু সচ্চরিত্র, এবং ধর্ম্মের পথে ভ্রমণ করিয়া থাকেন; আর পরোপকার করাই ইহার ব্রতও জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য। সম্প্রতি ইনি আমাদিগের দেশবাসী লাতস নামক পক্ষীর ডিম্ব লাভ করিবার নিমিত্ত নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, তাহারই চিন্তা করিতেছেন। পক্ষিণী কহিল, নাথ! ইনি সেই ডিম্ব লইয়া কি করিবেন? পক্ষী কহিল, প্রিয়ে! হাসনবান্থ নামে বরজক সদাগরের এক কন্যা আছে, মনির স্বামী নামে এক রাজপুত্র তাহার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত; কিন্তু ঐ কুমারীর প্রতিজ্ঞা এই যে, যে ব্যক্তি তাঁহার সপ্ত প্রশ্ন পূর্ণ করিয়া দিতে পারিবেন, তিনি তাহারই পাণিগ্রহণ করিবেন। ফলতঃ ঐ মনিরস্বামী তাহাতে অসমর্থ হইলে, তিনিও উহাকে বরণ করিতে অস্বীকার করেন; তখন অত্যাসক্ত মনিরস্বামী নিদারুণ লজ্জায় ও কামে আপন প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। এই সময়ে হাতেমের সহিত তাঁহার দৈবাৎ সাক্ষাৎ হওয়াতে, তিনি উহার প্রতি প্রেমপরবশ হইয়া সেই হাসনবান্থর পঞ্চম প্রশ্ন পূর্ণ করিয়াছেন, এবং ঐ লাতস পক্ষীর ডিম্ব আনয়ন করাই তাঁহার এই ষষ্ঠ প্রশ্নের উদ্দেশ্য। এক্ষণে ইনি সেই প্রশ্ন পূর্ণ করিবার নিমিত্ত তথা হইতে বিনির্গত হইয়া কি করিবেন, ও কোথায় যাইলে সেই মুক্তা প্রাপ্ত হইবেন, ইত্যাদি চিন্তা

করিতে করিতে নিরুপায় হইয়া, এই বৃক্ষতলে বসিয়া শ্রান্তি দূর ও তদ্বিষয়ে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতেছেন। যাহা হউক, অতঃপর তুমি নিদ্রা যাও, আর বৃথা বাক্যব্যয় করিবার আবশ্যক নাই। পক্ষিণী কহিল, নাথ! আমি পরম্পরায় শুনিয়াছি যে, মনুষ্যের মধ্যে অনেকেই পরোপকারী হইয়া থাকে, অতএব ইনিও পরোপকারী কি না? পক্ষী কহিল, প্রিয়ে! তুমি যথার্থই অনুমান করিয়াছ, এই ব্যক্তি পরম ধার্ম্মিক, এবং পরোপকারী। ইনি পরকীয় কার্য্যোদ্দেশে আপনাকে ঘোরতর বিপদে ও কষ্টে নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ পরোপকার করাই ইহাঁর প্রধান কার্য্য। পক্ষিণী কহিল, নাথ! হাসনবানু লাতস পক্ষীর ডিম্ব লইয়া কি করিবে? তখন সেই পক্ষী কহিল, প্রিয়ে! তবে আমি তোমাকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা কহিতেছি শ্রবণ কর। হাসনবানুর নিকটে ঐ লাতস পক্ষীর এক ডিম্ব আছে, উহা দেখিতে মুক্তার ন্যায়; তজ্জন্য তিনি উহাকে মুক্তা জানিয়া তদ্রূপ আর একটী মুক্তা প্রার্থনা করিয়াছেন। এক্ষণে এই নিরুপায় হাতেম তাহারই অন্বেষণে বিনির্গত হইয়াছেন।

অনন্তর পক্ষিণী কহিল, নাথ! এই ব্যক্তি যখন এমন পরোপকারী, ধার্ম্মিক এবং ভদ্র, তখন ইহাঁর উপকার করিলে নিতান্ত অব্যর্থ হইবে না। তুমিত সেই লাতস পক্ষীর বিষয় বিশেষরূপে অবগত আছ, অতএব এক্ষণে তাহা উহাঁর গোচর করিয়া উহাঁর উপকার কর, এবং যাহাতে উনি সত্বর তাহা লাভ করিতে পারেন, তাহারও নিমিত্ত সচেষ্ট হও। পক্ষী কহিল, প্রিয়ে! অধুনা সেই ডিম্ব প্রাপ্ত হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। কারণ, অতি প্রাচীনকালে ঐ সকল পক্ষীগণ কাহারমান নদীর তীরে বাস করিত। সেইকালে তাহারা প্রায় প্রতি তিন বৎসরে ডিম্ব প্রসব করিত, এবং সেই সকল ডিম্ব দেখিতে মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল ছিল, এজন্য তাহারা মনে মনে বড়ই অহঙ্কার করিত যে, আমাদিগের ডিম্ব যেমন মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া থাকে, এরূপ আর কোন পক্ষীরই হয় না। যাহাহউক, এইরূপে তাহাদিগের দর্প জন্মিলে, দর্পহারী ভগবান তাহাদিগের দর্প চূর্ণ করিবার নিমিত্ত তাহাদিগের বংশ একেবারেই উন্মূল করিয়া তাহাদিগের সমুদায় ডিম্বই জল প্লাবিত করিলেন; কিন্তু তন্মধ্য হইতে দুইটী মাত্র ডিম্ব কোনমতে পৃথিবীতে পতিত ছিল। সেই ডিম্বদ্বয় জমজান নামে কোন রাজার হস্তগত হয়, পরে তাঁহার সহিত

সাতিশয় সখ্যতা নিবন্ধন শামান নামে আর এক দেশীয় রাজা উহাঁর নিকট হইতে উহার একটী যাচ্ঞা করিয়া লইয়াছিলেন। কালক্রমে উভয়ের মৃত্যু হইলে, জমজানের ধন সম্পত্তি সকল বরজক সদাগর কোন মতে প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঐবরজক বণিকই হাসনবানুর পিতা; সুতরাং হাসনবানু আপন পৈতৃক বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হওয়াতে, ঐ লাতস পক্ষীর ডিম্বও তাহার হস্তগত হয়। অনন্তর দ্বিতীয়, শামান রাজার মৃত্যুর পর (পুত্র বা কন্যাভাবে) তাঁহার সিংহাসনশূন্য ছিল; সুতরাং দুর্বৃত্ত প্রজাগণ সেই অরাজক রাজ্যে অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিতে আরম্ভ করিলে, ঐ শামান রাজার গর্ভবতী মহিষী অগত্যা কিঞ্চিৎ ধন ও সেই লাতস পক্ষীর ডিম্ব লইয়া কোন সুযোগে এক বণিকের সহিত তাহাদিগের দেশে গমন করিলেন। তথায় উপযুক্ত সময়ে এক সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন। ঐ সন্তানই, সেই বণিকের কোন পুত্রাদি না থাকা প্রযুক্ত তাহার সমস্ত ধনের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। একদা তিনি সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ পূর্ব্বক কতিপয় দ্বীপ জয় ও অধিকার করত তত্তৎ প্রদেশের রাজা হইয়াছিলেন। কালক্রমে তাঁহার পুত্রপৌত্রেরা উহাতে ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করিয়াছিল। পরে যৎকালে ঐ সকল স্থান সলোমন পয়গম্বরের অধিকারভুক্ত হইল, তখন তিনি উহা হইতে পরী, দৈত্য ও অন্যান্য বীরপুরুষগণকে এক এক স্থানের শাসনভার প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং যে ব্যক্তি যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহারা অদ্যাপিও সকলে সেই সেই স্থানে নির্ব্বিঘ্নে ও অকুতোভয়ে রাজ্য করিতেছে। সেই সকল সম্রাটগণের সহিত মনুষ্যের কোন সংস্রবই নাই; এবং তাহার কোন প্রয়োজনও করে না। যাহাহউক, তৎকালে সেই ডিম্ব (যাহাকে সকলে মুক্তা জ্ঞান করিয়া থাকে) শাম পরী প্রাপ্ত হইয়াছিল, পরে তাহা হইতে মনুষ্য ও পরী সহবাসজাতা মহার সলেমানী উহা প্রাপ্ত হয়েন; অদ্যাপি উহা তাঁহারই হস্তগত হইয়া আছে। দুষ্ট দৈত্যেরা তাহা অবগত হইয়াও সলোমন নামের প্রতাপে (উহা) বল পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে অসমর্থ; সুতরাং উহাঁদের মধ্যে এখন সৌহৃদ্যতা ও সন্ধি আছে। যাহাহউক, ঐ মহার সলেমানীর একটী সপ্তম বর্ষীয়া কুমারী আছে, সেই মুক্তা ঐ কুমারীর কণ্ঠেই নিত্য শোভা পাইয়া থাকে। এক্ষণে যে কেহ ঐ মুক্তার উৎপত্তি বিবরণ বর্ণন করিতে পারিবেন, ঐ মহার সলেমানী তাঁহাকে সেই মুক্তার সহিত

আপন কন্যা সম্প্রাদন করিবেন, এই তাঁহার প্রতিজ্ঞা। ঐ কন্যা ও ডিম্ব লাভ করিবার নিমিত্ত দূরদেশ হইতে একে একে অসংখ্য রাক্ষস, দৈত্য ও পরীগণ প্রভৃতি আরও অনেকেই আগমন করিয়াছিল, কিন্তু উহার সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত না থাকাতে কেহই মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে পারেন নাই। মহার সলেমানী সাতিশয় পণ্ডিত; তাঁহার নিকট ঐ ডিম্ব সম্বন্ধীয় এক অতি প্রাচীন গ্রন্থ আছে। তিনি উহার বিবরণ সকল ঐ পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি ব্যতীত উহা আর কেহই বিশেষরূপে অবগত নহে। আর যদিও আমরা কেহ কেহ উহার বিষয় অবগত আছি বটে, কিন্তু আমাদিগের প্রতি কাহাকেও উহা প্রকাশ করিবার আদেশ নাই। ফলতঃ এই ব্যক্তি অতি সাধু, সচ্চরিত্র, কৃতবিদ্য ও কাম ক্রোধাদি রিপুবিহীন এবং নিস্বার্থ পরোপ-কারী। ইনি ধর্ম্মোন্নতির নিমিত্ত কটীবন্ধন পূর্ব্বক আপন রাজ্য ও ইন্দ্রিয় সুখে জলাঞ্জলি প্রদান করত বহু ক্লেশে দেশে দেশে পরোপকার ব্রত ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন; এক্ষণে ইহাঁর মনস্কামনা, পরিপূর্ণ হয়, এই আমার একান্ত ইচ্ছা; এবং তজ্জন্যই আমি ইহার আনুপুর্ব্বিক বিবরণ তোমাকে অবগত করিবার ছলে উহাঁর ও গোচর করিলাম। এক্ষণে যদি উনি জাগ্রত থাকিয়া উহার আনুপূর্ব্বিক সমুদায় শ্রবণ করিয়া থাকেন, এবং এই সকল কথা স্মরণ করিয়া রাখিতে পারেন, তবে (উনি) নিশ্চয়ই উহা লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

অনন্তর পক্ষিণী কহিল, নাথ! সেই দ্বীপ কোথায়? পক্ষী কহিল, প্রিয়ে! সেই দ্বীপ এস্থান হইতে দক্ষিণ, তাহার নাম বরজক দ্বীপ; সেই স্থান মনুষ্যের পক্ষে নিতান্তই অগম্য। পক্ষিণী কহিল, নাথ! আমি জানি যে, সেই স্থান অতি ভয়ঙ্কর ও দুর্গম। তথায় পরী, দৈত্য ও কাফেরেরা বাস করিয়া থাকে; অতএব এই ব্যক্তি কিরূপে তথায় যাইতে সমর্থ হইবেন? হে নাথ! যদি তাহার কোন উপায় বা সুরাহা থাকে, তবে তাহা প্রকাশ করিয়া ঐ মহাত্মার কিঞ্চিৎ উপকার সাধন করণ। পক্ষী কহিল, প্রিয়ে! ইনি যদি আমার দুইটী পক্ষ ধারণ করিয়া দক্ষিণদিকের পথ অবলম্বন করত গমন করেন, তাহা হইলে নানা প্রকার বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করত অনায়াসে সেই অগম্য স্থানে গমন করিতে পারিবেন। পক্ষিণী কহিল, নাথ! সে কি প্রকারে হইবে? পক্ষী কহিল, প্রিয়ে! প্রথমতঃ কাফেরগণের সীমাতে উপনীত হইয়া, যদি

প্রয়োজন হয় তবে) আমার এক রক্তবর্ণ পক্ষ ভস্ম করিয়া তাহা নদীর জলে গুলিয়া আপন শরীরে প্রক্ষণ করিলে, তাহার গন্ধে হিংস্রক জীবসকল দূরে পলায়ন করিবে, এবং সেই দ্রব্যগুণে ইনি দৈত্যগণের ন্যায় প্রকাণ্ড শরীর ও কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগের সহিত বিলক্ষণ সদ্ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে সমর্থ হইবেন। পরে প্রয়োজনমতে ঐ প্রকারে আমার একটী শ্বেত পক্ষ ব্যবহার করিলে (ইনি) পুনর্ব্বার নিজ শরীর প্রাপ্ত হইবেন। অনন্তর ইনি ক্রমে ক্রমে অভিলষিত স্থানে উপস্থিত হইয়া আমার কথামত ঐ মুক্তার বিবরণ ব্যক্ত করিতে পারিলেই, তথায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া স্বকার্য্য সাধন করত নির্ব্বিঘ্নে স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিতে পারগ হইবেন। তখন পক্ষিণী কহিল, নাথ! তোমার নিকট আমার একটী প্রার্থনা আছে। পক্ষী কহিল, কি প্রার্থনা বল? পক্ষিণী কহিল, দেখ এই ব্যক্তি যখন পরম ধার্ম্মিক ও পরোপকারী, তখন ধর্ম্মরক্ষা বিষয়ে উহাকে তোমার উৎসাহ প্রদান করা কর্ত্তব্য কারণ ধার্ম্মিক ব্যক্তিই ধর্ম্মোৎসাহী হইয়া থাকেন এবং পরধর্ম্ম ও রক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব এক্ষণে তুমি পরোপকার ও ধর্ম্মের অনুরোধে ঐ ব্যক্তিকে তোমার দুই পক্ষ প্রদান কর।

অনন্তর সেই পক্ষী, পক্ষিণীর প্রার্থনায় সম্মত হইয়া, তৎক্ষণাৎ আপন পক্ষ হইতে একটী রক্ত ও অপর একটী শ্বেতবর্ণের পক্ষ প্রদান করিল। তখন হাতেম উহা প্রাপ্ত হইয়া, সেই রাত্রিতে অতি যত্নে (উহা) আপন গাত্রবস্ত্রে বন্ধন করিয়া রাখিলেন। অতঃপর পক্ষিণী পুনর্ব্বার সেই পক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিল, নাথ! তুমি এই সকল বৃত্তান্ত কোথা হইতে এবং কি প্রকারেই বা অবগত হইলে? পক্ষী কহিল, প্রিয়ে! আমরা বহুকালের পক্ষী, এই নিমিত্ত আমরা এই সকল বিষয় বিশেষ রূপে অবগত আছি, যেহেতু পূরাকালে পক্ষীরাও মনুষ্যের ন্যায় কথা কহিতে ও সংসারের সমস্ত সংবাদাদি অবগত হইতে পারিত। কিন্তু জগদীশ্বরের ইচ্ছায় এক্ষণে পক্ষীগণ হতজ্ঞান ও বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, এজন্য তাহারা কিছুই প্রকাশ করিতে ও অবগত হইতেও পারে না। যাহাহউক, প্রিয়ে! পূর্ব্বাপর আমি বিস্তর দেখিয়াছি, আর আমার পরমায়ু যদিও অনেক হইয়াছে, তথাপি অদ্য হইতে আমরা এখন আরও শতবৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিব।

এ দিকে পক্ষিণীর সহিত এরূপ প্রসঙ্গক্রমে রাত্রি প্রভাতা হইলে,

হাতেম সেই বৃক্ষতল হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি বহুদূর গমন করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। অনন্তর রজনী উপস্থিত দেখিয়া এক তরুতলে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে একটী জন্তু যেন দূর হইতে বলিতে লাগিল, হায়! ঈশ্বরের দাসমধ্যে এরূপ কেহ আছে যে, সে আমার এই অভিযোগের বিচার করে। হাতেম ইহা শুনিয়া সেই শব্দাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দুর গমন করিয়া, তিনি এক খেঁকশেয়ালীকে রোদন ও পূর্ব্বোক্ত কথা বলিয়া চিৎকার করিতে দেখিয়া বলিলেন, খেঁকশেয়ালি! তোমার কি বিপদ উপস্থিত হইয়াছে বল? আমি এখনই তোমার সেই বিপদ দূর করিব। খেঁকশেয়ালী বলিল, এক ব্যাধ আমার স্বামী ও শিশু সন্তানগণকে বন্ধন করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহাদিগের বিরহে আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, সেই জন্যই আমি ক্রন্দন করিতেছি। হাতেম বলিলেন, সে ব্যাধ কোথায় আছে? খেঁকশেয়ালী বলিল, এখান হইতে ছয় ক্রোশ অন্তরে একটী গ্রাম আছে, সে সেই গ্রামে বাস করে। হাতেম বলিলেন, তুমি আমাকে পথ দেখাইয়া সেই গ্রামে লইয়া চল, আমি তোমার স্বামী ও শিশুগণকে মুক্ত করিয়া দিব। খেঁকশেয়ালী বলিল আমি তোমার সহিত গমন করিলে, পরে তুমি যদ্যপি সেই ব্যাধের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া আমাকেও বদ্ধ কর, তাহা হইলে আমার অবস্থাও সেই বানরীর ন্যায় হইবে! হাতেম বলিলেন, বানরীর কি হইয়াছিল? খেঁকশেয়ালী কহিল, দামগান নগরের প্রান্তরে এক বানর দম্পতি বাস করিত। কোন সময়ে বানরী সন্তান প্রসব করিলে, এক ব্যাধ আসিয়া সন্তানদিগের সহিত বানরকে ধৃত করিয়া লইয়া, এক ধনবানকে বিক্রয় করিল। এদিকে বানরী স্বামী ও সন্তান বিরহে কাতরা হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে দামগানাধিপতির নিকট অভিযোগ করিয়া কহিল, মহারাজ! আমার স্বামী ও নবপ্রসূত সন্তানগণকে এক ব্যাধ শিকার করিয়া এক ধনবান ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিয়াছে। রাজা শুনিয়া একজন প্রধান কর্ম্মচারীকে বলিলেন যে, এই বানরীকে লইয়া যাইয়া উহার স্বামী ও শিশুগণকে মুক্ত করিয়া দাও। বানরী সেই ব্যক্তির সহিত গমন করিল, পরে ব্যাধের বাটীতে উপস্থিত হইয়া ব্যাধকে বলিল, তুমি ইহার স্বামী ও শিশু সন্তানগণকে

কি করিলে? ব্যাধ বলিল, তুমি কি জান না যে, কয়েক দিবস হইল, তোমার নিকট তাহাদিগকে বিক্রয় করিয়াছি। যদি তুমি ইহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া থাক, তবে উহার স্বামী ও শিশুগণকে ছাড়িয়া দাও, ও আমার নিকট হইতে মূল্য ফিরিয়া লও। সে ব্যক্তি বলিল, আমি তাহাদের সহিত সুখে আছি, কিরূপে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিব। পরে ব্যাধকে বলিল যে, এরূপ কোন উপায় আছে, যাহাতে বানরী ক্ষান্ত হয়? ব্যাধ বলিল, ইহাকে বদ্ধ করিয়া উহার স্বামী ও শিশুগণের সহিত একত্রে রাখিলে, বানরী ক্ষান্ত থাকিবে। পরে সে ব্যক্তি ব্যাধকে ইঙ্গিত করিলে, ব্যাধ বানরীকে বদ্ধ করিয়া তাহাকে দিল, সে ব্যক্তি বানরীকে আপন গৃহে রাখিয়া, রাজার নিকটে যাইয়া নমস্কার করিলে, রাজা তাহাকে বলিলেন, বানরী কোথায়? সে কহিল, বানরী আপন স্বামী ও শিশু সন্তানগণকে লইয়া প্রান্তরাভিমুখে গমন করিয়াছে। রাজা বলিলেন, তুমি তাহাদিগকে সঙ্গে না আনিয়া কি নিমিত্ত ছাড়িয়া দিলে? জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বলিল, বানরী তাহার স্বামী ও শিশুগণকে মুক্ত করিবামাত্রেই তাহাদিগকে লইয়া এমত বেগে দৌড়িয়া পলায়ন করিল যে, তাহাদিগকে আর কোন মতে ধরিতে পারিলাম না। রাজা বলিলেন, আমি শুনিয়াছি, ব্যাধ বানরীর স্বামী ও সন্তানগণকে তোমার নিকট বিক্রয় করিয়াছিল, এবং এক্ষণে বানরীকেও ধৃত করিয়া তোমায় দিয়াছে; অতএব যদ্যপি তোমার প্রাণের ভয় থাকে, তবে শীঘ্র তাহাদিগকে এইস্থানে আনয়ন কর, নতুবা এইক্ষণেই তোমাকে শমন ভবনে প্রেরণ করিব। তখন সে বক্তি প্রাণভয়ে তাহাদিগকে রাজসমীপে আনিয়া দিল। তখন রাজা তাহাদিগকে দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন যে, বানর-শিশুগণকে রাখিয়া বানর ও বানরীকে ছাড়িয়া দাও। ভৃত্যগণ এইরূপ করিলে, বানর ও বানরী পলায়ন করিল। পরে শিশুদিগের বিরহে কাতরা হইয়া প্রথমতঃ বানরী ও তৎপরে বানর প্রাণত্যাগ করিল। খেঁক-শেয়ালী এইরূপে বানরের বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া হাতেমকে কহিল, হে যুবক! এই জন্য আমি ভীত হইতেছি, পাছে তুমি ও আমার সহিত সেইরূপ ব্যবহার কর, কারণ মনুষ্যজাতি অত্যন্ত নির্দ্দয় ও পাষণহৃদয়। হাতেম বলিলেন, তুমি কোন ভয় করিও না, আমার সেরূপ রীতি বা প্রকৃতি নহে; তুমি নিশ্চিন্তমনে আমাকে ব্যাধের

বাটীতে লইয়া চল। তখন খেঁকশেয়ালী অগত্যা তাহাতে সম্মত হইয়া অগ্রগামী হইলে, হাতেম তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। পরে সেই গ্রামে উপস্থিত হইলে, খেঁকশেয়ালী বলিল, সেই ব্যাধ এই গ্রামে থাকে। হাতেম বলিলেন, তুমি এই স্থানে গুপ্তভাবে অবস্থান কর, আমি তাহার অনুসন্ধানে গমন করি। এই বলিয়া হাতেম গ্রামের ভিতরে গমন করিলেন, খেঁকশেয়ালীও একপার্শ্বে লুকাইয়া রহিল।

অনন্তর হাতেম গ্রামে প্রবেশ পূর্ব্বক ব্যাধের বাটী জিজ্ঞাসা করিতে করিতে তাহার দ্বারে উপস্থিত হইয়া, ব্যাধকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ব্যাধ বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে দৃষ্টি করত নমস্কার করিল। হাতেমও প্রতি নমস্কার করিলেন। পরে ব্যাধ বলিল, মহাশয়! আপনি কি নিমিত্ত আমার নিকট আসিয়াছেন, আপনাকে দেখিয়া এই গ্রামবাসী বলিয়া বোধ হইতেছে না। ইহা শুনিয়া হাতেম বলিলেন, আমি এমন দেশবাসী, আমার কঠিন পীড়া হইয়াছে, চিকিৎসকেরা ব্যবস্থা করিয়াছেন যে খেঁকশেয়ালীর রক্ত যদ্যপি তুমি আপন দেহে মর্দ্দন করিতে পার, তবে তোমার রোগ দূর হইবে। আমি তাহার তত্ত্ব করিতে করিতে শুনিলাম যে, তুমি খেঁকশেয়ালী বিক্রয় কর। এই নিমিত্ত তোমার নিকট আসিয়াছি। যদ্যপি তুমি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে এই বিপদ হইতে রক্ষা কর, তাহা হইলে আমি তোমার নিকট চিরবাধিত হই। ব্যাধ বলিল, তোমার কত খেঁকশেয়ালীর প্রয়োজন আছে? হাতেম বলিলেন তোমার নিকট যত আছে সমুদয় আনয়ন কর। তখন ব্যাধ আপন গৃহাভ্যন্তর হইতে চারিটী শৃগাল শিশুর সহিত একটী বড় খেঁকশেয়াল আনয়ন করিল। হাতেম সন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাদিগের মূল্য কত? ব্যাধ বলিল, প্রত্যেকটীর মূল্য পাঁচটী স্বর্ণ মুদ্রা করিয়া দিতে হইবে। হাতেম ইহা শুনিয়া ব্যাধের হস্তে পঞ্চত্রিংশৎ স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেন। পরে হাতেম সেই খেঁকশেয়াল ও তাহার শিশু সন্তানগণ সমভিব্যাহারে যে স্থানে খেঁকশেয়ালীকে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তথায় আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, খেঁকশেয়ালি! তুমি দুঃখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহির্গত হইয়া তোমার স্বামী ও শিশুসন্তানগণকে আলিঙ্গন কর। খেঁকশেয়ালী হাতেমের স্বর জানিতে পারিয়া, গর্ত্ত হইতে বাহিরে আসিল এবং আপন স্বামী ও শিশুসন্তানগণকে দৃষ্টি করত হাতেমের পদতলে পতিত হইল। হাতেম খেঁকশেয়ালীকে

মধুর বাক্যে সন্তুষ্ট করত উহার স্বামী ও শিশুদিগের বন্ধন রজ্জু ছেদন করিয়া দিলেন। শিশুদিগের সামর্থ থাকা-প্রযুক্ত তাহারা ইতস্ততঃ দৌড়াইতে লাগিল; কিন্তু খেঁকশেয়াল চিন্তা প্রযুক্ত মৃতপ্রায় হওয়ায় এক পদও চলিতে পারিল না। খেঁকশেয়ালী স্বীয় স্বামীর ইদৃশ অবস্থা দর্শনে ভীত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল, হাতেম তাহাকে প্রবোধ-বাক্যে শান্ত্বনা করত বলিলেন, শৃগালি! তুমি নিশ্চিন্ত হও, ঈশ্বর কৃপায় তোমার স্বামী বলবান হইবে। খেঁকশেয়ালী বলিল, ইহার এক ঔষধি আছে, কিন্তু তাহা দুষ্প্রাপ্য। হাতেম বলিলেন, তাহা কি বল? এখনি যদি আমার দ্বারা তোমার স্বামী সবল হয়, আমি তাহাই করিব। খেঁক-শেয়ালি বলিল, মনুষ্যের রক্ত উহাকে পান করাইলে এইক্ষণেই জীবিত হইবে। হাতেম বলিলেন, কোন্ স্থানের রক্ত আবশ্যক। খেঁকশেয়ালী বলিল, যে স্থানের হউক না কেন। হাতেম ইহা শুনিয়া তূণ হইতে অস্ত্র বাহির করিয়া নিজ বামহস্তের কনুয়ের শির বিদ্ধ করিয়া বলিলেন, তোমার যত রক্ত আবশ্যক হয় গ্রহণ কর। খেঁকশেয়ালি তখন স্বীয় স্বামীর মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক রক্ত পান করাইতে লাগিল। খেঁকশেয়াল কিঞ্চিৎ রক্ত পান করিয়াই চক্ষুরুন্মীলন করিল, ও ক্ষণপরেই সবল হইয়া হাতেমের চরণ বন্দন করিল। তখন হাতেমও তথা হইতে কোন এক লোকালয়ে গমন করিলেন।

এইরূপে হাতেম কিছুকাল ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। তিনি তৎকালে ক্ষুধায় ফলাহার তৃষ্ণায় নির্ঝরণী বা পুষ্করিণীর জল পান ও নিদ্রালস্যে বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া কালাতিপাত করিতেন। একদা নিদাঘকালে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে শুষ্কতালু হইয়া তিনি ইতস্ততঃ জলা-ন্বেষণ করিতে করিতে নির্ঝরণী বোধে এক ভীষণ চাকচিক্যশালী অজ-গরের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। সেই সর্পকে কুণ্ডলীভাবে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া তিনি তখন তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে লাগিলেন। অনন্তর সর্প তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, হে এমন-দেশীয় যুবরাজ! তুমি এখানে কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছ? হাতেম কহিলেন, হে সর্প! আমি সাতিশয় তৃষ্ণাতুর হইয়া তোমার চাকচিক্য কুণ্ডলাকৃতি শরীরকে নির্ঝরণী বিবেচনা করিয়া এখানে জল পান করিতে আসিয়াছিলাম। সর্প কহিল, হে প্রিয়দর্শন! তুমি আমার সহিত আইস, এখনই সকল দ্রব্য প্রাপ্ত হইবে। তখন হাতেম তথায় কিয়ৎ-

কাল মৌনভাবে থাকিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই সর্প নিতান্ত হিংস্র ও ক্রূর; অতএব ইহার সহিত গমন করা অকর্ত্তব্য। হাতেম যখন এই প্রকার চিন্তা করিতেছিলেন, তখন সেই সর্প তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিল, হে ধার্ম্মিক! তুমি কি চিন্তা করিতেছ? এই ক্ষণেই সকল সন্দেহ দূর করিয়া শীঘ্র আমার সহিত আইস। সর্প এই বলিয়া হাতেমকে নিজ সমভিব্যাহারে এক উদ্যানে লইয়া গেল। হাতেম ইতি-পূর্ব্বে পরীনগর ব্যতীত এতাদৃশ মনোহর উদ্যান আর কোথাও কখন দেখেন নাই; সুতরাং তদ্দর্শনে তিনি পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ সেই উপবনের বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এদিকে ঐ সর্প হাতেমকে তথায় রাখিয়া আপনি তথাকার এক জলাশয়ের মধ্যে প্রবেশ করিল। হাতেম ঐ জলাশয়কেই তাহার বাস-স্থান বলিয়া জানিতে পারিলেন। অনন্তর তিনি সেই প্রমোদদ্যানের ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করিতে করিতে স্বভাবের অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা তথায় কতিপয় প্রিয়দর্শন পরী আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করত তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিল। হাতেম তাহাতে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কে? তাহারা কহিল মহাশয়! যিনি আপনাকে সমভিব্যাহারে লইয়া এই উপবনে আসিয়াছিলেন, আমরা তাঁহারই ভৃত্য। এক্ষণে তাঁহার আদেশক্রমে এই দিব্য পরি-চ্ছদ ও রত্নাভরণ সকল আপনার নিমিত্ত আনয়ন করিয়াছি, গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করুন। অনন্তর আর এক দল পরী তাহার সম্মুখে ঐরূপে আসিয়া উপস্থিত হইলে, তিনি উক্ত প্রকারে তাহাদিগের পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন। তাহারা উহাঁর নিমিত্ত প্রচুর পরিমাণে রত্নমুদ্রা সকল আনয়ন করিয়াছিল। পরন্তু তিনি একাকী, সুতরাং উহা বহন করিয়া স্থানান্তরে যাইতে অসমর্থ হইবেন বলিয়া গ্রহণ করিলেন না। পরিশেষে ঐরূপে আর কতিপয় পরীগণ, দিব্য পাত্র হস্তে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন এ কি? তাহারা কহিল, ভদ্র! আপনি যাহার সহিত এই উপবনে আগমন করিয়াছেন, তিনি আপনার নিমিত্ত বিবিধ উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী প্রেরণ করিয়াছেন, অতএব ইহা স্বেচ্ছাসুখে গ্রহণ ও ভোজন করুন। তখন হাতেম তাহাদিগকে মিষ্ট বচনে পরিতুষ্ট করিয়া কহিলেন, ওহে! আমি তোমাদিগের প্রভুর সহিত একত্র আহার করিতে বাসনা করি, অতএব তোমরা আমায় এই

অভিপ্রায় সত্বর তাঁহার গোচর কর। এইকালে আর কতিপয় পরীর সহিত সহসা এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়! আপনি কি আমাকে চিনিতে পারেন? তখন হাতেম কহিলেন, না ভাই! আমি ইতিপূর্ব্বে আপনাকে কখন দেখি নাই। আপনি কে? সে ব্যক্তি কহিল, মহাশয়! আপনি যে সর্পের সহিত এখানে আগমন করিয়াছিলেন, আমি সেই সর্প। তখন হাতেম তাহাতে চমৎকৃত হইয়া তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইতে ইচ্ছা করিলে, সে ভোজন সমাপনের পর কহিতে লাগিল, হে মহাশয়! আমি সামসাহ নামক পরী। পূর্ব্বে আমি সলোমন পয়গম্বরের নিকট এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে,আমরা কখন কোন মনুষ্যের প্রতি অত্যাচার বা তাহাদের রাজ্য অপহরণ করিব না; যদি এই সত্য ভঙ্গ জন্য অপরাধী হই তবে, জগদীশ্বরের কোপাগ্নি আমাদিগের উপর নিপতিত হইবে; পরন্তু বাস্তবিক আমরা সেই ফল ভোগ করিতেছি। যেহেতু কোন সময়ে আমি উদ্যান ভ্রমণ করিতে করিতে মনে করিয়াছিলাম যে, মানবগণের আবাসস্থল অতি সুন্দর এবং জগৎপাতা পরম কারুণিক পরমেশ্বর কৃপা করিয়া তাহাদিগকে পরমোৎকৃষ্ট সুখের অধিকারী করিয়াছেন; অতএব আমি সসৈন্যে সুসজ্জিত হইয়া চতুরঙ্গ বলে আক্রমণ ও তাহাদিগকে বিনাশ করত আপনারা তথায় আধিপত্য বিস্তার করিব।

অনন্তর আমি সৈন্যগণকে রণ সজ্জায় সজ্জিত হইতে আদেশ করিয়া সে রাত্রিতে পরমসুখে নিদ্রিত হইলাম। পর দিবস নিদ্রা ভঙ্গের পর দেখিলাম যে, আমার সমস্ত পরী-সেনাগণের পক্ষ সকল কর্ত্তিত হইয়াছে, এবং আমিও সর্পের ন্যায় আকার প্রাপ্ত হইয়াছি। তখন আমি অগত্যা ভূম্যবলুণ্ঠিত হইয়া নিরন্তর রোদন করিতে লাগিলাম; কিন্তু অরণ্যে রোদনের ন্যায় তাহা নিতান্ত বিফল হইয়াছিল। এইকালে দৈববাণীর ন্যায় যেন কে আমাকে কহিতে লাগিল যে, "সত্য প্রতিপালন না করিলে,এইরূপ দুর্দ্দসা হইয়া থাকে।" যাহাহউক,তৎকালে আমি উহাকে ঈশ্বরের বাক্য জানিয়া পুনর্ব্বার অতি কাতর স্বরে নিজ দুষ্কর্ম্মজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অনুতাপযুক্ত হৃদয়ে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রর্থনা করিলাম। তখন সেই করুণাময় আমাতে প্রসন্ন হইয়া আকাশসম্ভব বাণীদ্বারা আমাকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন, বৎস! স্থির হও। কোন সময়ে আরব্য দেশের তয়রাজনন্দন পরম ধার্ম্মিক যুবরাজ হাতেম কার্য্যা-

নুরোধে সহসা এই প্রান্তরে আগমন করিবেন, তৎকালে তুমি তাঁহাকে সেবাদ্বারা প্রসন্ন করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইও, তাহা হইলে তিনি তোমার কল্যাণকামনায় ধর্ম্মোদ্দেশে প্রার্থনা করিবেন, এবং তখন তুমি পূর্ণমনোরথ ও আপন প্রকৃত দেহ পুনঃ প্রাপ্ত হইবে।

যাহাহউক, এক্ষণে প্রায় অশীতি বৎসরের পরে অদ্য আপনি এখানে আগমন করাতে, আমি আপনাকে সেই মহাত্মা বলিয়া অবগত হইয়াছি। কারণ এতাবৎকাল আর কেহই এখানে সমাগত হয় নাই। এজন্য আপনি যে সেই তয়নন্দন হাতেম, তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। এক্ষণে হে মহাত্মন্! আপনি একবার কৃপাতন্ত্রহৃদয়ে আমাদিগের কুশল কামনায় কায়মনোবাক্যে সেই পরমারাধ্য পরমেশ্বরের আরাধনা করুন; তাহা হইলে আপনার কৃপাশীর্ব্বাদ ও ঈশ্বরের প্রসাদে আমাদিগের সমস্ত মঙ্গল হইবে।

অনন্তর হাতেম সেই পরীপুরুষের সমস্ত বৃতান্ত অবগত হইয়া সাতিশয় ব্যথিত হইলেন। তখন তিনি উহাদিগের কুশল কামনায় স্নানাদি সমাপন করত পবিত্র পট্ট বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক কায়মনোভক্তিতে ঈশ্বরোপাসনা করিতে লাগিলেন। পুণ্যবান ব্যক্তিগণের প্রার্থনাবাক্য সত্বরই স্বর্গে নীত হইয়া থাকে, এজন্য হাতেমের প্রার্থনা বাক্য সকলও ঈশ্বরদ্বারে গ্রাহ্য হওয়াতে, সেই সকল পরীগণ তৎক্ষণাৎ স্বীয় স্বীয় পূর্ব্বাবস্থা ও রূপ গুণাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

হাতেম ইহুদী থাকিয়াও একেশ্বরবাদী ছিলেন, তিনি প্রতি নিয়ত ঈশ্বরোপাসনা করিতেন। ইনি তাৎকালীক শাস্ত্রমতে কার্য্য করিতেন, এবং পরম দয়ালু ছিলেন। ইহাঁর জীবিতাবস্থায় শেষের পয়গম্বর জন্ম গ্রহণ করেন নাই, সুতরাং তিনি নিজ মুমূর্ষু কালে তৎসম্বন্ধে এক ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করত লোকদিগকে কহিয়াছিলেন যে, আমার মৃত্যুর বহুকাল পরে (ও কতক বংশ পরলোকে গমন করিলে) শেষের পয়গম্বর এই অবনীমণ্ডলে আসিয়া লোক সকলকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবেন। সেইকালে তাঁহাকে যেন আমার প্রণাম দেওয়া হয়। যদিও আমি এখন জানিতেছি যে, আমারই বংশের একজন হইতে তিনি আমার প্রণাম প্রাপ্ত হইবেন, তথাপিও আমি তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে, তোমরা আপনাপন বংশ পরম্পরায় ইহা উপদেশ করিয়া যাইও।

অনন্তর ঐ পয়গম্বরের সময়ে, একদা হাতেমের বংশের এক কন্যা কতিপয় আত্মীয়ের সহিত কোন কারণ বশতঃ কারাবদ্ধ হইয়াছিল। এই সময়ে পয়গম্বর অনুমতি করিলেন যে, যে ব্যক্তি মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবে, তাহাকে কারামুক্ত করত ছাড়িয়া দাও। কিন্তু তৎকালে কেহই তাহাতে সম্মত না হওয়াতে, পয়গম্বর তাহাদিগকে বিনাশ করিতে আদেশ করিলেন। এইকালে তিনি শুনিলেন যে, ঐ সকল কারাদণ্ডিত ব্যক্তিগণের মধ্যে হাতেমের বংশের এক কন্যা আছে। তখন পয়গম্বর তাঁহাকে দাতাবংশসম্ভূতা বলিয়া ছাড়িয়া দিতে আদেশ করিলেন। পরন্তু ঐ কুমারী, হাতেমের এইরূপ মহৎ ও পবিত্র বংশকে কলঙ্কিত করিয়া আত্মীয়গণকে বিপদসাগরে নিক্ষেপ করত কদাপি স্বয়ং বিপদমুক্ত হইয়া গৃহে যাইতে সম্মত হইলেন না; যেহেতু তাহাতে হাতেমের নির্ম্মল ও দানাদি জন্য সদাই বিশুদ্ধ ও অকলঙ্ক বংশে কলঙ্ক অর্পণ ও তাহাকে কলুষিত করা হয়। যাহাহউক, ঐ কন্যা যখন আপন বন্ধুগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করিতে অস্বীকার করিল, তখন পয়গম্বর তাহা জানিতে পারিয়া, উহার উপরোধে ও হাতেমের দাতৃত্বগুণে সকলকেই মার্জ্জনা করত মুক্তিদান করিলেন। অতঃপর সেই কন্যা কারামুক্ত হইয়া সেই পয়গম্বরের নিকট উপস্থিত হওত (তাঁহাকে) ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া হাতেমেরও প্রণাম তাঁহাকে অবগত করিল, এবং স্বদলে তাঁহার নিকট স্বেচ্ছাসুখে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। যাহাহউক, পরীগণের নিমিত্ত হাতেমের প্রার্থনা যে ঈশ্বর-দ্বারে গৃহীত হইয়াছিল, তাহার কারণ এই যে, ভবিষ্যৎ পয়গম্বর তাঁহার বংশের প্রতি ক্ষমা করিবেন।

যাহাহউক, এইরূপে পরীগণ নিজ নিজ অবস্থা পুনঃ প্রাপ্ত হইলে, সামসাহ পরী হাতেমকে সবিনয়বাক্যে জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়! আপনার এইস্থানে আসিবার কারণ কি? আপনি কোন্ কর্ম্ম সাধন করিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছেন, এবং এখান হইতে কোথায়ই বা যাইতে বাসনা করেন? তখন হাতেম তাহাকে হুসনবানুর সেই ডিম্বাকৃতি মুক্তার ন্যায় আর একটী রৌপ্যনির্ম্মিত মুক্তা প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, ভাই! আমি এই রূপ আর একটী মুক্তানয়নের নিমিত্ত বরজক দ্বীপে গমন করিব। তখন সে কহিল, মহাশয়! সেই স্থান এখান হইতে অনেক দূরবর্ত্তী, এবং তাহা মনুষ্যের পক্ষে নিতান্ত অগম্য; অতএব

আপনি কিরূপে তথায় গমন করিবেন? বিশেষতঃ তথায় নরহত্যাকারী অসংখ্য ভীষণাকৃতি দৈত্যের আবাসস্থল। তখন হাতেম কহিলেন, ভাই হে! প্রালব্ধ্য কে অতিক্রম করিতে পারে? অতএব আমার অদৃষ্টে যাহা হয় হউক, আমি যখন কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, তখন যেরূপে ও যে অবস্থায় হয়, অবশ্যই তথায় গমন করিব।

অনন্তর সামসাহ কহিল, ভাল মহাশয়! আপনি যদি একান্তই তথায় গমন করেন, তবে তৎপক্ষে আমি আপনার সহায়তা করিব, আপনি নিশ্চিন্ত হউন। সামসাহ হাতেমকে এইরূপে আশ্বাসিত করিয়া অন্যান্য পরীগণকে কহিলেন দেখ, এই ব্যক্তি আমাদিগের পরম উপকারী। তোমরা ইহাঁরই প্রসাদে নিজ নিজ অবস্থাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছ; অতএব এক্ষণে ইহাঁরও এক মহৎ কার্য্যে তোমাদিগেরও সাহায্য করা কর্ত্তব্য। ইনি বরজক দ্বীপে গমন করিতে মানস করিয়াছেন, কিন্তু সেই স্থান দৈত্যগণের আবাস-ভূমি, সুতরাং মনুষ্যগণের অগম্য, তাহা কিছু তোমাদিগের অগোচর নহে। যাহা হউক, সম্প্রতি তোমরা সকলে ইহাঁকে তথায় লইয়া যাও, যেহেতু ইনি একান্তই সেখানে গমন করিবেন।

সামসাহের বাক্য শ্রবণ করিয়া পরীগণ কিয়ৎকাল মৌনাবলম্বনে চিন্তা করত কহিল, মহাশয়! সেই ভয়ঙ্কর বরজক দ্বীপে গমন করা আমাদিগের সাধ্য নহে, কারণ উহা আমাদিগের সীমা বহির্ভূত স্থান। বিশেষতঃ তথায় দুরাচার দৈত্যগণ বাস করিয়া থাকে, তাহারা আমাদিগকে দর্শনমাত্রেই কোপোজ্জলিত হইয়া আমাদিগের সহিত বিরোধ ও ঘোরতর যুদ্ধ করিবে। সেই দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আমরা কতিপয় পরীতে কি করিতে পারিব? ভাল, আমাদিগের পরম উপকারী এই মনুষ্যের প্রত্যুপকার করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া আপনার আদেশক্রমে ইহাঁকে তথায় লইয়া যাইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু পথিমধ্যে যদি দৈত্যগণের সহিত আমাদিগের সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আপনি স্বয়ং সুসৈন্যে সজ্জিত হইয়া তথায় গমন করত যুদ্ধ করিতে যদি স্বীকৃত হয়েন, তাহা হইলে আমরা সাহসে নির্ভর করিয়া ইহাঁকে তথায় লইয়া যাইতে পারি। অনন্তর সামসাহ তাহাতে সম্মত হইলে, চারি জন পরী হাতেমকে একখানি চতুষ্পদীর (চৌকীর) উপরে উপবেশন করাইয়া তাহা স্কন্ধে ধারণ পূর্ব্বক আকাশপথে উড্ডীন হইল। যাত্রা-

কালে সামসাহ উহাদিগকে ডাকিয়া কহিল দেখ, তোমরা সাবধানে থাকিয়া এই মহাপুরুষের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, এবং ক্ষুৎপিপাসাদি-দ্বারা প্রয়োজন বোধ হইলে, কোন ভয়শূন্য নির্জ্জন প্রদেশে ইহাঁকে রক্ষা করিও। অনন্তর পরীগণ তাহাতেই সম্মত হইয়া তৎক্ষণাৎ আকাশপথে ক্রমান্বয়ে গমন করত তিন দিবসে কোন এক স্থানে উপস্থিত হইল। পরীগণ, নিরন্তর তিন দিবসের পরিশ্রমে অত্যন্ত ক্ষুধাতুর হইয়া পূর্ব্বে সামসাহের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহা একেবারেই বিস্মৃত হইয়া হাতেমকে কহিল, মহাশয়! এই স্থান অতি নির্জ্জন, অতএব আপনি অনুমতি করিলে, আমরা আপনাকে এই স্থানে রাখিয়া কিঞ্চিৎ আহারের উদ্যোগ করি। তখন হাতেম তাহাতে অনুমোদন করিলে, তাহারা তাঁহাকে সেই স্থানে রাখিয়া তথা হইতে কিয়দ্দূরে আহারান্বেষণে গমন করিল। কেবল একজন মাত্র পরীপুরুষ তাঁহার শরীর রক্ষার্থ তথায় উপস্থিত রহিল।

হাতেমের দৈত্যদেশে গমন।

এদিকে কতিপয় দৈত্য সহসা সেই দিবসে মৃগয়ার্থ সেই বনে আগমন করিয়াছিল। তাহারা দূর হইতে একজন মনুষ্যের সহিত এক পরীপুরুষকে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া চমৎকৃত হইল। তখন তাহারা পরস্পরে কহিতে লাগিল, ওহে! বহুকাল পরে এক জন মনুষ্য আমাদিগের নয়নপথে নিপতিত হইয়াছে; অতএব আইস, আমরা সত্বর ইহাকে আমাদিগের রাজার নিকটে লইয়া যাই, কারণ তাঁহার আদেশ এই যে, যদি কখন কোন মনুষ্য কোন দৈত্যের দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তবে যেন কদাপি সে জীবিত প্রত্যাবৃত্ত না হয়। অতএব আইস, আমরা ত্বরায় ইহাকে লইয়া রাজদ্বারে উপনীত করি। দৈত্যগণ এইরূপ যুক্তি করিয়া ক্রমে ক্রমে হাতেমের সমীপবর্ত্তী হইতে লাগিল। তখন সেই পরীপুরুষ একাকী অসহায় থাকিলেও, পলায়ন না করিয়া, সেই দৈত্যগণের সহিত অগত্যা ঘোরতর সম্মুখ সংগ্রাম করত তাহাদিগের মধ্যে অনেককেই হত ও আহত করিয়া পরিশেষে স্বয়ং ধৃত হইয়াছিল।

অনন্তর সেই দুর্বৃত্ত দৈত্যগণ ঐ পরীর সহিত হাতেমকে বন্ধন

করিয়া তাহাদিগের মোকরেস নামক রাজার নিকট লইয়া গেল। তখন মোকরেস উহাঁদিগকে দর্শন করিয়া সেই পরীকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কোথায় যাইবে, এবং কোথা হইতেই বা এই মনুষ্যকে প্রাপ্ত হইলে? পরী কহিল, দৈত্যরাজ! আমি বরজক দ্বীপ যাত্রী, আর এই যে মনুষ্যকে দেখিতেছ, ইনি এমন দেশের যুবরাজ, ইহাঁর নাম হাতেম, এবং ইনি সামসাহের পরম বন্ধু। আপনি ইহাঁকে কদাপি ক্লেশ দিবেন না, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আপনার বিস্তর অনিষ্ট সংঘটিত হইবে। অনন্তর ঐ দৈত্যরাজ সেই পরী-পুরুষের কথায় অপ্রত্যয় করিয়া তাহাকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, ওহে! সামসাহ বহুকাল হইতে অদৃশ্য হইয়াছেন; এক্ষণে আবার তিনি কোথা হইতে প্রকাশিত হইলেন? তখন ঐ পরীপুরুষ তাঁহাকে সেই সামসাহের সর্প হইবার বিবরণ হইতে তাঁহার মুক্তিকাণ্ড পর্য্যন্ত সমস্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলে, দৈত্যরাজ কিয়ৎকাল মৌনভাবে চিন্তা করত দৈত্যগণের প্রতি উহাঁদিগকে কোন এক গৃহে বদ্ধ করিয়া রাখিতে আদেশ করিল; কিন্তু সেই দুষ্ট দৈত্যগণ তাঁহাদিগকে গৃহমধ্যে না রাখিয়া কোন এক কূপমধ্যে লইয়া গিয়া বদ্ধ করিয়া রাখিল।

এদিকে সেই আহারান্বেষী পরীত্রয় যথাস্থানে প্রত্যাগত হইয়া দেখিল, যে তথায় হাতেম বা সেই পরী-পুরুষ কেহই নাই, কেবল কতিপয় দৈত্য আহত হইয়া ভূমে নিপতিত রহিয়াছে। তখন তাহারা লক্ষণদ্বারা স্পষ্টরূপেই জানিতে পারিল যে, দুরাত্মা দৈত্যগণ তাহাদিগকে লইয়া স্থানান্তরে পলায়ন করিয়াছে। অতঃপর তাহারা সাতিশয় দুঃখিতান্তকরণে উহাঁদিগের তদন্ত জানিবার মানস করিল। এইকালে তথায় এক আহত দৈত্য মুর্চ্ছিত হইয়া মৃতপ্রায় পতিত ছিল, কিন্তু তখনও তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয় নাই, এজন্য ঐ পরীত্রয় জল লইয়া যত্নপূর্ব্বক তাহার মুখে প্রদান করিতে লাগিল। ক্রমে সেই দৈত্যের চৈতন্যোদয় হইলে, সে চক্ষুরুন্মীলন করিল। তখন পরীগণ তাহাকে ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিলে সে সেই যুদ্ধবৃত্তান্ত সমস্ত তাহাদের গোচর করিয়া কহিল, দেখ ভাই! সেই একমাত্র পরী-পুরুষের সহিত যুদ্ধ করিয়া আমি এরূপ আহত ও দুর্ব্বল হইয়া এক্ষণে নিপতিত আছি, সম্প্রতি আমার আর কিছুমাত্র চলৎশক্তি নাই।

অতঃপর সেই সকল পরীগণ ঐ দৈত্যকে লইয়া নিজ দেশে প্রত্যাগমন করত সামসাহের নিকট দৈত্যগণের নামে অভিযোগ করিয়া সেই যুদ্ধ সমন্ধীয় সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহার গোচর করিল, এবং তাহার প্রমাণস্বরূপ ঐ ধৃত দৈত্যকেও তাঁহার নিকট উপস্থিত করিল। সামসাহ নিজ পরীগণের মুখ হইতে কোক্‌রেশের দৈত্যগণের অত্যাচার ও হাতেমকে লইয়া পলায়ন প্রভৃতি শ্রবণ করত অত্যন্ত কুপিত হইলেন, এবং আরক্তিম লোচনে সেই দৈত্যকে তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, রে মূঢ়! মোক্‌রেশ কি আমাকে একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছে? নতুবা আমাকে জানিয়া শুনিয়াও এরূপ গর্হিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে কেন? দৈত্য কহিল, মহারাজ! আপনি বহুকাল হইতে যে অদৃশ্য হইয়াছেন, দৈত্য সমাজে সকলে ইহাই অবগত আছে; কিন্তু ইদানিন্তন যদিও তাহারা আপনার পুনঃ প্রকাশের বিষয় অবগত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বোধ হয় যে, উহা তাহারা একেবারেই প্রত্যয় করে নাই; নতুবা এরূপ ঘটনা কদাপি সংঘটন হইত না।

অনন্তর সামসাহ তিন সহস্র পরী-সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া সত্বর মোক্‌রেশের দেশে যাত্রা করত তাহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। এইকালে মোক্‌রেশ সসৈন্যে সজ্জিত হইয়া মৃগয়ার্থ বনে পর্য্যটন করিতে গিয়াছিল। সামসাহ এই সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে আক্রমণ করত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। পরিশেষে প্রবল পরাক্রান্ত পরীগণ ভয়ঙ্কর যুদ্ধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া বিস্তর দৈত্যসেনাদিগকে মর্দ্দন ও আহত করিল। তখন (তাহাদিগকে) পরাস্ত করিয়া সামসাহ নিজ সৈন্যগণকে সলোমন পয়গম্বরের দিব্য দিয়া কহিল, হে পরীবীরগণ! তোমরা এই সুযোগে শীঘ্র দৈত্যরাজ মোক্‌রেশকে বন্ধন করিয়া আমার নিকটে লইয়া আইস; কদাচ উহাকে পরিত্যাগ করিও না। তখন পরীগণ তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া দৈত্যনায়ক মোক্‌রেশকে ধৃত করিল। অনন্তর সামসাহ মোক্‌রেশকে প্রাপ্ত হইয়া কহিল, রে দুষ্ট! তুই কি সামসাহকে একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছিস্? তোর মনে কিছুমাত্র ভয় নাই? তুই কি জানিস্ না যে, তিনি অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছেন? যাহাহউক, এক্ষণে তুই সত্য করিয়া বল সেই মনুষ্য ও পরী-পুরুষকে কোথায় রাখিয়াছিস? নতুবা কিছুতেই তোর অব্যাহতি নাই। তুই সেই মনুষ্যকে এখনি আমার

নিকট জীবিত আনয়ন না করিলে, আমি তোকে কদাপি জীবিত পরিত্যাগ করিব না। মোক্‌রেশ কহিল, আমি সেই মনুষ্যকে প্রাপ্তিমাত্রেই ভক্ষণ করিয়াছি, এখন আর তাহাকে কোথায় প্রাপ্ত হইব? পরীরাজ কহিল, রে পাপাত্মন! তুই কি পূর্ব্বে সলোমন পয়গম্বরের নিকট এরূপ প্রতিজ্ঞা করিস নাই যে, মনুষ্যদিগের প্রতি কখনই কোন অত্যাচার করিবি না, তবে এক্ষণে কি নিমিত্ত সেই সকল বাক্য বিস্মৃত হইয়া সত্য ভঙ্গ পূর্ব্বক উহার প্রতি অত্যাচার করিলি? দৈত্যরাজ কহিল, ওহে! এখন আর সলোমন কোথায়? এতদিনে তিনি আর জীবিত নাই, অতএব এখন সত্য ভঙ্গে আর ভয় কি? দৈত্যরাজের এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণ করত পরীরাজ সামসাহ অত্যধিক কুপিত হইয়া কহিতে লাগিল, রে দুর্বৃত্ত! তোর নিতান্তই মতিচ্ছন্ন ধরিয়াছে, এক্ষণে তুই তাহার সমুচিত প্রতিফল ভোগ কর। সামসাহ এইরূপে দৈত্যনায়ক মোক্‌রেশকে বিস্তর তিরস্কার ও ভৎসনা করিয়া আপন সৈন্যদিগকে কহিলেন দেখ, তোমরা এই দুষ্টকে ঐ সকল মৃত দৈত্যের দেহের সহিত একত্রিত করিয়া চিতার উপর শয়ন করাইয়া একেবারেই জীবিত দগ্ধ কর; কারণ যাহারা নিজ সত্য রক্ষা না করে, তাহাদিগের এইরূপই প্রতিফল ও পরিণাম হইয়া থাকে; অতএব সত্বর ইহার দণ্ড বিধান কর।

অনন্তর দৈত্যরাজ যখন একান্তই নিষ্কৃতি লাভের আর উপায়ান্তর নাই বলিয়া স্থির করিল, তখন সে পুনর্ব্বার বিনীতভাবে সেই পরীরাজকে কহিল; হে সামসাহ! যদি এখন আমি তোমার নিকট সেই মনুষ্যকে উপস্থিত করিতে পারি, তাহা হইলে তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিবে কি না? তখন সামসাহ কহিল, মোক্‌রেশ! যদি তুমি আমার পরী-পুরুষের সহিত সেই মনুষ্যকে আমার নিকট জীবিত আনিতে পার, তাহা হইলে আমি সলোমন পয়গম্বরের দিব্য করিয়া কহিতেছি যে, তোমার সহিত আমার আর কোন বৈরভাব থাকিবে না,—সকল বিদ্রোহ ও সকল কলহ এখনই বিদূরিত হইবে, এবং তুমিও সত্বর নিষ্কৃতি পাইবে। অতঃপর মোক্‌রেশ সামসাহকে এক কূপের নিকট লইয়া গিয়া কহিল যে, সেই মনুষ্য ও পরী এই কূপমধ্যে এখনও জীবিতাবস্থায় বন্দীভাবে অবস্থিতি করিতেছে, আপনি তাহাকে মুক্ত করুন।

তদনন্তর সামসাহ হাতেমকে সেই কূপ হইতে উদ্ধার করিয়া আপন

পার্শ্বে উপবেশন করাইলেন, এবং কহিলেন, ভদ্র! আমিত পুর্ব্বেই তোমাকে এই পথে আসিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তখন তুমি কিছুতেই আমার নিবারণ শুনিলে না, সেই জন্য তোমাকে এই ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইতে হইয়াছে। যাহাহউক, অতঃপর তোমার বাসনা কি? তখন হাতেম কহিলেন, হে প্রিয়! প্রাক্তন নিতান্তই অখণ্ডনীয়, অতএব আমি সে নিমিত্ত কিছুমাত্র ভীত, চিন্তিত বা দুঃখিত নহি। আমার যাহা হয় হউক, তাহাতে আমি কাতর নহি, সুতরাং আমার পূর্ব্ব কথারও কিছুতেই অন্যথা হইবার নহে, আমি অবশ্যই এই পথে পুনর্ব্বার অভিলষিত প্রদেশে গমন করিব।

হাতেমের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সামসাহ অত্যন্ত ম্রিয়মান হইলেন, কিন্তু তখন তিনি তাহাতে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রথমতঃ খাদ্যাদি আহরণ করত তাহাকে ভোজন করাইলেন ও পরিশেষে নিজ সৈন্যগণের প্রতি প্রজ্বলিত অনলে দৈত্যগণকে দগ্ধ করিয়া বিনাশ করিতে আদেশ করিলেন; যেহেতু উহারা বিনষ্ট না হইলে, পৃথিবীতে দৌরাত্ম্যের আর সীমা থাকিবে না। তখন দৈত্যরাজ মোকৃরেশ ভীত হইয়া তাঁহাকে কহিল, হে পরীরাজ! আপনি অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, "এই মনুষ্যকে জীবিত আনিয়া দিতে পারিলে, আমাদিগের সহিত আপনার আর কোনও শত্রুতা থাকিবে না" তবে এক্ষণে কি নিমিত্ত তাহার অন্যথাচরণ করিয়া অঙ্গীকার পালন করিতেছেন না? তখন সামসাহ কহিল, ভাই হে! তুমি যখন সলোমনের সম্মুখেই সত্য করিয়া সে সত্য পালন কর নাই, তখন আমিও ইহা পালন না করিলে, তাহাতে আমার বিশেষ কিছুই ক্ষতি হইবে না। অতএব তোমার সেই পূর্ব্ব পথের অনুসরণ করিয়া আমিও তোমার সহিত অঙ্গীকার প্রতিপালনে বাধ্য নহি। অনন্তর পরীগণ অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া সামসাহের আজ্ঞাক্রমে সমস্ত দৈত্যগণকে অগ্নিতে ভস্ম করিয়া ফেলিল। তখন সামসাহ নিজ সেনাপতিকে সেই প্রদেশ রক্ষণাবেক্ষণার্থ নিযুক্ত করিয়া, কতিপয় পুরাতন, ভৃত্যকে হাতেমের শরীর রক্ষার্থে নিযুক্ত করিলেন, এবং কহিলেন, ওহে! হাতেম এখন যে কোন স্থানে গমন করিবেন, তোমরাও ইঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত সাবধানে সেই দুর্গম প্রদেশে বিপদ সকল হইতে উঁহাকে রক্ষা করিবে,—কদাপি যেন তাহার অন্যথাচরণ না হয়।

অনন্তর সেই পরী-সেনাগণ তাহাতে অনুমোদন করত পূর্ব্ববৎ হাতেমকে স্কন্ধে লইয়া আকাশপথে উড্ডীন হইল। তাহারা নিরাপদ স্থানে হাতেমকে সর্ব্বদাই রক্ষা করিত, এবং বন হইতে ফলমূলাদি আহরণ করত তাঁহাকে ভোজন করাইত। এইরূপে একাদিক্রমে একাদশ দিবস ভ্রমণের পর তাহারা এক পর্ব্বতপ্রস্থে আসিয়া উপনীত হইল।

এদিকে তুম্মানি দ্বীপের মেহেরবার নামে এক পরী-রাজকুমার সেই বরজক দ্বীপের রাজকন্যার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইয়া ছিলেন। ঐ বরজক রাজকন্যার নিকটেই মুক্তা স্বরূপ সেই লাতস পক্ষীর ডিম্ব ছিল, এবং উহার পিতাকে লোকে মহারাজ মহয়ার সলোমানী বলিয়া জানিত। তাঁহার প্রতিজ্ঞার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। যাহাহউক, একদা ঐ মেহেরবার সেই কন্যার রূপগুণের কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে বাসনা করিলে, ঐ কন্যার পিতা মহয়ার সলোমানী তাঁহাকে সেই পক্ষীডিম্বের জন্য বৃত্তান্ত কহিয়া ঐ কুমারীকে গ্রহণ করিতে অনুমতি করিয়া ছিলেন; কিন্তু তিনি তাহাতে অপারগ হইলে, মহয়ার সলোমানী রাজা উহাকে অত্যন্ত অবজ্ঞা করিয়া আপন সভা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। তখন তিনি লজ্জায় স্থানান্তরে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। এইকালে তিনি সহসা সেই কন্যাকে স্বচক্ষে এক গবাক্ষের নিকট দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়া তাঁহার রূপে এমনি মোহিত হইয়া ছিলেন যে, তাহাকে না পাইলে আপন প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিব বলিয়া, মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি ঐ কুমারীকে কি প্রকারে লাভ করিবেন বলিয়া, চিন্তা করিতে করিতে ঐ পর্ব্বত প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। পরিশেষে নানা প্রকারে চিন্তা দ্বারাও যখন কিছুতেই কিছু স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না, তখন অগত্যা ঈশ্বরের দ্বারে রোদন করিতে লাগিলেন। এইকালে দৈবযোগে কথিত পরীগণের সহিত হাতেমও সেই পর্ব্বতে উপনীত হইলেন। তিনি দূর হইতে তখন রোদননিনাদ শ্রবণ করত জানিতে পারিলেন যে, অবশ্যই কোন ব্যক্তি বিপদে পতিত হইয়া রোদন করিতেছে। হাতেম তখন সেই পরীগণের সহিত শব্দানুসারে গমন করত তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া (তাহাকে) জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে! তুমি কে, এবং কি নিমিত্তই বা এই বিজন পর্ব্বতপ্রদেশে বসিয়া একাকী রোদন করিতেছ, তাহা আমাকে বল? তখন মেহেরবার মস্তকোত্তোলন করিয়া

দেখিল যে, তাঁহাকে কোন অপরিচিত মনুষ্য কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছে। সে হাতেমকে সম্মুখে নিরীক্ষণ করত জিজ্ঞাসা করিল, হে মনুষ্য! তুমি কে? এবং কি নিমিত্তই বা এই মনুষ্যের অগম্য স্থানে আসিয়াছ, তাহা আমাকে বল? হাতেম কহিলেন, হে অমৃতের পুত্র! কোন কার্য্যবশতঃ জগদীশ্বর আমাকে এখানে আনয়ন করিয়াছেন। আমার নাম হাতেম, আমি ইমনদেশবাসী; সম্প্রতি তোমার এই বিলাপের কারণ আমার গোচর কর। তখন সে তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক তাহার রোদনের কারণ অবগত করিলে, হাতেম তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন, ভদ্র! চিন্তা কি, আমি তোমার নিমিত্ত সেই নৃপবালাকে তাহার পিতার সম্মতিক্রমে গ্রহণ করিয়া সত্বর তোমার কামনা পূর্ণ করিব; অতএব তুমি আর বৃথা রোদনে কালাতিপাত না করিয়া, সত্বর আমার সহিত আইস।

হাতেমের বাক্যাবসানে মেহেরবার পরী কহিতে লাগিল, হে মহাশয়! আপনি কি নিমিত্ত আমাকে বৃথা আশ্বাস প্রদান করিতেছেন? আপনি সামান্য মনুষ্য মাত্র, মেহেরবার সলোমানী হইতে সেই কন্যা গ্রহণ করা আপনার সাধ্যায়ত্ত নহে। কারণ, তাঁহার প্রতিজ্ঞা এই যে, যে কেহ তাঁহার নিকটস্থ একটী অনুপম প্রকাণ্ড ডিম্বের জন্ম কথা বলিতে পারিবে, তিনি তাহাকেই নিজ কন্যার সহিত সেই ডিম্বসম মুক্তা প্রদান করিবেন; কিন্তু আমরা যখন পরীজাতি হইয়াও বহু আয়াসে তাহার কিছুমাত্র তদন্ত জানিতে পারিলাম না, তখন আপনি সামান্য মনুষ্য হইয়া তাহার কি করিবেন? হাতেম কহিলেন, ভদ্র! স্থির হও, তুমি সেই চিন্তা দূর কর, দেখ আমি সেই ডিম্ব লাভ করিবার নিমিত্ত এত ক্লেশ স্বীকার করিয়া এখানে আসিয়াছি। আমি সেই মুক্তার উৎপত্তির বিষয় অবগত আছি, উহা প্রকৃত মুক্তা নহে, লাতস নামক পক্ষীর ডিম্ব। বাস্তবিক উহা দেখিতে মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল ও আয়তনেও কিঞ্চিৎ বৃহৎ, এজন্য সকলে (প্রকৃত বোধাভাবে) উহাকে মুক্তা বলিয়াই স্থির করিয়াছে। যাহাহউক, অতঃপর আমি ঈশ্বরের দিব্য করিয়া, তোমার নিকট সত্য অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমি ঐ ডিম্বের উৎপত্তি বিষয়ক ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত মেহেরবার সলোমানীর নিকট প্রকাশ করিয়া, যখন তাঁহার পণে জয়লাভ করিব, (তাহাতে তিনি অবশ্যই আমাকে সেই মুক্তার সহিত অনুপম তনয়াকে সম্প্রদান করিবেন।) সেইকালে আমি কেবলমাত্র ঐ

মুক্তা (নিজে) গ্রহণ করিয়া তোমাকে তোমার অভিলষিত প্রণয়িনী প্রদান করিব।

অনন্তর মেহেরবার পুনর্ব্বার হাতেমকে কহিতে লাগিল, মহাশয় ! সেই বরজক দ্বীপ মনুষ্যের পক্ষে নিতান্তই অগম্য। তথায় ভীষণাকৃতি নিষ্ঠুর দৈত্যগণ বাস করিয়া থাকে, অতএব আপনি সেখানে কিরূপে গমন করিবেন ?—সেই স্থানে গমন করিলে আপনি কদাপি প্রত্যাগত হইতে পারিবেন না, অতএব অসম সাহস করিয়া আপনার পক্ষে তথায় গমন করা নিতান্তই অবিধেয়। হাতেম কহিলেন, হে প্রেমিক ! তুমি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক, আমি ঈশ্বরের পথে আপনাকে নিয়োগ করিয়াছি, অতএব আমার নিমিত্ত তোমার চিন্তা করার আবশ্যক কি ? তুমি আমার সহিত অকুতোভয়ে চলিয়া আইস। অনন্তর হাতেমের কথা শ্রবণ করিয়া মেহেরবার নিশ্চয় বুঝিতে পারিল যে, জগদীশ্বর তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, সুতরাং সে তখন হাতেমের পদাবলুণ্ঠন করিতে লাগিল। তখন হাতেম তাহার হস্তধারণ পূর্ব্বক সাদর ও সস্নেহ সম্ভাষণে নিজ আসনের এক পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া বাহক পরীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে ! তোমরা কি আমাদিগের উভয়কে এককালে বহন করিতে সমর্থ হইবে ? তখন তাহারা কহিল, মহাশয় ! আপনাদিগের ন্যায় আরও দুই ব্যক্তি একত্রিত হইলেও আমরা অবলীলাক্রমে তাহাদিগকেও বহন করিতে সমর্থ হই। বাহক পরীগণ হাতেমের সহিত ঐ মেহেরবার পরীকে বহন করিয়া কোন এক স্থানে লইয়া গেল। সেই স্থানই পরীগণের অধিকারের শেষ সীমা, সুতরাং তাহারা (বহির্সীমায়) আর অধিক দূর যাইতে পারিবে না বলিয়া, তাঁহাদিগকে সেই স্থানে রাখিয়া বিদায় গ্রহণ করত স্থানান্তরে গমন করিল।

এদিকে হাতেম, সেই পরীবাহকগণকে বিদায় করিয়া সচিন্তিত হইলেন, এবং সমীপস্থ মেহেরারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে ভাই ! এখন কিরূপে বরজকে যাই ? সে কহিল, মহাশয় ! আমিত পূর্ব্বেই আপনাকে তথায় যাইতে নিষেধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তখন আপনি তাহা শুনিলেন না ! যাহাহউক, এক্ষণে আপনি যতই অগ্রসর হইবেন, ততই দৈত্যগণের সীমা দেখিতে পাইবেন, তাহারা আপনাকে মনুষ্য দেখিয়া কদাপি জীবিত পরিত্যাগ করিবে না। তখন হাতেম কহিলেন, ভাল, অতঃপর আমি দৈত্যের ন্যায় আকার ধারণ করিয়া তথায় অগ্রসর হইব,

কিন্তু তাহা হইলে তুমি কি প্রকারে আমার সহিত নির্ব্বিঘ্নে গমন করিবে? সে কহিল, মহাশয়! আপনি যদি দৈত্যের ন্যায় আকার ধারণ পূর্ব্বক তথায় গমন করেন, তাহা হইলে আমিও আপনাকে লক্ষ্য রাখিয়া শূন্যপথে (আপনার সহিত) গমন করিব। যাহাহউক, এইরূপ অবধারিত হইলে, হাতেমের নিকট পূর্ব্ব হইতেই যে লাতস পক্ষীর এক রক্তবর্ণ পক্ষ (পালক) ছিল, তিনিই তাহাই অগ্নিতে ভস্ম করিয়া নিজ পরম সুন্দর কলেবরে জলের সহিত (উহা) লেপন করিয়া দিলেন। যাহাহউক, ঐ পক্ষের গুণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। উহা লেপন করিবামাত্রেই হাতেম দৈত্যগণের ন্যায় ভীষণ, দীর্ঘ ও কৃষ্ণবর্ণ দেহ প্রাপ্ত হইলেন। তখন আর তাঁহাকে মনুষ্য বলিয়া কিছুতেই বোধ হইত না। তৎকালে এমন কি, তাঁহার ভয়ঙ্কর শরীর দর্শনে হিংস্র জন্তুগণকেও ভয়ে দূরে পলায়ন করিতে হইয়াছিল। হাতেম এইরূপে দৈত্যভাবে দিবারাত্রি দৈত্যগণের দেশ ভ্রমণ করিয়া একদা তন্নিকটস্থ একস্থানে উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি পুনর্ব্বার সেই পক্ষীর শ্বেতবর্ণের একটী পক্ষ ভস্ম ও তাহা জলে গুলিয়া আপন অঙ্গে মর্দ্দন করিবামাত্রেই তৎক্ষণাৎ নিজ শরীর পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে একদিন তিনি নিজ সঙ্গী মেহেরার পরীর সহিত একত্রে কোন এক নির্জ্জন স্থানে শয়ন করিয়া পরম সুখে নিদ্রা যাইতেছেন, এমন সময়ে সেইস্থানের আকাশপথ দিয়া মহাকাল নামে এক দৈত্য মৃগয়ায় গমন করিতেছিল। সে এক জন পরীর সহিত একটী মনুষ্যকে একত্রে নিদ্রা যাইতে দেখিয়া আপন সঙ্গীগণকে কহিতে লাগিল, অহো, কি আশ্চর্য্য! দেখ এ স্থানে একজন পরী ও মনুষ্যে একত্রিত হইয়াছে, ইহারা কিরূপে ও কোথা হইতে এখানে আগমন করিল? তোমরা সত্বর উহাদিগকে আমার নিকট লইয়া আইস।

অনন্তর দৈত্যগণ উহাঁদিগের নিকটে গমন করত, তাঁহাদিগকে জাগ্রত করিয়া কহিল, তোমরা সত্বর আমাদিগের সহিত মহাকাল দৈত্যের নিকট চল, তিনি তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। তখন পরীরাজকুমার মেহেরার কিছুতেই তাহাদিগের সহিত গমন না করিয়া বিস্তর বাক্‌বিতণ্ডা করিতে লাগিল; পরন্তু দৈত্যগণ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া বরং বলপূর্ব্বক উহাদিগকে তথায় লইয়া গেল। মহাকাল দৈত্য তখন ঐ পরীকে জিজ্ঞাসা করিল, ওহে!

তুমি এই মনুষ্যকে কোথা হইতে লইয়া আসিলে? তখন মেহেরার হাতেম যেরূপে সামসাহকে সর্পাকৃতি হইতে ও অপরাপর পরীগণকে বিকৃত দেখিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করত স্ব স্ব অবস্থা প্রদান করিয়া তাহাদিগের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন, এবং পরিশেষে যে স্থানে ও যেরূপে তাঁহার সহিত উহাঁর সাক্ষাৎ ও যাহা যাহা কথোপকথন হইয়াছিল, তৎসমুদায়ই একে একে তাহার নিকট ব্যক্ত করিয়া কহিলেন, হে মহাকাল! দেখ, এই ইমনদেশীয় যুবা বড় সামান্য ব্যক্তি নহেন; অতএব তুমি ইহাঁকে পরিত্যাগ কর। আরও কি আশ্চর্য্য! তুমি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না? আমার নাম যুবরাজ মেহেরার। কিছুদিন পূর্ব্বে আমিই তোমাদিগের সলোমানের কন্যাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছিলাম; অতএব এক্ষণে এই মনুষ্যের সহিত আমাকে পরিত্যাগ কর। মহাকাল কহিল, সত্য বটে, তুমি আমাদিগের পরিচিত, অতএব আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম, তুমি স্বেচ্ছাসুখে স্বস্থানে প্রস্থান কর; কিন্তু এই মনুষ্যকে আমি কদাপি জীবিত পরিত্যাগ করিতে পারি না, কারণ বহুকাল পরে আমি মনুষ্যশোণিত পান করিয়া রসনাকে পরিতৃপ্ত করিব। তখন মেহেরার তাহাকে পুনর্ব্বার কহিল, ওহে দৈত্য! তুমি কি অন্যায় কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ? তুমি কি পূর্ব্বে সলোমনের নিকট প্রতিজ্ঞা কর নাই যে, তুমি মনুষ্যের প্রতি কখনই কোন অত্যাচার করিবে না, তবে কেন এক্ষণে তাহার বিপরীতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ? দৈত্য কহিল, ওহে! সলোমন এখন কোথায়? তিনিত আর এখন এখানে উপস্থিত নাই, তবে কেন আমি ইহার রক্তপান না করিয়া আত্মাকে সুখী করিব? অনন্তর মেহেরার মনে মনে চিন্তা করিল যে, এই দৈত্য রক্তের গন্ধে একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে—কদাপি ইহাঁকে পরিত্যাগ করিবে না; অতএব এক্ষণে কোন প্রকার ছল করিয়া ইহাঁকে উদ্ধার করিতে হইবে। মেহেরার মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই মহাকাল দৈত্যকে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিল, ওহে দৈত্য! যদি তুমি আমার কথা রাখিয়া এই মনুষ্যকে পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে পঞ্চদশ দিবসের মধ্যেই আমি তোমাকে ইহার পরিবর্ত্তে দশটী মনুষ্য প্রদান করিব, কিন্তু এখন ইহাঁকে পরিত্যাগ কর; যেহেতু ইহাঁকে লইয়া আমার কিছু বিশেষ প্রয়োজন

আছে। দৈত্য কহিল, ভাই হে ! যখন তুমি আমাকে অপর দশটী মনুষ্য প্রদান করিবে, তখন আমি অবশ্যই তোমাকে এই মনুষ্য প্রত্যর্পণ করিব, না হয় এক্ষণে তুমি যে কোন স্থান যোগ্য বিবেচনা করিবে, আমি পঞ্চদশ দিবসের নিমিত্ত ইহাকে সেই স্থানেই বন্দী করিয়া রাখিব ; পরে তুমি সত্য পালন করিলে, আমি (ইহাঁকে) ছাড়িয়া দিব। তখন সেই পরী তথায় একটী উদ্যান মনোনীত করিলে দৈত্য, হাতেমকে তন্মধ্যে লইয়া গিয়া বন্ধন করিয়া রাখিল। অনন্তর মেহেরার পরী সত্বর আপন দেশে প্রত্যাগমন করত কতিপয় পরীকে নিজ সমভিব্যাহারে লইয়া পুনর্ব্বার সেই উদ্যানমধ্যে উপস্থিত হইল, এবং সুযোগক্রমে তথা হইতে বন্ধন মুক্ত করিয়া হাতেমকে স্কন্ধে করত সত্বর আকাশপথে উড্ডীন হইল।

এদিকে প্রতিজ্ঞাত সময় উত্তীর্ণ হওয়াতে মহাকাল দৈত্য হাতেমকে লইয়া আসিবার নিমিত্ত অন্যান্য দৈত্যগণকে কহিল, দেখ মেহেরার প্রতিজ্ঞাত পঞ্চদশ দিবস অতিবাহিত হইয়াছে, কিন্তু সে যখন অদ্যাপিও প্রত্যাগত হইল না, তখন আর ঐ মনুষ্যকে জীবিত রাখিবার আবশ্যক কি ? শীঘ্র তাহাকে এখানে লইয়া আইস। অনন্তর তাহারা উদ্যান মধ্যে গমন করিয়া দেখিল যে, তথায় মনুষ্য নাই। তখন তাহারা অগত্যা সাতিশয় দুঃখিত ও ভীত হইয়া তাহা মহাকালের গোচর করিল। মহাকাল এই কথা শ্রবণে অত্যন্ত কুপিত হইয়া প্রহরীগণকে কহিল, রে দুষ্টগণ ! তোরা সে মনুষ্যকে কোথায় রাখিয়াছিস্ ! বোধ হয়, তোরা লোভ সম্বরণে অসমর্থ হইয়া তাহাকে ভক্ষণ করিয়াছিস্ ? তোদের এত বড় স্পর্দ্ধা যে তোরা আমারই রক্ষিত ভোজ্য দ্রব্য আমার বিনানুমতিতে আত্মসাৎ করিস্ ? আমি তোদিগকে এখনি তাহার প্রতিফল প্রদান করিব। প্রহরীগণ তখন ভীত হইয়া নানা প্রকারে দিব্য করিলেও, মহাকাল তাহাতে কিছুতেই প্রত্যয় না করিয়া, উহাদিগকে কারাবদ্ধ করিল, এবং অপর কতিপয় রক্ষকের প্রতি সেই মনুষ্যকে অনুসন্ধান করিয়া আনিবার নিমিত্ত ভারার্পণ করিল।

এদিকে সেই সকল পরীগণ হাতেমকে লইয়া কহরমান নদীতীরে উপনীত হইলে, দৈবাৎ সেই সময়ে মহাকালের এক ভৃত্যের সহিত উহাদিগের সাক্ষাৎ হয় ; তাহাতে সেই দৈত্য হাতেমকে চিনিতে

পারিয়া তাঁহার হস্তধারণ করিতে উদ্যত হইলে, অমনি মেহেরার এক অসির আঘাতে তাহার হস্ত ছেদন করিয়া দিলেন। তখন সে জ্বালায় অস্থির ও ক্রোধে আকুল হইয়া মেহেরারকে কহিল, দেখ, এই মনুষ্যের নিমিত্ত তুমি যেমন আমার দুর্দ্দশা করিলে, সেইরূপ আমিও এই স্থান-বাসী সমস্ত দৈত্যদিগকে কহিব যে, যুবরাজ মেহেরার পরী একটী মনুষ্যকে লইয়া এখানে ভ্রমণ করিতেছে, তাহা হইলে তাহারা এক-ত্রিত হইয়া এই মনুষ্যকে বলপূর্ব্বক তোমার নিকট হইতে হরণ ও তোমারও দুর্দ্দশা করিবে। তখন মেহেরার আরও কুপিত হইয়া কহিল, দুষ্ট! তোর যত সাধ্য থাকে, তুই আমার অপকার করিতে সচেষ্ট হ। তুই তোর মহাকালকে এই সকল বিষয় বিজ্ঞাপন কর, তিনি যেন সর্ব্বদাই সাবধানে স্বসৈন্যে সজ্জিত হইয়া অবস্থিতি করেন; আমি সত্বর তাহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া তাহার রাজ্য কাড়িয়া লইব ও তাহার প্রাণ পর্য্যন্ত বিনাশ করিব।

অতঃপর বাহক পরীগণ, হাতেম ও মেহেরারকে তথায় রাখিয়া কহিতে লাগিল, এই যে সীমায় এখন আপনারা উপস্থিত হইয়াছেন, ইহাই আমাদিগের রাজ্যের শেষ সীমা, এই সীমা। অতিক্রম করিয়া আর অধিক দূর গমন করিতে আমাদিগের ক্ষমতা নাই; কাণ তাহা দৈত্য-গণের অধিকারভুক্ত স্থান। ঐ সকল স্থানে আমাদিগের আর কোন অধিকার নাই; অতএব এখন আমরা বিদায় হই। পরীগণ প্রস্থান করিলে, হাতেম মেহেরারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বন্ধো! এখন উপায় কি? কি রূপে আমরা এই স্থান হইতে অগ্রসর হইতে পারি, তাহা কি তুমি অবগত আছ? সে কহিল, মহাশয়! ইহার অগ্রবর্ত্তী স্থান সকল দৈত্যগণের অধিকৃত, সুতরাং তাহাদিগের দৌরাত্ম্যে মানবেরা কদাপি তথায় গমন করিতে পারে না। পূর্ব্বে পরীগণ এখানে ভ্রমণ করিতে আসিয়া বলপূর্ব্বক দৈত্যগণের সম্পত্তি সকল হরণ করিত। একদা পরী-দিগের সহিত উহাদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হওয়াতে, উহারা পরাজিত হইয়া সন্ধিস্থাপন পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, তাহারা পরিগণের সহিত আর কোন বিরোধ বা অন্যায়াচরণ করিবে না; কিন্তু মনুষ্যকে দেখিতে পাইলে, কদাপি পরিত্যাগ করিবে না। তখন হাতেম কহি-লেন, ভাল, যদি এরূপ হয়, তবে আমি পূর্ব্বের ন্যায় পুনর্ব্বার দৈত্য-কলেবর ধারণ করি। অনন্তর তিনি পূর্ব্বের ন্যায় সেইরূপ পক্ষ ভস্ম দ্বারা

দৈত্যদেহ ধারণ করিলেন। তখন মেহেরার তাহাতে চমকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে হাতেম! এই পর তুমি কোন পক্ষী হইতে প্রাপ্ত হইয়াছ? তখন হাতেম তাহাকে লাতস পক্ষী সম্বন্ধীয় দুই চারিটী মাত্র কথা কহিয়া, যেরূপে ঐ পক্ষ প্রাপ্ত ও মুক্তার ন্যায় ডিম্বের উৎপত্তি বিবরণ অবগত হইয়াছিলেন, তৎসমুদায় স্থূল বর্ণন করিয়া কহিলেন, ভাই! ইহার পর ঐ ডিম্বের প্রকৃত ও বিস্তারিত কথা আমি সেই রাজসভাতে যখন প্রকাশ করিব, তখন তুমি তাহা জানিতে পারিবে। যাহাহউক, এক্ষণে আমিত দৈত্যের ন্যায় অনায়াসে দৈত্যনগরে ভ্রমণ করিতে পারিব, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তুমি তবে কিরূপে আত্মগোপন করিয়া আমার সহিত ভ্রমণ ও অবস্থিতি করিবে? মেহেরার কহিল, মহাশয়! সে জন্য কোন চিন্তা নাই, কারণ দিবসে আমি শূন্যপথে আপনাকে লক্ষ্য করিয়া ভ্রমণ করিব, পরে রাত্রিকালে যখন আপনি কোন নির্জ্জন স্থানে বিশ্রাম করিবেন, সেই সময়ে (আমিও) অপনার সহিত একত্র সম্মিলিত হইব।

অনন্তর উহাঁরা এইরূপে সমস্ত অবধারিত করিয়া ক্রমান্বয়ে গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে মেহেরার পরী অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, এবং হাতেমও দৈত্যের ন্যায় নিম্নে চলিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে দৈত্যগণ হাতেমকে কিছুতেই মনুষ্য বলিয়া চিনিতে পারিল না; বরং স্বজাতি ভাবিয়া তাহারা তাঁহার পথ পর্য্যটনের আর কোনই ব্যাঘাত করিত না। লাতস পক্ষীর পক্ষের গুণে হাতেম যেমন দৈত্যগণের আকারাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ (তিনি) তাহাদিগের কথাবার্ত্তাও কহিতে এবং বুঝিতে পারিতেন।

হাতেম এইরূপে কিয়দ্দিবস দৈত্যনগরে ভ্রমণ করিয়া একদা মেহেরার সহিত কোন একস্থানে একত্র শয়ন করিয়াছিলেন, তথায় কতিপয় দৈত্য সহসা ভ্রমণ করিতে করিতে, পরীর সহিত দৈত্যকে একত্রে শয়ন করিয়া থাকিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তখন কেহ কেহ কহিল, ভাই! আইস, আমরা ইহাদিগকে জাগ্রত করিয়া রাজার নিকটে লইয়া যাই। কেহ কহিল, না হে! তাহা করিয়া ইহাদিগকে বৃথা ক্লেশ দিবার আবশ্যক কি? বোধ হয় ইহারা একদেশ নিবাসী উভয়ে একত্রে তীর্থ পর্য্যটনে নির্গত হইয়াছে এবং ইহাদিগের পরস্পর অত্যন্ত সখ্যতা আছে, এজন্য সর্ব্বদাই একত্রে অবস্থিতি করিয়া থাকে।

যাহাহউক, পরিশেষে সকলের একবাক্যে উহাঁদিগকে জাগ্রত করা হইল। নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র দৈত্যাকারধারী ছদ্মবেশী হাতেম, কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, ওহে! আমরা বহু দূর হইতে আসিয়া পরিশ্রান্ত হওত এখানে নিদ্রা যাইতেছিলাম, তোমরা কি নিমিত্ত আমাদিগের নিদ্রা ভঙ্গ করিলে? দৈত্যেরা জিজ্ঞাসা করিল তোমরা কোথা হইতে আসিয়াছ? হাতেম কহিলেন, আমরা সামসাহ পরীর প্রজা, তাঁহারই অধিকারে বাস করিয়া থাকি। সেই সামসাহ, যিনি মোকরেশ দৈত্যের অধিকার আত্মসাৎ করিয়াছেন, এবং পূর্ব্বে যিনি অভিসম্পাত বশতঃ বহুকাল হইতে সর্পাকারে অদৃশ্য হইয়াছিলেন। সম্প্রতি কোন মনুষ্য তাঁহাকে যোগবলে নিজ অবস্থা প্রদান করিয়াছেন। সেই মনুষ্য বরজকের চড়ায় যাইতেছিল, আমরা তাহারই অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছি, এখনও প্রাপ্ত হই নাই। যদি তোমরা কেহ তাহাকে ধরিয়া দিতে পার, তাহা হইলে সামসাহ তোমাদিগকে বিস্তর রাজ-প্রসাদ প্রদান করিবেন। আমরা সেই মনুষ্যের অনুসন্ধানে কত ক্লেশ স্বীকার করিয়া এই স্থানে আসিয়াছি, কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান পাইলাম না; অতএব তোমরা আমাদিগকে ছাড়িয়া দাও,—আমাদিগকে বৃথা ধৃত করিয়া কষ্ট প্রদান করিলে তোমাদিগের কি লভ্য হইবে বল? তখন দৈত্যেরা কহিল, ভাল, তোমরা তবে এখানে সুখে শয়ন করিয়া থাক, আমরা এখন সেই মনুষ্যের উদ্দেশে গমন করি। দৈত্যগণ প্রস্থান করিলে পর, হাতেম মেহেরারকে কহিলেন, ওহে! আর এখানে তিলার্দ্ধ কাল বিলম্ব করাও কর্ত্তব্য নহে, সত্বর প্রস্থান করিবার উপায় দেখ।

অনন্তর উভয়ে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ক্রমান্বয়ে চলিতে আরম্ভ করিয়া কিছুদিনান্তে কোন এক স্থানে উপস্থিত হইলেন। তথায় ভয়ঙ্কর তরঙ্গবিশিষ্ট কহরমান নদী দর্শনে হাতেম ভীত ও চিন্তিত হইয়া কহিলেন, সখে! এখন কিরূপে এই নদী পার হওয়া যায়? মেহেরার কহিল, তুমি এখানে কিছুকাল অপেক্ষা কর, আমি পক্ষীরাজ ঘোটক আনিয়া উহার পরপারে গমন করিব। অনন্তর মেহেরার কোন এক স্থানে গমন করিল। তথাকার রাজার সহিত তাঁহার সৌহৃদ্যতা থাকা প্রযুক্ত, তিনি তাঁহা হইতে দুইটী পক্ষবিশিষ্ট দ্রুতগামী ঘোটক যাচ্ঞা করিয়া লইলেন। পরিশেষে হাতেম ও মেহেরার সেই দুই ঘোটকে

চড়িয়া গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে হাতেম সাতিশয় ক্ষুধিত হইয়া মেহেরার নিকট হইতে ফল ভক্ষণ করিলেন। অনন্তর তিনি জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। হাতেম সেই কহর-মান নদী দর্শনে চমকৃত ও হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন। সেই নদীর যেন পারা-পার নাই বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। তাহার উর্ম্মি সকল প্রকাণ্ড পর্ব্বতের ন্যায় উত্থিত হইয়া ভীষণ শব্দে আকাশ পূর্ণ করিতেছে। যাহাহউক, এইরূপে হাতেম কিছুদিনান্তে নদী পার হইয়া এক অপূর্ব্ব স্থান প্রাপ্ত হইলেন। তথায় মনোহর হীরকাদি প্রস্তরসমূহে বিনির্ম্মিত হর্ম্ম্য সকল দর্শনে তিনি যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছিলেন। অয়স্কান্ত, সূর্য্যকান্ত ও চন্দ্রকান্ত প্রভৃতি মণি সকল সেই স্থানকে আলো-কিত করিয়াছিল। হাতেম তথাকার এক প্রকাণ্ড উদ্যানে ভ্রমণ ও শ্রান্তিদূর করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি মেহেরার নিকটে অবগত হইলেন যে, তথা হইতে বরজক দ্বীপ এখনও অনেক দূরে আছে, তখন হাতেম পুনর্ব্বার তাহার সহিত সত্বর গমনে, উপযুক্ত সময়ে বরজক নদীতীরে উপনীত হইলেন। তখন মেহেরার কহিল, মহা-শয়! আপনি যদি এখানে সপ্তাহকাল অপেক্ষা করেন, তাহা হইলে, আমি (আমার) গৃহ হইতে সেনা সামন্তের সহিত সজ্জিত হইয়া আসি। হাতেম কহিলেন, ভাই! আমিত এই বরজক দ্বীপাধিপতির সহিত যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে আগমন করিতেছি না, তবে এত সৈন্য সামন্ত লইয়া কি করিব? মেহেরার কহিল, মহাশয়! আমিও যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সেনা সংগ্রহে গমন করিতেছি না। তবে কথা এই যে, আমা-দিগের সহিত রীতিমত সৈন্যবল থাকিলে, আমরা রাজদ্বারে অবশ্যই বিশেষরূপে সম্মানিত ও সমাদৃত হইব। তখন হাতেম তাহাতে সম্মত হইলে, তিনি নিজ পক্ষীরাজ আরোহণে গমন করিতে লাগিলেন। এই-কালে হাতেম তথাকার এক পরম সুন্দর উপবনে ভ্রমণ করিতে লাগি-লেন। সেখানে তিনি ক্ষুধায় ফল ও তৃষ্ণায় সরসীর জল পান করিতেন, এবং রাত্রিকালে বৃক্ষতলে পরম সুখে নিদ্রা যাইতেন। তাঁহার ঘোটক ও এইরূপে সমস্ত দিন ভ্রমণ করিয়া রজনীযোগে পুনর্ব্বার তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইত। সেই উদ্যানে কোন মনুষ্য ছিল না, এজন্য হাতেম সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কিছু কাল তথায় মেহরার প্রত্যা-গমনপথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে পরী-রাজকুমার মেহেরার স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তাহার পিতা মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে দেখিবামাত্র পুলকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! এতদিন তুমি একাকী কোথায় গমন করিয়াছিলে? আমরা নিবারণ করিলে তুমি তাহা না শুনিয়া যে সৈন্য সমভিব্যাহারে বরজক দ্বীপের রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিতে গমন করিলে, তাহার পর সৈন্যদিগকে ছাড়িয়া কিরূপে ও কোথায় অবস্থিতি করিতেছিলে, তাহা আমাদিগেব গোচর কর, এবং তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হইয়াছে কি না, তাহাও আমাদিগের নিকট প্রকাশ কর? তখন মেহেরার তাঁহাদিগকে প্রণাম করত কহিতে লাগিল, আমি পূর্ব্বে যাত্রাকালে আপনাদিগের নিবারণ বাক্য না শুনিয়া গমন করত অত্যন্ত অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছি; যেহেতু (আমি) সেই বিবাহে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া অত্যন্ত লজ্জা প্রাপ্ত হইয়াছি। যাহাহউক, আমি সেই সময় হইতে আর অদ্যাপি যাহা যাহা ঘটিয়াছে; তৎসমুদায়ই আপনাদিগের নিকট বর্ণন করিতেছি। হে জনক জননি! আমি সেই কথিত রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ প্রয়াস করিয়া তাহার পিতার নিকট গমন করিলে, তিনি একটী প্রকাণ্ড হংস ডিম্বাকৃতি মুক্তা আনিয়া কহিলেন যে, যে ব্যক্তি আমার এই মুক্তার উৎপত্তি বিবরণ বর্ণন করিতে পারিবেন, আমি তাঁহাকেই আমার কন্যা সম্প্রদান করিব। তখন আমি উহার কোন সদুত্তর করিতে না পারিয়া অগত্যা লজ্জাবশতঃ এক গিরিপ্রস্থে যাইয়া একাকী নিরন্তর রোদন করিতে লাগিলাম। এই কালেই আমি আমার সৈন্যগণ হইতে পৃথক হইয়াছিলাম। যাহাহউক, সম্প্রতি আমার আশালতা এক প্রকার পুনঃবৰ্দ্ধিত হইতেছে; কারণ আরব্য দেশ হইতে (তথাকার) যুবারাজ হাতেম স্বয়ংই আমার রোদন স্বর শ্রবণ করত (আমার) নিকটে আসিয়া বিলাপের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাঁহাকে সকল কথাই প্রকাশ করিয়া কহিলাম। তখন তিনি আমাকে আশ্বস্ত্য করত ঈশ্বরের দিব্য করিয়া কহিলেন, ভাই! তুমি ক্রন্দন সম্বরণ কর, আমি ঐ মুক্তার জন্ম বিবরণ অবগত আছি, এবং ঐ মুক্তা লাভ করিবার নিমিত্তই আমি এত ক্লেশ করিয়া এতদূর আসিয়াছি—(আমি শীঘ্রই তথায় গমন করিব।) অতএব যদি কৃতকার্য্য হইতে পারি, তাহা হইলে আমি কেবল মুক্তাটী লইয়া তোমাকে সেই কন্যা প্রদান করিব।

মেহেরার কথা শ্রবণ করিয়া তাহার পিতা (তাহাতে) অবজ্ঞাসূচক

হাস্য করতঃ কহিল, বৎস ! তুমি কি নির্ব্বোধ ? তোমার এখনও শিশু-বুদ্ধি যায় নাই। কারণ তুমি যে হাতেমের কথা কহিতেছ, তিনি একজন সামান্য মনুষ্য মাত্র ; অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ, যখন মনুষ্যগণের অপেক্ষা পরীগণ শ্রেষ্ঠ হইয়াও মেহেরার সলোমানীর প্রশ্ন পূর্ণ করিতে অসমর্থ হইল, তখন তিনি ক্ষীণবুদ্ধি ও অল্পদর্শী ক্ষুদ্র মনুষ্য হইয়া কি প্রকারে তাহা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইবেন ? মেহেরার কহিল, পিতঃ ! আপনি সেই মহাত্মা হাতেমকে বিশেষ রূপে অবগত নহেন, এই জন্যই (আপনি) এতভ্রমে পড়িয়া ঐরূপ কথা কহিতেছেন। মহাশয় ! হাতেম অতি বুদ্ধিমান,ধার্ম্মিক সত্যবাদী বিচক্ষণ,উদ্যোগী,বহুদর্শী.দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও পরম পণ্ডিত। তাঁহার প্রতি এখন আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইয়াছে যে, তাঁহা হইতেই আমার উপস্থিত বিষয়ের আশা অবশ্যই পরিপূর্ণ হইবে ; অতএব আপনি এখন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার সহিত সৈন্যদিগকে যাইতে আদেশ করুন, আমি অবিলম্বে তথায় গমন করিব। অনন্তর মেহেরার এইরূপে পিতার আজ্ঞা লইয়া দ্বাদশ সহস্র পরী-সৈন্যে পরিবৃত হওত, হাতেমের নিকটে উপনীত হইলেন। অতঃপর তাঁহারা পরস্পর সেই রাত্রি নানা কথোপকথনে ও নিদ্রালস্যে অতিবাহিত করিয়া, পরদিবস বরজকে যাত্রা করিলেন। বরজকবাসাগণ প্রভূত পরী-সৈন্যদিগকে, সহসা আগত দেখিয়া যুদ্ধের আশঙ্কা করত তাহাদিগের রাজাকে (তদ্বৃত্তান্ত) অবগত করিল। তিনি তখন উহাদিগকে রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিতে না দেয় বলিয়া, স্থানে স্থানে প্রহরী ও সৈন্যসকল নিযুক্ত করিলেন ; সুতরাং হাতেম ও মেহেরার আর কিছুতেই সেই দ্বীপমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। তখন তুমানীর যুবরাজ মেহেরার নিতান্ত নিরুপায় হইয়া ঐ স্থানের রাজার নিকট এক দূত প্রেরণ করত আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া পাঠাইলেন যে,যুবরাজ মেহেরার পরী আপনার সহিত কেবলমাত্র সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, বিদ্রোহ করিতে আইসেন নাই; অতএব তাঁহার প্রতি প্রবেশের আদেশ হউক।

অনন্তর সেই বরজক দ্বীপের রাজা তাহাতে সম্মত হইলে, তৎসৈন্যগণ উহাঁকে যৎপরোনাস্তি সমাদর ও সমারোহের সহিত রাজ সম্মুখে লইয়া গেল। বরজক-রাজ তখন তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া সপ্রণয় বচনে তদীয় আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কহিলেন. মহারাজ ! ইমনদেশনিবাসী পরম পণ্ডিত, ধীর, শান্ত, সত্যবাদী,

জিতেন্দ্রিয়, অদ্বিতীয় পরাক্রমী, বহুদর্শী এবং অন্যান্য সমস্ত সদ্গুণের আধার, তয়রাজনন্দন কুমার হাতেম আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন, সত্যব্রত পালনের উদ্দেশে তিনি আপনার সহিত সখ্যতা স্থাপনের বাসনা করেন; অতএব এক্ষণে আপনার কি অনুমতি হয়? তখন মেহেরার সলোমানী তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ নিকটে ডাকাইয়া অতি সম্মানের সহিত আপন সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া, প্রথমে তাঁহার কুশলাদি সমাচার ও তৎপরে তথায় আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন হাতেম, (তাঁহার নিকট হাসনবান্থ প্রদত্ত আদর্শ স্বরূপ যে এক রৌপ্যময় ডিম্ব ছিল, তাহা প্রদান করত) তাঁহাকে পূর্ব্বাপর সকল কথাই ব্যক্ত করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে সেই মুক্তার যোড়া আপনার নিকটেই আছে, তাহা জানিতে পারিয়া (উহা) লাভ করিবার নিমিত্ত মহারাজের নিকটে আসিয়াছি। তখন সেই রাজা কহিল, মহাশয়! ঐ মুক্তা প্রদান সম্বন্ধে আমার এরূপ প্রতিজ্ঞা আছে যে, যে ব্যক্তি আমাকে সেই মুক্তার উৎপত্তি বিবরণ বিশেষ রূপে বলিতে পারিবেন, আমি তাঁহাকে আমার একমাত্র কন্যার সহিত ঐ মুক্তা প্রদান করিব। হাতেম কহিলেন, মহারাজ! আমি সেই মুক্তার উৎপত্তি বিবরণ আপনার গোচর করিয়া আপনা হইতে উহাই লাভ করিতে বাসনা করি, কিন্তু আপনার কন্যা লইয়া আমি কি করিব? উহাতে আমার কোনই প্রয়োজন নাই; অতএব ঐ কন্যা আর কাহাকেও প্রদান করুন। রাজা কহিলেন, ভাল, তুমি আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া উহাকে লাভ করত যাহাকে প্রদান করিতে বলিবে, তখন আমি তোমার বস্তু তোমারই কথানুযায়ী তাহাকেই প্রদান করিব।

অনন্তর রাজা ও হাতেমের পরস্পর এইরূপ কথাবার্ত্তা ধার্য্য হইলে, হাতেম পূর্ব্বে সেই পক্ষীর নিকট ঐ মুক্তার উৎপত্তির বিষয় যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন, তৎসমুদায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণন করিলেন। তখন সেই রাজা ও তাঁহার সমস্ত সভাসদ্বর্গ এবং চাটুকারমণ্ডলী সকলেই চমৎকৃত ও হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। এইকালে সেই রাজা হাতেমর বিস্তর প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে নিজ তনয়ার সহিত সেই মুক্তা প্রদান করিলেন। তখন হাতেম কেবল তাঁহা হইতে মুক্তা মাত্র গ্রহণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! প্রয়োজন বশতঃ আমি এই ডিম্ব গ্রহণ করিলাম, কিন্তু এই কন্যাতে আমার কোন আবশ্যক নাই, অতএব আপনি উহাঁকে পরীরাজকুমার

মেহেরার করে সম্প্রদান করুন; যেহেতু উনিও উহাঁতে অত্যন্ত আসক্ত হইয়াছেন। অনন্তর হাতেমের বাক্যানুযায়ী বরজক-রাজ আপনাদিগের প্রথানুসারে মহা সমারোহের সহিত নিজ তনয়াকে সেই তুমানীর যুবরাজের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করিয়া দিলেন।

হাতেম এইরূপে স্বকীয় ও পরীরাজ-কুমারের মনস্কামনা পূর্ণ করত কিছুদিন পরে তথা হইতে বিদায় লইয়া স্বস্থানে প্রস্থানোন্মুখ হইলেন। প্রথমতঃ তিনি তথাকার নদী পার হইয়া মেহেরারকে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে অনুমতি করিলেন; কিন্তু তিনি এবম্প্রকার উপকারী মিত্রকে কোনমতে একাকী যাইতে দিতে স্বীকৃত না হইয়া (তাঁহাকে) কহিলেন, মহাশয়! আমি আপনাকে কদাপি একাকী ছাড়িয়া দিতে পারিব না,—কি জানি পাছে পথে আবার আপনার কোন বিপদ উপস্থিত হয়। যাহাহউক, আমি আপনাকে এই অবস্থায় সামসাহের নিকট পর্য্যন্ত রাখিয়া, তবে স্বস্থানে প্রত্যাগত হইব। অনন্তর তাঁহারা পক্ষীরাজ ঘোটকে আরোহণ করত গমন করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহারা এমন এক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন যে, তথায় দৈত্যগণ শিবির স্থাপন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে ছিল। দৈত্যেরা উহাঁদিগকে স্বসৈন্যে সমাগত দেখিয়া মনে করিল; ইহাঁরা বুঝি আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আসিতেছেন। তখন সুতরাং তাহারাও যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইল। এইকালে তুমানী-রাজপুত্র উহাদিগকে আশ্বাসিত করিয়া কহিলেন, ওহে! আমরা তোমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আসি নাই। শুনিয়া ছিলাম যে পূর্ব্বে সামসাহ সর্পের আকার হইয়া বহুকাল অদৃশ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে কোন মহাত্মার প্রসাদে তিনি সেই ঈশ্বরের কোপ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া নিজ প্রকৃত অবস্থা পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন; এজন্য এখন আমরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি। তখন সেই দৈত্যগণ কহিল যে, আমরাও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি, অতএব চল, এখন সকলেই একত্র হইয়া তথায় গমন করি।

অনন্তর সকলে ঐক্য হইয়া কিছুদিন পরে সামসাহের নিকট আসিয়া উপনীত হইল। সামসাহ তখন হাতেমকে স্বচ্ছন্দ শরীরে প্রত্যাগত দেখিয়া যারপর নাই আহ্লাদ সহকারে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া জগদীশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন,এবং মেহেরার নিকটও বিস্তর কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও অগণ্য ধন্যবাদের সহিত তাঁহার প্রশংসা

ও সাধুবাদ করিলেন। এইরূপে তিনি কিছুদিন তথায় বিস্তর আমোদ, আহ্লাদ ও নৃত্যগীতাদি উৎসব করত একদা হাতেমকে কহিলেন, মহাশয়! যদিও সাহাবাদ নগর এখান হইতে অনেক দূরবর্ত্তী বটে, তথাপি আপনি তজ্জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত হইবেন না; কারণ আমি আমার পরী বাহকদিগকে আদেশ করিতেছি, তাহারাই আপনাকে সত্বর ও এই প্রকার সুস্থ শরীরে রাখিয়া আসিবে। অনন্তর সামসাহ আদেশ করিলে, পরীগণ তাহাতে অবনত মস্তকে স্বীকার করত হাতেমকে স্কন্ধে লইয়া সত্বর আকাশপথে গমন করিতে লাগিল। তাহারা অত্যন্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইলে স্থানে স্থানে বসিয়া বিশ্রাম এবং বন হইতে ফলমূলাদি আনিয়া পান ভোজন করিত। এইরূপে কিছুকাল পরে হাতেম সাহাবাদে নির্ব্বিঘ্নে উপস্থিত হইয়া, এক সংবাদ পত্র সহ সামসাহের উদ্দেশে সেই পরীগণকে বিদায় করিয়া আপনি নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে হাসনবানু পরম্পরায় শুনিতে পাইলেন যে, হাতেম সুস্থ শরীরে প্রত্যাগত হইয়াছেন। তখন তাঁহাকে আদর ও যত্নপূর্ব্বক নিকটে ডাকাইয়া সমস্ত ব্যাপার অবগত হইবার নিমিত্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন। হাতেমও তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সেই মুক্তা প্রদর্শন করত আমূল-পূর্ব্বিক সমস্ত বিষয় তাঁহার গোচর করিলে, তিনি সাতিশয় চমৎকৃত হওত তাঁহার বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর হাতেম বিশ্রাম ভবনে যাইয়া মণিরস্বামীকে সম্ভাষণ করিলেন, এবং কহিলেন, হে রাজপুত্র! ঈশ্বরপ্রসাদে এখন তোমার কামনা পূর্ণ হইবার আর অল্প মাত্র সময় অবশিষ্ট আছে; অতএব তুমি চিন্তিত হইও না। আমি সেই হাসনবানুর ষষ্ঠ প্রশ্ন পূর্ণ করিয়াছি, এক্ষণে সপ্তম প্রশ্নটী মাত্র পূর্ণ করিলেই তোমার কামনাও পূর্ণ হইবে। অতএব তুমি সেই জগদীশ্বরকে স্মরণ পূর্ব্বক ধৈর্য্য ধারণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাক, ঈশ্বর প্রসাদে আমি তোমার আশা অবশ্যই পূর্ণ করিব।

হাতেম এইরূপে সেই রাজপুত্র মণিবস্বামিকে আশ্বাসিত করিয়া কিছুকাল তথায় বিশ্রাম করত হাসনবানুর নিকটে যাইয়া কহিলেন, ভদ্রে! এখন তোমার সপ্তম প্রশ্ন কি, তাহা আমার গোচর কর? তখন হাসনবানু কহিল, মহাশয়! আপনি বিস্তর পরিশ্রম করিয়া আমার ষষ্ঠ প্রশ্ন পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এক্ষণে হাম্মামবাদ গর্দ্দের সংবাদ আনিয়া দিতে পারিলেই আমার সকল প্রশ্নই পূর্ণ হইবে। তখন হাতেম

কহিলেন, ভদ্রে ! সেই স্থান কোথায় ? হাসনবানু কহিলেন, মহাশয় ! শুনিয়াছি যে, সেই স্থান এখান হইতে দক্ষিণ ও পশ্চিমের মধ্যবর্ত্তী স্থানে আছে, এখন আপনি তথায় কোনমতে গমন করিয়া তাহার সমস্ত তদন্ত জানিয়া আসুন।

অতঃপর হাতেম ঈশ্বরকে স্মরণ করত হাসনবানুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া এবং মণিরস্বামীকে সম্ভাষণ করত হাম্মামবাদ গর্দ্দের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

হাসনবানুর সপ্তম প্রশ্ন অন্বেষণে হাতেমের যাত্রা।

হাতেম সাহাবাদ হইতে বিনির্গত হওত ক্রমান্বয়েই কিছুকাল প্রান্তর পথে গমন করিতে লাগিলেন। একদা তিনি এক নগরে উপনীত হইয়া দেখিলেন যে, তথাকার এক কূপের পার্শ্বে কতিপয় ব্যক্তি বিমর্ষভাবে মণ্ডলাকারে অবস্থিতি করিতেছে। হাতেম তাহাদিগকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কহিল, মহাশয় ! আমাদিগের এই নগরের প্রধানের পুত্র সহসা উন্মত্ত হইয়া নিত্যই এই কূপের ধারে বসিয়া থাকিত; কিন্তু অদ্য তিন দিবস অতিবাহিত হইল, তিনি স্বয়ংই ইহাতে নিপতিত হইয়াছেন, এক্ষণে আমরা বহু অনুসন্ধান করিয়া, না তাহাকে জীবিতভাবে, না তাঁহার মৃত দেহকে দেখিতে পাইতেছি। মৃতদেহ পাইলেও তাঁহার সৎকার করিতে পারি, কিন্তু আমরা কেহই সাহস পূর্ব্বক ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনুসন্ধান করিতে পারিতেছি না।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইতিমধ্যে সেই পতিত ব্যক্তির পিতা মাতা চিৎকার পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে করিতে সেই কূপের নিকট উপনীত হইল। হাতেম তাহাদিগের ক্রন্দন শ্রবণে ও ঈদৃশ ভাব দর্শনে অস্থির, হইয়া তাহাদিগকে নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে শান্ত্বনা করত কহিলেন দেখ, জগদীশ্বর যাহা করেন, পৃথিবীতে এমন কেহ নাই যে, তাহা নিবারণ করিতে সমর্থ; অতএব আর বৃথা রোদন করিয়া স্বীয় মন ও শরীরকে কষ্ট দেওয়া নিতান্ত অজ্ঞানের কার্য্য। তখন তাহারা কহিল, মহাশয় ! আপনি যাহা বলিলেন, তৎসমুদয় সত্য বটে, কিন্তু

পুত্রশোক নিতান্ত দুঃসহ। যাহাহউক, এক্ষণে তাহার মৃতদেহ পাইলেও তাহাকে কবরশায়ী করি। আর যখন কেহই সাহস পূর্ব্বক এই কূপে অবতরণ করিতে পারিতেছে না, তখন আমি অবশ্যই স্বীয় পুত্রানুসন্ধানে ইহার মধ্যে অবতরণ করিব, এবং যদ্যপি তাহার কোন অনুসন্ধান না পাই তবে, আমিও প্রাণত্যাগ করিব। ইহা শুনিয়া তখন হাতেম বলিলেন, মহাশয়! আপনি অস্থির হইবেন না, ক্ষণকাল ধৈর্য্যাবলম্বনে নিশ্চিন্ত থাকুন, আমিই আপনার পুত্রের অনুসন্ধানে যাইতেছি। আপনারা এখানে এক মাসাবধি আমার নিমিত্ত অপেক্ষা করুন। হাতেম এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ সেই কূপে নিপতিত হইলেন। ঐ কূপে অনেক জল থাকাপ্রযুক্ত পড়িবামাত্রেই তিনি নিমগ্ন হইয়া গেলেন পরে ভূমিতে পদস্পর্শ হইলে, (তিনি) চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন যে, সেই কূপই বা কোথায়, আর সে জলই বা কোথায়, কেবল মাত্র একটী প্রকাণ্ড প্রান্তর। অনন্তর তন্মধ্যে সূর্য্য কিরণ দেখিয়া অগ্রসর হইলেন, এবং কিয়দ্দূর গমন করত এক উদ্যান দেখিয়া তদভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। হাতেম সেই উদ্যান সমীপে উপস্থিত হইয়া তাহার দ্বার মুক্ত দর্শনে তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন যে, তথায় নানা বর্ণের পুষ্প সমুহ প্রস্ফুটিত হইয়া উদ্যানের কি অপুর্ব্ব শোভাই সম্পাদন করিয়াছে। হাতেম সেই উদ্যানের শোভা দর্শন করিতে করিতে কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন যে, তথায় এক অট্টালিকা মধ্যে একখানি সিংহাসনোপরি একটী সুন্দর যুবা মনুষ্য ও অপর একটী সিংহাসনোপরি কতকগুলি পরীবেষ্টিত এক মনোরমা পরী আসীনা রহিয়াছেন। পরীগণ হাতেমকে দেখিয়া তাহাদিগের কর্ত্রীকে বলিল যে, এই উদ্যানমধ্যে আর একটী যুবা মনুষ্য আসিয়াছে। সেই প্রধানা পরী ইহা শুনিয়া সেই সিংহাসনস্থ যুবাকে বলিলেন, তোমার একজন স্বজাতি আসিয়াছে, তুমি বলিলে, আমি তাহাকে ডাকাইয়া তাহার আতিথ্য সেবা করিব। তখন সেই যুবা বলিল যে, তুমি সম্মান পুর্ব্বক তাঁহাকে আহ্বান কর, তাহাকে দেখিতে আমার অত্যন্ত বাসনা হইতেছে।

অনন্তর/সেই প্রধানা পরী স্বীয় সহচরীগণের প্রতি সেই আগন্তুক যুবাকে সম্মান পুর্ব্বক লইয়া আসিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর হাতেম তাঁহার সিংহাসন সমীপে উপস্থিত হইলে, সেই পরী গাত্রোত্থান

করত তাঁহাকে পরম যত্ন ও সমাদরের সহিত অপর একখানি সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া নানা প্রকার সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য দ্বারা তৃপ্তি পুর্ব্বক ভোজন করাইলেন। অতঃপর সেই যুবা হাতেমকে বলিল, ওহে ভাই! তোমার নাম কি, এবংতুমি কোন দেশ বাসী, ও কিনিমিত্তই বা এইস্থানে আসিয়াছ? তখন হাতেম কহিলেন, আমার নাম হাতেম ও আমি এমনদেশবাসী। আমি এক্ষণে সাহাবাদ হইতে হাম্মাম-বাদগর্দ্দ নামক স্নানাগারের অন্বেষণে গমন করিতেছিলাম, পথিমধ্যে এক কূপপার্শ্বে কতকগুলি মনুষ্যকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তোমরা কি নিমিত্ত এই কূপপার্শ্বে বিষণ্ণ বদনে বসিয়া আছ? তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি বলিল যে, তিন দিবস হইল আমার পুত্র এই কূপমধ্যে গমন করিয়াছে, কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করিয়া এখনও তাহার মৃতদেহ না পাওয়ায়, এবারে আমি স্বয়ংই এই কূপে অবতরণ করিতে মানস করিয়াছি। এই কথা শুনিয়া আমি তাঁহাকে অনেক প্রবোধবাক্যে শান্ত্বনা করত স্বয়ং সেই কূপমধ্যে পড়িয়া এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। সম্প্রতি কেবল তোমাকেই এখানে একমাত্র মনুষ্য দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, তুমিই সেই ব্যক্তি হইবে। তখন সে ব্যক্তি কহিল, আপনি যে সমুদয় কথা বলিলেন, তৎসমুদায়ই সত্য। আমি এক দিবস সেই কূপের ধারে বসিয়া তাহার জল দেখিতেছি, এমন সময়ে এই পরী আমার নয়নপথে পতিত হইলে, আমি ইহার রূপলাবণ্য দর্শনে অস্থির হইয়া ইহার প্রেমাকাঙ্ক্ষায় তন্মধ্যে স্বয়ংই পতিত হইলাম। পরে এই উদ্যানে উপস্থিত হইলে, ইনি আমাকে দেখিয়া আমার মনোভিলাষ পূর্ণ করিলেন। আমি এক্ষণে ইহার প্রেমপাশে বদ্ধ হইয়া (উভয়েই) পরমসুখে কালযাপন করিতেছি। তখন হাতেম বলিলেন, তুমি এখানে সুখে আছ ইহা সত্য বটে, কিন্তু তোমার পিতামাতা ও পরিজনবর্গ সকলে মহা দুঃখে কালযাপন করিতেছে। যুবক কহিল দেখ, আমি এক্ষণে আপন ইচ্ছাধীন নহি। এই পরীর অনুমতি ব্যতীত আমি স্বদেশে প্রত্যাগত হইতে পারিব না। ইনি অনুমতি প্রদান করিলে, আমি অনায়াসে স্বদেশে যাইয়া আপন পিতামাতার দুঃখ দূর করিব। তখন হাতেম বলিলেন ভাল, তুমি কিয়ৎকাল স্থির হও, আমি তোমার কথা পরীকে নিবেদন করিতেছি। হাতেম এই বলিয়া সেই পরীকে সম্বোধন করত কহিলেন, অয়ি সুচারুনেত্রে! তুমি এই যুবার প্রতি

অনির্ব্বচনীয় অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছ, এক্ষণে অনুগ্রহ পূর্ব্বক যদ্যপি ইহাঁকে কিছু দিনের জন্য বিদায় দেও, তাহা হইলে ইনি স্বদেশে যাইয়া একবার আপন পিতামাতাকে শান্ত্বনা করিয়া আইসেন। ইহা শুনিয়া সেই পরী বলিল, এই যুবক আপনা হইতেই আমার প্রতি আসক্ত হইয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছেন, এক্ষণে উহাঁর যেখানে ইচ্ছা উনি তথায় গমন করিতে পারেন, আমার ইহাতে কিছুই প্রতিবন্ধক নাই। পরীর এই সকল কথা শুনিয়া সেই যুবক তখন বলিল, আমি আপন ইচ্ছায় গমন করিতে পারি না। হাতেম বলিলেন, পরী তোমাকে গমন করিতে অনুমতি দিয়াছে। যুবা বলিল, যদ্যপি উনি এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েন যে, উনি প্রতিদিন আমার বাটীতে যাইয়া আমাকে সুখী করিবেন, তাহা হইলেই আমি যাইতে পারি, নতুবা নহে। হাতেম ইহা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বনে রহিলেন। পরে মস্তকোত্তলন পূর্ব্বক সেই পরীকে পুনর্ব্বার সম্বোধন করিয়া বলিলেন, কেমন এ যুবা যে সকল কথা বলিল, তাহাতে কি আপনি সম্মত আছেন? পরী বলিল, এ যুবা যে সকল কথা উত্থাপন করিয়াছে; তাহা পরীজাতীর মধ্যে কেহ কখন করে নাই। হাতেম ইহা শুনিয়া, তাঁহার (নিজের) প্রতি অন্যান্য পরীগণ পূর্ব্বে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, তৎসমুদায় আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলে, ঐ পরী বলিল, এই যুবা আমাকে মিথ্যা প্রণয়ে বশীভূত করিয়াছে, অতএব আমি উহাঁর বাক্যে সম্মত নহি। ইহা শুনিয়া সেই যুবা বলিল, আমি স্বীয় বাটী, পিতা, মাতা ও পরিজনবর্গকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার নিকট কালযাপন করিতেছি, তথাপিও আপনি ইহাতে কৃত্রিম প্রণয়ের কি লক্ষণ দেখিলেন? বরং আপনারই প্রেম কৃত্রিম বলিয়া এক্ষণে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে। তখন সেই পরী বলিল, আমি যাহা বলিব, তুমি যদ্যপি তাহাতে পরাঙ্মুখ না হও, তাহা হইলে আমার প্রতি তোমার যথার্থ প্রেমানুরাগ প্রকাশ পাইবে, এবং তখন আপনি যাহা অনুমতি করিবেন, আমি অবশ্যই তাহা প্রতিপালন করিব। অতঃপর সে ব্যক্তি তাহাতে সম্মত হইলে সেই পরী আপন সঙ্গিনীগণকে এক পাত্র ঘৃত পূর্ণ করত অগ্নির উত্তাপে (উহা) উত্তপ্ত করিতে আদেশ করিলেন। পরে যখন সেই ঘৃত উত্তপ্ত হইয়া ফুটিতে লাগিল, তখন পরী ঐ যুবার হস্তধারণ পূর্ব্বক বলিলেন, যদি আমার প্রতি তোমার অকৃত্রিম প্রণয় থাকে তবে, এই উত্তপ্ত ঘৃতমধ্যে

শীঘ্র পতিত হও। যুবা ইহা শুনিয়া সেই ঘৃতমধ্যে পড়িতে উদ্যত হইলে, পরী তাহার হস্ত ধরিয়া বলিলেন জানিলাম, তুমি আমাকে যথার্থই ভালবাস; অতএব আমি তোমার কথা শুনিব। পরে সে হাতেমের যথোচিত আতিথ্য করিলে, হাতেম মাসাবধি তথায় বাস করিলেন। অতঃপর হাতেম এক দিবস সেই পরীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সুন্দরি! অদ্য আমরা প্রত্যাগমন করিব; অতএব তুমি যাহা অঙ্গীকার করিয়াছ, তাহা যদি সলোমন পয়গম্বরের নামে শপথ করিয়া বল, তবে আমার প্রত্যয় জন্মে। তখন সেই পরী পয়গম্বরের শপথ করত আপন সঙ্গিনীগণকে আদেশ করিলেন যে, এই যুবাদ্বয়কে সেই কূপের নিকট লইয়া যাও। অনন্তর পরীর আজ্ঞানুসারে তাহারা তাঁহাদিগকে সেই কূপোপরি রাখিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

এদিকে সেই মনুষ্যেরা আপনাআপন অঙ্গীকারানুযায়ী সেই কূপের পার্শ্বে হাতেমের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছিল; এক্ষণে তাহারা তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া, ঐ যুবার পিতামাতাকে এই সংবাদ প্রদান করিলে, তাঁহারা তথায় আসিয়া আপনাদিগের পুত্র দর্শনে পুলকিত হওত হাতেমের পদতলে পতিত হইলেন; এবং তাহাকে সঙ্গে লইয়া নগরে উপস্থিত হওত যথোচিত সম্মান পুরঃসর আতিথ্য সৎকার সম্পাদন করিলেন। অনন্তর বহু ধন ও প্রচুর রত্ন হাতেমের সম্মুখে রাখিলে তিনি বলিলেন যে, আমি অর্থলোভে এ কার্য্য করি নাই; কেবল ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত (ইহা) করিয়াছি। পরে তাঁহারা হাতেমকে পঞ্চদশ দিবসাবধি তথায় রাখিলেন। এ দিকে সেই পরীও ঐ পঞ্চদশ দিবসের মধ্যে চারি দিবস তথায় আসিয়া ঐ যুবার সহিত সুখালাপ করিল। হাতেম তদ্দর্শনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, পরীজাতীর এরূপ সত্য ব্যবহার না থাকিলে উহারা কখনই এরূপ সুন্দারাকৃতি প্রাপ্ত হইত না। পরে হাতেম তাহাদিগের নিকট বিদায় লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

কিয়ৎদিবস অতীত হইলে হাতেম এক নগরে উপস্থিত হইলেন। তথায় এক বৃদ্ধ তাঁহাকে দেখিয়া নমস্কার পূর্ব্বক বলিল, অদ্য রাত্রে আপনাকে আমার বাটীতে আহারাদি ও রাত্রি যাপন করিতে হইবে। হাতেম ইহা শুনিয়া তাঁহাকে প্রতিনমস্কার পূর্ব্বক বলিলেন, তাহাতে ক্ষতি কি? অনন্তর সেই বৃদ্ধ হাতেমকে সমভিব্যাহারে লইয়া আপন

বাটীতে উপস্থিত হইলেন ও সমাদর পূর্ব্বক তাঁহাকে শীতল পানীয় ও উত্তমোত্তম দ্রব্য পান ভোজন করাইলেন। আহারান্তে বৃদ্ধ হাতেমকে বলিল, আপনার নাম কি ও নিবাস কোথায়? হাতেম বলিলেন, আমার নাম হাতেম, বাসস্থান এমনদেশ। সম্প্রতি আমি হাম্মামবাদগর্দ্দ নামক স্নানাগারোদ্দেশে গমন করিতেছি। বৃদ্ধ ইহা শুনিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিল, আপনার এরূপ শত্রু কে আছে যে, আপনাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছে? কারণ এ পর্য্যন্ত কেহই উহার অনুসন্ধান করিতে পারে নাই, এবং যাহারা উহার বৃত্তান্ত জানিতে গমন করিয়াছিল, তাহারা আর এ পর্য্যন্ত তথা হইতে প্রত্যাগমন করে নাই। কত্তাতান নগরাধিপতি হারিস রাজা তাহা এবম্প্রকারে নির্ম্মাণ করিয়াছেন যে, উহা মনুষ্যের পক্ষে নিতান্ত দুর্গম। তথাকার প্রহরীদিগের প্রতি এরূপ আদেশ আছে যে, যে ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইবে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ মৎসন্নিধানে আনয়ন করিবে। যাহাহউক, এ পর্য্যন্ত কেহই তথায় গমন করিতে পারে নাই, এবং ঐ রাজা কি নিমিত্তই বা এরূপ নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন; তাহাও কেহ বলিতে পারে না; অতএব হে যুবক! আপনি এ কর্ম্ম হইতে ক্ষান্ত হউন। তখন হাতেম সেই বৃদ্ধের এই সকল কথা শুনিয়া মনিরস্বামী ও হাসনবান্থর বৃত্তান্ত সমুদয় তাহাকে বর্ণনা করত বলিলেন, জগদীশ্বরের অনুগ্রহে যখন আমি তাঁহাদিগের ষষ্ঠ প্রশ্ন পূর্ণ করিয়াছি, তখন ইহাও অবশ্যই পূর্ণ করিব। বৃদ্ধ বলিল, ঈশ্বর তোমার প্রতি সদয় হউন। তুমি পরের জন্য আপন পরিবারবর্গ ও রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতেছ, ইহাতে পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন; কিন্তু এক্ষণে তুমি প্রত্যাবর্ত্তন কর। হাতেম বলিলেন, হাসনবান্থ যখন প্রশ্নোত্তর চাহিবে, তখন আমি তাঁহাকে কি উত্তর প্রদান করিব? বৃদ্ধ বলিল, তাহাকে বলিবেন যে, সেই স্থান কেবল অন্ধকারময় স্থানে আছে, এবং কেহই তাহার উৎপত্তি বিবরণ জানে না। হাতেম বলিলেন, আমি কিরূপে মিথ্যা বলিব, মিথ্যা বলিলে জগদীশ্বর আমার উপর ক্রুদ্ধ হইবেন। বৃদ্ধ বলিল, মহাশয়! আপনি এখন আমার কথা শুনিতেছেন না, কিন্তু পরিশেষে আপনাকে সেই ভেকের ন্যায় দুরবস্থাগ্রস্থ হইতে হইবে।

তখন হাতেম তাঁহাকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, সে ভেকের কি হইয়াছিল? বৃদ্ধ বলিল, শ্যামদেশের অভ্যন্তরে একটা প্রকাণ্ড সরোবর

ছিল, তাহাতে কতকগুলি ভেক বাস করিত। এক দিবস এক ভেক মনে ভাবিল যে, এই সরোবর পরিত্যাগ পুর্ব্বক অন্য কোন সরোবরে যাইয়া বাস করিব, কারণ এক স্থানে চিরকাল বাস করিলে শরীর অসুস্থ ও মন অসুখী হয়। সময়ে সময়ে স্থান পরিবর্ত্তনে শরীর পুষ্টিকর ও মনে আনন্দের সঞ্চার হয়; অতএব কল্য প্রত্যুষেই আমি সপরিবারে অপর কোন জলাশয়ে গমন করিব। অনন্তর সে অপরাপর ভেকের নিকট এই ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাহারা তাহাকে নিষেধ করিল, কিন্তু সে তাহাদিগের বাক্যে কর্ণপাত করিল না। রজনী প্রভাতা হইলে সেই ভেক স্বীয় পরিবারবর্গ সমভিব্যাহারে ঐ সরোবর হইতে বহির্গমন পুর্ব্বক ভবিষ্যত দুর্ঘটনায় অমনোযোগী হইয়া নিশ্চিন্ত মনে লম্ফ প্রদান করত গমন করিতে লাগিল। পরে এক জলাশয় প্রাপ্ত হইয়া তাহাতেই বাস করিতে মনস্থ করিল এবং পথশ্রম নিবন্ধন ক্লান্ত হইয়া ঐ জলাশয় তীরে শ্রম দুর করিতে লাগিল। ঐ সরোবরে এক সর্প বাস করিত। সে ঐ সরোবরের সমস্ত ভেককে ভক্ষণ করিয়া আপাততঃ চারি পাঁচ দিবস অনাহারে কালক্ষেপ করিতে ছিল। সে এক্ষণে এই ভেকগণকে দেখিয়া আহ্লাদিতান্তকরণে একে একে সকলকে ভক্ষণ করিলে, ঐ ভেক সেই জলাশয়মধ্যে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক পতিত হইল। পরে বহু কষ্টে সেই অহিবরের মুখ হইতে একাকী পরিত্রাণ প্রাপ্ত হওত, পুর্ব্ব জলাশয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন পুর্ব্বে যে সকল ভেক উহাকে স্থানান্তর হইতে নিষেধ করিয়াছিল, তাহারা এক্ষণে তাহার এতাদৃশ দুরবস্থা দর্শনে দুঃখিত হইল, কিন্তু তথাপিও পূর্ব্বে তাহাদিগের সৎপরামর্শ গ্রহণ না করা প্রযুক্ত উহার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া উহাকে বিস্তর ভৎসনা করিতে লাগিল। এক্ষণে হে ভদ্র! বিবেচনা করিয়া দেখ, যাহারা এইরূপে বিজ্ঞের কথায় অবহেলা করে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই পদে পদে বিপদে পড়িতে হয়; অতএব যদি তুমি বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত হও, তবে আমার কথায় তাচ্ছল্য না করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন কর। আর দেখ, পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, সুরাহা দুর হইলেও সেই পথে গমন করিবে, এবং কদাচ বন্ধ্যা রমণীর পাণিগ্রহণ যুক্তিযুক্ত নহে। অতএব হে হাতেম! আমার কথায় অবহেলা করিও না, শীঘ্র গৃহে প্রত্যাগমন কর।

অনন্তর হাতেম কহিলেন, হে বন্ধো! আপনি আমাকে যে গল্পচ্ছলে

সদুপদেশ ও মন্ত্রণা প্রদান করিলেন, তাহা সকলই যথার্থ বটে, কিন্তু ধর্ম্মের পথে বিচরণ করিয়া সত্য পরিত্যাগ করা অপেক্ষা দেহত্যাগ করাও শ্রেয়, তথাপিও ঈশ্বরের অবমাননা করিতে নাই। বিশেষতঃ পরমায়ু সত্বে কেহই কখন মৃত্যুমুখে পতিত হয় না ; অতএব আমি আপনাকে ঈশ্বরের নামে কহিতেছি যে, আপনি আমাকে কৃপা করিয়া সেই পথ প্রদর্শন করুন, আমার জীবন নাশ হইলেও আমি জানিয়া শুনিয়া তথায় গমন করিব। অতঃপর সেই বৃদ্ধ হাতেমকে যখন একান্তই গমনতৎপর দেখিল, তখন তিনি তাঁহাকে দুই পথের মধ্যবর্ত্তী কোন এক স্থানে লইয়া গিয়া কহিলেন, এই বামদিকের পথ দূর বটে; কিন্তু শঙ্কাশূন্য। আর এই যে দক্ষিণের পথ দেখিতেছ, ইহার অগ্রে অনেক গ্রাম ও নগর আছে, তৎপরে এক ভয়ঙ্কর পর্ব্বত। সেই ভীষণ পাহাড় অতিক্রম করিলে তুমি অভিলষিত প্রদেশে যাইতে সমর্থ হইবে। ফলতঃ ঐ দক্ষিণ দিকের পথে যাওয়া কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে,কিন্তু যদি তুমি আমার কথা অবমাননা পূর্ব্বক ঐ দক্ষিণদিগের পথে গমন কর, তবে তোমাকে অনেক বিপদে পতিত হইবে হইবে; এমনকি তাহাতে তোমার প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে।

অনন্তর হাতেম সেই বৃদ্ধের নিকট বিদায় লইয়া, নগর হইতে বহির্গত হইলেন, ও কিয়ৎদ্দিবস অবিশ্রামে গমন করত অন্য এক নগরে উপস্থিত হইলেন ও তথায় বাদ্য শুনিয়া তদভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সেই নগরের বহির্ভাগে একটী শিবির মধ্যে এক রাজসজ্জা পাতিত রহিয়াছে, ও তদ্বহির্ভাগে মনুষ্য সকল স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া (নহবৎ) বিমানযন্ত্র বাজাইতেছে, ও কেহ কেহ অন্যান্য প্রকার গান বাদ্যও করিতেছে। কেহ বা নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে। হাতেম তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভ্রাতৃগণ! এ নগরমধ্যে কি কারণে আজ এত আমোদ প্রমোদ হইতেছে? তাহারা বলিল, এখানকার রীতি এই যে, প্রতি বৎসর একটী বৃহদাকার সর্প প্রান্তর হইতে বহির্গত হইয়া এই স্থানে আগমন পূর্ব্বক সুন্দর ও রূপলাবণ্যযুক্ত পুরুষাকৃতি ধারণ করে। উহার আগমনের পূর্ব্বে এই নগরস্থ সমুদায় ধনবান ও দরিদ্র ব্যক্তিগণ আপনাপন কন্যাগণকে বৈবাহিকসজ্জায় সুসজ্জীভূত করিয়া এই সকল শিবিরমধ্যে আনয়ন করে। পরে ঐ সর্প পুরুষাকৃতি ধারণ পূর্ব্বক শিবিরে শিবিরের

ভ্রমণ করত যে কন্যাকে মনোনীত হয়, তাহাকেই লইয়া যায়। অদ্য তাহার আসিবার দিন, এই জন্যই আমরা এখন গান বাদ্য করিতেছি, এবং কল্য সকলে হাহাকারে বক্ষে করাঘাত পূর্ব্বক রোদন করিব, ও সপ্ত দিবস পর্য্যন্ত শোকগ্রস্ত থাকিব। হাতেম তাহাদের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে স্থির করিলেন যে, ইহা জীন জাতীর কর্ম্ম। অনন্তর তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,এই আমোদই তোমাদের দুঃখ-সাগরের উদ্বেল, ও এই সর্পই তোমাদের সুখ-সাগরের প্রবল প্রলয়। তাহারা কহিল, আমরা এমন কোন উপায় দেখিতে পাই না যে, যদ্দ্বারা এই বিপদ হইতে উদ্ধার হই, এবং এমন কাহাকেও দেখিতে পাই না যে, আমাদিগকে সে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করে। হাতেম বলিলেন, তোমরা নিশ্চিন্ত হও, ঈশ্বরেচ্ছায় অদ্য রাত্রিতেই তোমাদের এই বিপদ দূর করিব। অনন্তর তাহারা হাতেমের এই কথা শুনিয়া তথাকার রাজার নিকটে সংবাদ প্রদান করিলে, সেই রাজা লোকদ্বারা হাতেমকে রাজ সভায় লইয়া গিয়া বলিলেন, ওহে যুবক! এই সর্প কোথা হইতে বহির্গত এবং কিরূপেই বা মনুষ্যাকার ধারণ করে, তাহা কি তুমি জ্ঞাত আছ? হাতেম বলিলেন, আমি জানি সে জীন-জাতি। জীন-জাতিরা যখন অত্যাচার করিতে ইচ্ছা করে, তখন তাহারা নানা রূপ ধারণ করিয়া স্বীয় রাজাকে অবমাননা পূর্ব্বক লোকদিগকে কোনক্রমে কষ্ট প্রদান করিতে ক্রটী করে না। রাজা হাতেমের এই সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, অদ্য যদি তুমি আমাদের এই বিপদ নষ্ট করিতে পার, তাহা হইলে, আমরা চিরদিনের জন্য তোমার নিকট বাধ্য হইয়া থাকিব। হাতেম বলিলেন, রাজন্! আমি জগদীশ্বরের পথে আপনাকে সমর্পণ করিয়াছি, ইহাতে কাহারও কোন উপকার করা হইলে, তাহা আমা কর্ত্তৃক বলিয়া আমি স্বীকার করিব না। পরে তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, আমি যাহা বলি, তোমাদিগকে সেইমত কার্য্য করিতে হইবে। তাহারা বলিল, আপনি যাহা বলিবেন, আমরা তাহাই করিব। তখন হাতেম বলিলেন, সেই সর্প অদ্য যদি কাহার কন্যাকে মনোনীত করিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হয়, তবে তোমরা তাহাকে বলিবে যেআমাদিগের কর্ত্তার সন্তান বিদেশ গিয়াছিলেন, বহুদিন পরে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, এবং তিনি আমাদিগকে এই অনুমতি প্রদান করিয়াছেন যে, তোমরা আমার বিনাই-

মন্তিতে কাহাকেও কন্যা প্রদান করিতে পারিবে না। আর যে ব্যক্তি আমার এই আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে, সে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

অনন্তর রাজা, হাতেমকে সমভিব্যাহারে করিয়া, রাজসভায় উপস্থিত হইলেন, ও তাঁহাকে নিজ সিংহাসনোপরি উপবেশন করাইয়া কিয়ৎকাল বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহাকে নানা প্রকার সুস্বাদু দ্রব্য ভোজন করাইলেন।

এদিকে দিনমণি শ্রান্তি-দূর-মানসে অস্তাচলশায়ী হইলেন। তখন কতিপয় ব্যক্তি আসিয়া করপুটে রাজসভায় সংবাদ প্রদান করিল যে, সেই সর্প আসিতেছে। হাতেম তখন সেই রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন! চলুন, সর্প দেখা যাউক। অনন্তর হাতেম রাজার সমভিব্যাহারে প্রান্তরে উপস্থিত হইবামাত্রই দেখিলেন যে, সর্প স্বীয় মস্তক দ্বারা আকাশ স্পর্শ করত বীরনিক্ষিপ্ত তীরের ন্যায় দ্রুতবেগে আসিতেছে; কেহই উহার সম্মুখীন হইতে সাহসী হইতেছে না। সে যে সকল ইষ্টক ও প্রস্তরাদির উপর দিয়া আসিতেছিল, তৎসমুদয় এককালে চূর্ণ চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। হাতেম সর্প দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং ঈশ্বরারাধনা করিতে লাগিলেন। পরে সেই সর্প মনুষ্যাদিগের নিকটে আসিয়া স্বীয় পুচ্ছ নাড়িতে আরম্ভ করিলে, তথাকার মনুষ্য সকল তাহাতে বদ্ধ হইয়া ভূমিতে শয়ন করিল। তখন সর্প চতুর্দ্দিক দর্শন পুর্ব্বক ভূমিতে লুণ্ঠন করিয়া মানবাকার প্রাপ্ত হইলে, সেই প্রান্তরস্থ সমুদয় মনুষ্য নিজ নিজ মস্তক নত করিয়া তাহাকে নমস্কার করিল। তখন রাজা তাহাকে নিজ সমভিব্যাহারে করিয়া রাজসভায় লইয়া গিয়া সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। সে কিয়ৎক্ষণ পরে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বলিল, তোমরা আপনাপন কন্যাগণকে দেখাও। রাজা তাহাতে বলিলেন যে, প্রান্তরস্থ শিবিরমধ্যে সকলে নিজ নিজ কন্যাকে সুসজ্জীভূত করিয়া রাখিয়াছে, দেখিয়া আইস। পরে সে শিবিরমধ্যে গমন করত কি ধনবান, কি নির্ধন, সকলেরই কন্যাকে দর্শন করিল; কিন্তু কেহই উহার হৃদয়াগারে স্থান পাইল না। পরে রাজবাটীতে প্রবেশ পূর্ব্বক রাজকন্যাকে দেখিয়া মনোনীত করিল, এবং রাজসভায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বলিল যে, অদ্য আমি রাজকন্যাকে মনোনীত করিয়াছি; এক্ষণে অনুমতি হইলে, তাহাকে লইয়া যাই। তখন রাজা বলিলেন যে, আমাদের কর্ত্তার পুত্র তীর্থ ভ্রমণে গমন

করিয়াছিলেন, বহু দিবস পরে তিনি প্রত্যাগমন করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে, আমার বিনানুমতিতে কেহ কাহারও কন্যা কাহাকেও প্রদান করিতে পারিবে না। যে কেহ আমার এই আজ্ঞা অবমাননা করিবে, তাহাকে আমি সবংশে কারারুদ্ধ করিব; অতএব তাঁহার বিনানুমতিতে এই কন্যা আমি তোমাকে প্রদান করিতে পারিব না। আর যদি বল, তবে বরঞ্চ তাঁহাকে এখানে ডাকাইয়া পাঠাই, পরে তিনি যাহা বলিবেন, তুমি তাঁহার কথার উত্তর করিবে ও তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাকে এই কন্যা প্রদান করিবেন।

অনন্তর সেই জীন রাজার এই সকল কথা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ অধোবদনে অবস্থিতি করত বলিল, তাহাকে শীঘ্র এখানে আহ্বান কর। তখন রাজা হাতেমকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তিনি অবিলম্বে রাজসভায় আসিয়া জীনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। জীন হাতেমকে সমাগত দেখিয়া বলিল, "আমি কয়েক বৎসরাবধি এই নগরে আসিতেছি, কিন্তু তোমাকে কখন এস্থানে দেখি নাই, এবং কেহই কখন আমার কর্ম্মে প্রতিবন্ধক হয় নাই; অতএব তুমি কি নিমিত্ত আমার বিরুদ্ধাচারী হইয়া লোকদিগকে কুমন্ত্রণা প্রদান করিতেছ?" হাতেম বলিলেন, আমি দেশে না থাকাতে, তোমার যাহা ইচ্ছা তুমি তাহাই করিয়াছ. এক্ষণে আমি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছি, এবং এক্ষণে আমিই এই দেশের কর্ত্তা, ও আমাদের পৈত্রিক রীতি যে রক্ষা করে, তাহাকেই আমরা কন্যা প্রদান করি, তুমি যদ্যপি তাহা রক্ষা করিতে পার, তাহা হইলে তুমিই ঐ কন্যাকে প্রাপ্ত হইবে। জীন বলিলেন, সে রীতি কি? হাতেম বলিলেন, প্রথম এই যে, আমার নিকট একটী গুটিকা আছে, তাহা জলে ঘর্ষণ করিয়া তোমাকে উহার জল পান করাইব। দ্বিতীয়তঃ তুমি একটী অলিঞ্জরের ভিতরে প্রবেশ করিলে, আমি উত্তমরূপে উহার মুখ বন্ধ করিয়া দিব, পরে তুমি যখন উহা হইতে বহির্গত হইবে, তখনই আমি তোমাকে ঐ কন্যা প্রদান করিব; নতুবা দুই সহস্র মাণিক্য এক সহস্র হীরক, এবং কপোত ডিম্বাকার মুক্তা, যাহা পরীদেশ ভিন্ন এই পৃথিবীর আর কোন স্থানেই পাওয়া যায় না, তাহা তোমাকে প্রদান করিতে হইবে। সে তখন এই কথা শুনিয়া, নিজ জাতীয়স্বভাবসিদ্ধ অহঙ্কারে উন্মত্ত হওত হাতেমের প্রস্তাবে সম্মত হইলে, হাতেম প্রথমতঃ ভল্লুক কন্যা প্রদত্ত গুটিকা জলে ঘর্ষণ করিয়া ঐ জল তাহাকে

সম্মুখে আনিলেন। সেই জীন ঐ গুটিকার গুণ জানিত না, সুতরাং অনায়াসে ঐ জলপান করিল, ও তৎক্ষণাৎ জাতীয় বিদ্যা সমুদয় (যাহা জানিত) ভুলিয়া গেল। অনন্তর হাতেম একটী বৃহৎ অলিঞ্জর আনয়ন করিলেন, জীন মদোন্মত্ত হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন হাতেম এসম আজম নামক দেবদূত-প্রদত্ত যাদুমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ঐ অলিঞ্জরের মুখ এরূপ বন্ধ করিলেন যে, উহার আবরণ পর্ব্বত অপেক্ষাও ভারযুক্ত হইল। তখন হাতেম তাহাকে বলিলেন, এক্ষণে তুমি বহির্গত হও। জীন বিস্তর চেষ্টা পাইল, কিন্তু কিছুতেই উহা হইতে বহির্গত হইতে পারিল না।

অনন্তর হাতেম কাষ্ঠ আনয়ন করাইয়া, উহা এক স্থানে রাশীকৃত করত নগরবাসীগণকে কহিলেন যে, তোমরা এই অলিঞ্জরটী কাষ্ঠ মধ্যে রাখিয়া উহাতে অগ্নি প্রদান কর। তাহারা ঐরূপ করিলে জীন চীৎকার করিতে লাগিল; কিন্তু কেহই তাহার চীৎকারে কর্ণপাতও করিল না। সুতরাং সে অনতিবিলম্বে সেই অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া মরিয়া গেল। অনন্তর হাতেম বলিলেন যে, এখন এই অলিঞ্জরকে মৃত্তিকাসাৎ কর। পরে সমস্ত নগরবাসীগণকে কহিলেন, তোমরা এক্ষণে নিশ্চিন্ত মনে এখানে বাস কর, তোমাদের শত্রু নষ্ট হইল, সে জীবিত থাকিলে ভবিষ্যতে তোমাদের প্রতি আরও অনেক উপদ্রব করিত। তখন সেই রাজা হাতেমের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সম্মুখে রাশি রাশি ধন আনয়ন করাইয়া উহা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে, হাতেম বলিলেন, মহারাজ! ধনে আমার কোন প্রয়োজন নাই, উহা দরিদ্রদিগকে দান করুন। রাজা বলিলেন, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। অতঃপর হাতেম, ঐ সমস্ত ধন দরিদ্রদিগকে দান করত তিন দিবসাবধি তথায় বাস করিলেন, এবং চতুর্থ দিবসে রাজা ও অন্যান্য লোকদিগের নিকট বিদায় লইয়া তথা হইতে বহির্গত হইলেন।

হাতেমের হাম্মামবাদ নগরে গমন।

হাতেম অনেক দূর গমনের পর, বৃদ্ধ যে পর্ব্বতের বিষয় বলিয়াছিল, সেই পর্ব্বত সমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং ঐ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া

এক প্রান্তরে পতিত হইলেন ও তথায় নানা প্রকার আশ্চর্য্য বিষয় দর্শন করিয়া পরমেশ্বরকে অগণ্য ধণ্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কয়েক দিবসের পর তিনি এক প্রান্তরে উপনীত হইয়া দুইটী পথ দেখিতে পাইলেন। পরে তিনি সেই পথদ্বয় সমীপে উপস্থিত হইলে, তাঁহার মনে সেই বৃদ্ধের কথা উদয় হইল; সুতরাং তিনি তখন বামদিকের পথে গমন করিলেন। কিয়দ্দুর গমন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, বিজ্ঞের বাক্যত এখন রক্ষা হইল, এক্ষণে দক্ষিণদিকের পথে গমন করি, ঈশ্বরানুগ্রহে সমস্ত বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইব। এই বলিয়া তিনি সে পথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হওত দক্ষিণ দিকের পথে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দুর গমনের পর হঠাৎ এক বাবলা বৃক্ষ সমাকীর্ণ অরণ্যে উপস্থিত হইয়া অতি কষ্টে গমন করিতে লাগিলেন। বাবলার কণ্টকে তাঁহার শরীর ক্ষতবিক্ষত ও পদে কণ্টক সকল বিদ্ধ হওয়াতে তিনি চলিতে অসক্ত হইলেন। এইরূপে কিয়দ্দিবস পরে অতি কষ্ট সহকারে তিনি সেই বন হইতে বহির্গত হইলেন।

অনন্তর প্রান্তরান্তরে তিনি শৃগাল, কুক্কুর ও সিংহ ব্যাঘ্রাদির ন্যায় ভয়ঙ্কর জ্যোতি সকলকে তৎসমীপে ধাবিত হইতে দেখিয়া সাতিশয় ভীত হইলেন। তখন তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, হায়! আমি সেই বৃদ্ধের বাক্য অবহেলা করিয়া, না জানি, কি কুকর্ম্মই করিলাম? এখন এই সকল বিপদ হইতে অব্যাহতি লাভের আর উপায়ান্তর নাই। হাতেম এই ভাবিয়া ভয়বিহ্বল চিত্তে ঈশ্বরকে আত্ম সমর্পণ করত নিশ্চিন্ত রহিলেন। এইকালে সহসা এক বৃদ্ধ তথায় আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে মিষ্ট ও বাৎসল্যস্নেহ সম্বোধনে কহিতে লাগিলেন, হে বৎস হাতেম! তুমি সেই বৃদ্ধের কথায় অগ্রাহ্য করিয়া এখন এই বিপদে পড়িয়াছ। যাহাহউক, তোমার কোন চিন্তা নাই। তুমি সেই ঋক্ষকন্যা প্রদত্ত উপলখণ্ড শীঘ্র ভূমে পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে এখনই সকল বিপদ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। বৃদ্ধ এই বলিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলে, হাতেম তৎক্ষণাৎ সেই প্রস্তর খণ্ড বাহির করত ভূমে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর সেই ভূমি প্রথমতঃ হরিদ্রা তৎপরে কৃষ্ণ ও এই প্রকার পর পর ক্রমান্বয়ে নানা বর্ণে রঞ্জিত হইয়া অবশেষে রক্তবর্ণ হইল। তখন সেই জ্যোতি সকল পরস্পর পরস্পরের সহিত কতই যেন শত্রুতা আছে, এইরূপ ভাবে দিবসত্রয় ঘোরতর যুদ্ধ

করত পরস্পর পরস্পরের প্রতি আঘাত করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। হাতেম তখন এই ব্যাপার দর্শনে অবাক ও হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন; ফলতঃ এই ব্যাপার যে ঐ প্রস্তরের গুণে ঘটিয়াছিল, তাহা তিনি তখন বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়া জগদীশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া ছিলেন। অনন্তর পাছে ঐ প্রস্তর ভূমি হইতে শীঘ্র গ্রহণ করিলে ঐ জন্তুগণ পুনর্জ্জীবিত হয়, এই আশঙ্কায় তিনি তথায় আরও দুই তিন দিবস অবস্থিতি করত যখন উহাদের মৃত শরীর পচিয়া সেই সমস্ত স্থল দুর্গন্ধময় ও দূষিত হইয়া উঠিল, তখন উহা পুনর্গ্রহণ করত তথা হইতে গমনোন্মুখ হইলেন।

অনন্তর তিনি এক ধাতুময় প্রান্তরে আসিয়া উপনীত হইলেন। তথাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য ধাতুচূর্ণ সকল তাঁহার পাদুকা ভেদ করত তাঁহার পদে বিদ্ধ হইয়া শোণিতপাত হওয়াতে তিনি বড়ই ক্লেশ পাইতে লাগিলেন। তখন তিনি কোনমতে তথা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া উষ্ণীষছিন্ন বস্ত্রদ্বারা ব্যথিত পদযুগল বন্ধন করত তথা হইতে গমন করিতে লাগিলেন। এইকালে বৃহদায়তন বৃশ্চিক সকল তাঁহার নয়ন-পথে পতিত হওয়াতে তিনি সাতিশয় ভীত হইলেন। ঐ বৃশ্চিকগণ কতক পক্ষীর ন্যায় আকার বিশিষ্ট, কতক বা মার্জ্জারবৎ আর কতক-গুলিন দেখিতে শৃগালের ন্যায় বৃহৎ, কাহারও দংষ্ট্র প্রকাণ্ড ও কঠিন এবং সূক্ষ্মাগ্র প্রযুক্ত সাতিশয় ভয় দর্শন ও তীক্ষ্ণ। উহাদের পদ সকল পক্ষীর ন্যায় বৃহৎ। হাতেম এতাদৃশ ভয়ঙ্কর বৃশ্চিক দর্শনে ভীত, কম্পিত ও কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া কেবল পলাইবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকের পথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এইকালে এক বৃদ্ধ যেন পুনর্ব্বার তাঁহার সমীপে সমাগত হইয়া কহিল, মহাত্মন! ভয় করিও না, সাহস ও ধৈর্য্য অবলম্বন কর, অচিরে বিপদ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। তোমার সেই প্রস্তরখণ্ড সত্বর ভূমে নিক্ষেপ করত (তোমার প্রতি) জগদীশ্বরের অপার করুণা এখনই প্রত্যক্ষ কর। অনন্তর হাতেম তখন কিয়ৎপরি-মাণে আশ্বস্ত্য হইয়া তাঁহাকে বন্দনা করত সেই গুটীকা বাহির করিতে সমুদ্যত হইলে, পুনর্ব্বার তাঁহার হস্তপদ ভয়ে এরূপ কাঁপিতে লাগিল যে, তিনি কোনমতেই উহা বাহির করিতে পারিলেন না। তখন সেই সমীপস্থ বৃদ্ধ তাহা বাহির করিয়া উহাঁকে সমর্পণ করিলে, তিনি তাহা তৎক্ষণাৎ ভূমে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ প্রস্তর সেই ভূমিতে সংলগ্ন

হইবামাত্রই সেই সমস্ত বনপ্রস্থ একেবারে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, সুতরাং সেই বৃশ্চিকগণও তাহাতে উন্মত্ত হইয়া, আপনাপনি ঘোরতর যুদ্ধ করত সকলেই প্রাণত্যাগ করিল; একটী মাত্রও আর জীবিত রহিল না। হাতেম এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া চমকৃত হইলেন ও কিছুদিন তথায় পূর্ব্ববৎ অবস্থিতি করত, পরে গুটীকা পুনর্গ্রহণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর হাতেম কোন এক নগরে উপস্থিত হইলে, তদ্দেশবাসীগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়! আপনি কোন্ পথ দিয়া আমাদিগের দেশে আসিলেন? তখন হাতেম কহিলেন, দক্ষিণের পথ দিয়া আসিয়াছি। তখন তাহারা কহিল মহাশয়! আপনি কিপ্রকারে ঐ পথ দিয়া আসিতে সমর্থ হইলেন? পথে কি আপনার কোন বিঘ্ন হয় নাই,—ভয়ঙ্কর জ্যোঠিগণ কি আপনাকে কোন বাধা দেয় নাই,—বাবলার কণ্টক সকল কি আপনার গতিরোধ করিতে সমর্থ হয় নাই,—ধাতু প্রদেশ ও দুরন্ত বৃশ্চিকগণ কি আপনার প্রতি কোন অত্যাচার করে নাই যে, আপনি এখানে অনায়াসে আসিতে সমর্থ হইলেন? হাতেম কহিলেন, বন্ধুগণ! আমি পথে অনেক ক্লেশ পাইযাছি। বাবলা কণ্টক ও ধাতুভূমি আমাকে অত্যন্ত ক্লেশ দিয়া আমার গতি প্রায় একেবারেই রোধ করিয়াছিল, এবং আমিও আমার জীবনে হতাশ হইয়াছিলাম। যাহাহউক; ঈশ্বরানুকম্পায় তাহা হইতে এ যাত্রায় কোনমতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইয়াছি; কিন্তু সে স্থান এখনও তেমনি ভয়ঙ্কর ও দুর্গম হইয়া আছে। তবে যে জোঠি ও বৃশ্চিক প্রভৃতি হিংস্র ও শোণিতপায়ী জীব সকল বন প্রস্থে সমাকীর্ণ হইয়াছিল, ঈশ্বর প্রসাদে তাহারা পরস্পর যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুমুখে সকলেই এককালে পতিত হওয়ায়, এখন সেই স্থানদ্বয় পরিষ্কার ও নিরাপদ হইয়াছে। হাতেমের মুখে এই সকল কথা শ্রবণ করত কতিপয় যাত্রী সেই পথ দিয়া বিদেশ গমন করিতে মানস করিল। এত দিন সেই পথ দিয়া কেহই চলিতে সাহসী বা সমর্থ হইত না, কিন্তু এক্ষণে তাহারা পরমানন্দে সেই সহজ পথ দিয়া গমন করিতে উদ্যত হইল।

এদিকে ঐ দেশের রাজা এই সকল কথা শুনিয়া প্রথমতঃ নিজ প্রজাগণকে (যাহা সহজ হইলেও বিপদ থাকা প্রযুক্ত) ঐ পথে যাইতে নিষেধ করিলেন, এবং এত দিন পরে কেন যে প্রজাগণ অকুতোভয়

(অন্যান্য পথ সত্বেও) ঐ পথ অবলম্বনে গমন করিতে বাসনা করিয়াছে, দূতকে তাহারও তথ্য জানিতে আদেশ কবিলেন। অতঃপর হাতেম প্রমুখাৎ সেই দূত উহার প্রকৃত সংবাদ প্রাপ্ত হওত, (তাহা) রাজার গোচর করিলে, তিনি হাতেমকে নিজ প্রাসাদে লইয়া গেলেন। হাতেম তথায় উপস্থিত হওত প্রথমতঃ রাজাকে যথাযোগ্য বন্দনা করিয়া, সেই পথ সম্বন্ধীয় সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহার গোচর করিলেন। পরে রাজা তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কিছুদিন তথায় অবস্থিতি করিতে অনুরোধ করিলেন; সুতরাং হাতেমও তথায় কিয়দ্দিবস বাস করিতে লাগিলেন। হাতেম ঐ পথ সম্বন্ধীয় যে-সকল বিষয় ঐ রাজার গোচর করিয়াছিলেন, তাহা তিনি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যয় না করিয়া মনে করিলেন যে, এই পথিক এখন আমার বাটীতেই আছে, এই সময়ে আমি সঙ্গোপনে কোন লোক দ্বারা সেই পথের সমাচার লই, পরে যদি ইহাঁর কথা মিথ্যা হয়, তাহা হইলে উহাঁর প্রাণদণ্ড করিব; আর সত্য হইলেত কোন কথাই নাই। যাহাহউক, সেই রাজা এইরূপে মনে মনে চিন্তা করত দূত দ্বারা সেই পথের তথ্য জানিতে পাঠাইলেন। অনন্তর সেই দূত যখন প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা রাজার নিকট নিবেদন করিল, তখন তিনি হাতেমকে সত্যবাদী জানিয়া তাঁহার নিকট নিজ মনের কথা ও বাহ্য ব্যবহার প্রকাশ করিয়া কহিলেন, মহাশয়! আমি আপনার নিকট নিতান্ত অপরাধী হইয়াছি, কারণ আমি প্রকাশ্যে আপনার সহিত বন্ধুব্যবহার করিয়া অন্তরে আপনাকে মিথ্যাবাদী করিয়াছিলাম। এই বলিয়া তিনি সকল কথাই হাতেমের গোচর করিলেন এবং নিজ অপরাধ জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তখন হাতেম কহিলেন, মহারাজ! রাজা হইয়া মিথ্যার দণ্ড ও সত্যের পুরস্কার করা বিধেয়, সুতরাং ইহা কিছু আপনার অবিবেচনার কর্ম্ম হয় নাই; অতএব সেজন্য আমি আর আপনাকে কি মার্জ্জনা করিব? বরং আমি, আপনার বাটীতে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া উপকৃত হইয়াছি। তবে আমি মন্দলোক না হইলেও আপনি যে আমাকে মন্দ বিবেচনায় দণ্ড করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, ইহাই আপনার পাপ। তখন রাজা পুনর্ব্বার করযোড়ে তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিলেন, এবং তাঁহাকে অসংখ্য ধন রত্ন প্রদান করিলে, তিনি বাহক লোকাভাবে তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন; এবং কহিলেন, মহারাজ! আমি কোন কার্য্য বশতঃ এক্ষণ গৃহে যাইতেছি

না; অতএব এই ধন এখন কোথায় লইয়া রাখিব? তখন রাজা কহিলেন, আপনার কি কার্য্য আছে আমাকে তাহা বলুন, আমি তাহা সম্পন্ন করিয়া দিব। তখন হাতেম তাঁহাকে কহিলেন, যদি আপনি আমাকে কোতান নগরে যাইবার পথ প্রদর্শন করিতে পারেন, তাহা হইলেই আমার কার্য্য করা হইবে। তখন রাজা তাঁহাকে কহিলেন, মহাশয়! কোতানে আপনার কি কার্য্য আছে? হাতেম কহিলেন সেখানে হাম্মামবাদগর্দ্দ নামক স্নানাগার আছে, আমি তথায় যাইয়া তাহারই সংবাদ লইয়া আসিব। অনন্তর ঐ রাজা হাতেমের এই কথা শ্রবণ করত চমকিত হইয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার নিষেধ করত কহিলেন, মহাশয়! আপনি তথায় কদাচ গমন করিবেন না, সেই স্থান অতি ভয়ানক। কোন মনুষ্যই তথায় যাইতে পারে না, এবং যাইলে ও আর প্রত্যাবৃত্ত হয় না, অতএব আপনি এই বিষয়ে ক্ষান্ত হউন। তখন হাতেম তাহাতে কর্ণপাত ও না করিয়া কহিলেন, রাজন্! আমি অবশ্যই তথায় গমন করিব, আপনি আমাকে কিছুতেই নিবারণ করিয়া রাখিতে পারিবেন না; পরিশেষে ঈশ্বর আমার অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই হইবে।

অতঃপর রাজা যখন দেখিলেন যে, হাতেম নিতান্তই গমনে নিবৃত্ত মন হইবেন না, তখন তিনি নিজ ভৃত্যগণকে হাতেমের সহিত গমন করিয়া তাঁহাকে কোতানের পথ প্রদর্শন করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তখন হাতেমও ঐ রাজার নিকট হইতে বিদায় লইয়া উহাদের সমভিব্যাহারে কোতানাভিমুখে গমন করিলেন। রাজভৃত্যগণ তাহাদিগের রাজ্যের শেষ সীমায় আসিয়া উপনীত হওত দূর হইতে হাতেমকে সেই কোতান নগর দেখাইয়া দিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করত স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল, এবং হাতেমও তখন আহ্লাদিত হইয়া হাম্মামবাদগর্দ্দের উদ্দেশে চলিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি কোতানে উপনীত হইলে, তথাকার ব্যক্তিগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়! আপনি কোন্ পথ দিয়া এখানে আইলেন? হাতেম কহিলেন, দক্ষিণ ধার দিয়া আইলাম। তাহারা কহিল, মহাশয়! সেই পথে কি আপনি কোন বিপদে নিপতিত হয়েন নাই—নতুবা কিরূপে সুস্থ ও সবল শরীরে এখানে জীবিত আসিতে সমর্থ হইলেন? তখন হাতেম তাহাদিগকে আনুপূর্ব্বিক

সেই পথের সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলে, তাহারা বড়ই সন্তুষ্ট হইয়া হাতেমের বিস্তর প্রশংসা ও জগদীশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ দিতে লাগিল। হাতেম ঐ সকল ব্যক্তিগণের সহিত সেই দিবস তথাকার এক পান্থ-শালায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

পর দিবস প্রাতঃকালে হাতেম গাত্রোত্থান করত স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া পূর্ব্বে যে অপূর্ব্ব হীরক মুক্তাদি সকল সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তন্মধ্য হইতে কতিপয় বহুমূল্য উজ্জ্বল ও বৃহৎ প্রস্তর বাহির করত তথাকার রাজদ্বারে রাজসম্ভাষণেচ্ছুক হইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন তথাকার দ্বারপালেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়! আপনি কে, ও কি নিমিত্ত এবং কোথা হইতে এখানে আইলেন? তখন হাতেম তাহাদিগকে কহিলেন, ওহে! আমি একজন সদাগর, রাজদর্শনেচ্ছুক হইয়া এখানে আসিয়াছি; অতএব তোমরা সত্বর আমার বিষয় তাঁহার গোচর কর। অনন্তর প্রতিহারী যাইয়া সেই রাজার নিকট হাতেমের আগমন বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে, রাজা তাঁহাকে আপনার নিকট ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! আপনি কে, এবং কোথা হইতে ও কি অভিপ্রায়ে আমার নিকট আসিয়াছেন, তাহা বলুন? অনন্তর হাতেম তাঁহাকে সেই বহুমুল্য উজ্জ্বল রত্ন সকল উপহার দিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি পূর্ব্বে এক জন সদাগর ছিলাম। সম্প্রতি ব্যবসায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক একাকী কেবল দেশ পর্য্যটন করিয়া থাকি। এখানে আসিয়া মহারাজের নাম ও সুজশ শ্রবণে (আপনাকে) একবার দর্শন করিতে আসিয়াছি। অতঃপর ঐ রাজা, একে ঐ বহুমুল্য রত্ন দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাতে আবার এতাদৃশ সুজশ শ্রবণে ও হাতেমের বিনয়াতিশয় দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অধিক সমাদর পূর্ব্বক আপন বাটীতে থাকিতে বিস্তর অনুরোধ করিলেন, সুতরাং হাতেমও তাহাতে সম্মত হইয়া কিছুকাল তাঁহার রাজ্যে পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। হাতেম কিছুদিন তথায় বাস করিয়া রাজার এমনি প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন যে, সেই রাজা তাঁহাকে এক দণ্ড না দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না। ফলতঃ হাতেম সেই রাজাকে নানা প্রকার কথায় ও শিষ্টাচারে এমনি বশীভূত করিয়াছিলেন যে, তিনি হাতেমকে সর্ব্বদাই আপন নিকটে রাখিতেন, ও অপরাপর পারিষদ্মণ্ডলীর নিকট তাঁহার অতিশয় সুখ্যাতি করিতেন, এবং তাহারাও রাজবাক্যের পোষকতা

করিয়া প্রতিশব্দের ন্যায় পুনর্ব্বার তাঁহার বিস্তর প্রশংসা করিত। বস্তুতঃ হাতেমের গুণে সেই রাজা এমনি বাধ্য হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাকে সেই রাজ্যের অন্তর করিতে এক তিলও বাসনা করিতেন না। বরঞ্চ সময়ক্রমে হাতেম তাঁহাকে পাছে পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করেন, এই চিন্তায় তিনি অধিক চিন্তিত থাকিতেন।

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে একদা হাতেম সেই রাজাকে প্রফুল্লচিত্ত দেখিয়া পুর্ব্বমত আর কতিপয় রত্ন (তাঁহাকে) পুনর্ব্বার উপঢৌকন প্রদান করিলেন। রাজা তখন তাঁহার প্রতি আরও সন্তুষ্ট হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে ভদ্র! তুমিত পুর্ব্বেই আমাকে অমূল্য রত্ন সকল প্রদান করিয়া বাধিত করিয়াছ, এক্ষণে আবার ইহা কি নিমিত্ত প্রদান করিতেছ? আমি তোমাতে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। আর এই রাজ্যও তুমি আপন রাজ্য বলিয়া জ্ঞান কর, ও তোমার যাহা আবশ্যক বা অভিরুচি হইবে, তুমি তাহা আমার ভৃত্যগণকে আদেশ করিলে তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হইবে। তখন হাতেম তাঁহাকে দীর্ঘজীবি হউন, বলিয়া আশীর্ব্বাদ করত কহিলেন, মহারাজ! ঈশ্বরের প্রসাদে ও আপনার অনুকম্পায় সম্প্রতি আমার কোনই অভাব নাই; অতএব আপনি সে জন্য চিন্তিত হইবেন না। তখন রাজা তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিলেন, ভাই! যদি তোমার কিছু প্রার্থয়ীতব্য থাকে তবে, তাহা আমার নিকট অকুতোভয়ে প্রকাশ করিয়া বল, সামর্থ হইলে আমি তাহা তোমাকে অবশ্যই শীঘ্র প্রদান করিব।

এইরূপে সেই রাজাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ দেখিয়া হাতেম সুযোগ বিবেচনায় কহিলেন, মহারাজ! আমার একমাত্র প্রার্থনা এই যে, আপনি আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক হাম্মামবাদগর্দ্দ নামক স্নানাগারে প্রেরণ করেন, আমি উহা দেখিবার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎসুক। যাবৎ আমার ঐ অভিপ্রায় পূর্ণ না হইবে, তাবৎ আমি কিছুতেই সুখ সচ্ছন্দতা লাভ করিতে পারিব না। অনন্তর ঐ রাজা সেই স্নানাগারের নাম শুনিবামাত্রই ভীত ও চমকিত হইয়া অবনত মস্তকে ক্ষণকাল চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন হাতেম তাঁহাকে ঐ রূপে অবস্থিতি করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কহিলেন, দেখ, এখন আমি কেবল প্রিয়বিয়োগ জন্য চিন্তাতে এইভাবে চিন্তা করিতেছি; কারণ আমি পূর্ব্বে দিব্য ও প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, হাম্মামবাদগর্দ্দে কাহাকেও যাইতে দিব না।

ও কেহই তথায় যাইতে সমর্থ হইবে না। ফলতঃ এক্ষণে তুমি তথায় যাইতে মানস করিয়াছ। সেই স্থান অতি ভয়ঙ্কর, তুমি তথায় গমন করিলে, নিশ্চয়ই মৃত্যু-মুখে নিপতিত হইবে; সুতরাং তোমার বিরহে আমাকে ব্যাকুল হইতে হইবে, কারণ তুমি আমার সাতিশয় প্রিয়, এবং তুমি সুচতুর, বিজ্ঞ, কর্ম্মদক্ষ, ধাৰ্ম্মিক ও বিনয়ী। আমি তোমার সহবাসকে নিজের উন্নতির জন্য জানিয়া থাকি, এক্ষণে তুমি তথায় গমন করিলে, আমাকে তোমার জন্য চির-শোকে দগ্ধ হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। অপিচ, তোমাকে তথায় না পাঠাইলেও আমার সত্যভঙ্গ হয়। এক্ষণে আমি এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া চিন্তা করিতেছি।

অনন্তর তদুত্তরে হাতেম কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! সে নিমিত্ত আপনার চিন্তা কি? আমি যদি তথা হইতে জীবিত প্রত্যাগত হইতে পারি, তাহা হইলে অবশ্যই মহারাজের সহিত আমার পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবে। অতঃপর রাজা কি চিন্তা করিয়া হাতেমকে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, মহাশয়! এখন আপনাকে আমার আর সদাগর বলিয়া বিশ্বাস হয় না; আপনি কে,তাহা সত্য বলিয়া আমাকে চিরবাধিত করুন? তখন হাতেম তাঁহাকে আপনার স্বরূপ পরিচয় প্রদান করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি ইমন দেশের তয়রাজার পুত্র হাতেম, আমি যে কারণে ঐ স্নানাগার দেখিবার নিমিত্ত অভিলাষী হইয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন। অনন্তর তিনি ঐ রাজাকে হাসনবান্থ ও মনিরস্বামী সম্বন্ধীয় আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণনা করিয়া ও যেরূপে তিনি তাঁহার ষষ্ঠ প্রশ্ন পূর্ণ করিয়াছিলেন,তৎসমুদয় একে একে বর্ণন করত কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে ঐ (সপ্তম বা শেষ প্রশ্ন) হাম্মামবাদগর্দ্দ দেখিলেই আমার সকল শ্রম সার্থক, মনিস্বামির কামনা ও আমার সত্য পূর্ণ এবং হাসনবান্থরও সঙ্কল্প সিদ্ধি ও প্রতিজ্ঞা শ্রয় হয়; অতএব এখন আপনি আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক তথায় প্রেরণ করুন।

অনন্তর সেই হর্ষ রাজা হাতেমের এই সকল কথা শ্রবণ করত তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, হাতেম! তুমিই ধন্য, যেহেতু তুমি পরের জন্য এত ক্লেশ সহ্য করিতেছ। কিন্তু তোমাকে এইবারের এই আশায় জলাঞ্জলি দিয়া স্বস্থানে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিতেছি; কারণ যে কোন মনুষ্য তথায় গমন করে, সে আর কদাপি

প্রত্যাগমন করে না। তখন হাতেম কহিলেন, মহাশয়! সামান্য জীবনের জন্য ভয় করিয়া ফিরিয়া গেলে কি হইবে, আর হাসনবানুই বা আমাকে উহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাঁহাকে কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিব? রাজা কহিলেন, তাঁহাকে কহিবে যে, সেই স্নানাগার অতি ভয়ঙ্কর ও অন্ধকারময় স্থান। তখন হাতেম কহিলেন, রাজন্! আমি ধর্ম্মপথে কটী বন্ধন করিয়া, অবশেষে কি একজন সামান্য রমণীর নিকট আমাকে মিথ্যা কহিতে হইবে? যে জগদীশ্বর আমাকে অনুকম্পা করিয়া শত শত বিপদ হইতে মুক্ত করিয়াছেন, তিনিই আবার আমার অটল বিশ্বাস ও ভক্তি এবং একনিষ্ঠা দেখিয়া আমাকে এই সঙ্কটে ও রক্ষা করিবেন।

অনন্তর হাতেম যখন তাঁহার বাক্য না শুনিয়া একান্তই তথায়, গমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, তখন তিনি অগত্যা আপন নিকটস্থ ও পার্ব্বতীয় ভৃত্যগনের প্রতি হাতেমকে হাম্মামবাদের সীমায় সাবধানে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। অনন্তর সেই ভৃত্যগণ রাজাজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্রে তাহাকে লইয়া এক পর্ব্বতে উপনীত হইল। সেই পর্ব্বতে বহুমূল্য ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মনিরত্ন দেখিয়া হাতেম নিকটস্থ ভৃত্যগণকে কহিলেন, ওহে! তোমাদিগের রাজা কিজন্য এখান হইতে এই সকল রত্ন লইয়া ব্যবহার না করিতেছেন? তাহারা কহিল, মহাশয়! এই রত্ন সকল বড় সাধারণ নহে। ইহা স্পর্শ মাত্রেই হস্ত পাষাণ ময় ও রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। যাহাহউক, এইরূপে হাতেম সেই পর্ব্বতের উপর গমন করত জগদীশ্বরের অপার মহিমা দেখিতে লাগিলেন। তথায় বহুমূল্য ও জ্যোতির্বিশিষ্ট রত্ন সকল যেন বিকীর্ণ রহিয়াছে। এমন মনোহর উদ্যানও আর কোথাও নাই। বৃক্ষ সকল ফল ফুলে অবনত হইয়া সেই পর্ব্বত ও উদ্যানের অপূর্ব্ব শোভা ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে। হাতেম তথায় ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া সেই সকল বৃক্ষ হইতে দুই একটী ফল ভোজন করিলেন। পরিশেষে তথায় আর এক উদ্যান দেখিয়া তাহাতে প্রবেশ করত তন্মধ্যে মনোহর এক অট্টালিকা দেখিতে পাইলেন। সেই বাটীর গৃহভ্যান্তরে নানাবিধ উৎকৃষ্ট বস্ত্র সকল সজ্জিত রহিয়াছে। তথায় এক রত্নসিংহাসন ও শয্যার ও অপ্রতুল ছিল না, এবং বহুমুল্য প্রস্তররঞ্জিত পাত্রে মোহনভোগ, ও অপর পান [illegible] পানীয় সকল প্রস্তুত ছিল। হাতেম সেই স্থানে ঐ সকল খাদ্য আপন

সঙ্গীগণের সহিত বণ্টন করিয়া পান ভোজন করিলেন। অনন্তর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করত তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে! অভিলষিত প্রদেশ এখান হইতে আর কত দূর হইবে? তখন তাহারা কহিল, মহাশয়! তাহার এখন অনেক বিলম্ব আছে। হাতেম তাহাদিগের এই কথা শ্রবণে এক নিদর্শন পত্রসহ তাহাদিগকে স্বদেশে যাইতে বিদায় করিয়া আপনি সেই গৃহে একাকী অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এদিকে সেই রাত্রিতে তথায় ভীষণ দশমুণ্ড সমন্বিত, বিংশতি হস্তপদবিশিষ্ট ও চত্বারিংশ দশনশোভিত এক বিকটাকার দৈত্য আসিয়া উপস্থিত হইল। হাতেম এই দৈত্যকে দেখিবামাত্রই ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিলেন; কিন্তু তথাপিও তিনি সাহসে নির্ভর করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাহাকে বিশেষ সমাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহার সহিত আলাপ পরিচয় করিতে লাগিলেন। সেই বিকটাকার দৈত্য তাঁহাকে তথায় সহসা দর্শন করিয়া কহিল, হে মনুষ্য! তুমি কে, এবং কিনিমিত্তই বা এখানে আসিয়াছ? তখন হাতেম আনুপূর্ব্বিক নিজ বৃত্তান্ত তাহাকে অবগত করিয়া তাহারও নাম জিজ্ঞাসা করিলে, সে কহিল, আমার নাম কালনেমী দৈত্য ও এই গৃহই আমার আবাসস্থল। আমি বহুকাল হইতে শিরঃপীড়ায় কাতর হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করত কেবল এখানে পড়িয়া থাকি।

হাতেম ঐ দৈত্যের শিরঃপীড়ার কথা শুনিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, যদি আমি ইহাকে আরোগ্য করিতে পারি, তাহা হইলে এ আমার নিকট অত্যন্ত বাধিত থাকিবে, এবং পরিশেষে ইহাদ্বারা আমারও বিস্তর কার্য্য সাধিত হইবে। অনন্তর তিনি তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে দৈত্যবর! তুমি যে এখানে শিরঃপীড়ায় এত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ,ইহার কারণ কি? কেন,দৈত্যদেশে কি কোন চিকিৎসক নাই,—দৈত্যেরা কি চিকিৎসা শাস্ত্রের কিছুই অবগত নহে? তখন সে প্রত্যুত্তর করিল, মহাশয়! এখানে যে সকল ভিষক আছে, তাহাদিগের দ্বারা কোনই উপকার হয় না, এজন্য আমি অদ্যাপি এ রোগে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছি। তখন হাতেম কহিলেন, ভাল, যদি তুমি অনুমতি কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে সত্বর আরোগ্য করিতে পারি। তাহাতে দৈত্য কহিল, যদি এরূপ হয়, তবে আমিও তোমার নিকট চিরবাধিত হইয়া থাকিব। অতঃপর হাতেম নিজ

গুটিকা ঘর্ষণ করিয়া সেই দৈত্যের শিরোভাগে প্রদান করিবামাত্র; সে ক্রমান্বয়ে হাঁচিতে লাগিল, ও ক্রমে তাহার নাসাছিদ্র হইতে দুই কীট বিনির্গত হইল। উহারা মার্জ্জারাকৃতি, এবং উহাদিগের কুকুরের ন্যায় দন্ত ও একখড়্গা গণ্ডারের ন্যায় মস্তকে এক একটী করিয়া শৃঙ্গ ছিল। তাহারা দৈত্যের মস্তক হইতে বহির্গত হইয়া বায়ুসংযোগে এত স্ফীত হইল যে, তাহাদিগকে দর্শনমাত্রেই যেন কুকুর বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল। যাহাহউক, দৈত্য সেই কীট দ্বয়কে দর্শন করিয়া ক্রোধে সিংহাসনের নিম্ন প্রদেশ হইতে একটী প্রকাণ্ড প্রস্তর লইয়া তদাঘাতে উহাদিগকে বিনাশ করিল। অনন্তর সে সুস্থ হইয়া হাতেমকে অগণ্য ধন্যবাদ সহকারে প্রণাম ও তাঁহার পাদসেবা করিতে লাগিল। তখন হাতেম তাহাকে আলিঙ্গন সহকারে ও বিনয় বচনে আরও পরিতুষ্ট করিলেন। দৈত্য কহিল, হে মহাশয়! এই মস্তিষ্ক নাশক কীট সকল প্রকাণ্ড দৈত্যকেও কাতর করিয়া থাকে, এমত পীড়া ও যন্ত্রণা দৈত্যের পক্ষে আর নাই। এক্ষণে আপনার প্রসাদে আমি উহাতে নিষ্কৃতি পাইয়া পুনর্জ্জন্ম লাভ করিলাম, এবং তজ্জন্য আমি আপনার চির সেবক হইলাম, ও আপনি আমাকে যখন যাহা আদেশ করিবেন, আমি তখনই তাহা প্রতিপালন করিব। দৈত্য এই কথা বলিয়া এক হুঙ্কার শব্দ করিলে, তথায় সহস্র সহস্র ভয়ঙ্কর দৈত্য আসিয়া উপনীত হইল। হাতেম সেই দৈত্যদিগকে দেখিয়া ভয়ে কম্পিতকলেবর ও তাঁহার মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ হইল। দৈত্য তদ্দর্শনে তাঁহাকে সাহস দিয়া কহিল, হে ভদ্র! ভীত হইও না। এই সকল দৈত্যদিগকে এখন তোমারই আজ্ঞাকারী সেবক বলিয়া জানিবে। এখন হইতে তুমি ইহাদিগকে যাহা আদেশ করিবে, ইহারা তাহাই সম্পন্ন করিবে। দৈত্যবর এইরূপে হাতেমকে আশ্বস্ত্য করত সেই দৈত্যদিগকে নিজ আরোগ্যসম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় বিজ্ঞাপন করিয়া কহিল; দেখ, এখন অবধি এই যুবা মনুষ্য তোমাদিগর প্রতি যাহা আজ্ঞা করিবেন,তোমরা তাহাই প্রতিপালন করিবে। আর এক্ষণে ইনি ক্ষুধিত হইয়াছেন, অতএব নর-খাদ্যোপযোগী মৃগমাংস সকল বন হইতে আনয়ন করিয়া উহাঁকে তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন করিতে দাও।

অতঃপর তাহারা মৃগয়ায় গমন করিলে, ঐ কালনেমী দৈত্য সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া হাতেমের ব্যবহারোপযোগী বহুমূল্য রত্নজড়িত

বস্ত্রাভরণ ও পাত্র সকল প্রেরণ করিল। হাতেম পূর্ব্বে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন বটে, এবং স্বয়ংও প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী রাজপুত্র, তাহারও কোন অন্যথা নাই; তথাপি তিনি ইতিপূর্ব্বে এতাদৃশ চমৎকার পরিচ্ছদ ভূমণ্ডলের আর কোন স্থানেই দর্শন করেন নাই, সুতরাং সাতিশয় চমৎকৃত হইয়া ঐ দৈত্যকে ধন্যবাদ সহকারে উহা পরিধান করিলেন। অনন্তর কতিপয় দৈত্য-ভৃত্য আসিয়া যথাকালে তাঁহাকে এক স্নানাগারে লইয়া গেল। তিনি সেই মনোহর সুসজ্জিভূত গৃহে প্রবেশমাত্রেই তাহার অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শনে পুলকিত হইয়া দৈত্যগণেরও ভোগৈশ্বর্য্যের ভূরি ভূরি প্রশংসা করত, ঈশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর স্নানাহ্নিক সমাপনান্তে মনোহর সাজে সুসজ্জিত হওত যখন তিনি আসিয়া এক সিংহাসনের উপর উপবেশন করিলেন, তখন কালনেমী এক চমৎকারজনক পানপাত্রে উৎকৃষ্ট মদিরা ও মদিরা পানকালীন উপযুক্ত ভর্জ্জিত পক্ষী ও মৃগ মাংস এবং ফলাদি আনয়ন করিয়া একত্র পান ভোজন করিতে লাগিল। অতঃপর হাতেম যখন সুরাপানে কিয়ৎ পরিমাণে আনন্দে মত্ত হইলেন, তখন তিনি ঐ দৈত্যকে কহিলেন, ওহে দৈত্যবর! এখানে কি কোন গায়ক বা নর্ত্তকী নাই যে, এই সময়ে উপস্থিত হইয়া আমাদের আমোদ বৃদ্ধি করিতে পারে? দৈত্য কহিল, মহাশয়! এখান হইতে বহু দূরে এক মনোহর পর্ব্বত আছে, উহার শোভা ও সৌন্দর্য্য অত্যাশ্চর্য্যজনক। চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্ত, অয়স্কান্ত প্রভৃতি শ্বেত, রক্ত, নীল, পীতাদি নানাবিধ পরমোৎকৃষ্ট নয়ন সুখকর মণিতে উহা রঞ্জিত, এবং তাহাতে যে সকল উদ্যান আছে, তাহা স্বর্গের দেব উপবনকেও শোভায় পরাস্ত করিয়া থাকে। সেই পর্ব্বত হইতে রাত্রিকালে এরূপ মনোহর বামাকণ্ঠের বীণা নিন্দিত সংগীত স্বর আইসে যে, তচ্ছ্রবণে কি পশু, কি পক্ষী, কি বায়ু, বা কি কলপ্রবাহিনী নদী, সকলকেই স্থিরভাবে থাকিতে হয়, এবং তথাকার প্রকৃতির ভাব অতি গভীর, কিন্তু দিবসে সেখানে কিছুই নয়ন বা শ্রবণ গোচর হয় না। হাতেম কহিলেন, কে এমন সুমধুর স্বরে সেখানে গান করিয়া থাকে? দৈত্য কহিল, তাহা কিছুই প্রত্যক্ষ হয় না, কেবল মাত্র শ্রবণগোচর হইয়া থাকে। অনন্তর হাতেম তথায় গমনের অভিলাষ প্রকাশ করিলে দৈত্য রাত্রিকালে ভোজনের পর তাঁহাকে (তথায়) লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইল।

এদিকে পূর্ব্বে যে সকল দৈত্যেরা মৃগয়ার্থ বন গমন করিয়াছিল, তাহারা তখন বন হইতে হাতেমের খাদ্যোপযোগী মৃগ, পক্ষী, শশক ও নীলবর্ণের গাভী শীকার করিয়া আনিলে কালনেমী তাঁহাকে কহিল, হে হাতেম! দৈত্যেরা অপক্ক-আম মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে, এজন্য তাহারা রন্ধন করিয়া মনুষ্যের ন্যায় আহার প্রস্তুত করিতে জানে না, অতএব তুমি দেখাইয়া দিলে, উহারা তোমাকে পাক করিয়া দিবে ও তাহাতে উহাদিগের শিক্ষা লাভেরও বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অনন্তর হাতেম তাহাতে সম্মত হইয়া তাহাদিগকে পাক-পদ্ধতি শিখাইয়া দিলেন। পরে ভোজনকালে সকলে সেই ব্যঞ্জন ও মাংস সকল ভোজন করত সন্তুষ্ট ও যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া কহিল, পৃথিবীতে মানবজাতি ভিন্ন খাদ্যসুখ আর কেহই জানে না। এইরূপে তাঁহারা সকলে উদর পূর্ণ ও তৃপ্তিপূর্ব্বক আহারাদি সমাপন করত নানাপ্রকার সৌগন্ধ্য তৈল গাত্রে লেপন করত বিশ্রাম করিতে লাগিল। এইকালে দৈত্য হাতেমকে নানা কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়! আপনার এইস্থানে আসিবার কারণ কি? হর্য রাজার প্রহরীগণ এই পথে কোন মনুষ্যকেই আসিতে দেয় না; অতএব আপনি কিরূপে তাহাদিগের চক্ষে ধূলি দিয়া এখানে আসিতে সমর্থ হইলেন? তখন হাতেম তাঁহাকে পূর্ব্বের সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন যে, সেই হর্য রাজার আদেশক্রমে তাঁহারই ভৃত্যগণ আমাকে এখানে আনয়ন করিয়াছে। আমি এখানে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে অনুমতি দিয়াছি।

দৈত্যবর হাতেমের এই সকল কথা শ্রবণ করত অতিশয় চমৎকৃত হইল, এবং তাঁহার সাহসকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করত কহিল, হে হাতেম! তুমি অসাধারণ ব্যক্তি, আমি তোমাকে শতমুখে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি কিন্তু তুমি হাম্মামে যাইবার বাসনা একেবারেই মন হইতে দূর করিয়া দাও, কারণ উহা অতি ভয়ঙ্কর স্থান। সেই স্থানে কেহই যাইতে পারে না, এবং যাইলেও আর কদাপি প্রত্যাগমন করে না। অতএব এক্ষণে তুমি হাসনবানুর নিকটে যাইয়া এই কথা বল যে, হাম্মাম শূন্যে প্রতিষ্ঠীত আছে এবং উহা যাদু দ্বারা নির্ম্মিত। তখন হাতেম কহিলেন, হে দৈত্যবর! আমি যাবৎকাল ঐস্নানাগারের স্বরূপ বৃত্তান্ত অবগত না হইব তাবৎ কখনই নিবৃত্ত হইব না; যেহেতু তাহাতে

আমার সত্য ভঙ্গ হইবে। সত্যভঙ্গ অপেক্ষা পাপ আর কি আছে? বিশেষতঃ আমি উহার বিবরণ জানিবার অঙ্গীকার করিয়া এখন হাসনবানুর নিকটে কিরূপে মিথ্যা কহিব? অতএব আমাকে উহাতে আর ক্ষান্তমন হইতে অনুরোধ না করিয়া বরং যথার্থ বল, সেই স্নানাগার এখান হইতে কতদূর হইবে? দৈত্য কহিল, মহাশয়! আমি যে আপনাকে সেই সঙ্গীত-পর্ব্বতের কথা কহিয়াছিলাম, হাম্মাম সেই পর্ব্বত হইতে আরও দশ গুণ দূর হইবে। সেই স্থানে যে কি বস্তু আছে, তাহা আমরা কেহই কিছু জানি না, যেহেতু আমরা তথায় যাইতে সমর্থ নহি। তথায় ভীষণাকৃতি ক্রূর প্রকৃতি দৈত্য সকল প্রহরীরূপে নিযুক্ত থাকায়, একটী পরীও সেই স্থান অতিক্রম বা উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না। অধিক আর কি কহিব, মক্ষিকার গতিও তথায় রোধ হইয়া থাকে।

অনন্তর হাতেম সেই দৈত্যের এই সকল কথা আকর্ণন করিয়া তাহাকে কহিতে লাগিলেন, ওহে দৈত্যবর! তুমি আমাকে সেই সংগীত পর্ব্বতে লইয়া চল, আমি তথায় জগদীশ্বরের মহিমা দেখিব। তখন দৈত্য তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া এক সিংহাসনে উপবেশন করত বাহকদিগকে সংগীত-পর্ব্বতে লইয়া যাইতে আদেশ করিল। তাহারা তাঁহাদিগকে দুই প্রহর রাত্রিতে তথায় লইয়া তথাকার এক অপূর্ব্ব উদ্যানে উপনীত হইল। এইকালে হাতেম তথায় মনোহর সংগীতস্বর শ্রবণ করিয়া সেই দৈত্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে! এই স্বর কোথা হইতে আসিতেছে, এবং কেই বা এই মনোহর গান করিতেছে? দৈত্য কহিল, কে যে গান করিতেছে, তাহা দেখা যায় না; তবে কেবল তাহার স্বরমাত্র শ্রবণ গোচর হইয়া থাকে। আর ঐ যে দূর হইতে দেউটীর ন্যায় আলোক দেখা যাইতেছে, উহা কেবল অদূরস্থ পর্ব্বতজাত মনিমাণিক্যের জ্যোতি, দৈত্য এই বলিয়া নিবৃত্ত হওত হাতেমের সহিত কিয়ৎকাল সেই উদ্যানের ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করিয়া তথাকার এক মনোরম স্থানে উপবেশন করিলেন। ঐ উদ্যান অতি মনোহর ছিল, তাহার পথ সকল এমনি সুমার্জ্জিত যে, উহা দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ বলিয়া বোধ হইত। উহাতে নানাবিধ ফুলফুলে সুশোভিত বৃক্ষ ও লতা ছিল, এবং স্বর্ণ প্রাচীরে উহা পরিবেষ্টিত ছিল, কত শত উচ্চ অভ্রভেদী উন্নত রজত প্রাকার তথায়

অটলভাবে অচলের ন্যায় দণ্ডায়মান ছিল। তাহার দ্বার সকল দিব্য কাষ্ঠ ও হস্তীদন্তে বিনির্ম্মিত। হাতেম তথায় এতাদৃশ গৃহ সকল দর্শন করিয়া তাহার বিস্তর প্রশংসা করিলেন। তথায় বিলাতী ও চীন দেশীয় যে সকল অপূর্ব্ব শয্যা প্রস্তুত ছিল, হাতেম আর এরূপ কস্মিন-কালেও দর্শন করেন নাই। যাহাহউক, এইরূপে হাতেম তথায় বীণা, মুরজ, মুরলী, ও রবাব এবং সপ্তস্বরা প্রভৃতি বাদ্য সকল দেখিয়া দৈত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই সমস্ত বাদ্যযন্ত্র কাহার? তখন দৈত্য কহিল, ভাই! আমি তাহার কিছুই জানি না। আমি এখানে দিবসে কখন আসি নাই, ও তাহার বিশেষ কিছুই দেখি শুনি নাই, সুতরাং সবিশেষ অবগত নহি। তবে যে, সময়ে সময়ে রাত্রিকালে আসিতাম, তাহা কেবল ঐ পর্ব্বতের নেপথ্য সংগীত শুনিতে মাত্র। বিশেষতঃ আমার পিতা আমাকে পুর্ব্বে এখানে দিবসে আসিতে ও ইহার মধ্যে কোন কিছু দেখিতে শুনিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, কারণ তাহাতে আমার অপমান হওয়ার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে, এজন্য আমি এখানে আসি না ও আসিতে বড় অভিলাষী নহি। তবে এক্ষণে কেবল তোমার সহিত সখ্যতা নিবন্ধন অনুরোধে পড়িয়া অদ্য (ইহা তোমাকে দেখাইবার নিমিত্ত) একবার (তোমার) সমভিব্যাহারে আসিলাম। হাতেম কহিলেন ভাল, তুমি যে স্থানে থাক তাহার নাম কি, এবং সেই স্থান হইতে এই পর্ব্বত কত দূর হইবে? দৈত্য কহিল, আমি যথায় থাকি, তাহাকে কোশার বলে, ঐ স্থান সলোমন পয়গম্বর আমার পুর্ব্বপুরুষদিগকে দান করিয়াছিলেন, তদবধি উহা আমার পৈতৃক স্থান। আর এখান হইতে, অনুমান উহা দশ ক্রোশ হইবে। এইরূপে কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে হাতেম সেই গৃহের এক পার্শ্বে একটী সিন্দুক দেখিতে পাইলেন। উহার কুলুপ সুবর্ণে নির্ম্মিত ছিল। হাতেম তাহা কোনমতে মুক্ত করিয়া, উহার মধ্যে আর একটী রত্ন জড়িত বাক্স দেখিতে পাইলেন। তাহার মধ্য হইতে উৎকৃষ্ট মধু-গন্ধ প্রাপ্ত হইয়া হাতেম তাহাও মুক্ত করত দেখিলেন যে, তাহাতে পরমোৎকৃষ্ট মদিরা রহিয়াছে। তখন তিনি মনে মনে বিবেচনা করি-লেন যে, এই সকল দ্রব্য অবশ্যই কোন না কোন ব্যক্তির হইবে, অত-এব তাহাকে না বলিয়া ইহা গ্রহণ বা পান করিলে আমার পক্ষে অন্যায় করা হইবে। হাতেম মনে মনে এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিয়া ঐ

সুরা সেই দৈত্যের নিকট লইয়া গেলেন। দৈত্য তখন এক পানপাত্রাভাবে সাতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিলে, হাতেম অন্য এক গৃহে গমন করত, আর একটী পূর্ব্ববৎ বন্ধ করা সিন্ধুক দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি যাদু মন্ত্র দ্বারা উহার দ্বারা উন্মোচন পূর্ব্বক তাহাতে অপূর্ব্ব প্রস্তর জড়িত স্ফটিক নির্ম্মিত পান পাত্র সকল ও মৃগ পক্ষীগণের ভর্জ্জিত মাংস ও ফলমূলাদি প্রস্তুত দেখিতে পাইলেন। অতঃপর তিনি সেই সকল খাদ্য ও পানপাত্রের সহিত ঐ দৈত্যের নিকট উপস্থিত হইলে, সে উহা দর্শনমাত্রেই পুলকে পূর্ণিত হইয়া হাতেমের বিস্তর প্রশংসা ও তাঁহার সাহসকে অগণ্য ধন্যবাদ দিয়া (উহাঁর সহিত) সেই স্থানে বসিয়াই একত্র পান ভোজন করিতে লাগিল।

ভোজনান্তে যখন হাতেম ঐ দৈত্যের সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন, সেই সময়ে ঐ পর্ব্বত হইতে সঙ্গীতধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে, তিনি তাহাতে একেবারেই বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। অনন্তর রাত্রিশেষে যখন ঐ সঙ্গীত নিবৃত্ত হইল, তখন দৈত্য তাঁহাকে তথা হইতে প্রত্যাগত হইবার নিমিত্ত বিস্তর অনুরোধ করিল, কিন্তু হাতেম তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন দৈত্য তাঁহাকে নানা প্রকার মিষ্টবাক্যে বুঝাইয়া কহিতে লাগিল, হে মহাত্মন্! তুমি বুদ্ধিমান মনুষ্য হইয়াও কি নিমিত্ত এমন ভয়ঙ্কর স্থানে থাকিতে বাসনা করিতেছ? তোমার এখানে থাকা কদাচ কর্ত্তব্য নহে এবং আমিও জানিয়া শুনিয়া তোমার ন্যায় বন্ধুকে এখানে কখনই বিপদের মুখে রাখিয়া যাইতে পারিব না; অতএব এখন তুমি মন্দ বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্বর আমার সহিত আইস। তখন হাতেম তাঁহাকে সলোমন পয়গম্বরের নামে দিব্য দিয়া কহিলেন, হে দৈত্য! তুমি গৃহে গমন কর, আমি কদাচই গমন করিব না এবং তজ্জন্য তুমিও আমাকে আর পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিও না। আমি এই স্থানের তাবৎ ও প্রকৃত বৃত্তান্ত না জানিয়া কদাচই প্রত্যাগমন করিব না। তখন সেই দৈত্য কহিল, ভাই! যদি তুমি আমায় দিব্য না দিতে, তাহা হইলে আমি তোমাকে কদাচই এখানে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতাম না; কিন্তু এখন কি করি, অগত্যা একাকীই প্রত্যাবৃত্ত হইতেছি। আর এখন জানিলাম যে তোমার মৃত্যু সন্নিকট, "অনলে পতনোন্মুখ নির্ব্বোধ

পতঙ্গের মৃত্যু কেহই নিবারণ করিয়া রাখিতে পারে না।” আর এখানে যদি কোন বিপদে পড়িয়া তোমার প্রাণ যায়, তবে তজ্জন্য আমার আর কোন দোষ নাই। দৈত্য এই কথা বলিয়া স্বদলে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

দৈত্য বিদায় হইলে হাতেম, যথাস্থানে সেই সকল সুধা পানপাত্র রাখিয়া পূর্ব্ববৎ সমস্ত সিন্ধুক ও গৃহ দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। অনন্তর তিনি তথাকার উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে আলস্যযুক্ত হইয়া এক স্থানে উপবেশন করিলেন। পূর্ব্ব রাত্রিতে জাগরণ প্রযুক্ত তখন তাঁহার নিদ্রার উদ্রেক হইলেও পাছে, সেখানে অপরিচিত স্থান বলিয়া কোন বিপদে পতিত হইতে হয়, এজন্য আর ঘুমাইলেন না। অনন্তর সহসা তথায় ঝটিকার ন্যায় শব্দ হইয়া ঘন ঘনাকারে ধুলা সকল আকাশকে আচ্ছন্ন করিল। হাতেম তাহাতে বিপদ ও দৈত্যগণের আগমন বুঝিতে পারিয়া ভয়ে এক প্রকাণ্ড বৃক্ষের কোটরে যাইয়া লুক্কায়িত রহিলেন। অনন্তর দৈত্যেরা তথায় আগমন পূর্ব্বক উদ্যানের বহিঃসীমাস্থ কুটীরে যাইয়া বিশ্রাম করিল এবং হাতেম ওউহাদিগকে দর্শন করিয়া সাতিশয় ভয় প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর দৈত্যগণ যে যাহার আলয়ে গমন করিলে, তথায় কতিপয় পরী-সঙ্গিনী সমভিব্যাহারে এক অলোকসামান্য রূপবতী পরী আসিয়া তথাকার বৃক্ষতলস্থ এক আসনে উপবেশন করিল। এই পরীর সৌন্দর্য্যে যেন সেই সমস্ত উদ্যান আলোকিত হইয়াছিল, আর বোধ হইল যেন বিধাতা তাবৎ সুন্দর পদার্থ হইতে তিল তিল (অংশ) করিয়া সৌন্দর্য্য গ্রহণ করত একাধারে উহা দেখিবার মানসে, ঐ পরীকে সৃজন করিয়াছিলেন; এজন্য উহার নামও তিলোত্তমা হইয়াছিল। যাহাহউক, সেই তিলোত্তমা পরী তথায় কিয়ৎকাল উপবেশন পূর্ব্বক শ্রান্তি দূর করিলে, কতিপয় দাসী তাঁহার মুখ প্রক্ষালনের নিমিত্ত সুবর্ণপাত্রে জলাদি সমস্ত প্রস্তুত করিয়া আনিল। অনন্তর মুখ প্রক্ষালন করিয়া তিনি আহারের আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন। তখন অপর কতিপয় পরিচারিকা দ্রুতগমনে তাঁহার আহারার্থ স্থান প্রস্তুত করিয়া সিন্ধুক হইতে সেই পানপাত্র সকল বাহির করিল। অনন্তর সেই পাত্রের আবরণ সকল উন্মোচন করত (তাহারা) দেখিল যে তন্মধ্যে কতিপয় পান ও খাদ্যপাত্র শূন্য রহিয়াছে। তখন

তাহারা আশ্চর্য্যবোধে (উহা) তিলোত্তমার গোচর করিলে, তিনি সাতিশয় কুপিত হইয়া ঐ সকল দাসীগণকে বৃথা ভর্ৎসনা ও কটুবাক্যে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, যখন এখানে আর কাহারও আসিবার অধিকার নাই, তখন তোরা ভিন্ন এ কার্য্য আর কেহই করে নাই। তখন তাহারা পুনঃ পুনঃ দিব্য করিলেও তিনি তাহা না শুনিয়া কহিলেন, দেখ যখন সিন্দুক বন্ধ রহিয়াছে, তখন কীটেরাও উহার মধ্যে যাইয়া খাদ্য সকল অপচয় করিতে সমর্থ নহে; অতএব তোরাই উহা ভক্ষণ করিয়াছিস্। তিলোত্তমা এই কথা বলিয়া আর ভোজন না করিয়া ক্রোধে একেবারেই আপন শয়নাগারে প্রবেশ করত শয়ন করিলেন, এবং অন্যান্য পরীগণও (উহার কারণ কিছুই নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া) স্ব স্ব গৃহে গমন করত নিদ্রা যাইতে লাগিল। হাতেম ইত্যবসরে সেই বৃক্ষের কোটর হইতে বহির্গত হইয়া হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন করত অতি সাবধানে যে গৃহে তিলোত্তমা শয়ন করিয়াছিল, তথায় প্রবেশ করত তাহার তাম্বুলপাত্র হইতে তাম্বুল ও আতরাদি সুগন্ধ তৈল সকল নিজ গাত্রবস্ত্রে প্রদান করত সত্বর পূর্ব্ববৎ সেই বৃক্ষের কোটরে আসিয়া উপনীত হইলেন।

এদিকে তিলোত্তমা যথাসময়ে জাগ্রত হইয়া হস্ত মুখ প্রক্ষালন করত দাসীদিগকে তাম্বুল ও আতরাদি লইয়া আসিতে আদেশ করিল। তখন তাহারা উহাঁর আদেশমতে তাম্বুল করঙ্ক ও আতরের পাত্র সকল তাঁহার নিকট লইয়া গেলে, তিনি উহাদিগের আবরণ মোচন করিবা-মাত্রেই দেখিলেন যে, সকল পাত্রেরই বস্তুর অর্দ্ধাংশ নাই। তাহাতে চমৎকৃত হইয়া দাসীগণকে সমস্ত উদ্যান ভ্রমণ করত তস্কর ধরিয়া দিতে বলিলেন। পরন্তু সেই দাসীগণ কহিল, দেবি! এই স্থানই একে অতি ভয়ঙ্কর, তাহাতে আবার বিকট দর্শন ভীমকায় ও অদ্ভুত পরাক্রমশালী দৈত্যগণ ইহার প্রহরি; সুতরাং তস্কর এখানে কিরূপে আসিতে সমর্থ হইবে? তখন তিলোত্তমা তাহদিগকে কহিল দেখ, যেরূপেই হউক, অবশ্য কোন বীর্য্যবান ও অসাধারণ ক্ষমতাশালী এবং অত্যন্ত সাহসী প্রাণী এখানে (কোন না কোন কৌশলে) আসিয়াছে, অতএব উত্তমরূপে এখন তাহার অনুসন্ধান করিলে, নিশ্চই তাহাকে এই উদ্যান মধ্য হইতে ধরিতে পারিবে। তখন দাসীগণ সকলেই সেই উদ্যানে তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিয়াও কাহাকেও দেখিতে

পাইল না। অনন্তর তিলোত্তমা আপনি সেই উদ্যানের ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে, হাতেম যে বৃক্ষের কোটরের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতে ছিলেন, তথায় গমন করিলেন। সেই সময়ে হাতেম ও মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, যখন এই গৃহিণী স্বয়ং এখানে আমার অনুসন্ধানে আসিয়াছেন, তখন আর বিলম্ব না করিয়া ও উহাঁকে অধিক কষ্ট না দিয়া, আপনাপনি উহাঁর নিকট যাইয়া, উহাঁর কোমল কর পল্লব দ্বারা ধৃত হই। হাতেম এই ভাবিয়া স্বয়ং অনতিবিলম্বেই তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইলেন। তখন তিলোত্তমাপরী তাঁহাকে দর্শন মাত্রেই তাঁহার রূপে বিমোহিত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিল, অহো! এব্যক্তি কি সুন্দর, বোধ হয় এ ব্যক্তি মনুষ্যজাতি হইবে। যাহাহউক, সলোমনের মৃত্যুর পর হইতে আমি আর কখনই মনুষ্য দর্শন করি নাই; অতএব এক্ষণে উহাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক। পরী মনে মনে এইরূপ চিন্তা করত হাতেমকে জিজ্ঞাসা করিল, ওহে! তুমি কে, এবং কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছ? তোমার জীবনের কোন ভয় নাই? এখানে মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, পরী কি দৈত্যগণও (এখানে) আসিতে সমর্থ হয় না; অতএব তুমি কি প্রকারে পথ চিনিয়া এবং কি কারণ বশতঃ এখানে আইলে, তাহার যথার্থ বৃত্তান্ত আমাকে অবগত কর, নতুবা তোমার প্রাণ সংশয় হইবে? তখন হাতেম কহিলেন, ভদ্রে! তুমি কিয়ৎকাল স্থিরভাবে বসিয়া আমার সমস্ত বিবরণ শ্রবণ কর। অনন্তর সেই তিলোত্তমাপরী ও হাতেম একত্র উপবেশন করিলে, অন্যান্য পরীগণ হাতেমকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হওত পরস্পর কহিতে লাগিল, ওহে! এই মনুষ্য কোথা হইতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং কেমন করিয়াই বা এখানে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছিল? যাহাহউক তিলোত্তমা ধন্য; কারণ উনি পূর্ব্ব হইতেই যথার্থ অনুমান করিয়া ইহাকে বাহির করিয়াছেন। এইরূপে পরীগণ পরস্পর কথা কহিতেছে, এমন সময়ে তিলোত্তমা উহাদিগকে দর্শন করিয়া কহিলেন দেখ, এখানে কেহই আইসে নাই; কিন্তু আমি ইহাকে কেমন এই উদ্যান হইতেই বাহির করিয়াছি? তখন তাহারা তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া কহিল, দেবি! আপনি যদি এরূপ বুদ্ধিমতী না হইবেন,

তবে জগদীশ্বর কৃপা করিয়া আপনাকে আমাদিগের শ্রেষ্ঠ করিবেন কেন?

অনন্তর হাতেম নিজ সত্য পরিচয় দিয়া, আনুপূর্ব্বিক তাঁহার সমস্ত বৃত্তান্তও ঐ তিলোত্তমার গোচর করত কহিলেন, ভদ্রে! এক্ষণে আমি সেই হাম্মামবাদগর্দ্দ নামক স্নানাগারে গমন করিবার মানসে জগদীশ্বরের প্রসাদে এখানে আসিয়াছি। তিলোত্তমা হাতেমের বিবরণ শ্রবণে চমৎকৃত হইয়া তাঁহাকে অন্তরের সহিত প্রেম ও বিস্তর প্রশংসা করিয়া কহিলেন, হে মহাত্মন! এই জগতীতলে তুমিই ধন্য, বীর্য্যবান ও ক্ষমতাশালী। তুমি ধর্ম্মোদ্দেশে যে সকল লোকাতীত অদ্ভুত কাণ্ড করিয়াছ, এবং ঈশ্বরের করুণা প্রতিনিয়ত যে তোমাকে (ধার্ম্মিক বলিয়া) সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে, সকল সময়ে ও সকল অবস্থাতেই রক্ষা করিল, ইহা শ্রবণে আমি চমৎকৃত হইয়াছি। সত্যনিষ্ঠ ধার্ম্মিক ভিন্ন জগতে কে এমন অসাধারণ কার্য্য করিতে সমর্থ হয়? অতএব তুমিই ধন্য। জননী ধরিত্রী দেবী তোমার ন্যায় ধার্ম্মিক সন্তানকে স্বকীয় অঙ্কে ধারণ করিয়া চরিতার্থ হইলেন। পরন্তু হে হাতেম! তুমি এমন অসাধারণ কার্য্য করিতে সমর্থ হইলেও আমি তোমাকে ঐ স্নানাগারে যাইবার আশা পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতেছি, কারণ ঐ স্থান অতি ভয়ঙ্কর; তুমি তথায় গমন করিলে নিশ্চয়ই তোমার মৃত্যু হইবে। হে মহাশয়! পূর্ব্বে ভোজরাজা অসংখ্য ঐন্দ্রজালজ্ঞ দৈত্য ও পরীগণের দ্বারা ঐ মায়াময় স্নানাগার নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সেই পরী ও দৈত্যগণ নিজ নিজ বিদ্যাবলে পর্ব্বত সকলকে চালিত ও বৃক্ষ সকল উৎপাটন পূর্ব্বক তদবলম্বনে আকাশমার্গে যাইতে পারে। ভোজরাজা নিজ অদ্ভুত যাদুবিদ্যার কৌশলে এই জগতের ন্যায় আরও দুই একটী জগৎ সৃজন করিয়াছেন। তাহার একের নাম গুহ্য জগৎ ও দ্বিতীয়ের নাম রসায়ন জগৎ। ঐ রাজার এক পরমসুন্দরী কন্যা আছে, তাহার নাম নিরুপমা। রাজা ও রাণী উহাকে সাতিশয় স্নেহ করিতেন। একদা ঐ কুমারী যৌবনকালে স্বামী অভাবে অস্থির ও কাতর হইয়া আপন সহচরীকে কহিয়াছিল, সখি! ভূমণ্ডলে আমার ন্যায় হতভাগিনী আর দ্বিতীয় কেহই নাই। আমার জন্ম না হইলেই ভাল হইত। তখন সেই সহচরী কহিল, নিরুপমে! তুমি একি কথা কহিতেছ?

দেখ, তোমার পিতার ঐশ্বর্য্য ও মান্যের সীমা নাই। কেহ তাঁহাকে পরাক্রমে পরাস্ত করিতে না পারিয়া (সকলেই) তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছে; অতএব তুমি এমন পিতার কন্যা হইয়া কি বিরাগে ও অভাবে ঐরূপ কথা কহিতেছ, বলিতে পারি না। তখন নিরুপমা কহিল, সখি! তুমি যাহা কহিলে সে সকলই সত্য বটে, কিন্তু আমি সেইরূপ কোন দুঃখে কাতর হই নাই। দেখ, বিধাতা এই জগতে সকল প্রাণীরই স্ত্রী পুরুষ সৃজন করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমার নিমিত্ত তিনি কোন পুরুষ সৃজন করেন নাই। দেখ, আমার পিতা সর্ব্বাপেক্ষায় ও সর্ব্ব প্রকারে শ্রেষ্ঠ বলিয়া, নিজ তুল্য বা অধিক কুলীন না পাইলে আমার বিবাহ দিবেন না, কারণ তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, জগতে সর্ব্বাপেক্ষায় তিনিই প্রধান, সুতরাং অন্যকে নিজ কন্যা সম্প্রদান করিতে গেলে, অতি নীচ ঘরে প্রদান করিতে হয়; অতএব ভাই! বিবেচনা করিয়া দেখ, পুরুষাভাবে আমাকে চিরকালই এইরূপ কুমারী অবস্থায় থাকিয়া অতি ক্লেশে কালযাপন করিতে হইবে, তবে আর আমার এ জীবনে বাঁচিয়া সুখ কি?

অনন্তর সেই সখী উহাঁকে কহিল, ভাই! তুমি তজ্জন্য চিন্তিত হইও না, কারণ কৃপাপাত্রী দুহিতার প্রতি পিতাপেক্ষায় জননীর স্নেহ সমধিক হইয়া থাকে; অতএব এই সকল বিষয় আমি প্রকারান্তরে তোমার মাতার গোচর করিয়া, তোমার কামনা পূর্ণ করিব। অনন্তর ঐ সখী নিজ প্রতিজ্ঞানুযায়ী রাজান্তঃপুরে গমন করত (উহা) রাজমহিষীর গোচর করিল। তিনি তনয়ার দুঃখে সাতিশয় ব্যথিতহৃদয় হইয়া রাজাকে উহা সময় ও প্রসঙ্গক্রমে জানাইতে চাহিলেন ও কহিলেন দেখ, আমি এই সকল বিষয় রাজাকে অবগত করিয়া যাহাতে নিরুপমার শীঘ্র বিবাহ হয়, তদ্বিষয়ে প্রাণপণে সচেষ্ট হইব; পরে তাঁহার অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হইবে।

নিরুপমার জননী গান বাদ্য করিতে জানিতেন। একদা তিনি সম্রাটকে প্রফুল্লমনে থাকিতে দেখিয়া নৃত্যগীতাদি দ্বারা তাঁহাকে আরও সন্তুষ্ট করিলেন। তখন সম্রাট কহিলেন, প্রিয়ে! আজ আমি তোমার সঙ্গীত শুনিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছি, অতএব তুমি এখন আমার

নিকট যাহা চাহিবে, তাহা অদেয় হইলেও আমি তোমাকে (তাহাই) প্রদান করিব।

অনন্তর রাজ্ঞী সুযোগ বিবেচনায় কহিলেন, স্বামিন! জগদীশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন। হে স্বামিন্! তোমার প্রসাদে আমার আর কোন অভাব নাই, তবে আমার যাহা চাহিবার মানস আছে, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে অভয়দান করিলে, আমি উহা প্রার্থনা করিতে পারি। অতঃপর রাজা তাঁহাকে অভয়দান করিলে, তিনি কহিতে লাগিলেন, নাথ! জগদীশ্বর ইহ সংসারে সকল প্রাণীরই স্ত্রীপুরুষ সৃজন করিয়া এই সৃষ্টি সকল বৃদ্ধি ও রক্ষা করিতেছেন। দেখুন, স্ত্রী ভিন্ন পুরুষ, ও পুরুষ ব্যতীত স্ত্রীও নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন। বীজ রোপিত না হইলে, ফলের আশা কোথায়? অতএব আমি নিবেদন করিতেছি যে, নিরুপমার এখন যোগ্যবয়ঃক্রম হইয়াছে, আর তাহাকে এই প্রকার কন্যকাবস্থায় গৃহে রাখা যায় না; অতএব শীঘ্র সমতুল্য পাত্রে উহাকে দান করা কর্ত্তব্য। রাজ্ঞীর এই কথা শ্রবণে রাজা কিয়ৎকাল মৌনাবলম্বনে রহিলেন, ও পরিশেষে ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিতে লাগিলেন দেখ, একে তুমি আমার সহধর্ম্মিণী, তাহাতে আবার তোমাকে আমি পূর্ব্বে অভয়দান করিয়াছি, ও বিশেষতঃ তোমাকে অধিক প্রীতিও করিয়া থাকি; এজন্য এখন কিছু বলিলাম না, কিন্তু তুমি সাবধান হও যেন, ভবিষ্যতে তোমা হইতে আমাকে আর এরূপ কথা কদাচই শুনিতে না হয়। যদি অন্যের দ্বারা ইহা কথিত হইত, তাহা হইলে আমি ঘাতুক ও কোটালগণকে আহ্বান পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাহাকে বন্ধন করিয়া তাহার শিরচ্ছেদন করিতে আদেশ করিতাম। তুমি কি জান না যে, লোকে আপনা হইতে অশ্রেষ্ঠকুলে কন্যা দান করিবে না, বরং সমকক্ষ হইলেও ক্ষতি নাই, আর নীচকুলে পুত্রের বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে? পরন্তু ভাবিয়া দেখ, আমি এখন সর্ব্বাপেক্ষায় সকল প্রকারেই শ্রেষ্ঠ, এজন্য সকলেই আমার অধীন; অতএব আমি এখন কি প্রকারে নিজ অধীনকে কন্যা প্রদান পূর্ব্বক আপন গৌরব নষ্ট করিব? আর তুমি যে সমকক্ষ পাত্রের কথা কহিতেছ, এরূপ পাত্রই বা (তুমি) কোথায় পাইলে? এক্ষণে তোমার কথানুক্রমে অনুমান হইতেছে যে, নিরুপমা স্বেচ্ছাসুখে সংগোপনে কাহাকে বুঝি বরণ করিয়া আমার নির্ম্মল বংশে কলঙ্ক অর্পণ করিয়াছে, এজন্য তুমি তাহার

সুরৌদা করিতে আসিয়াছ; কিন্তু যদি বাস্তবিক সেরূপ হয়, তবে আমার অমন কলঙ্কিনী কন্যার জীবনাপেক্ষায় মৃত্যুই শ্রেয়ঃ, অতএব এখন আমি তাহার প্রাণবিনাশ করিব।

রাজার এইরূপ কোপাতিশয় দর্শনে রাজ্ঞী তাঁহার চরণযুগল ধারণ পূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে কহিলেন, হে স্বামিন! আপনি ক্রোধ সম্বরণ করুন, কারণ রাজকুমারী আমাকে এ সকল কথা কিছুই বলে নাই, এবং বাছা আমার এ সকল বিষয় কিছুই জানে ও না. ও তাহার চরিত্রও কলঙ্কিত নহে। তবে মহারাজকে প্রসন্ন দেখিয়া আমিই তাহার মঙ্গলের নিমিত্ত এ কথা রাজগোচর করিলাম; অতএব যদি ইচ্ছা হয়, তবে সেই নির্দ্দোষী অবলা রাজকুমারীর প্রাণবধ না করিয়া আমারই শিরশ্ছেদন করিতে অনুমতি হউক। তখন রাজা কহিলেন, দেবী! আমি এবারে তোমাকে অভয় দিয়াছি বলিয়া তোমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিলাম, কিন্তু ভবিষ্যতে আর তুমি উহা আমার গোচর করিও না। আর (আমার) কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে আমি এইরূপ স্থির করিতেছি যে, যাদু দ্বারা হাম্মামবাদগর্দ্দ নামক এক স্নানাগার নির্ম্মাণ করিব, যে ব্যক্তি তাহা নষ্ট করিতে সমর্থ হইবে, আমি তাহাকেই নিজ তনয়া সম্প্রদান করিব। হে হাতেম! এক্ষণে ঐ স্নানাগারের উৎপত্তির বিষয়ত অবগত হইলে? নিরুপমা পরীর পিতা নিজ কন্যার বিবাহের নিমিত্ত ঐ অত্যাশ্চর্য্য ও ভয়ঙ্কর মায়াময় স্নানাগার, সেই নীল সমুদ্রের তীরে নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে এক অপূর্ব্ব বাটীতে সেই কন্যাকে কতিপয় সহচরীর সহিত সংগোপনে রাখিয়াছেন। ঐ স্থানে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, নাগ, পিশাচ, দৈত্য বা পরী ও স্বর্গবিদ্যাধরী কি অপ্সরী কেহই গমন করিতে সমর্থ নহে। পূর্ব্বে ঐ নিরুপমার সহিত তাহার মাতৃস্বসার এক কন্যা, সখ্যতা নিবন্ধন সর্ব্বদাই তাঁহার সহিত একত্রে বাস করিত, কিন্তু রাজা তাঁহাকে পৃথক করিয়া দেওয়া অবধি তিনিও সম্মুখস্থ ঐ পর্ব্বতের নিম্নপ্রদেশে পরম সুন্দর এক উদ্যান ও গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিতেছেন। সঙ্গীত বিদ্যায় তিনি বিলক্ষণ পারদর্শী, এজন্য প্রতি রজনীতে আপন সঙ্গিনীগণ সমভিব্যাহারে তিনি ঐ পর্ব্বতের মধ্যে বসিয়া গীতালাপ করিয়া থাকেন। গত রাত্রে তুমি যদি এখানে সঙ্গীত স্বর শ্রবণ করিয়া থাক, তবে বীণা নিন্দিত তাঁহারই কণ্ঠস্বর শুনিয়াছ।

অনন্তর হাতেম কহিলেন, তাঁহার সহিত কি আপনার আত্মীয়তা আছে? তিলোত্তমা কহিল, তিনি আমার মাতুল কন্যা হয়েন; এজন্য আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিয়া থাকেন। আমি প্রতিদিনই সন্ধ্যাকালে তাঁহার আলয়ে গমন করত ভোজনাদি করিয়া থাকি, এবং রাত্রিশেষে যখন তাঁহার সঙ্গীত সমাপ্ত হয়, তখন এখানে ফিরিয়া আসি। হাতেম জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানে আপনি কত দিন বাস করিতেছেন, এবং এই স্থানের নাম কি? পরী কহিল, এখানে আমার বহুকালের বাস। এই বাটী আমার পৈতৃক—ভদ্রাসন বাটী এবং ইহাকে ভোজরাহা বলে। আমার মাতুল কন্যা সর্ব্বদা আমাকে পাইবার নিমিত্ত ঐ সঙ্গীত পর্ব্বতে আসিয়া বাস করিতেছেন। এই স্থান হইতেই কোতানের সীমা আরম্ভ ও ভয়ঙ্কর লক্ষ লক্ষ দৈত্য প্রহরীগণ আমার পিতার আজ্ঞা ও শাসন প্রভাবে সর্ব্বদাই কোতানের পথ সকল এ প্রকারে রক্ষা করিয়া থাকে যেন, এখানে কেহই আসিতে না পারে। আমার পিতা নিরুপমার পিতার সাতিশয় প্রিয় বন্ধু। হাতেম কহিলেন, আপনার জনক এখন কোথায় আছেন? পরী কহিল, তিনি অনতিদূরস্থ এক পর্ব্বতে বাস করিয়া থাকেন, সেই স্থানই প্রকৃত কোতান দেশ ও সেই দেশ দিয়া হাম্মামবাদগর্দ্দ স্নানাগারে যাইতে হয়।

অনন্তর হাতেম তাঁহাকে (তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কহিলেন, আমার নাম তিলোত্তমা। তখন হাতেম তাঁহাকে ঈষদ্ধাস্য মুখে কহিলেন, ভদ্রে! তোমার নামও যেমনশ্রুতি সুখকর, নয়নের পক্ষে রূপও তদ্রূপ। আমি তোমাকে দর্শন মাত্রেই প্রীতিলাভ করিয়া তোমার প্রণয়ের পাত্র হইবার বাসনা করিয়াছিলাম। তখন সেই পরী, হাতেমের এই সুমিষ্ট বচন আকর্ণন করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হওত তাঁহাকে আপন পার্শ্বে উপবেশন করাইল এবং দাসীগণকে উৎকৃষ্ট পানপাত্রে সুধারস আনয়ন করিতে আদেশ করিল।

অনন্তর পরিচারিকাগণ সুধা আনয়ন করিলে, সেই পরী পরম প্রফুল্ল মনে উহা হইতে প্রথম পাত্র হাতেমকে পানার্থ প্রদান করিল, কিন্তু লজ্জা ও মান বশতঃ হাতেম তখন উহা গ্রহণ করিলেন না। তখন সেই পরী তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া কহিতে লাগিল, মহাশয়! এই উপহারের অবমাননা করিয়া অরসিক হইবেন না, কারণ পরম জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক হইলেও রমণী প্রদত্ত পানীয় গ্রহণ করা

কর্ত্তব্য ; ইহার অন্যথাচরণ করিলে সংসারে নিতান্ত হেয় হইতে হয়। তখন হাতেম যেন কিয়ৎপরিমাণে অপ্রতিভ হওত তাহার হস্ত হইতে সেই পানপাত্র গ্রহণ করিয়া সমুদায় সুধা পান করিলেন এবং পরী তখন নিজ হস্তে রসনাতৃপ্তিকর কিছু খাদ্য তাঁহার মুখ-মধ্যে প্রদান করিল।

এদিকে দিবাকর অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলেন। প্রকৃতিও ক্রমে ক্রমে গভীর নিস্তব্ধভাব ধারণ করিতে লাগিল। এই সময়ে তিলোত্তমার পরিচারিকাগণ আহারাদি প্রস্তুত করিলে, পরী তাঁহার সখীগণের সহিত হাতেমকে লইয়া পরমসুখে একত্রে ভোজন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ফলাহার করিয়া তাঁহারা আতরাদি সুগন্ধ তৈল সকল গাত্রে মাখিতে লাগিলেন। তিলোত্তমা স্বহস্তে হাতেমের গাত্রলগ্ন পরিচ্ছদে উহা লেপন করিয়া দিলেন। হাতেম তখন সাতিশয় প্রফুল্লমনে তাঁহাকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, প্রিয়ে ; সেই স্নানাগার কি দ্রব্যদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং আমি শুনিয়াছি যে, উহা সর্ব্বদাই শূন্যমার্গে ঘূর্ণায়মান হইয়া থাকে, তবে লোকে কি প্রকারে উহাতে নিমগ্ন হয়, তাহার বৃত্তান্ত কি তুমি কিছু অবগত আছ ? তখন তিলোত্তমা কহিল, হে পথিক ! অগ্রে তুমি কিয়দ্দিবস এখানে অবস্থিতি করত শ্রান্তিদূর ও আমার মনস্কামনা পূর্ণ কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে উহার তাবৎ বৃত্তান্ত ইহার পর বর্ণন করিব। হাতেম কহিলেন, তিলোত্তমে ! তোমার নিকট আমি সর্ব্বদাই অবস্থিতি করি, ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা, কিন্তু যে কর্ম্মের উদ্দেশে আমি এতদূর ক্লেশ স্বীকার করিয়া আসিয়াছি, তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে, তোমাকে তিলার্দ্ধের নিমিত্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার স্থানান্তরে থাকিবার আবশ্যক কি ? তখন ঐ পরী সন্তুষ্ট হইয়া উহাঁকে সেই স্নানাগারের সমস্ত বৃত্তান্ত কহিতে অঙ্গীকার করিলে, তিনি যেন কিয়ৎপরিমাণে সুস্থ হইলেন এবং উহাঁর সহিত পরমসুখে মদ্য পান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে রাত্রি এক প্রহর অতীত হইলে, সেই সংগীত পর্ব্বতের প্রধানা পরী, তিলোত্তমার গমন বিলম্ব দেখিয়া স্বয়ং সে রাত্রিতে তাঁহার নিকট আসিয়া উপনীত হইলেন। তখন তিলোত্তমা সাতি-শয় ব্যগ্রতা সহকারে হাতেমকে অন্য এক গৃহে লুক্কায়িত করিয়া স্বয়ং

শিরঃ পীড়ার ভাণ করত শয্যায় শয়ন করিয়া রহিল। সঙ্গীত পর্ব্বত-বাসিনী সেই পরীর নাম প্রমোদা। প্রমোদা তিলোত্তমার গৃহে প্রবেশ করত তাহাকে ঐরূপে শয্যাশায়ী দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে কহিল, আমার অত্যন্ত শিরঃপীড়া হইয়াছে। তখন প্রমোদা সাতিশয় দুঃখিত হইয়া কিয়ৎকাল স্বহস্তে তাহার সেবা করিলেন। অনন্তর তিলোত্তমা আপন পরিচারিকা দিগকে প্রমোদার নিমিত্ত মদ্যাদি আনয়ন করিতে আদেশ করিলে, প্রমোদা তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত না হইয়া কহিল, ভগ্নি! অদ্য তোমার পীড়া বশতঃ আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল ও শোকযুক্ত হইয়াছে, এজন্য এখন আমার আমোদ প্রমোদ করিতে বাসনা হইতেছে না, এবং তোমা ব্যতীত আমোদ ভালও লাগিবে না; অতএব তুমি শীঘ্র ঈশ্বরেচ্ছায় আরোগ্য হইলে, আমি তোমার সহিত একত্র পান ভোজন ও আমোদ প্রমোদ করিব। তিলোত্তমা কহিল, আমার নিমিত্ত তোমার আনন্দ রহিত করা অকর্ত্তব্য। বিশেষতঃ আমার পীড়াও কিছু সাংঘাতিক নহে, সামান্য মাত্র। প্রাণী মাত্রেরই সময়ে সময়ে এইরূপ পীড়া হইয়া থাকে, অতএব তজ্জন্য চিন্তা কি? এক্ষণে তুমি স্বেচ্ছাসুখে আনন্দ ভোগ কর। তখন প্রমোদা কহিল, ভগ্নি! তুমি সম্মত হইলে, অদ্য আমি এখানেই নৃত্য গীত আরম্ভ করি। তিলোত্তমা কহিল, ভগ্নি! সে বিষয়ে তোমাকে আমার কথাপেক্ষী হইতে হইবে কেন, এ গৃহত তোমারই; তুমি স্বেচ্ছাসুখে যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। অনন্তর প্রমোদা আপন সঙ্গিনী গণকে আহ্বান করিয়া সেই গৃহেই নৃত্য গীত আরম্ভ করিল। হাতেম পার্শ্বস্থ গৃহ হইতে উহাদিগের নৃত্য গীত দর্শন ও শ্রবণ করত ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন। এই প্রকারে যখন রাত্রি প্রায় এক প্রহর মাত্র অবশিষ্ট আছে, সেই কালে তিলোত্তমা প্রমোদাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, ভাই! এখন আমার অত্যন্ত অলস ইচ্ছা হইতেছে, অতএব তুমি অনুমতি করিলে, আমি (এখন) নিদ্রা যাই। তখন প্রমোদাও তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। অনন্তর সুযোগ বিবেচনায় তিলোত্তমা আপন সঙ্গিনীগণকে বিশ্রামার্থ বিদায় করত স্বয়ং হাতেমকে লইয়া শয়নাগারে গমন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা শয়ন করিয়া পরম সুখে সেই অবশিষ্ট রাত্রি

স্থাপিত করিলেন। যাহাহউক, সেই পরী হাতেমের অসাধারণ সাহস, ক্ষমতা, রসিকতা ও কার্য্য নৈপুণ্যাদি দর্শনে তাঁহার নিতান্ত বাধ্য ও বশ্যা হইয়াছিল।

অনন্তর তাঁহারা সকলেই নিয়মিত সময়ে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যথাস্থানে যাইয়া হস্তমুখাদি প্রক্ষালন ও স্নানাহ্নিক সমাপন করত আহারাদি করিলেন। পরিশেষে পূর্ব্ববৎ সুরাপান করিয়া হাতেম তিলোত্তমার সহিত তিন দিবস পরম সুখে অতিবাহিত করিলেন এইরূপে হাতেমকে প্রাপ্ত হওয়াবধি তিলোত্তমা আর সংগীত পর্ব্বতে একেবারে যাইতেন না, এবং প্রমোদার নিকট নানা প্রকার ছলনাকর বাক্য বলিয়া নিরন্তর হাতেমের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতেন। প্রমোদাপরী তিলোত্তমার এই প্রকার প্রতারিত বাক্যে যেন কিছু সন্দিগ্ধমনা হইয়া, একদা গোপনে উহার সমাচার লইয়া আসিবার নিমিত্ত এক দূত প্রেরণ করিল। এইকালে তিলোত্তমাপরী একাকী কেবল হাতেমকে সম ভিব্যাহারে লইয়া উদ্যানে বিহার করিতে ছিল। প্রমোদার দূত সেই সময়ে সহসা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং সাক্ষাৎ কন্দর্প স্বরূপ পরম সুন্দর যুবরাজ হাতেমকে তিলোত্তমার সহিত একাসনে নিরীক্ষণ করিয়া চমৎকৃত হওত তৎক্ষণাৎ (তাহা) প্রমোদার গোচর করিল। তখন প্রমোদা হাতেমের যৌবনশ্রী ও সৌন্দর্য্য কান্তির বিষয় শ্রবণ করত একেবারে অধীরা হইয়া তাঁহাকে দেখিবার মানসে সত্বর শিবিকারোহণে সহসা তিলোত্তমার উদ্যানে আসিয়া উপনীত হইল, ফলতঃ তিলোত্তমাও কোনমতে তাহার আগমন বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া সত্বর হাতেমকে গোপন করিয়া রাখিল।

এদিকে প্রমোদা তিলোত্তমার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি আপন আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক দণ্ডায়মানা হইয়া তাঁহার কর গ্রহণ পূর্ব্বক সপ্রণয় বচনে (তদীয়) কুশল ও স্বাগত জিজ্ঞাসা করত আপন পার্শ্বে উপবেশন করাইল। প্রমোদাও তখন নানা প্রকার শিষ্টাচার ও মিষ্ট সম্বোধনে তাঁহাকে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া কহিল, ভগ্নি! আমি শুনিলাম যে, তুমি এক পরম সুন্দর মনুষ্য প্রাপ্ত হইয়া তাহার সহিত গোপনে প্রেমালাপ করিতেছ, কিন্তু তুমি আমাকে সে সমস্তই গোপন করিয়া রাখিয়াছ। কেন, আমি কি তোমার শত্রু?—তবে কি জন্য ভীত ও লজ্জিত হইয়া তাহাকে আমার সম্মুখে আনিতেছ না?

তখন তিলোত্তমা কহিল, ভাই! এ কথা তোমাকে কে বলিল যে, আমি এক মনুষ্য প্রাপ্ত হইয়াছি? দেখ, এখানে দেবতারাও যখন আসিতে অপারগ, তখন মনুষ্য কি প্রকারে (এখানে) আসিতে পারিবে, এবং আমিই বা তাহাকে কেমন করিয়া প্রাপ্ত হইব? তখন প্রমোদা তিলোত্তমার এই প্রকার মিথ্যা ও প্রতারিত বাক্য শ্রবণ করত কিঞ্চিৎ কোপ প্রকাশ করিয়া (তাহাকে) কহিতে লাগিল, রে মিথ্যা-বাদিনি! রে বিদ্বেষিণি! তুমি এখনও আমাকে মিথ্যা কথা কহিয়া প্রতারণা করিতেছ? তুমি কি জান না যে আমার দূত তোমাকে এই স্থানে সেই মনুষ্যের সহিত একত্র বিহার ও উপবেশন করিতে দেখিয়া, পরে আমাকে সেই সকল সংবাদ প্রদান করিলে, আমি তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত তোমার নিকট আসিয়াছি। অনন্তর তিলোত্তমা যখন জানিলেন, যে প্রমোদা সকলই জানিয়াছে, তখন আর তাহার নিকট কিছুই গোপন না করিয়া, যেরূপে (সে) হাতেমকে লাভ করিয়াছিল, এবং হাতেম তথায় যেরূপে ও যে নিমিত্ত আসিয়াছিলেন, তৎসমুদায়ই বর্ণন করিলেন। তখন প্রমোদা কেবল হাতেমের এতাদৃশ গুণ শ্রবণে (তাঁহাকে না দেখিয়াও) তাঁহার প্রতি আসক্ত হইল। অতঃপর তিলোত্তমার ইঙ্গিতক্রমে হাতেম তথায় (প্রকাশ্যভাবে) উপস্থিত হইলে, তাহারা উভয়ে আসন হইতে গাত্রোত্থান করত, অতি সম্মানসহকারে তাঁহাকে আপনাদের মধ্যস্থলে উপবেশন করাইল।

অনন্তর নানা কথার পর সকলেই মদ্যপান করিতে লাগিল। সেই স্থলে তখন নৃত্যগীতও আরম্ভ হইল। ক্রমে হাতেম অপর্য্যাপ্ত সুধারস পান করিয়া প্রমোদাকে কহিলেন, প্রমোদে! আমার একান্ত বাসনা হইতেছে যে, আমি তোমার সহিত তোমার আলয়ে যাইয়া কিয়ৎকাল এইরূপে আমোদ প্রমোদ ও তথাকার শোভা সন্দর্শন করি। তখন সে কহিল, মহাশয়! সেই স্থান আপনারই, যদি আপনি স্বেচ্ছাসুখে তথায় যাইয়া নিজ পবিত্র পদরেণুর দ্বারা সেই স্থানকে শুদ্ধ ও আমাকে কৃতার্থ করেন, তবে ইহাপেক্ষা আমার আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে? হাতেম তখন পুনর্ব্বার তাঁহাকে বিনীতভাবে ও সপ্রণয় বচনে ত্বদীয় করকমলদ্বয় নিজ হস্ত দ্বারা ধারণ করত কহিলেন, প্রিয়ে! সেকি কথা বরঞ্চ প্রতি মুহূর্ত্তে আমিই তোমার অনুগ্রহের প্রত্যাশা করিয়া থাকি।

অতঃপর প্রমোদা ও তিলোত্তমা হাতেমের হস্তধারণ পূর্ব্বক শিবিকারোহণে নিজ বাসস্থানের উদ্দেশে গমন করিলেন। বাহকগণ যেমনি তথাকার সেই পর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইল, অমনি প্রমোদা তথায় শয্যা প্রস্তুত দেখিয়া হাতেম ও তিলোত্তমার সহিত সেই স্থলেই উপবেশন করত কিয়ৎকাল নৃত্যগীতাদি ও সুরাপান করিয়া আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন। ঐ পর্ব্বতের অপূর্ব্ব শোভা দর্শনে হাতেম বড়ই মনঃপ্রীতি পাইয়াছিলেন। বিশেষতঃ সেই পর্ব্বতে যে খদ্যোতের ন্যায় ঝিক্‌মিক্‌কারী রত্ন সকল দীপমালার ন্যায় স্তরে স্তরে স্বভাবতই সজ্জিত হইয়া সেই স্থানের অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিয়াছিল, হাতেম তাহাতে আরও সন্তুষ্ট হইয়া জগৎপাতা জগদীশ্বরকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। এইরূপে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিলে, তাঁহারা কিয়ৎকাল সেই গিরিপ্রস্থে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন,এদিকে দেখিতে দেখিতে নিশাও প্রায় অবসান হইল। তখন তিলোত্তমা প্রমোদার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে, তিনি তাহাকে ও হাতেমকে নিজ আলয়ে সে দিবস মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিয়া তথায় থাকিতে অনুরোধ করিলেন। তখন অনুরোধে পড়িয়া তাঁহাদিগকে তাহাতেই সম্মত হইতে হইল।

এইরূপে সকলেই প্রমোদা পরীর সহিত তাহার আলয়ের পথে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রমোদা যখন এক গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিতে লাগিল, তখন হাতেম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রমোদে! তুমি আমাদিগকে কি নিমিত্ত এই গিরি-গহ্বরে লইয়া যাইতেছ? প্রমোদা কহিল, ইহারই মধ্যে আমার গৃহ ও উদ্যান আছে; এই গহ্বরই সেই স্থানে গমনের একমাত্র পথ। আর হে ভদ্র! তুমি ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইও না; কারণ পরীগণ কখন উচ্চভূমে (পৃথিবীর উপরে) বাস করে না, তাহারা ভূগর্ভেই বাস করিয়া থাকে, এজন্য তথায় মনুষ্যাদি কেহই যাইতে পারে না; যেহেতু তাহারা আমাদিগের গমনাগমনের পথ চিনিতে পারে না, কারণ উহার উপরিভাগ জল ও কর্দ্দম পূর্ণ; সুতরাং অতি গোপনীয় ও জীবন সংশয়কর। যাহাহউক, এক্ষণে তুমি নিশ্চিন্ত মনে আমার সহিত আইস।

অনন্তর সকলে সেই গর্ত্তের মধ্যে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, প্রথমে অগ্রগর্ত্তে একটী অবরুদ্ধ দ্বার দেখা গেল। তন্মধ্যস্থ প্রহরীগণ তখন নিজ

নিজ কর্ত্রীকে আগত দেখিয়া সেই দ্বার মুক্ত করিল। হাতেম তথায় এমন সুন্দর ও বৃহৎ এক অট্টালিকা দেখিলেন যে,ইতিপূর্ব্বে সেরূপ আর কোথাও কখন দেখেন নাই। যাহাহউক, এইরূপে সপ্তদ্বার অতিক্রম করিলে, হাতেম তথায় আরও মনোহর ও গগণস্পর্শী এক ত্রিতল গৃহ দেখিতে পাইলেন। ঐ গৃহই প্রমোদার আবাস বাটী। উহার চতুর্দ্দিকে ধ্বজপতাকা সকল উড্ডীন হইতেছে। যবনিকা সকল প্রকাণ্ড দ্বারের শোভা সম্পাদন করিতেছে। তথাকার গৃহমধ্যে নানা দিগ্‌দেশীয় বিবিধ চিত্র বিচিত্রিত বস্ত্রের মনোহর শয্যা সকল পাতিত রহিয়াছে ও উপরে জরীর চন্দ্রাতপ শোভা পাইতেছে। ভূমধ্যে এবম্প্রকার অট্টালিকা দর্শনে হাতেম সাতিশয় চমৎকৃত হইয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহারা সকলে একাসনে সেই গৃহে উপবেশন করিলে, প্রমোদা তিলোত্তমার সঙ্কেত বাক্যক্রমে, স্বহস্তে হাতেমের গাত্রে চন্দনাদি সুগন্ধ দ্রব্য সকল প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভৃত্যগণ আহারাদির উদ্যোগ করিলে, হাতেম উহাদিগের সহিত দেব উপভোগ্য দ্রব্য সকল পান ভোজন করত নৃত্যগীতাদি দর্শন ও শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি অধিকতর সন্তুষ্ট হওত তিলোত্তমা ও প্রমোদাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, হে সুন্দরিগণ! আমি তোমাদিগের কৃপায় নানা প্রকার অমানুষী উপাদেয় উপভোগ করিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীতিলাভ করিলাম। তখন পরীগণ কহিল, হে হাতেম! আমরাও তোমার অসম সাহস, ধর্ম্ম,বিনয়াতিশয়, মিষ্টবাক্যাদি গুণ সকল ও সৌন্দর্য্য এবং যৌবন শ্রী দর্শনে তোমাকে একান্তই প্রেম করিয়াছি।

এইরূপে হাতেম মাসৈককাল তথায় অবস্থিতি করত একদা, সুযোগ বিবেচনায় ঐ পরীগণকে কহিলেন, হে পরী-রাজ্ঞিগণ! তোমাদিগের সুখকর সহবাস আমার পক্ষে অত্যুচ্চ। যদি আমি সুদীর্ঘকাল তোমাদিগের সহিত একত্র বাস ও আহার বিহার করি, তথাপি তাহা আমার পক্ষে স্বল্পকাল মাত্র বলিয়া বোধ হইবে; কারণ তাহাতেও আমার আশা মিটিবে না। তবে এক্ষণে আমি আর বৃথা কেন সময় নষ্ট করিয়া সেই মণীরসাহাকে কষ্ট দিতেছি? দেখ, আমি এখানে পরম সুখ সম্ভোগে অবস্থিতি করিতেছি বটে, কিন্তু সে আমার আশা-পথ নিরীক্ষণ করিয়া আছে। আমি তাহার নিমিত্ত ছয় প্রশ্ন পূর্ণ করিয়াছি, এক্ষণে একটী মাত্র অবশিষ্ট আছে; এই প্রশ্নটী পূর্ণ করিতে

পারিলেই, তাহার কামনা ও আমার সত্য পূর্ণ হয়। আমি তাহারই কার্য্যে এতদূর পর্য্যন্ত আসিয়া এখানে আমোদ প্রমোদে উন্মত্ত হওত তাহাকে বৃথা ক্লেশ প্রদান ও এক প্রকার নৈরাশ করিতেছি। সে ব্যক্তি বঞ্চিত হইলে আমি পরলোকে যাইয়া তজ্জন্য ঈশ্বরকে কি উত্তর প্রদান করিব? অতএব হে পরীগণ! এক্ষণে কৃপা করিয়া আমাকে হাম্মামের সমস্ত বৃত্তান্ত বিদিত কর, এবং আমার সহিত এরূপ এক পথ প্রদর্শক দাও যে, সে আমাকে অনায়াসে তথায় লইয়া যাইতে পারিবে। হে পরীগণ! আমি সেই স্নানাগারে উপস্থিত হইয়া ঈশ্বর প্রসাদাৎ তথাকার যাদুসকল বিনষ্ট করত পুনর্ব্বার তোমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিব ও তৎপরে (তোমাদিগকে) আপন রাজধানীতে লইয়া যাইব।

হাতেমকে হাম্মামবাদে যাইবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক দেখিয়া তিলোত্তমা পরী কহিতে লাগিল, হে হাতেম! আমি তোমাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিয়া থাকি, এজন্য তোমাকে তিলার্দ্ধের নিমিত্ত নয়নান্তর করিতে বাসনা নাই; বিশেষতঃ তুমি যেখানে গমন করিবার নিমিত্ত এত ব্যস্ত হইয়াছ, সে স্থান বড় সহজ নহে। তথাকার পথ অতিশয় ভয়ঙ্কর; এমন কি দৈত্যেরাও তথায় যাইতে সাহসী নহে; অতএব তুমি মনুষ্য হইয়া কিরূপে তথা হইতে জীবিত প্রত্যাগত হইবে? যে মনুষ্য একবার তথায় গমন করে, সে আর কদাপি ফিরিয়া আসিতে পারে না; অতএব এই সকল ব্যাপার অবগত থাকিয়াও আমি কেমন করিয়া তোমাকে তথায় যাইতে প্রাণের সহিত বিদায় করিব? তুমি তথায় গমন করিলে, নিশ্চয়ই আমি তোমাকে চিরকালের জন্য হারাইব। তখন হাতেম কহিলেন, তিলোত্তমে! তুমি সে জন্য চিন্তিত হইও না। দেখ, যে ঈশ্বর আমাকে কৃপা করিয়া শত সহস্র আপদ হইতে প্রতিক্ষণে রক্ষা করিয়াছেন, তিনিই আবার অনুকম্পা করিয়া আমাকে এ যাত্রায়ও পরিত্রাণ করিবেন। তাঁহার কৃপায় আমি আবার পুনর্ব্বার তোমাদিগের সহিত সুস্থ শরীরে সাক্ষাৎ করিব। এই প্রকারে তিলোত্তমা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ যাইতে নিবারণ করিয়াও যখন নিরস্ত করিতে পারিল না,—যখন সত্যের নিমিত্ত, ধর্ম্মের নিমিত্ত এবং পরোপকারের জন্য তিনি একান্তই আপনাকে ঘোরতর বিপদে,—

এমন কি মৃত্যুমুখে পর্য্যন্ত নিক্ষিপ্ত করিবেনই, ইহা স্থির নিশ্চয় করিলেন, তখন তাঁহার ভাবি-বিরহ ভাবনায় (তিলোত্তমা) নিতান্ত অধীর হওত, নয়নাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। তিলোত্তমাকে বিগলিতাশ্রু দেখিয়া, প্রমোদা (তাহাকে) সান্ত্বনা করত কহিতে লাগিল, ভগ্নি! তুমি রোদন সম্বরণ কর; অতঃপর আমি একবার হাতেমকে বুঝাইয়া দেখি। প্রমোদা এইরূপে তিলোত্তমাকে সান্ত্বনা করত হাতেমকে বিস্তর বুঝাইতে লাগিল, এবং সেই ভয়ঙ্কর মায়াময় স্থানে যাইতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। পরিশেষে হাতেমকে এক নিষ্ঠ ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ জানিয়া আর নিবারণ করিতে সাহস করিল না। প্রমোদা হাতেমকে নিতান্ত গমনোদ্যত জানিয়া কহিল ভাল, মহাশয়! যদি আপনি একান্তই তথায় গমন করেন, তবে যেন পথে আপনার কোন কষ্ট বা বিপদ উপস্থিত না হয়, এবং জগদীশ্বর যেন আপনাকে নির্ব্বিঘ্নে তথা হইতে রক্ষা করেন! আর যদি সেই হাম্মামে যাইয়া আমার ভগ্নী নিরুপমার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হয়, তবে দয়া করিয়া তাঁহাকে আমার সমাচার প্রদান পূর্ব্বক কহিবেন যে, প্রমোদা তোমার বিরহে অধীর ও অসহিষ্ণু হওত জীবন্মৃত হইয়া আছে,—তোমার বিচ্ছেদ তাহার পক্ষে নিতান্তই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। তখন হাতেম কহিলেন, যদি ঈশ্বর প্রসাদে পথের সকল বাধা ও বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, তবে আমি তোমার বিষয় অবশ্যই তাঁহার গোচর করিব। কিন্তু এক্ষণে হে প্রমোদে! তুমি আমাকে সেই স্নানাগারের প্রকৃত বিষয় বল, আমি তাহা জানিবার নিমিত্ত সাতিশয় উদ্বিগ্নমনা হইয়াছি!

অনন্তর প্রমোদা কহিতে লাগিল, হে সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় হাতেম! তুমি যে আমাকে হাম্মামের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, উহা আত্মারাম পক্ষীর চর্ম্মে ও ডিম্বরসে প্রস্তুত হইয়া, লৌহময় সূক্ষ্ম সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে; এজন্য সর্ব্বদাই বায়ু-সহযোগে ঘূর্ণায়মান হইয়া থাকে। উহা যাদুবিদ্যাবলে প্রতিষ্ঠিত আছে। আর উহার অবলম্বিত সূত্র এরূপ সঙ্কীর্ণ স্থানে আছে যে, তদ্দ্বারা উহা অবলম্ব বা আধার রহিত বলিয়া বোধগম্য হইয়া থাকে। বাস্তবিক মায়া ও বিদ্যার অসাধারণ কৌশলে উহার চতুস্পার্শ্বে স্তম্ভ সকল প্রোথিত ও তদুপরি সূত্রগুলিন সুন্নিবেশিত

রহিয়াছে যে,তাহা কিছুতেই জানিতে পারা যায় না। মানবেরা উহাতে গমন করিলেই, কেবল এই জন্যই উহা নিরন্তর ভারাক্রান্ত হইয়া ঘূরিতে থাকে। উহাতে মানবগণ স্নানার্থ গমনকরে। যখন লোকে উহাতে অবগাহন করে, তখন উহাকে যেন শূন্য বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে।

যাহাহউক, হাতেম এই প্রকারে সেই হাম্মামবাগর্দ্দ নামক স্নানাগারের প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তথায় সত্বর গমন করিবার মানসে উহাঁদিগের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। তখন তিলোত্তমা তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে হাতেম! যদি তুমি তথায় একান্তই গমন করিবে, তবে আর কিছুদিন এখানে অবস্থিতি করত আমাদিগের সহিত আমোদ প্রমোদ ও আহার বিহারদ্বারা বিশ্রাম সুখানুভব কর, পরিশেষে আমার পিতা যখন রাজকার্য্য সমাধা করিয়া উৎসব করনার্থে সমস্ত নগরপালগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্থানান্তরে গমন করিবেন, তুমিও সেই অবকাশে সেই স্থল দিয়া নির্ব্বিঘ্নে গমন করিতে পারিবে, তখন আর কেহই তোমার গতি রোধ করিতে ব্যস্ত হইবেনা। দেখ, যাবৎ আমার পিতা সেখান হইতে স্বদলে স্থানান্তরে গমন না করিবেন, তাবৎ তুমি কখনই সেই পথ দিয়া গমন করিতে পারিবেনা; তাঁহার প্রহরীরা তৎক্ষণাৎ তোমাকে ধৃত করিয়া তোমার প্রাণ বধ করিবে; অতএব তুমি আর কিছুদিন ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক এখানে অবস্থিতি কর। আমার পিতা বৎসরান্তে ঐরূপে স্বদলে বিশ্রামার্থ দেশান্তরে গমন করিয়া থাকেন, এক্ষণে সেই সময়ের আর পঞ্চদশ দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে,সেই সময়ে আমি তোমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া কোনমতে হাম্মামের পথে নির্ব্বিঘ্নে রাখিয়া আসিব। তিলোত্তমার এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রমোদা হাতেমকে সেই প্রস্তাবে সম্মত হইতে অনুরোধ করিলে, হাতেম তাহাতেই অনুমোদন পূর্ব্বক আর কিছুদিন তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

এইরূপে সেই সময় উত্তীর্ণ হইলে, হাতেম তিলোত্তমাকে কহিলেন, শুভে! এখন-ত সময় উপস্থিত হইয়াছে, তবে আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন কি? শীঘ্র আমাকে এখান হইতে যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিয়া দাও। তখন সেই পরী কহিল ভাল, আমি তোমার যাত্রার উদ্যোগ করিয়া দিতেছি। অনন্তর তিলোত্তমা, তাহার পিতা বিদেশে গমন করিয়াছেন কি না, ইহার তদন্ত জানিবার নিমিত্ত জনৈক পরীকে

পিতৃ মন্দিরে প্রেরণ করিল। সেই পরী-দূতী তাথায় গমন করিলে, প্রথমে তাহার সহিত তিলোত্তমার জননীর সাক্ষাৎ হইল। তখন তিনি ঐ দূতীকে দেখিয়া আপন কন্যার কুশলাদি সমাচার জিজ্ঞাসা করত কহিলেন, তিলোত্তমা কি নিমিত্ত এখানে বহুদিন হইতে আইসে নাই? দূতী কহিল, তিনি তাঁহার পিতাকে অত্যন্ত ভয় করিয়া থাকেন, এজন্য এখানে আইসেন নাই, কিন্তু এক্ষণে এখানে আসিবার মানসে আমাকে আপনার নিকট অনুমতি লইবার নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছেন। তখন তাহার মাতা কহিলেন যে, তাহার পিতা এখান হইতে দুই দিবস অতীত হইয়াছে, স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন, অতএব শীঘ্র তাহাকে এখানে আসিতে বল।

অনন্তর দূতী সত্বর যাইয়া উহা তিলোত্তমার গোচর করিলে, তিলোত্তমা, দৈত্য বাহকগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন যে, তোমরা অতি সাবধানে এই ব্যক্তিকে (হাতেমকে) কামুস দ্বার অবধি লইয়া গিয়া (ইহাকে তথায়) রাখিয়া আইস। তখন হাতেম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমার পিতৃ মন্দির হইতে কামুস কতদুর ও তথা হইতেই বা হাম্মামবাদগর্দ্দ কত দুর হইবে? তিলোত্তমা কহিল, কামুসদ্বার আমার পিতৃ মন্দির হইতে একাদশ দিবসের ও তথা হইতে সেই হাম্মামবাদগর্দ্দের রাস্তা আরও সপ্ত দশ দিবসের অধিক হইবে। তৎপরে কিয়দ্দুর গমন করিলেই একেবারে সেই স্নানাগারে যাওয়া যায়। অনন্তর তাঁহারা শিবিকারোহণে গমন করিতে লাগিলেন। হাতেম, তিলোত্তমা ও প্রমোদা তিন জনেই তাহাতে একত্র উপবেশন করিলেন। অতঃপর কামুস দ্বার প্রায় নিকটবর্ত্তী হইলে, প্রমোদা তিলোত্তমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, ভগ্নি! তুমি এখান হইতে পদব্রজে যাইয়া আপন জননীর সহিত সাক্ষাৎ কর, আমি হাতেমকে আরও কিয়দ্দুর অগ্রসর করিয়া দি। আর এই কালে দূর হইতে আমার শিবিকা দেখিয়া যদি তোমার জননী বা অপর কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, এই পথে শিবিকারোহণে কে গমন করিতেছে? তাহা হইলে তুমি কহিও যে, ভগ্নী প্রমোদা স্বগয়ায় গমন করিতেছে, প্রত্যাগমন কালীন আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইবে।

অনন্তর তিলোত্তমা শিবিকা হইতে ভূমে নামিয়া বাহকাদগকে সাবধান করিয়া কহিতে লাগিলেন, যে তোমরা এই মনুষ্যকে সাব-

ধানে লইয়া যাইবে, এবং উনি যখন যাহা আদেশ করিবেন, তোমরা তৎক্ষণাৎ তাহা প্রতিপালন করিও। আর উনি অনুমতি পত্র প্রদান না করিলে, তোমরা কদাচ প্রত্যাগমন করিতে পারিবে না। যদি তোমরা আমার এই আজ্ঞার বিপরীতে কোন কার্য্য কর, তাহা হইলে আমি তোমাদিগের প্রাণদণ্ড করিব। তখন সেই দৈত্য-বাহকেরা তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া হাতেম ও প্রমোদার সহিত সেই শিবিকা স্কন্ধে লইয়া গমন করিতে লাগিল, এবং তিলোত্তমা হাতেমের বিরহে ব্যাকুলান্তঃকরণে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, হায়! আমার কি দুরাদৃষ্ট! নতুবা আমার আশা পূর্ণ হইলনা কেন? তিলোত্তমা এইরূপে মনে মনে চিন্তা ও রোদন করিতে করিতে আপন জননীর নিকট গমন করিতে লাগিল।

এদিকে হাতেম ও প্রমোদা সেই শিবিকাতে বসিয়াই দুই জনে (নির্জ্জন পাইয়া) মদ্যাদি পান করত আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন। হাতেম অকৃত্রিম প্রেমভরে যেমন প্রমোদার গলদেশে নিজ ভুজলতা বেষ্টন (আলিঙ্গন) করিতে যাইবেন, অমনি প্রমোদা কহিল, হে নির্দ্দয়! হে অরসিক! আর কেন আমাকে বৃথা প্রেমে ও মায়ায় মুগ্ধ করিতেছ? তুমিত এখনই আমাকে ছাড়িয়া চিরকালের নিমিত্ত চলিয়া যাইবে, তখন তোমার ভালবাসা কোথায় থাকিবে? অতএব তোমার ঐ কৃত্রিম প্রণয়ে আমার কোন প্রয়োজন নাই,—উহা আপাততঃ সুখকর হইলেও পরিণামে আমার পক্ষে গরল স্বরূপ হইয়া উঠিবে; অতএব ক্ষান্ত হও। তখন হাতেম কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া কহিলেন, প্রিয়ে! কিছু মনে করিও না। আমাকে কর্ম্মানুরোধে অগত্যা যাইতে হইতেছে; নতুবা আমি কদাপি তোমাদিগের এমন প্রীতি ও সুখকর সহবাস ত্যাগ করিয়া যাইতাম না। যাহাহউক, ঈশ্বরানুগ্রহে কার্য্য সমাধা করিয়া পুনর্ব্বার তোমাদিগের সহিত মিলিত হইব, তজ্জন্য কোন চিন্তা করিও না।

অনন্তর উঁহাদিগের এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতে, বাহকগণ কামুস পর্ব্বতে আসিয়া উপনীত হইল। তখন হাতেম সেই পর্ব্বত দর্শনে ভীত হইয়া কহিলেন, এ পর্ব্বতের নাম কি? আমি এত বড় পাহাড় কখনই দেখি নাই। প্রমোদা কহিল, এই পর্ব্বতের নাম কামুস পর্ব্বত। হাতেম কামুসের নাম শুনিবামাত্র চমকিত হইয়া তাহাকে পুনর্ব্বার-

সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে চারুনেত্রে! এই স্থল অতি ভয়ঙ্কর অতএব তুমি এখন এই শিবিকারোহণে স্বস্থানে প্রত্যাগমন কর, নতুবা তোমার অনিষ্ট ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। প্রমোদা কহিল, নাথ! আমি তোমাকে এই প্রকার ভয়ঙ্কর প্রদেশে একাকী রাখিয়া কিরূপে গমন করিব? হাতেম কহিলেন, সে জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই, জগদীশ্বর আমাকে রক্ষা করিবেন। দেখ, তিনি দুর্ব্বলের বল ও অনুপায় কালের একমাত্র উপায়; অতএব তাঁহার উপর একান্ত নির্ভর করিয়া আমার আর কোন ভয় নাই; বরঞ্চ প্রেমবসে তুমি আমার সহিত গমন করিলে, তোমার নিমিত্ত হয়ত আমাকেও মরিতে হইবে। পথিকের রমণীসঙ্গ শাস্ত্রে নিতান্তই নিষিদ্ধ হইয়াছে; অতএব এখন তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর। প্রমোদা কহিল, ভাল নাথ! যদি আমাকে এখান হইতে তোমাকে ছাড়িয়া নিতান্তই প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয়, তবে অনুমতি কর যে, আমি তোমাকে ঐ অদূরস্থ নগর দ্বার পর্য্যন্ত রাখিয়া আসি, কারণ তোমাকে যতক্ষণ দেখিতে পাই ও যতক্ষণ তোমার সহবাসে থাকিতে পারি, আমার পক্ষে সেই সময় ততই মঙ্গলজনক ও সুখকর। অনন্তর হাতেম তাহার এই প্রকার করুণ ও সপ্রণয় বচনে আর্দ্র-হৃদয় হইয়া তাহাতে সম্মত হইলে, প্রমোদা উহাঁর সহিত গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহাদিগের সেই শিবিকা এক স্থানে উপস্থিত হইল। দৈবাৎক্রমে সেই সময়ে তথাকার সুযোগ্য নগরপাল অন্য কতিপয় ব্যক্তিকে কিছুকালের নিমিত্ত নগর রক্ষার ভারার্পণ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিয়াছিল। এই সুযোগে প্রমোদা হাতেমকে একটী কুসুমের আঘ্রাণ লইতে দিল। হাতেম উহার আঘ্রাণ লইবামাত্র তৎক্ষণাৎ মক্ষিকার রূপ প্রাপ্ত হইয়া প্রমোদার আরক্তিম ও কোমল কমলবৎ গণ্ডপ্রদেশে বসিয়া রহিলেন। এইকালে সেই স্থানে নূতন প্রহরীগণ উহাঁদিগের শিবিকা দর্শন করত জিজ্ঞাসা করিল, কে এই শিবিকাতে গমন করিতেছে, শীঘ্র বল? নতুবা কখনই আমরা এই স্থান দিয়া যাইতে দিব না। তখন সেই দৈত্যবাহকগণ কহিল, প্রথম সীমার প্রধানা পরীর কন্যা রাজ-দর্শনে গমন করিতেছেন। তখন প্রহরীগণ সেই শিবিকাস্থিত প্রমোদাকে অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া যে যাহার স্থানে চলিয়া গেল।

এইরূপে তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে সেই স্থান অতিক্রম করিলে, প্রমোদা অপ্সর

একটী পুষ্পের আঘ্রাণ করাইয়া হাতেমকে নিজ কলেবর প্রদান করিলেন। তখন হাতেম দূর হইতে সাগর তরঙ্গের ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিতে পাইয়া প্রমোদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রমোদে! এ কিসের শব্দ হইতেছে? প্রমোদা কহিল, ইহা সেই হাম্মামবাদগর্দ্দের যাদুময় নদীর কল্লোল। হাতেম তখন পুনর্ব্বার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই স্থান ও নদী কোথায়? প্রমোদা কহিল, শুনিয়াছি তাহা উত্তরে আছে; কিন্তু আমি তাহার স্বরূপ স্থান ও বৃত্তান্ত কিছুই জানি না। হে নাথ! যখন নিরুপমাপরীর পিতা ক্রোধে অধীর হওত এই মায়াময় ঐন্দ্রজালীপূর্ণ-স্থান নির্ম্মাণ করিতে বাসনা করিয়াছিলেন, তখনই তিনি আমাকে (উহা নির্ম্মাণ হইবার পূর্ব্বে) আপন বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। পরে উহা প্রস্তুত হইলে, নিরুপমাকে সখী সহ উহাতে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন; এজন্য আমি উহার কিছুই জানি না। যাহাহউক, এই স্থান অতি ভয়ঙ্কর, এজন্য এই দৈত্যেরা উহার আর অধিক অগ্রে যাইতে পারিবে না। তখন হাতেম কহিলেন, প্রিয়ে! তবে তুমি উহাদিগকে লইয়া এখান হইতে সত্বর প্রস্থান কর। প্রমোদা কহিল, আমার একান্ত বাসনা এই যে, আপনার প্রত্যাগমনকাল পর্য্যন্ত আমি এখানে উহাদের সহিত অপেক্ষা করি। হাতেম কহিলেন, প্রিয়ে! তাহা কদাপি যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না, কারণ এই স্থান অতি ভয়ঙ্কর; অতএব এক্ষণে তুমি আমার কথা রাখিয়া গৃহে গমন কর, পরে ঈশ্বরেচ্ছায় আমি হয়ত তোমার নিরুপমা ভগ্নীকে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রত্যাগমনকালে তোমার সহিত তথায় গিয়া সাক্ষাৎ করিব। হাতেম এইরূপে প্রমোদাকে সন্তুষ্ট করিয়া তিলোত্তমার সন্তোষ ও প্রত্যয় হেতু এক পত্র লিখিয়া তথা হইতে বাহকদিগকে বিদায় করিলেন; সুতরাং তাহারা প্রমোদাকে পূর্ব্ববৎ স্কন্ধে লইয়া, হাতেমকে প্রণাম করত তথা হইতে গমনোন্মুখ হইল।

হাতেমের হাম্মাম নাশ।

প্রমোদাকে বিদায় দিয়া হাতেম ক্রমান্বয়ে দুই তিন দিবস প্রান্তর

পথে গমন করিতে করিতে এক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন. তথায় এরূপ এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ ছিল যে, তাহা দেখিলে বোধ হইত যেন উহা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে আবৃত করিবার নিমিত্ত উত্থিত হইয়াছে। হাতেম এই বৃক্ষ দর্শনে চমৎকৃত ও হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন। অনন্তর তিনি অগ্রসর হইবার মানস করিয়া দেখিলেন যে, সম্মুখে সেই বৃক্ষের একটী সামন্যমাত্র শাখা ভূমে পড়িয়া তাঁহার গতি রোধ করিয়াছে। ঐ শাখা প্রায় দীর্ঘ প্রস্থে তিন চারি ক্রোশ হইবে। হাতেম তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দণ্ডায়মান আছেন, এমন সময়ে সহসা তাঁহার পশ্চাদ্দেশ হইতে এক বৃদ্ধ মহাপুরুষ আসিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হওত (তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক) কহিতে লাগিলেন, হে হাতেম! জগতীতলে তুমিই কেবল শ্রেষ্ঠ মনুষ্য। তোমাকে অগণ্য ধন্যবাদ। তুমি পরকীয় কার্য্যোপলক্ষে নিরন্তর আপনাকে ঘোরতর বিপদে নিক্ষিপ্ত করিতেছ। তোমার নিজ অসামান্য সাহস ও ক্ষমতা প্রভাবে তুমি যে এই যাদুর সীমায় আসিয়াছ, ইহা অতি আশ্চর্য্য! কিন্তু এখানকার কোন বস্তু বা বিষয় দর্শনে (তুমি) মুগ্ধ ও আশ্চর্য্যান্বিত হইও না, কারণ এখানকার ঘটনা সকলই মিথ্যা ও ভোজবাজী। তুমি যে এখানে এই একমাত্র বৃক্ষ দর্শনে চমকৃত ও হতবুদ্ধি হইয়াছ, কিন্তু ইহার অগ্রে আরও কত আশ্চর্য্য বস্তু রহিয়াছে, তাহাতে (তুমি) কি করিবে? তখন হাতেম তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, মহাশয়! আমি আর তাহার কি করিব? তবে আপনার আশীর্ব্বাদ ও জগদীশ্বরের করুণাই এখন আমার কেবল একমাত্র ভরসাস্থল। তখন সেই বৃদ্ধ কহিল, বৎস! তুমি ভীত হইও না; যদি (তুমি) এখানকার প্রকৃত বিষয় জানিতে বাসনা কর, তবে সত্বর এই বৃক্ষের মূল স্বহস্তে ধারণ কর। অনন্তর হাতেম ঐ বৃদ্ধের বাক্য আকর্ণন করত যেমন সেই বৃক্ষের মূল ধারণ করিলেন, অমনি সেই বৃক্ষ তথা হইতে অদৃশ্য হইল। যে বৃক্ষশাখা হাতেমের গতিরোধ করিয়াছিল, এক্ষণে তাহাও তথায় নাই; কেবল তৎপরিবর্ত্তে একখানি গাভীর অস্থি (তথায়) পড়িয়া রহিয়াছে। হাতেম এই ব্যাপার অবলোকনে চমৎকৃত হইয়া সেই বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাত্মন্! একি হৈল, সেই প্রকাণ্ড বৃক্ষ ও তাহার শাখা সকল এখন কোথায় অদৃশ্য হইল, এবং এই অস্থিই বা এখানে কি প্রকারে

পতিত হইয়াছি, তুমি কৃপা করিয়া এই অসহায় দীনকে রক্ষা কর। হাতেমের এই প্রকার প্রার্থনা বাক্য শ্রবণ করত সেই বৃদ্ধ দেবদাস তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, নির্ব্বোধ! ভীরু! তুমি কি নিমিত্ত ভয় পাইয়াছ? ইতিপূর্ব্বে আমি তো তোমাকে এখানকার সমস্ত কথাই বলিয়াছিলাম এবং তোমার উপকারার্থে আমি (তোমাকে) এক স্বর্গীয় প্রস্তর পর্য্যন্ত দান করিয়াছি। এখানকার বিপদ সকল হইতে যখন যেরূপে মুক্তি প্রাপ্ত হইবে, তাহা উহাতেই পাইবে তবে এখন আবার কি নিমিত্ত রোদন করিতেছ? এইরূপে তুমি কেমন করিয়া সেই হাম্মামবাদগর্দ্দে যাইতে সাহসী হইয়াছ? হাতেম সেই মহাপুরুষের এবম্প্রকার লাঞ্ছনাকর বাক্য শ্রবণে সাতিশয় লজ্জিত হইলেন। এই-কালে সেই ব্যাঘ্রগণও প্রায় তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, সেই বৃদ্ধ কহিলেন, হাতেম! তোমার নিষ্কৃতির উপায় তোমারই হস্তে রহিয়াছে; অতএব তুমি ঐ প্রস্তর দেখিয়া কার্য্যানুষ্ঠান কর, অচিরে বিপদ হইতে মুক্ত হইবে। অনন্তর হাতেম সেই প্রস্তরের দিকে দেখিলেন যে, তাহাতে লেখা আছে, হে বৎস! তুমি এই ব্যাপার দর্শনে কদাচ ভীত হইও না। তোমার নিকট যে জীন-প্রদত্ত এক আশা-যষ্টি আছে, তুমি তাহা দ্বারা ইহাদিগের মস্তকে আঘাত কর। তখন হাতেম সেইরূপ করিলে, ঐ মায়াময় ব্যাঘ্রগণের দেহ হইতে ভয়ঙ্কর অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া তাহা হইতে এরূপ ধূমরাশি নির্গত হইল যে, সে স্থানে অন্ধকার ব্যতীত আর কিছুই লক্ষ্য হইল না। পরিশেষে সেই ধূম মুক্ত হইলে তথায় কিয়ৎ খণ্ড কাষ্ঠ ব্যতিরেকে হাতেম আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না; সুতরাং তাহাতেই তিনি জানিতে পারিলেন যে, সেই ব্যাঘ্রগণ পূর্ব্বে কাষ্ঠ ময় ছিল, এক্ষণে ঐ যষ্টির আঘাতে পৃথক হইয়া ভূমে পড়িয়া আছে।

অনন্তর হাতেম গমন করিতে করিতে সম্মুখে এক প্রকাণ্ড প্রাচীর দেখিতে পাইলেন; সুতরাং তিনি আর গমন করিতে না পারিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, এই প্রাচীরও অবশ্যই মায়াময়। তখন তিনি সেই প্রস্তরের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, উহাতে লেখা আছে, হে হাতেম! তুমি ঈশ্বরের নাম লইয়া ইহাতে সবলে পদাঘাত কর। তখন হাতেম সেইরূপ করিলে, ঐ প্রাচীর তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য

হইল, এবং তথাকার ভূমে কেবলমাত্র একটী গর্ত্ত লক্ষিত হইল। হাতেম সেই গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাতে একটী দ্বার দেখিতে পাইলেন। ঐ দ্বার অবরুদ্ধ থাকা প্রযুক্ত তিনি উহা খুলিবার জন্য সেই প্রস্তর খানির দিকে নিরীক্ষণ করিলেন। ঐ প্রস্তরে লেখা ছিল যে, হে হাতেম! এই দ্বারে যে কুলুপ বদ্ধ আছে, ইহা খুলিবার নিমিত্ত তোমারই হস্ত একমাত্র চাবি স্বরূপ, অতএব তুমি উহা হস্ত দ্বারা স্পর্শ কর। অনন্তর হাতেম ঐ কুলুপ স্পর্শ করিবামাত্রই, উহা আপনা হইতে খুলিয়া গেল; সুতরাং তিনি পথ পাইয়া ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইকালে তিনি তথায় দুর্গের ন্যায় একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকা দেখিতে পাইলেন। তিনি যেমনি সেই বাটীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন, অমনি তথা হইতে একদল ভীমমূর্ত্তি অস্ত্রধারী আরব্যদেশীয় অশ্বারোহী-সৈনিকপুরুষ পুনঃ পুনঃ "এই অসম সাহসী তস্করকে ছেদন কর" বলিয়া তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল। হাতেম তখন ভীত হইয়া নিজ প্রস্তরের দিকে দেখিতে লাগিলেন। উহাতে লেখা ছিল যে, হে হাতেম! তুমি ইহাদিগকে এখনই জয় করিতে পারিবে। ঐ সৈন্যদলের অগ্রগামী যে সেনাপতি, তুমি সাবধানে ও সাহস পূর্ব্বক কেবল ইহারই স্কন্ধে তরবারি দ্বারা আঘাত কর, তাহা হইলে তোমার সকল ভয়ই দূর হইবে। অনন্তর হাতেম ঐরূপ করিয়া দেখিলেন যে, সেই সকল সৈনিকপুরুষ প্রকৃত সৈন্য নহে, কেবল তালপত্র বা কাগজের নির্ম্মিত পুত্তলিকার ছায়ামাত্র। যাহাহউক, হাতেম তথা হইতে কিয়দ্দূর গমন করিয়া আর একটী মনোহর উদ্যান ও অট্টালিকা দেখিয়া চমৎকৃত হওত মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, বুঝি নিরুপমা পরী এই বাটীতেই আছে। অনন্তর তিনি সেই উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। হাতেম এমন উত্তম স্থল কস্মিনকালেও কখন দেখেন নাই। ঐ উদ্যানমধ্যে সরসীর ধারে দিব্য এক প্রস্তর নির্ম্মিত (চাতাল) বসিবার স্থান ছিল; তিনি কিয়ৎকাল তথায় বিশ্রাম করত আর কিছুদূরে গমন করিতে মানস করিলেন। তখন সহসা তাঁর সম্মুখে কতিপয় নরহিংস্রক ভয়ানক দৈত্য আসিয়া উপস্থিত হইল। এইকালে তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, এই সকল দৈত্য কি প্রকৃত, অথবা কেবল মায়াময়। হাতেম এইরূপ চিন্তা করত আপন হস্তস্থ সেই দেবদাস প্রদত্ত প্রস্তরের লেখার প্রতি দেখিতে লাগিলেন। তখন ঐ প্রস্তরে লেখা ছিল যে, হে হাতেম!

তুমি এই দৈত্যগণকে তোমার এই প্রস্তরখানি দেখাইয়া (উহাদিগকে) মুষ্টাঘাত এবং সবলে পদাঘাত দ্বারা বিনাশ কর। অনন্তর হাতেম ঐ প্রকার করিলে, সেই দৈত্যগণ বিনষ্ট হইল, এবং তিনি তখন প্রফুল্লমনে ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা ও প্রণাম করিলেন।

হাতেম এইরূপে কিছুদিন তথায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি রাত্রিকালে তথাকার কোন ভয়বিহীন স্থানে অবস্থিতি করত দিবসে কেবল ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে একদা তিনি তথায় এক প্রকাণ্ড গগণালম্বিত দুর্গ দেখিতে পাইলেন। উহার তোরণ ও উন্নত চূড়া প্রায় সাত আট ক্রোশ হইতেও নয়নগোচর হইয়া থাকে। ঐ অট্টালিকার ছাদের উপর যে আলিসিয়া ছিল, তাহাতে সহস্র সহস্র দৈত্যগণ বসিয়া আপনাপন মুখবিবর হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির করিতে ছিল। তাহারা হাতেমকে তখন তথায় আগত দেখিয়া (তথা হইতে ভূমে নামিয়া) তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল। হাতেম এই সময়ে সেই প্রস্তরের লেখার দিকে দেখিতে লাগিলেন। উহাতে লেখা ছিল, হে হাতেম! তুমি এই প্রস্তরখানি এই দৈত্যগণকে প্রদর্শন করত, (উহাদিগকে) বল যে, তোমরা সলোমন পয়গম্বরের নামে দ্বিধা হও। তখন হাতেম সেইরূপে উহাদিগকে বলিলে, তাহারা তৎক্ষণাৎ দ্বিধা হইল। অনন্তর হাতেম হৃষ্টচিত্তে ঈশ্বরকে পূজা করত কিয়ৎকাল সেই স্থানে বিশ্রাম করিয়া পুনর্ব্বার চলিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তিনি আর একটী প্রকাণ্ড দুর্গের নিকট উপস্থিত হইলেন। উহার দ্বারদেশ সেই নিরুপমা নামক পরীর পিতা ভোজ রাজপরীর নামের মোহরের সহিত স্নাবরুদ্ধ ছিল। হাতেম নিজ মহা মন্ত্র প্রভাবে উহা মুক্ত করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করত চমৎকৃত হইলেন। তিনি উহার মধ্যস্থ ভিন্ন ভিন্ন সজ্জিত গৃহ দর্শনে ভোজের বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরে তিনি আর একটী উদ্যান সম্মুখে অট্টালিকা দেখিয়া সেই দিকে গমন করিতে লাগিলেন। সেই বাটীর বহির্দ্বারে দুইটী প্রকাণ্ড হস্তী বৃহৎ লৌহ শৃঙ্খলে বদ্ধ ছিল; যে কোন ব্যক্তি ঐ বাটীর মধ্যে গমন করিত, ইহারা অমনি তাহাকে নিজ নিজ করদ্বারা ধারণ পূর্ব্বক বিনাশ করিত। হাতেম ঐদিক দিয়া যখন সেই বাটীর মধ্যে গমনোদ্যত হইলেন, উহারাও (অমনি) তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত শুণ্ড বিস্তার করিল। এইকালে হাতেম নিজ প্রস্তরের দিকে

দেখিলেন যে, তাহাতে লেখা আছে, হে হাতেম! তুমি যষ্টিদ্বারা উহাদিগের মস্তকে আঘাত কর। অনন্তর হাতেম সেই প্রকার করিয়া দেখিলেন, যে, উহারা লৌহ নির্ম্মিত হস্তীমাত্র। অনন্তর তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সেই বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথাকার গৃহ সকল নানা বর্ণে চিত্রিত ছিল। তথায় পুষ্প ও তৃণ এবং অন্যান্য বস্তু সকল স্তরে স্তরে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া এরূপ ভাবে সজ্জিত ছিল যে,তদ্রূপ (সজ্জিত) প্রণালী হাতেম আর কোথাও কখন দর্শন করেন নাই।

যাহাহউক, এইরূপে তিনি আর একটী গৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন যে, তথায় পরমাসুন্দরী কতিপয় পরী-রমণী নানা সাজে সজ্জিত হইয়া সিংহাসনশায়ী অপর এক অলোকসামান্যা রূপবতী পরী-কামিনীর দিকে যোড়হস্তে দণ্ডায়মানা আছে। হাতেম তখন মনে মনে কহিলেন, যে এই সিংহাসনস্থিতা কামিনীই বুঝি নিরুপমা হইবে। অনন্তর তিনি প্রথমতঃ উহাঁকে প্রণাম কবিলে, তাহারা উহাঁকে প্রতিনমস্কার বা কিছুই সম্ভাষণ করিল না। তখন তিনি কিছু লজ্জিত হইয়া অপর কামিনীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই দেশের কি এই প্রথা যে, কেহ কাহাকেও প্রতিনমস্কার বা প্রত্যুত্তর প্রদান করে না? যাহাহউক, হাতেম উহাদিগকে পুনঃ পুনঃ এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলে, যখন তাহারও উহাঁর কথায় কোন প্রত্যুত্তর দিল না, তখন তিনি দুঃখিত হইয়া এক আসনে উপবেশন করিলেন। তিনি যে স্বর্ণাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন, উহার চতুষ্পার্শ্বে বিবিধ হৈমপাত্রে নানা প্রকার সুগন্ধি বস্তু প্রস্তুত ছিল। হাতেম উহা হইতে কিঞ্চিৎ লইবার মানসে যেমন হস্ত প্রসারণ করিলেন, অমনি শূন্য হইতে সহসা এক হস্ত আসিয়া বল পূর্ব্বক তাঁহার হস্ত ধারণ করিল। তখন তিনি বিস্তর চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই উহা ছাড়াইতে পারিলেন না। হাতেমের এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া যেন সেই পরীগণ খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। অনন্তর তিনি আপন প্রস্তরের দিকে নিরীক্ষণ করত তাহাতে কি লেখা আছে, তাহাই দেখিতে লাগিলেন। ঐ প্রস্তরখণ্ডে লেখা ছিল যে, হাতেম! যে তোমার হস্ত ধরিয়াছে, তুমিও তাহার হস্ত ধারণ কর। হাতেম ঐ লেখা পড়িয়া যেমন তাহার (শূন্যস্থিত) হস্ত ধরিলেন, অমনি দেখিলেন যে, একটী কাষ্ঠময় মার্জ্জার তাঁহার করে ঝুলিতেছে। তখন তিনি হাস্য করত উহাকে সেই স্থানে রাখিয়া পুনর্ব্বার সেই আসনে উপবেশন পূর্ব্বক

তিন দিবস তথায় একভাবে (বসিয়া) রহিলেন। ঐ তিন দিবসের মধ্যে তিনি কেবল ক্ষুৎপিপাসাদি কালে পান ভোজনার্থ গৃহ হইতে বাহির হইতেন।

এইরূপে হাতেম সেই গৃহে তিন দিবস অবস্থিতি করিয়াও যখন ঐ পরী-কামিনীগণকে একভাবে থাকিতে দেখিলেন,—যখন উহারা একাদিক্রমে ঐ তিন দিবস আহারাদি কিছুই করিল না, তখন তিনি মনে মনে উহাদিগকেও যাদুনির্ম্মিত বলিয়া সন্দেহ করত আপন প্রস্তরের প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন। ঐ প্রস্তরে লেখা ছিল, যে, হে হাতেম! তুমি শীঘ্র যাইয়া ঐ সিংহাসনস্থিতা পরীকে চুম্বন কর। অনন্তর হাতেম তৎক্ষণাৎ তাহাকে চুম্বন করিয়া দেখিলেন যে, উহারা সকলেই প্রস্তরনির্ম্মিত। তখন তিনি মনে মনে চিন্তা করিয়া কহিলেন, হায়! আমি ইহাদিগের সহিত সম্ভাষণেচ্ছুক হইয়া বৃথা এখানে কালক্ষেপ করিলাম। যাহাহউক, এক্ষণে সেই নিরুপমাপরী কোথায় আছে, তাহারই অনুসন্ধান করা আবশ্যক। হাতেম মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া আপন করস্থ সেই দেবদাস প্রদত্ত প্রস্তরের প্রতি দেখিতে লাগিলেন। ঐ প্রস্তরে লেখা ছিল যে, নিরুপমাপরী এই সন্মুখস্থ কূপমধ্যস্থিত যাদুর গৃহে অবস্থিতি করিতেছে; অতএব হে হাতেম! যদি তুমি তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত নিতান্তই ব্যগ্র হইয়া থাক তবে, শীঘ্র এই কূপের মধ্যে প্রবেশ কর। তখন হাতেম অবিলম্বে সেই কূপের নিকট যাইয়া দেখিলেন যে, উহা জলে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। তখন তিনি মনে মনে ভীত হইয়াও পুনর্ব্বার সাহসে নির্ভর করত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া (উহাতে) প্রবিষ্ট হইলেন। পরে যখন তাঁহার পাদদেশ তথাকার ভূমি স্পর্শ করিল, তখন তিনি চক্ষু খুলিয়া সম্মুখে গগণস্পর্শী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হর্ম্ম্য সকল দেখিতে পাইলেন। অনন্তর একটী গৃহে প্রবেশ করত দেখিলেন যে, সেই কুটীর বর্ণনাতীত সাজে সজ্জিত রহিয়াছে। তাহার মধ্যস্থলে রত্নজাল জড়িত এক সুবর্ণের সিংহাসনোপরি সর্ব্বাবয়বসম্পন্না অলোকসামান্যা এক রূপবতী পরী বসিয়া আছে ও উহার চতুর্দ্দিকে আরও কতিপয় পরী যোড়হস্তে দণ্ডায়মানা, এবং তাঁহার এক পার্শ্বে এক মিষ্টভাষী পরী বসিয়া আছে। হাতেম ঐ সিংহাসনস্থা পরীকেই নিরুপমা বলিয়া জানিতে পারিলেন, এবং তাহার রূপ দর্শনে বিমোহিত হইয়া ধরাপাতিত হইলেন। তখন সেই মিষ্টভাষী পরী সত্বর গাত্রোত্থান

করত স্বহস্তে শীতল জল সেচনে নানা প্রকার সেবা দ্বারা তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া (তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক) কহিতে লাগিল, হে সুন্দর! তুমি কে, কি নিমিত্ত ও কোথা হইতে আসিতেছ? এখানে-ত কেহই কখন আসিতে সমর্থ হয় না; অতএব তুমি এমন ভয়ঙ্কর স্থানে কেমন করিয়া আসিতে সমর্থ হইলে? তখন হাতেম তাহাঁকে কহিতে লাগিলেন, হে মহাশয়া! আপনি যদি আমার বিষয় জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে কিয়ৎকাল এখানে স্থিরভাবে ধৈর্য্য ধরিয়া উপবেশন করুন, আমি সেই সকল কথা আপনাদিগের গোচর করিতেছি। অনন্তর তাহারা সকলে স্থির হইয়া উপবেশন করিলে, হাতেম তাহাদিগকে নিজ সম্বন্ধীয় পূর্ব্বাপর সকল কথাই সংক্ষেপে কহিতে লাগিলেন। তখন পরীগণ তাহা আকর্ণন করিয়া সাতিশয় চমৎকৃত হওত তাঁকে ভূরি ভূরি ধন্যবাদ প্রদান ও ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতে লাগিল।

অনন্তর ঐ মিষ্টভাষী পরী নিরুপমাকে জনান্তিকে কহিতে লাগিল দেখ, বিধাতা বুঝি এত দিনে তোমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রযুক্ত বোধ হয়, এতদিনে এই ব্যক্তি আপনা হইতে এখানে আসিয়া পক্ষীর ন্যায় তোমার প্রেম-জালে বদ্ধ হইয়াছে; অতএব তুমি ইহাকে কদাচ পরিত্যাগ করিও না। ইনি সর্ব্ব প্রকারেই তোমার বরপাত্র দেখিতেছি, বোধ হয় এই ভূমণ্ডলে ইহাঁর তুল্য ক্ষমতাশালী, সাহসী, ধার্ম্মিক ও বিবিধ সদ্গুণে মণ্ডিত ব্যক্তি আর দ্বিতীয় নাই। ইনি তরুণ বয়স্ক ও শ্রীমান; অতএব দেখিতেছি যে, ইনি সর্ব্ব প্রকারেই তোমার উপযুক্ত পাত্র বটে; তুমি এই সুযোগে এই মনোনীত বরণীয় পাত্রকেই বরণ কর। মিষ্টভাষিণীর এই সকল কথা শ্রবণে নিরুপমা লজ্জিত ও ঈষদ্ধাস্যমুখে মস্তক অবনত করিয়া রহিল। অনন্তর সুযোগ বিবেচনায় হাতেম তাঁহাকে (নিরুপমাকে) কহিলেন যে, তিলোত্তমা ও প্রমোদা আপনার কুশলাদি সমাচার জানিবার অপেক্ষায় আছেন। তাঁহারা আপনার বিরহে মৃতপ্রায় হইয়া কালযাপন করিতেছেন; অতএব বৃক্ষ যেমন জল পাইলে সজীব হইয়া উঠে, তদ্রূপ আপনার সমাচার দানে তাঁহাদিগের মৃতপ্রায় জীবনকে সবল ও সুস্থ করুন। তখন নিরুপমা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়! আমার ভগ্নীরাত শারীরিক কুশলে আছেন, আর তাঁহারা এখন কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন? হাতেম কহিলেন,

আপনার অসহ্য বিরহ যন্ত্রণা ব্যতীত তাঁহাদিগের আর কোন ক্লেশ নাই, এবং তিলোত্তমা এখন তাঁহার জননীর নিকট গিয়াছেন, ও প্রমোদা আমাকে এই যাদুর প্রান্তরসীমায় রাখিয়া, বোধ হয় এখনও আমার প্রত্যাগমনের আশা-পথ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তৃষিত চাতকের ন্যায় সেই স্থানেই অপেক্ষা করিতেছেন। হাতেমের এই সকল কথা শুনিয়া নিরুপমা আপন ঘোমটাবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক সত্বর হাতেমের হস্ত ধরিয়া (আপন) পার্শ্বে উপবেশন করাইলেন। অনন্তর তাঁহারা মদ্যপান করিতে করিতে পরমানন্দে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে পাচকেরা খাদ্যাদি প্রস্তুত করিয়া আনিলে, সকলে ভোজন করত পরমসুখে সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। এইরূপে হাতেম সেই স্থানে প্রায় ছয় মাস আমোদ প্রমোদ সহকারে কালক্ষেপণ করিলেন।

একদা হাতেম রাত্রিতে নিদ্রা যাইতেছিলেন, এমন সময়ে স্বপ্ন দেখিলেন যে, মণীরসাহা যেন তাঁহাকে কহিতেছে, হে হাতেম! তুমি যথা তথা থাকিয়া নিরন্তর আপন প্রণয়িণীগণের সহিত পরমসুখে কালহরণ করিতেছ, আর আমি এখানে তোমার নিমিত্ত আশাপথে থাকিয়া অগত্যা বৃথা বহু যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। হাতেম এই প্রকার স্বপ্নদর্শনে ভীত ও দুঃখিত হইয়া সত্বর গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ঈশ্বরারাধনা করত নিরুপমার নিকট কিছুকালের নিমিত্ত বিদায় প্রার্থনা করিলেন। তখন নিরুপমা তাঁহাকে কহিল, ভাল মহাশয়! এক্ষণে কার্য্যবশতঃ আমি অনিচ্ছায়ও আপনাকে বিদায় দিতেছি; কিন্তু যেন আবার আমার সহিত শীঘ্র আপনার সাক্ষাৎ হয়,—জগদীশ্বর যেন কৃপা পূর্ব্বক পুনর্ব্বার আমাদিগকে এক শরীরের ন্যায় একত্র করেন।

অনন্তর হাতেম সেই স্নানাগারের পথে গমন করিতে করিতে ঈশ্বর প্রসাদে সহস্র মায়াকৃত বিপদ সকল অতিক্রম করিয়া সহসা এক প্রকাণ্ড দ্বারের নিকট আসিয়া উপনীত হইলেন। এই দ্বারই সেই হাম্মামবাদগর্দের প্রবেশদ্বার। হাতেম এ প্রকার প্রকাণ্ড দ্বার ইতিপূর্ব্বে আর কখনও কোথায় দেখেন নাই। সেই দ্বারদেশে এরূপ খোদিত ছিল যে, এই স্থান ভোজরাজা কর্ত্তৃক স্থাপিত। ইহার মধ্যে যদি কখনও কোন মনুষ্য প্রবেশ করে, তবে সে কদাচিৎ উহা হইতে বাহির হইতে পারিবে

না; এবং ইহার মধ্যে থাকিয়া সে ক্ষুধা তৃষ্ণাও অনুভব করিবে না। তবে যদি কেহ কখন ক্ষুধাতুর হয়, তাহা হইলে সে এখানকার বৃক্ষের ফল মাত্র আহার করিয়া জীবিত থাকিবে। হাতেম বহির্দ্দেশ হইতে সেই লেখা দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, আর ইহার মধ্যে যাইবার আবশ্যক কি? এখান হইতেই প্রত্যাবৃত্ত হওয়া যাউক। অনন্তর তিনি আবার কি চিন্তা করিয়া উহার অভ্যন্তরের ব্যাপার জানিবার মানসে, (জগদীশ্বর যাহা করেন) এইরূপ চিন্তা করত সাহসে নির্ভর করিয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হাতেম সেই স্থানে প্রবিষ্ট হইয়াই কেবল চতুর্দ্দিকে প্রান্তর ভিন্ন (সেই দ্বারাদি) আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি আত্মগত কহিতে লাগিলেন, হে হাতেম! এইবার বুঝি তুমি বঞ্চিত হইলে, আর তোমার কোন কামনা পুর্ণ হইবে না। যাহাহউক, হাতেম এইরূপে চিন্তিত হইয়া তথা হইতে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পরিশেষে তিনি দুর হইতে একজন মনুষ্যকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া, অদূরে লোকালয় আছে বিবেচনা করত, আরও অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে সে হাতেমের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করত একখানি দর্পণ (তাঁহার হস্তে) প্রদান করিল। অনন্তর হাতেম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে, আর এখানকার স্নানাগারই বা কোথায়? তখন সে ব্যক্তি কহিল, মহাশয়! আমি এখানকার এক জন স্নান করাইবার ভৃত্য। যে কেহ এখানে স্নান করিতে অভিলাষ করেন, আমি তাঁহাদিগকে স্নান করাইয়া পারিতোষিক লইয়া থাকি; অতএব আপনি যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এখানে স্নান করিতে বাসনা করেন, তবে ঐ অদুরে স্নানাগার দেখা যাইতেছে, (আপনি) আমার সহিত আসুন। তখন হাতেম কহিলেন, হাঁ, আমি এখানে স্নান করিবার বাসনা করি, অতএব তুমি আমাকে সেই স্নানাগারের পথ প্রদর্শন করিতে করিতে অগ্রগামী হও, আমি পশ্চাৎ তোমার অনুসরণ করি।

হাতেম এইরূপে সেই স্নানাগারের উদ্দেশে গমন করিতে করিতে ঐ ব্যক্তিকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তুমি ব্যতীত এখানে কি আর কেহ স্নান করাইবার ভৃত্য নাই? তখন সে কহিল, মহাশয়! আমার ন্যায় ভৃত্য এখানে অনেক আছে, কিন্তু সকলেরই এক এক

দিন করিয়া পালা নির্দ্ধারিত আছে। অদ্য আমারই কার্য্য করিবার দিন বলিয়া আমি এখানে উপস্থিত আছি। এইরূপে নানা কথা কহিতে কহিতে যখন তাঁহারা সেই স্নানাগারের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সেই ভৃত্য হাতেমকে কহিল, মহাশয়! ঐ যে গম্বুজ দেখিতেছেন, উহারই নিম্নে স্নানাগার আছে; অতএব শীঘ্র আপনি আমার সহিত উহাতে অবগাহন করুন। ভৃত্য এই বলিয়া প্রতারণা পূর্ব্বক হাতেমকে তাহার মধ্যে লইয়া গিয়া আপনি তথা হইতে সহসা অন্তর্হিত হইল। তখন হাতেম চমৎকৃত ও অবাক হইয়া দেখিলেন যে, সেই স্থান কেবল বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতেছে। ঐ স্থানে যে সকল বৃক্ষ ছিল, তাহার ছায়া এক বৎসরের পথ পর্য্যন্ত যেন পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, এবং দৈত্যগণ উহার শাখাতে সাস্থ্য-ভাবে পরমসুখে উপবেশন করিয়াছিল; তাহারা হাতেমকে দেখি-য়াও কিছু বলিল না, এজন্য তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি অপরিচিত হইলেও যে এই সকল দৈত্যেরা আমার হিংসা করি-তেছে না, ইহা অতি আশ্চর্য্য-জনক! অনন্তর তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিলেন যে, একটী বিড়ালী ও কুক্কুরে একত্রে ক্রীড়া কৌতুক করি-তেছে। তখন তিনি চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, হে পরমেশ্বর! তোমার একি চমৎকার লীলা। হাতেম এই কথা কহিবামাত্রই আচ-ম্বিতে সেই স্থানে একটী ভয়ঙ্কর শব্দ হইল, তাহাতে তিনি ভয় পাইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে উষ্ট্রের ন্যায় শরীর ব্যাঘ্রের ন্যায় মস্তক ও হস্তীর ন্যায় লাঙ্গুলবিশিষ্ট এক অপরূপ ও ভয়ঙ্কর জন্তু তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, এখানে কেবল এই একমাত্র বিপদ আছে। অনন্তর তিনি উহাতে ভীত হইয়া, দেবদূত প্রদত্ত সেই যাদুনাশক (এসম আজম) মন্ত্র পাঠ করত নিজ হস্তস্থ দেবদাস প্রদত্ত সেই প্রস্তরখণ্ডের প্রতি দেখিতে লাগিলেন। তখন উহাতে লেখা ছিল, হে হাতেম! এই নরহিংসক পশুর চক্ষে বাণ মারিয়া জগদীশ্বরের অপার মহিমা এখনই প্রত্যক্ষ কর। তখন হাতেম যেমনি সন্ধান করিয়া উহার চক্ষে বাণ বিদ্ধ করিলেন, অমনি সে বারত্রয় গভীর গর্জ্জন করিয়া সেই স্নানাগারকে শব্দায়মান করিল, আরও তখন সেই স্থানের শূন্য হইতে যেন এইরূপ শব্দ হইতে লাগিল, হে দৈত্যগণ!

হে যাদুকরগণ! তোমরা সত্বর নিজ নিজ প্রাণ লইয়া পলায়ন কর, কারণ অদ্য হইতে এই যাদুময় স্থান লয় প্রাপ্ত হইল। এইরূপে আর একবার শব্দ হইলে, সেই স্থান যেন ধূমাচ্ছন্ন হইয়া একেবারে সমস্তই অন্ধকার হইয়া গেল। তখন সেই স্নানাগার ও দৈত্যগণ একেবারেই অদৃশ্য হইল। অনন্তর সেই আকাশ পরিষ্কার হইলে, হাতেম আর সেই স্নানাগারের চিহ্নমাত্রও দেখিতে না পাইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন যে, এই জগতের সমস্ত বস্তুই এই প্রকারে লয় প্রাপ্ত হইলে, কেবল একমাত্র অবলম্বন রহিত ঈশ্বরই বিরাজমান থাকিবেন। হাতেম এইরূপে চিন্তা করিয়া ভক্তিভরে ঈশ্বরারাধনা করত, সেই স্থান হইতে নিরুপমার বাটীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

এদিকে ভোজরাজা আপন যাদু নষ্ট হইবার বিষয় শ্রবণ করত মহা কোপে কুপিত হইয়া, বিস্তর সৈন্যসংগ্রহ পূর্ব্বক হাতেমের উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। হাতেম তখন সেই নিরুপমা পরীর দ্বারে আসিয়াছিলেন মাত্র। তিনি দূর হইতে রণবাদ্য শুনিয়া মনে করিলেন যে, ভোজরাজা এইবারে বুঝি আমাকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত আসিতেছে। ভাল, তবে এইখানে কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া দেখি কি হয়! হাতেম মনে মনে এইরূপ চিন্তা করত তথায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এইকালে পিতার আগমন জানিয়া নিরুপমাও আপন গবাক্ষের নিকট উপস্থিত হওত তন্নিম্নে হাতেমকে দেখিতে পাইল। তাহার পিতা একাকী পাইয়া পাছে হাতেমকে আক্রমণ করে, এই ভয়ে সে তখন হাতেমকে কহিল যে, তুমি শীঘ্র আমার নিকট আইস, আমি তোমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া কোন স্থানে সত্বর পলায়ন করি, নতুবা আমার পিতা কুপিত হইয়া ঐ দেখ, দৈত্যসৈন্যগণের সহিত তোমাকে বধ করিতে আসিতেছেন। আমরা এই স্থান হইতে পলায়ন করিলে, উহারা আপন অধিকার নষ্ট দেখিয়া এখনই স্বস্থানে ফিরিয়া যাইবে। তখন হাতেম কহিলেন, শুভে! আমিত চৌর্য্যবৃত্তি করি নাই যে, তজ্জন্য ভয় পাইয়া দূরে পলায়ন করিব। এখন দেখি জগদীশ্বর আমার ভাগ্যে কি করেন। এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিয়া হাতেম তথায় দণ্ডায়মান আছেন, এমন সময়ে ভোজরাজের দৈত্যসেনাগণ তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল। তখন তিনি ভীত ও নিরুপায় হইয়া, সেই প্রস্তরখণ্ডের প্রতি দেখিতে লাগিলেন। উহাতে লেখা ছিল, হে হাতেম! তুমি সলোমনের নাম

লইয়া এই দৈত্যগণকে অগ্নিতে দগ্ধ হইতে অভিশাপ প্রদান কর। অনন্তর হাতেম সেইরূপ করিলে, সেই দৈত্যসেনাগণের মধ্যে অনেকেরই শরীরে সহসা অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন তাহারা জ্বালায় ও প্রাণভয়ে চিৎকার করিতে লাগিল। আর আর দৈত্যেরা যখন উহাদিগের অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে আইল, অমনি তাহারাও সেই প্রজ্বলিত অনলে দগ্ধ হইয়া গেল। এইরূপে যখন পঞ্চ সহস্র দৈত্য ভস্মীভূত হইল, তখন সেই অগ্নি পুনর্ব্বার সেই ভোজরাজের বাহক হস্তীর মস্তকে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। অনন্তর তিনি ভীত হইয়া সেই গজপৃষ্ঠ হইতে ভূমে লম্ফ প্রদান করত মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, এ অগ্নি কিছুতেই নির্ব্বাণ হইবার নহে; অতএব এখন সেই যাদুনাশক মহাপুরুষের নিকট যাইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হওত, ইহা হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করি।

ভোজরাজা মনে মনে এইরূপ চিন্তা করত গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে হাতেমের শরণ প্রার্থনা করিলেন, এবং কহিলেন, হে মহাশয়! আমি যেমন কুকর্ম্ম করিয়াছিলাম, এক্ষণে তদুপযুক্ত ফল প্রাপ্ত হইলাম। এখন আপনি কৃপা করিয়া আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমি এমন কর্ম্ম আর কদাপি করিব না; অতএব আমাকে এ যাত্রায় প্রাণে রক্ষা করুন,—আমাকে পরিত্রাণ করুন। আর হে মহাশয়! এখন আমার প্রতিজ্ঞাও পূর্ণ হইল, এবং অদ্যাবধি আমি জানিলাম যে, আপনি আমাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এজন্য অদ্য হইতে আমিই আপনাকে করপ্রদান করিব ও আপনি আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করুন। হাতেম সেই ভোজরাজের ঐপ্রকার কাতরোক্তি শ্রবণ করত দয়াপরতন্ত্র হইয়া সেই প্রস্তরের আদেশের প্রতি একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। উহাতে লেখা ছিল যে, হে হাতেম! যখন এই ভোজরাজা অনুতাপিত হৃদয়ে রোদন করিতেছেন, এবং ভবিষ্যতে এই প্রকার কুকর্ম্ম হইতে বিরত হইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন; তখন উহার পূর্ব্ব পাপের সম্যক প্রায়শ্চিত্ত হইল, অতএব উহাঁর প্রতি এখন তোমার ক্ষমা করাই কর্ত্তব্য। তখন হাতেম তাঁহার গলবাস মুক্ত করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন ও ভোজরাজও তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ সহকারে আলিঙ্গনপূর্ব্বক চুম্বন করিলেন, এবং তিনি কে, ও সেই স্থানে তাঁহার আসিবার কারণই বা কি? এই সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন হাতেম তাঁহাকে নিজ পরিচয় দিয়া,

তথায় আসিবার কারণ ও পূর্ব্বে পূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছিল, তৎসমুদায়ই বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিলে, ভোজরাজা তাহাতে চমৎকৃত হইয়া নিজ অমাত্যবর্গের নিকট তাঁহার বিস্তর প্রশংসা করিয়া কহিলেন দেখ, এই হাতেম ইমন দেশের যুবরাজ। ইনি সর্ব্ব প্রকারেই আমার কন্যার উপযুক্ত পাত্র, এবং এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, আমাদিগেরই সৌভাগ্য-বলে ইনি আপনিই এখানে আসিয়াছেন। এ সুযোগে ইহাঁরই সহিত আমার নিরুপমার বিবাহ দেওয়া যাউক। তখন সেই মন্ত্রীগণ কহিল, মহারাজ! শুভকর্ম্ম শীঘ্র নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য; অতএব সে বিষয়ে আর বিলম্ব করিবেন না।

অনন্তর ভোজরাজা হাতেমকে লইয়া নিরুপমার নিকট উপস্থিত হইলেন। নিরুপমা পিতাকে সমাগত দেখিয়া সিংহাসন হইতে গাত্রো-ত্থান পূর্ব্বক তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলে, রাজা তাহাকে কহিতে লাগিল, বৎসে! তুমিই ধন্যা; কারণ, আরব দেশের যুবরাজ মহাত্মা হাতেম তোমার ভর্ত্তা হইবেন। রাজা এইরূপে স্বীয় কন্যাকে সম্ভাষণ করত বহির্বাটীতে আগমন করিয়া মহা সমারোহে এক বিবাহ সভার আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন। পরে সেই সমস্ত সম্পন্ন হইলে, ভোজরাজা আপন বন্ধু বান্ধব, দীন দুঃখী প্রভৃতি সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপন স্ত্রী-পুত্র ও অমাত্যদিগের সমভিব্যাহারে কিছুদিন পরম সুখে নৃত্য গীতাদি উৎসব দ্বারা আনন্দে সেই স্থানেই বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে ছয় দিবস উৎসবের পর (তাঁহাদিগের কুলাচার সকল সুসম্পন্ন করত) সপ্তম দিবসে রাজা স্বয়ং সভাস্থ হইয়া হাতেমকে নিজ তনয়া সম্প্রদান করিলেন। অনন্তর রাণীও পরমাহ্লাদ সহকারে তাঁহাকে বিবিধ বহুমূল্য বস্ত্রাভরণ ও সুবর্ণমুদ্রাদি যৌতুক দান করিলেন।

অনন্তর হাতেম সেই নিরুপমার পাণিগ্রহণ করত মাসৈককাল তথায় পরমসুখে বাস করিয়া, ভোজরাজার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে, তিনি তাঁহাকে বিবিধ রত্নাদি প্রদান করিলেন, এবং কতি-পয় দৈত্য ও পরীদিগকে উহাঁর সমভিব্যাহারে থাকিতে অনুমতি করিলেন। অনন্তর হাতেম নিরুপমাকে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। গমনকালে প্রথমতঃ তিনি তিলোত্তমার পিতার নিকট উপ-স্থিত হইলেন, ও তথায় মাসৈককাল অবস্থিতি করত তিলোত্তমা ও

প্রমোদাকে লইয়া সেই দৈত্যের নিকট গমন করিলেন। দৈত্য হাতেমকে দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া কহিল, হে মহাত্মন্! তুমি যেরূপ অসম সাহসে কাহারও কথা না শুনিয়া তথায় গমন করত পুনর্ব্বার সুস্থ ও সবল শরীরে জীবিত প্রত্যাগমন করিলে, ইহা অতি আশ্চর্য্য! হে মহাশয়! আমাদিগের মৃত্যুর পর যতদিন চন্দ্র সূর্য্যের উদয়াস্ত হইবে, ততকালই তোমার এই অক্ষয় কীর্ত্তি তোমাকে এই মহীমণ্ডলে অমর করিয়া রাখিবে। অনন্তর হাতেম এইরূপে কিয়ৎকাল তাহার ভবনে পরম সুখ ও সমাদরে অতিবাহিত করিয়া কোতানের রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। সেই রাজা তাঁহার আগমন সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রে সত্বর অগ্রসর হওত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আপন প্রাসাদে আনিল, এবং কহিল, হে যুবরাজ হাতেম! তোমাকে অগণ্য ধন্যবাদ! তুমি মুখে যাহা বলিলে, কার্য্যেও তাহাই করিলে। যাহাহউক, এক্ষণে কিছুদিন সস্ত্রীক আমার গৃহে বিশ্রামসুখানুভব করিয়া আমাকে চরিতার্থ কর। এইরূপে হাতেম কিছুদিন তথায় বিশ্রাম করত পূর্ব্বে যে দেশে সর্পাকৃতি জীনকে কৌশলক্রমে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়াছিলেন, তথাকার রাজার সহিত সাক্ষাৎ ও সম্ভাষণ করিতে গমন করিলেন। অনন্তর কিছুকাল তথায় থাকিয়া হাতেম স্বদলে সাহাবাদের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

হাতেমের সাহাবাদে গমন ও মণীরসাহার সহিত হাসনবানুর বিবাহ।

এই রূপে হাতেম নানা স্থান পর্য্যটন করিতে করিতে আরও মাসদ্বয় পরে সাহাবাদে আসিয়া উপনীত হইলেন। তথায় তিনি শিবির স্থাপন পূর্ব্বক, আপন নবপরিণীতা বধূত্রয়কে তাহাতে রাখিয়া অন্যান্য পরী ও দৈত্যভৃত্যগণকে তাঁহাদিগের রক্ষক রূপে নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং রাজপুত্র মণীরসাহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মণীরসাহ হাতেমের নিকট হাম্মামবাদগর্দের সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, তাঁহার চরণে ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করত কহিল, হে মহাত্মন্!

আপনি আমার নিমিত্ত দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া সুদীর্ঘ কাল যেরূপ কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, পিতা মাতা হইয়া আপন স্নেহাস্পদ পুত্রের নিমিত্তও এমন কেহই করিতে পারেনা। যাহাহউক, আপনি যাবজ্জীবন আমাকে ক্রয় করিলেন। আমি আমরণ আপনার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। হাতেম ও মণীরসাহে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে হাসনবানু তাঁহার আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে আপন নিকটে লইয়া গেল। অনন্তর হাতেম তাহাকে সমস্ত বিষয় বিস্তারিত রূপে বর্ণন করিলে, তিনি চমৎকৃত হইয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ প্রদান করত কহিলেন, হে মহাশয়! আপনি ধন্য, আপনি যথার্থ ধার্ম্মিক ও পরোপকারী, কিন্তু এক্ষণে আমার প্রতি নির্দ্দয় হইয়া আমাকে কি নিমিত্ত একটা সামান্য মুর্খ রাজকুমারের হস্তে সমর্পণ করিতেছেন? তখন হাতেম কহিলেন, তুমিত পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে, তোমার প্রশ্ন পূর্ণ হইলে, তুমি তাহার পাণিগ্রহণ করিবে; অতএব এখন আর চিন্তিত হইলে কি হইবে? এখন সত্বর আপন সত্য বাক্য রক্ষা করিয়া ভদ্রভাবে তাহাকে বিবাহ কর। তখন হাসনবানু কহিল, মহাশয়! আমি আপনার আজ্ঞাকারিণী, এক্ষণে আপনি আমাকে যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমি অবশ্যই তাহা প্রতিপালন করিব।

অনন্তর হাতেম গ্রহাচার্য্যদিগকে আনাইয়া হাসনবানুর বিবাহের দিন ধার্য্য করিলেন। এই কালে হাসনবানু হাতেমকে কহিলেন, মহাশয়! আপনি যে পরীত্রয়কে বিবাহ করিয়া এখানে আনিয়াছেন, কি কারণে তাঁহাদিগকে আমার এই বাটীতে না রাখিয়া, নগরবাহিরে রাখিয়াছেন? কেন, এই গৃহ কি আপনার নহে? ঐ দেখুন, আমি তাঁহাদিগের নিমিত্ত কেমন সজ্জিত গৃহ মার্জ্জিত করিয়া রাখিয়াছি। তখন হাতেম কহিলেন, দেখ, তাঁহাদিগের সহিত যে সকল দৈত্য আসিয়াছে, তাহাদিগকে দেখিয়া লোকেরা ভীত হইবে, এজন্য আমি তাঁহাদের সকলকেই নগরের বাহিরে রাখিয়াছি। তখন হাসনবানু কহিল, মহাশয়! দৈত্যগণ নরহিংসক, অতএব তাহাদিগকে আপনি কি নিমিত্ত সমভিব্যাহারে লইয়া আসিলেন? উহাদিগকে ত্বরায় দেশে যাইতে অনুমতি করুন; নতুবা উহারা এখনই মনুষ্যদিগকে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিবে। তখন হাতেম কহিলেন, ভদ্রে!

ভীত হইও না, তাহারা সকলেই আমার আজ্ঞাকারী; অতএব আমার বিনানুমতিতে কাহাকেও কিছু বলিবার উহাদিগের ক্ষমতা নাই। তখন হাসনবানু কহিল, মহাশয়! যদি এরূপ হয় তবে, নিরুপমা, প্রমোদা ও তিলোত্তমাকে শীঘ্র এখানে আনিতে আদেশ করুন, আমি তাঁহাদিগকে সহোদরা ভগ্নীর ন্যায় আদর ও যত্ন করিব। অনন্তর হাতেমের বাক্যানুসারে সেই পরীত্রয় হাসনবানুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হাসনবানু উহাদিগের রূপ দর্শনে বিমোহিত হইয়াছিলেন। এই কালে হাতেম পান্থশালা হইতে মণীরসাহাকে হাসনবানুর অন্তঃপুরে আনিয়া সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন, ও ভৃত্যবর্গকে সত্বর বিবাহের আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন।

এদিকে হাসনবানু আপন ধাত্রীকে ডাকিয়া সমস্ত বিজ্ঞাপন করত উপস্থিত বিষয়ের কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল, বৎসে! এখানকার সম্রাট ত তোমাকে কন্যা বলিয়াছেন, অতএব এখন এই সকল বিষয় তুমি তাঁহার গোচর করিয়া যথাকর্ত্তব্য সাধন কর। তখন হাসনবানু তাহাতেই স্বীকার করিয়া সত্বর এক পত্রদ্বারা এই সকল বিষয় ঐ দেশের সম্রাটে গোচর করিলেন। এদিকে মণীরসাহার দূতদ্বারা এই সকল বিষয় আপন পিতার গোচর করিলে, তিনি যথামত সমস্ত আয়োজন পূর্ব্বক নিজ মন্ত্রীকে প্রেরণ করিলেন। ঐ মন্ত্রী, মণীরসাহার নিকট হইতে হাতেমের সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া তাঁহাকে বিস্তর সাধুবাদ প্রদান করত কহিতে লাগিল, হে তয়নন্দন! তুমি ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য, সত্য বাদী ও জিতেন্দ্রিয়। তোমার ন্যায় গুণবান ও পরোপকারী এই ভূমণ্ডলে আর দ্বিতীয় কেহই নাই। তোমারই প্রসাদে আমরা মণীরসাহাকে পুনর্ব্বার জীবিত দর্শন করিতে সমর্থ হইলাম; নতুবা এই বিবাহে বঞ্চিত হইলে, উনি কদাপি জীবিত থাকিতেন না। এক্ষণে উনি তোমা কর্ত্তৃক উপকৃত হইয়া চিরকালই তাহা স্মরণ করত তোমার নিকট কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ থাকিবেন। মন্ত্রী এইরূপে হাতেমের বিস্তর প্রশংসা করিলে, তিনি কহিলেন, ওহে! এসকল কার্য্য আমার দ্বারায় সাধিত হয় নাই, আমি নিমিত্ত মাত্র, কিন্তু বাস্তবিক জগদীশ্বরই ইহার কর্ত্তা; অতএব তুমি তাঁহাকেই ধন্যবাদ প্রদান কর।

অনন্তর সেই দেশের সম্রাট উপস্থিত হইয়া হাতেমের বিস্তর প্র-

...া করত মণীরসাহাকে সজ্জিত করিয়া বরাসনে উপবেশন করাই-
...লেন। তখন সভাদি করিয়া বিবাহের কোন উৎসব বা কার্য্য আর
অবশিষ্ট রহিল না। পরিশেষে (কাজী) পুরোহিত আসিয়া বর
কন্যাকে বিবাহের মন্ত্রপাঠ করাইলেন ও তৎপরে ভোজ সমাপ্ত হইলে,
...কন্যাবা পরম সুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুকাল-
কষ্টের পর মণীরসাহের আশা পূর্ণ হইলে, তিনি হাতেমকে প্রণাম
...লেন ও হাতেমও তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিয়া
...লেন, ভ্রাতঃ! এখনত তোমার কামনা পরিপূর্ণ হইল? তখন
...নন্দের সহিত হাস্য করিয়া কহিল, মহাশয়! সে কেবল আপ-
...প্রসাদে মাত্র। অনন্তর বৈবাহিক উৎসব সমাধা হইলে, যে
...গৃহে ও দেশে গমন করিল। তখন হাতেমও স্বদেশে যাইবার
মণীরসাহের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে, তিনি কহিলেন,
...! আপনি আমার নিমিত্ত অনেক ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন,
...শিষ্ট জীবন আপনার সহিত একত্রে বাস করিতেই আমার
...বাসনা, কিন্তু আপনি আমার নিমিত্ত বহুকাল হইতে গৃহ-
...হইয়া আপন পিতা মাতাকে পরিত্যাগ করত প্রবাসীর ন্যায়
...বিদেশে বাস করিতেছেন, এবং আমিও বহুকাল হইতে সেই
...; অতএব আপনাকে আর অধিক কি বলিব? এক্ষণে
...পনার যাহা ভাল বিবেচনা হয়, তাহাই করুন। অনন্তর হাসন
...কহিল, মহাশয়! আপনি যদি কিছুকাল এই স্থানে অবস্থিতি
...রেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে দেখিয়া (আমার) নয়ন মন
...পরিতৃপ্ত করি। তখন হাতেম কহিলেন, ভদ্রে! তোমার প্রশ্ন পূর্ণ
করিবার নিমিত্তত মধ্যে মধ্যে তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হই-
...য়াছে; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ যে, আমার জনক জননীরা কত-
কাল হইতে আমাকে না দেখিয়া কত মনের দুঃখে কালাতিপাত
করিতেছেন? অতএব এখন আমাকে আর অধিক অনুরোধ না
করিয়া অক্ষুব্ধচিত্তে স্বদেশে যাইতে অনুমতি দাও। যদি জীবিত ও
...থাকি, তবে পুনর্ব্বার তোমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। তখন
হাসনবানু আর কিছু না বলিয়া বহুমূল্য রত্নাদি আনিয়া তাঁহাকে
...) উপহার স্বরূপে গ্রহণ করিতে নিতান্ত অনুরোধ করিলে, হাতেম
...তাহা লইয়া নিজ দেশাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

হাতেমের স্বদেশে প্রত্যাগমন।

সাহাবাদ হইতে যাত্রা করিয়া হাতেম কিয়দ্দিবসের মধ্যেই জন্মভূমিতে পদার্পণ করিলেন। তখন তয়রাজা পুত্রের আ জানিয়া নগর সজ্জিত করিতে আদেশ করিলেন। যুবরাজের গমনে প্রজাগণের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তয় নিজ অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে অগ্রসর হইয়া, পুত্র ও পুত্রবধূদি প্রেমভরে ও পুলকিতান্তঃকরণে আলিঙ্গন ও শিরশ্চুম্বন করি পরে হাতেম অন্তঃপুরে স্বীয় জননীর নিকট যাইয়া, তাঁহার পা বন্দনাদি করিলে, রাণী তাঁহাকে কুশল জিজ্ঞাসা করত স্নেহ বধূমাতাগণকে ক্রোড়ে লইলেন। অনন্তর হাতেম জররীপো সহিত সাক্ষাৎ ও নানা প্রকার কথাবার্ত্তায় কালাতিপাত করত সমস্ত পরী-পত্নীগণের সহিত অবশিষ্ট জীবন পরমসুখে অতিবা করিতে লাগিলেন। কালক্রমে রাজা ও রাজ্ঞী লোকান্তর প্রাপ্ত হই হাতেম রাজা হইয়া সেই সিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক প্রজাদি পুত্রবৎ পালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার মহিষীগণ ও কেই এক এক সন্তান প্রসব করিলে, তিনি উপযুক্ত সময়ে তাঁহ গেরই হস্তে পৃথিবীর রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক সস্ত্রীক পরলো গমন করিলেন। এদিকে তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ পৃথিবীতে অবিন থাকিয়া, সর্ব্বদেশে তাঁহার নাম গান করিতে লাগিল। সুতরাং তি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও অমর হইলেন।

সমাপ্ত।

Printed by U. C. Paul. at the "SOORJA PRESS"

হাতেমতাই।

হাতেমের জন্ম বিবরণ।

কথিত আছে যে, পূর্ব্বকালে আরব্যদেশে তয় নামে এক অতি মহৎ, সম্ভ্রান্ত ও প্রভূত সৈন্যবলশালী সুবিখ্যাত সম্রাট ছিলেন। তিনি তাঁহার পিতৃব্য কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। পরে ঈশ্বরেচ্ছায় কিছু দিনান্তে ঐ মহিষীর গর্ভে তদীয় ঔরষজাতক এক সন্তান জন্মে; এই শুভ সমাচার শ্রবণে রাজমন্ত্রী পরম আহ্লাদিত হইয়া কতিপয় জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহাদিগকে কহিলেন যে, হে পণ্ডিতগণ! আপনারা অনু-গ্রহপূর্ব্বক নিজ নিজ বিদ্যাপ্রভাবে এবং গণনীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রানুযায়ী এই নবপ্রসূত কুমারের অদৃষ্ট লিপি নির্ণয় করুন। তখন পণ্ডিতেরা সক-লেই বিশেষরূপ মনোনিবেশ করত গণনা করিয়া কহিলেন যে, মহারাজ! এই কুমারের সৌভাগ্যের কথা আর কি বলিব? ইনি দীর্ঘজীবি, পরম ধার্ম্মিক, দয়ালু ও সুশীল হইবেন, ও প্রতিনিয়ত ঈশ্বরোপাসনায় কালক্ষেপ করিবেন; এবং ইনি এই সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর একাধিপতি—সম্রাট হইবেন ও ইহাঁর যশঃকীর্ত্তি চিরকালই এই জগতীতলে দেদীপ্যমান থাকিবে।

অনন্তর সম্রাট এই সকল কথা শ্রবণ করত কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। অতঃপর পরম পরিতুষ্ট হইয়া পণ্ডিতগণকে হীরক ও মুক্তাদি বিশিষ্ট বহুমূল্য বিবিধ বস্ত্রাভরণ ও প্রচুর পরিমাণে সুবর্ণমুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করত সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন এবং দীর্ঘজীবি হওয়াপ্রযুক্ত ঐ কুমারের নাম হাতেম রাখিলেন। অনন্তর সম্রাট নিজ পারি-ষদ মণ্ডলীকে আহ্বান করত ঐ সমস্ত বিষয় তাহাদিগকে অবগত করাইলেন এবং কহিলেন, যে তোমরা ত্বরায় আমার আদেশানুযায়ী নগরমধ্যে এইরূপ ঘোষণা প্রচার করিয়া দাও যে, অদ্য আমার এই রাজ্যমধ্যে যত সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, তাহারা সকলে অদ্য হইতেই রাজভৃত্যরূপে পরিগণিত

হইল; সুতরাং তাহারা এই রাজসংসার হইতেই তাহাদের জীবিকা প্রাপ্ত হইবে, এবং আমার এই রাজপ্রসাদে অবস্থিতি করিবে; যেহেতু অদ্য হইতে আমি তাহাদিগকে সর্ব্বদাই রক্ষণাবেক্ষন করিব; অতএব তাহাদের পিতা মাতারা যেন শীঘ্রই তাঁহাদের সন্তানগণকে এই স্থলে রাখিয়া যান।

এ দিকে সেই নগরে সে দিবস প্রায় ছয় সহস্র শিশু জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, এক্ষণে তাহাদের দীন হীন জনক জননীরা রাজার ঐরূপ ঘোষণ পাইবামাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া নিজ নিজ সদ্যজাত সন্তানগণকে অঙ্কে লইয়া তথায় উপনীত হইল। তখন সম্রাট, প্রতি বালকের নিমিত্ত এক এক ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া পরিশেষে হাতেমের নিমিত্ত অপর কয়েক জনকে নিয়োজিত করিলেন।

এদিকে হাতেম ভূমিষ্ঠ হওয়াবধি একেবারেই দুগ্ধ বা কাহারও স্তন-পান করিতেন না। এই সংবাদ শ্রবণে সম্রাট অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন, এবং নিকটস্থ অমাত্যগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক, গ্রহাচার্য্যগণকে ডাকাইয়া তাহার সবিশেষ তদন্ত জানিতে আদেশ করিলেন। তাহারা প্রভুর আজ্ঞা শ্রবণমাত্র, অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া পণ্ডিতগণকে রাজসম্মুখে উপস্থিত করিল। পণ্ডিতেরা তখন তাহাদের অত্যাশ্চর্য্য জ্যোতিষ বিদ্যাপ্রভাবে কৃতনিশ্চয় হইয়া সম্রাটকে কহিল, ধর্ম্মাবতার! আমরা গণনা করিয়া দেখিলাম যে, অপরাপর বালকেরা দুগ্ধ পান না করিলে, কুমার নিজে কখনই দুগ্ধ পান করিবেন না; অতএব সর্ব্বাগ্রে অপরাপর বালকগণকে দুগ্ধ প্রদান করুন। অতঃপর (ঐ ছয় সহস্র) বালকেরা দুগ্ধ পান করিতে লাগিলে, হাতেমও তখন তাহাদের সহিত মনের সুখে দুগ্ধ পান করিলেন। এইরূপে শৈশবকাল হইতেই হাতেম, ঐ সকল বালকগণের স্নান, পান, শয়ন, ভোজন, উপবেশন ও নিদ্রাদি কার্য্য সকল সম্পন্ন না হইলে, স্বয়ং ক্ষুধায় দুগ্ধ পান ও নিদ্রালস্যে শয়ন করিতেন না। এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে যখন বালকেরা সকলে দুগ্ধপান পরিত্যাগ করিয়া অন্নপান করিতে লাগিল, তখন হাতেমও তাহাদের সহিত মনের সুখে একত্র ভোজন করিতে লাগিলেন। ফলতঃ একটী বালক উপবাসী থাকিতে তিনি কখনই আহার করিতেন না। প্রত্যুত হাতেম শৈশবাবধিই দীন দুঃখীর প্রতি অতিশয় দয়ালু ছিলেন। তিনি ক্ষুধিতকে অন্ন, পিপাসুকে জল, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র এবং ধনহীনকে অর্থ দানদ্বারা আনুকূল্য করিতেন, কাহারও কোন অভাব রাখিতেন না। তাঁহার অপরিমিত দান জনিত যশোরাশি প্রচার হওয়াতে প্রতিনিয়তই তাঁহার দ্বার, ভিক্ষুক ও প্রার্থীতে পরিপূর্ণ এবং কোলাহলময় হইয়া থাকিত। হাতেম বাল্যকালে তাঁহার পিতার নিকট হইতে যে সকল মণি ও মুক্তাদিখচিত বিবিধ বহুমূল্য ও মনোহর বসন ভূষণ ও

স্বর্ণমুদ্রাদি প্রচুর অর্থ, সঞ্চয় করিয়াছিলেন, এক্ষণে (সমুচিত অবশার বিবেচনায়) তাঁহার চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে সেই সমুদয় ধন, দানদ্বারা ব্যয় করিতে লাগিলেন। হাতেম মৃগয়াকালে গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করত কোন জন্তুকে সম্মুখে দেখিলে তাহাকে বিনা আঘাতে ধৃত করিতেন, এবং কিয়ৎকাল কৌতুক সমাধা করিয়া পুনর্ব্বার তাহাকে ছাড়িয়া দিতেনঃ কোন প্রাণীকেই তিনি হত বা আহত করিতেন না।

হাতেম দেখিতে অতি সুন্দর ও সুশ্রী ছিলেন, তাঁহার সৌন্দর্য্য ও যৌবন কান্তিতে নগরের তাবৎ স্ত্রী-পুরুষেই বিমোহিত ও তাঁহাতে আশক্ত হইয়াছিলেন। এমন কি, তাহারা সহস্র মুখে তাঁহার প্রশংসা না করিয়া আর স্থির থাকিতে পারিতেন না। হাতেম যখন অশ্বারোহণে কোথাও গমন করিতেন, সেই সময়ে যদি কেহ তাঁহার নিকটে কিছু যাচ্ঞা বা তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিতে চাহিত, তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ অশ্ব হইতে ভূমে অবতরণ করিয়া প্রার্থীকে মনমত অর্থ ও সম্ভাষুককে মিষ্টালাপে পরিতুষ্ট করিতেনঃ কাহারও প্রতি তিনি অসদ্ব্যবহার করিতেন না। তিনি সাতিশয় বিনয়ী ও ধীর ছিলেন এবং ব্যক্তিমাত্রেতেই তাঁহার সদাচার প্রকাশ পাইত।

হাসনবানু নামে জনৈক সদাগর-কন্যার বিবরণ।

খোরাসান নগরে কেরামন নামে প্রবল প্রতাপশালী সুবিখ্যাত এক নৃপতি ছিলেন। তাঁহার অসংখ্য সৈন্য সামন্ত ছিল এবং তিনি অতিশয় সদ্বিচারকও ছিলেন। তাঁহার সেই নগরে বরজক নামে প্রভূত ধনশালী এক সদাগর বাস করিত। সদাগর নিজে কখনই দেশের বাহিরে যাইতেন না। তিনি ঐ নৃপতির নিতান্ত আশ্রিত ও অনুগত হইয়া নিরন্তরই কেবল তাঁহার নিকটে অবস্থিতি করিতেন এবং সেই রাজাও তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ ও অনুগ্রহ করিতেন। ঐ সাধুর যে সকল কর্ম্মচারী ছিল, তাহারাই উহার আজ্ঞানুযায়ী দেশ-বিদেশে গমন করত বাণিজ্য কার্য্য সম্পন্ন করিত। এইরূপে সাধু বরজক অনেক ধন উপার্জ্জন ও সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহার হাসনবানু নামে এক কন্যা ব্যতীত আর কেহই ছিল না। কালক্রমে তিনি লোকান্তর প্রাপ্ত হইলে, ঐ কন্যাই তাঁহার সমস্ত ধনসম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিল। যে সময়ে সাধু বরজকের মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার কন্যা হাসনবানুর দ্বাদশবর্ষ মাত্র বয়ক্রম হইয়াছিল। তাহার জননীও তখন জীবিত ছিল না সুতরাং সে পিতৃবিয়োগে অতিশয় ভীত ও কাতরভাবাপন্ন হইয়া পড়িল এবং পরিশেষে চিন্তা করত (তিনি) আপন সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি লইয়া রোদন করিতে করিতে সম্রাটের নিকট উপনীত ও ঐ সকল ধনসম্পত্তির সহিত তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হইলেন। সম্রাট তাঁহাকে পিতৃবিয়োগে কাতরা ও শরণাগত দেখিয়া নানা প্রকার শান্ত্বনাবাক্যে আশ্বাসিত করিলেন এবং তাঁহার ধন সম্পত্তি তাঁহাকেই পুনঃ প্রদান করিলেন, ও কহিলেন, বৎসে! তুমি পিতৃবিয়োগে ভীত বা কাতর হইও না, আমি অদ্য হইতে তোমাকে তোমার পিতার ন্যায় সর্ব্বদাই রক্ষণাবেক্ষণ করিব, অতএব তুমি সত্বর তোমার পৈতৃক ধন রত্নাদি ঐশ্বর্য্য সকল লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান কর। ইহাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই; এই বলিয়া তথা হইতে তাঁহাকে বিদায় করিলেন।

এদিকে হাসনবানু গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া শোকচিহ্নে কিছু কাল অতিবাহিত করিলেন। একদা তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন যে; এই মায়াময় সংসার সকলই অসার, ও ঐন্দ্রজালীর ন্যায় সকলই প্রপঞ্চ ও মিথ্যা। অতএব এরূপ স্থলে সংসারী হইয়া বৃথা মায়ায় কালক্ষেপ করাপেক্ষায় নিরন্তর ঈশ্বরারাধনায় দিন যাপন করা যুক্তি যুক্ত এবং অর্থ সকলের সদ্ব্যয় ও সদ্ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। হাসনবানু, এইরূপ চিন্তা করিয়া নিজ

প্রতিপালিকা ধাত্রীকে আহ্বান পূর্ব্বক মনোগত সকল কথাই তাহাকে ব্যক্ত করিলেন, এবং কহিলেন যে সংসারের প্রতি আমার কোনমতে আশক্তি না হওয়াতে আমি কাহারও পাণিগ্রহণ করিতে অভিলাষী নহি; অতএব যাহাতে আমার বিবাহ করিতে না হয় তুমি এইরূপ উপায় অবধারণ কর। তখন সেই বৃদ্ধা ও বিচক্ষণা ধাত্রী, কন্যার অভিলাষ জানিতে পারিয়া কহিল, বৎসে! তুমি যেরূপ রূপবতী তাহাতে বোধ হয় যে, অনেকেই তোমাতে আশক্ত হইয়া, তোমার পাণিগ্রহণ অভিলাষে অবশ্যই এখানে আসিবে; সুতরাং তখন সহজত তাহাদিগকে বঞ্চিত বা প্রত্যাবর্ত্তন করা সুকঠিন হইয়া উঠিবে। সে নিমিত্ত এখন আমি এক সদুপায় অবধারণ করিতেছি শ্রবণ কর। বৎসে! আমি তোমাকে যে সপ্ত প্রশ্ন কহিতেছি তাহার মিমাংসা করা বড় সহজ ব্যাপার নহে, এবং আমার বোধ হয় যে, কেহই তাহা সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারিবে না। আর ঐ সপ্ত প্রশ্নের সদুত্তর ব্যতীত তুমিও কাহার পাণিগ্রহণ করিও না। অতঃপর হাসনবানু তাহাতেই সম্মত হইলেন, এবং ধাত্রীর চতুরতা বুঝিতে পারিয়া সপরিতোষে কহিলেন, ধাত্রি! সেই সপ্ত প্রশ্ন কি? তাহা আমাকে ত্বরায় বল। তখন ধাত্রী পুনর্ব্বার কহিতে লাগিল, বৎসে! আমার প্রথম প্রশ্ন এই যে, "একবার দেখিয়াছি, তথাপি পুনর্ব্বার দখিবার ইচ্ছা আছে।" দ্বিতীয় এই যে, "ভাল করিয়াও পরে বিসর্জ্জন দেয়।" তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, "কাহারও মন্দ করিও না, যে হেতু মন্দ করিলে মন্দ ফলই প্রাপ্ত হইবে।" "চতুর্থ এই যে, "সত্যবাদীর সদাই আনন্দ।" পঞ্চম, "কোহনীদা পর্ব্বতের সংবাদ আনিয়া দেয়।" ষষ্ঠ, "হংস ডিম্বের ন্যায় যে মুক্তা ফল এখন আমার নিকট উপস্থিত আছে, তাহার ন্যায় অপর এক মুক্তা আনয়ন করে।" এবং সপ্তম প্রশ্ন এই যে, " হাম্মামবাদ গর্দ্দের সংবাদ আনয়ন করিতে পারে।" এই মাত্র।

অনন্তর হাসনবানু এই সপ্তম প্রশ্নের বিষয় অবগত হইয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত হওত আনন্দ গদ্গদ স্বরে ধাত্রীকে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন যে তোমার এই সপ্ত প্রশ্নের প্রকৃত মিমাংসা অতিশয় দুরূহ, সুতরাং কেহই ইহার সদুত্তরে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেক না, ও ইহাতে আমার অভিলাষ পরিপূর্ণ হইবারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব আমি তোমার অভিমতই কার্য্য করিতে ক্রটী করিব না; এই বলিয়া তথা হইতে কর্ম্মান্তরে গমন করিলেন, এবং নিরন্তর ঈশ্বরারাধনায় কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

একদা হাসনবানু আপন ধাত্রী সমভিব্যাহারে ছাদ হইতে বিপণি সকলের শোভা দেখিতে ছিলেন এমন সময়ে দেখিলেন যে, এক উদাসীন

চত্বারিংশ শিষ্য সমভিব্যাহারে ঐ রাজ-পথ দিয়া গমন করিতেছে; কিন্তু তাঁহার চরণযুগল ভূমি স্পর্শ করিতেছে না। শিষ্যগন তাঁহার প্রতি-পাদ বিক্ষেপের সময় এক এক সুবর্ণ ও রৌপ্যের ইষ্টক পাতিয়া দিতেছে, এবং তিনি তদুপরিই পাদ বিক্ষেপ করিয়া গমন করিতেছেন। হাসনবানু এইরূপ দর্শন করিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইলেন ও সমীপস্থা ধাত্রীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, ধাত্রি! ইনি কে? ও কি নিমিত্তই বা এইরূপে গমন করিতেছেন, তাহা কি তুমি বিশেষ রূপে অবগত আছ? তখন ধাত্রী, ভক্তি রোমাঞ্চিত কলেবরে ত্রস্ত হইয়া কহিল, বৎসে! ইনি একজন সংসার-ত্যাগী পরম সন্ন্যাসী, সংসারের প্রতি ইহাঁর স্নেহ মমতা কিছুই নাই। ইনি কাম, ক্রোধ, ও লোভ মোহাদি বিবর্জ্জিত উদাসীন, ইহাঁর ন্যায় বৈরাগী আর কুত্রাপি দেখা যায় না। ইনি আমাদের সম্রাটের উপদেষ্টা ও গুরু। ইহাঁর বাক্য সকল অব্যর্থ ও অলঙ্ঘনীয়। সম্রাট ইহাঁকে অতিশয় শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্মান ও সমাদর করেন এবং প্রতি সপ্তাহে স্বয়ং এক একবার উহাঁর আশ্রমে গমন করত স্বহস্তে বিবিধ উপচারে ইহাঁর পূজা করেন। ইনি একজন পরম সিদ্ধ-পুরুষ ও যথার্থ ধার্ম্মিক। হাসনবানু ধাত্রীর মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া ঐ সন্ন্যাসীকে নিজ নিকেতনে আনিয়া পুজা করিতে মানস করিলেন, এবং ধাত্রীকে কহিলেন যে, যদি তুমি অনুমতি কর তবে আমি এই মহাপুরুষকে আমার গৃহে আহ্বান করিয়া যথাযোগ্য পূজা করি।

অনন্তর ধাত্রী, হাসনবানুর ঐ প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলে, তিনি আহ্লাদিত হইয়া সত্বর এক ভৃত্যকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন যে, তুমি ত্বরায় ঐ উদাসীনের নিকট গমন করত ভক্তিভাবে ও অতি যত্ন সহকারে আগামী কল্য আমার গৃহে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমিত্ত নিমন্ত্রণ গ্রহণে সম্মত করিয়া আইস। ভৃত্য তৎক্ষণাৎ সেই ফকীরের নিকট গমন করত অতি বিনীতভাবে গলবস্ত্র হইয়া মৃদু বাক্যে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলে, তিনি সেই নিমন্ত্রণ গ্রহন করিলেন।

অতঃপর দূতমুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া হাসনবানু ভৃত্যবর্গকে নানা-বিধ অপূর্ব্ব খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। এবং ঐ মহাপুরুষের বসিবার উপযোগী এক আসন, ও মণি মুক্তাদি খচিত বিচিত্র চন্দ্রাতপ ও সুচিকন এবং কোমল এক শয্যা প্রস্তুত করিলেন; আর বহু মুল্য বিবিধ নয়নরঞ্জক দ্রব্য সামগ্রী ও রত্ন মুদ্রাদি প্রণামী স্বরূপে উপঢৌকন দিবার নিমিত্ত সপ্ত কুটীর পরিপূর্ণ ও সুসজ্জিত করিয়া রাখিলেন।

পর দিবস সময়ানুসারে ঐ ফকীর স্বশীষ্যে হাসনবানুর দ্বারে উপনীত হইলে দ্বারবানেরা তৎক্ষণাৎ হাসনবানুকে তাহা নিবেদন করিল। হাসনবানু

তখন তৎপর হইয়া বহির্দ্বার হইতে মধ্যআবাস পর্য্যন্ত স্বর্ণসূত্রে সুচিত্রিত (জরির) বসন সকল ভূমিতে পাতিয়া দিলেন। ফকীর ঐ বসনের উপর দিয়া গমন করিতে করিতে গৃহে প্রবেশ করিল। তখন হাসনবান্নু পরম পরিতুষ্ট হইয়া ভক্তিভাবে উঁহাকে প্রনাম করত গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি হইয়া এক অপুর্ব্ব শয্যার উপরে উপবেশন করাইলেন, এবং ক্রমে ক্রমে ঐ সপ্ত গৃহ সজ্জিত ধন উদাসীনকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী তাহার কিছুই গ্রহন করিতে সম্মত না হইয়া কহিলেন, বৎসে! এ সকল দ্রব্যে আমার কোন প্রয়োজন নাই, আমি ইহা লইয়া কি করিব? এই সংসারের তাবৎ ধনসম্পত্তি অকিঞ্চিৎকর জানিয়া আমি এই সকলের লোভ ও মায়া একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছি; এ জন্য লোকে আমাকে বৈরাগী কহিয়া থাকে, অতএব হই। তুমি আমার সম্মুখ হইতে স্থানান্তরিত কর। তখন হাসনবান্নু অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া অগত্যা ভৃত্যগণকে সেই সকল দ্রব্য যথা-যোগ্য স্থানে লইয়া রাখিতে আদেশ করিলেন এবং নানাবিধ, রসনারঞ্জক উপাদেয় (খাদ্যসামগ্রী) লইয়া পুনর্ব্বার ঐ সন্ন্যাসীর নিকট উপনীত করিলে তিনি, তাহাও গ্রহন করিতে অসম্মত হইলেন। পরিশেষে অনেক অনু-রোধ ও স্তুতি মিনতির পর তিনি, তাহাহইতে যৎসামান্য ভোজন করিয়া তৃপ্তি প্রকাশ করত অবশিষ্ট সমস্তই আপন শিষ্যগণকে ভোজন করিতে সমর্পণ করিলেন। মিথ্যা ভাণকারী (বকাধার্ম্মিক) সেই উদাসীন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল যে, হাসনবান্নু আমাকে যে সকল দ্রব্য উপহার দিবার নিমিত্ত আনিয়াছিল, সে সকলই অতি চমৎকার এবং তদ্ব্যতীত ইহার পিতা বরজক সদাগরের আরও অনেক সম্পত্তি আছে। শুনিয়াছি যে, সে একজন মহা ধনবান পুরুষ ছিল এবং দূরদেশ হইতে বানিজ্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া অনেক ধনরত্ন লাভ ও সঞ্চয় করিয়াছিল। অবশ্যই সে সকল ধন এই কন্যার গৃহে এখনও উপস্থিত আছে। অতএব অদ্য রাত্রিতেই আমার এই চত্বা-রিংশ সঙ্গী সমভিব্যহারে ইহার গৃহে সহসা দস্যুবৃত্তি করত ইহার সমস্ত বহুমূল্য অস্থাবর সম্পত্তি অপহরণ করিয়া লইয়া যাইব। দুরাত্মা মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া, মৌখিক শিষ্টাচার দ্বারা সকলকে সন্তুষ্ট করত কোন-মতে সে দিবস অতিক্রম করিল।

ক্রমে রাত্রিকাল উপস্থিত, হাসনবান্নুর প্রহরী ও অন্যান্য কর্ম্মচারী ভৃত্য-গণ সে দিবস ঐ দুর্বৃত্ত সন্ন্যাসীর পূজার আয়োজন হেতু অত্যন্ত পরি-শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়াছিল, এজন্য তাহারা আর সে রাত্রিতে বিশেষ সতর্ক-তার সহিত দ্বারাদি অবরুদ্ধ না করিয়া যে যেখানে অমনি গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছে। এদিকে প্রহরেক রাত্রি অতীত হইলে দুষ্ট সন্ন্যাসী সশিষ্যে দস্যুবেশে সহসা হাসনবান্নুর মন্দিরে প্রবেশ করত সুবর্ণাদি উত্তম

উত্তম দ্রব্য সকল লুণ্ঠন করিতে লাগিল। এই সময়ে দস্যুগণের কোলাহলে যে সকল প্রহরীরা জাগ্রত হইয়াছিল, দুরাত্মারা তৎক্ষণাৎ তাহাদের প্রাণ বধ করিল এবং মূল সন্ন্যাসী স্বয়ং সমস্ত অপহৃত দ্রব্য সকল বন্ধন করিয়া অগ্রে অগ্রে পলায়ন করিতে লাগিল। এদিকে হাসনবানু জাগ্রত হইয়া উহাদিগকে চিনিতে পারিল ও ধীরে ধীরে আপন ধাত্রীকে জাগ্রত করিল এবং ঐ দুষ্কৃতগণের সকল কার্য্যই তাহাকে দেখাইল। অনন্তর উভয়ে কিয়ৎকাল অবাক ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল; কিন্তু সে সময়ে পাছে উহাদের কণ্ঠস্বর শ্রবণে ফকীর উহাদিগকে বিনাশ করে; এই ভয়ে কেহই কোন কথা কহিতে পারিল না। যাহাহউক, তৎকালে তাহারা আর কোন কথা বার্ত্তা না করিয়া পর দিবস প্রাতঃকালে হাসনবানু আপন ভৃত্যগণের মৃতদেহ লইয়া রোদন করিতে করিতে পাদসাহের নিকট উপনীত হইল। তখন সম্রাট উজীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সচিব! এই কুমারী কে? আর কি নিমিত্তই বা এখানে আসিয়াছে? তাহা আমাকে বল। মন্ত্রী কহিল, ধর্ম্মাবতার! এই কুমারী বরজক্ সদাগরের কন্যা, ইহার নাম হাসনবানু, ইনি আপনার নিকট কোন অভিযোগ করিতে আসিয়াছেন। তখন সম্রাট তাহাকে চিনিতে পারিয়া আপন নিকটে ডাকিয়া কহিলেন, বৎসে! তোমার কি অভিযোগ আছে, তাহা আমাকে ত্বরায় বল? আমি এখনি তাহার সদ্বিচার করিব। অনন্তর হাসনবানু কহিল, ধর্ম্মাবতার! গতকল্য আমি সাধুজ্ঞানে পরদেশি সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ করিয়া আমার গৃহে আনিয়াছিলাম এবং সেই কালে তাঁহাকে বহুবিধ ৯দ্রব্য উপহার দিতে গেলেও তিনি তখন তাহা গ্রহণ করিলেন না; পরিশেষে যৎকিঞ্চিৎ অন্নপান করিয়া সায়ংকালে স্বস্থানে প্রস্থান করেন। অনন্তর প্রহরেক রাত্রি অতীত হইলে, সেই দুষ্ট স্বদলে সজ্জিত হইয়া আমার গৃহে দস্যুবৃত্তি ও আমার ধন রত্নাদি সকল অপহরণ এবং আমার ভৃত্যবর্গমধ্যে অনেককেই হত ও আহত করিয়াছে। সেই দ্বারবানগণের মৃতদেহ আমি আপনাকে দেখাইবার নিমিত্ত এখানে আনয়ন করিয়াছি, এক্ষণে হে রাজন! সেই দুষ্টকে এখানে আনিয়া ইহার সুবিচার করিতে হইবেক; নতুবা আমি একাকিনী, স্ত্রীলোক, সুতরাং অত্যন্ত ভীত হইয়াছি।

সম্রাট স্থিরভাবে হাসনবানুর অনুযোগ শুনিতে ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে গুরুনিন্দা শ্রবণে মহা রুষ্ট হইয়া কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিলেন এবং, ক্রোধভরে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া হাসনবানুকে বিস্তর ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন যে, যে সন্ন্যাসী সংসারের সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া নিরন্তর ঈশ্বরোপাসনায় কালহরণ করিতেছেন, যিনি নিতান্তই সাধু, আমি যাঁহাকে বিশেষরূপে অবগত হইয়া পূজা ও সম্মান করিয়া থাকি, তুই অকুতোভয়ে

সেই পরম পবিত্র-চরিত্র উদাসীনের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করিতেছিস ? তখন হাসনবানু পুনর্ব্বার কহিলেন, ধর্ম্মাবতার! আপনি কি নিমিত্ত ঐ দুর্ব্বৃত্তকে সাধু ও বৈরাগী বিবেচনা করেন ? আর উহাকে ঐরূপ ভাবিবেন না। ঐ দুরাত্মা (শয়তান) খল-চণ্ডাল অপেক্ষাও অধিক, ইহা আমি আপনাকে নিশ্চয় করিয়া কহিলাম। অনন্তর সম্রাট এই কথা শ্রবণে আরও কুপিত হইলেন, এবং কহিলেন যে, এই দুষ্টাকে এখনি আমার সম্মুখ হইতে দূর করিয়া দাও আর শীঘ্র উহার শিরশ্ছেদন কর, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আর কেহই ওরূপ সদাচারী সাধুব্যক্তির নিন্দা করিতে অথবা মিথ্যা অপবাদ দিতে সাহসী হইবে না। অতঃপর মন্ত্রী গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া কহিতে লাগিলেন যে, ধর্ম্মাবতার! বরজক সদাগর আপনার অতি প্রিয়পাত্র ছিল, আর এই হাসনবানু তাহার কন্যা, ইহারও অভিভাবক ও রক্ষক আপনি, অতএব একবার কৃপা-পরতন্ত্র হইয়া যাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাকে পুনর্ব্বার বিনাশ করা উচিত নয়, বিশেষতঃ স্ত্রীলোক অবধ্য; সুতরাং স্ত্রী বধ করিলে আপনাকে অনেক পাপে লিপ্ত হইতে হইবেক, এবং লোকে আপনার নিন্দা ও অপযশ ঘোষণা করিবে। আমি আপনাকে এইরূপ নিবেদন করিলাম, এক্ষণে আপনার যেরূপ অভিরুচি হয় তাহাই করুন।

তৎপরে সম্রাট মন্ত্রীর বাক্য শ্রবণ করিয়া কিয়ৎকাল চিন্তা করত কহিলেন, ভাল, আমি উহার প্রাণ দণ্ড রহিত করিলাম, কিন্তু ইহার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি যাহা কিছু আছে তৎসমুদায় কাড়িয়া লইয়া ইহাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দাও। তখন মন্ত্রী আজ্ঞা সেই আদেশমত কার্য্য করিয়া হাসনবানুকে স্থানান্তরে গমন করিতে আদেশ করিলেন।

হাসনবানুর বন প্রস্থান।

হাসনবানু সম্রাট কর্তৃক সর্ব্বস্বান্ত ও দেশান্তরিত হইবার দণ্ডাজ্ঞা পাইবামাত্র রোদন করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করত আপন ধাত্রীকে সমভিব্যাহারে লইয়া বনে প্রবেশ করিলেন। একদা চিন্তা করিয়া তিনি ধাত্রীকে কহিলেন, ধাত্রি! আমার এই বনকষ্ট অতি অসহ্য, বোধ হয় আমি ঈশ্বরের নিকট কোন মহাপাপ করিয়া অপরাধী হইয়া থাকিব, এজন্য আমাকে এত কষ্ট ও যন্ত্রণা আপাততঃ ভোগ করিতে হইতেছে, সুতরাং আমি এ পাপ প্রাণ পরিত্যাগ করিব এই বলিয়া আরও রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ধাত্রী কহিল, বৎসে! আর রোদন করিও না এবং ঐরূপ কুচিন্তাও কখন মনে স্থান দিও না। কারণ এই সংসারে বিধির বিধানা-

নুসারে সকলকেই কালক্রমে সুখ ও দুঃখ ভোগ করিতে হয়, অতএব ইহাতে তোমার ভয় ও চিন্তার বিষয় কি আছে? সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ হইয়াই থাকে, সুতরাং আপাততঃ কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন কর। ঈশ্বর প্রসাদে অচিরে তোমার দুঃখ দূর হইবার সম্ভাবনা। এইরূপে ধাত্রীর প্রবোধ বাক্যে হাসনবানু কিয়ৎপরিমাণে আশ্বস্তা হইয়া কিছুদিন অতিবাহিত করিলেন। অতঃপর এক দিন তিনি বনপর্য্যটনে অত্যন্ত আক্রান্তা হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতে করিতে এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন, একে সহজেই কোমলশরীর-বালিকা; তাহাতে আবার এই বনকষ্ট? সুতরাং হাসনবানু ঐ বৃক্ষতলেই অমনি নিদ্রাভিভূতা হইলেন। এই সময়ে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে,এক পরমপুরুষ তাহার শিরোভোগে উপবেশন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, বৎসে হাসনবানু! আর শোক করিও না, শীঘ্র উত্থান কর; তোমার সকল দুঃখই অচিরে বিদূরিত হইবে। এই বৃক্ষমূলে সপ্ত অধীশ্বরের উপভোগ্য ধন রত্ন নিখাত আছে, সৌভাগ্যক্রমে ইহা তোমারই উপভোগ্য হইয়াছে, আর কেহই ইহা ব্যবহার করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব তুমি সত্বর ভূমি খনন করিয়া সেই ধন গ্রহণ ও ভোগ কর। তখন হাসনবানু তাহাতে উত্তর করিলেন যে, আমি একাকিনী কিরূপে সেই ধন গ্রহণ করিব? তাহাতে ঐ মহাপুরুষ উত্তর করিলেন, বৎসে! এ ধন এখন তোমারই, যেরূপে ইচ্ছা হয় তুমি এখন ইহা মনের সুখে ভোগ কর; কিন্তু এ স্থান হইতে উহা আর কোথাও লইয়া যাইতে পারিবে না। অতএব তুমি এই স্থানে এক অপূর্ব্ব পুরী ও নগর নির্ম্মাণ করিয়া মনের সুখে কালযাপন কর। এই বলিয়া মহাপুরুষ অন্তর্হিত হইলেন এবং হাসনবানুর ও নিদ্রা ভঙ্গ হইল।

নিদ্রা ভঙ্গের পর হাসনবানু গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পুলকিত হইয়া সমস্ত স্বপ্ন বৃত্তান্ত আপন ধাত্রীকে অবগত করিলেন। অনন্তর এক কাষ্ঠশলাকা লইয়া তথাকার ভূমি খনন করিতে করিতে সেই ভূগর্ভে সপ্ত অধীশ্বরের উপভোগ্য অতুল ধন রত্ন দেখিতে পাইলেন, এবং বৃহৎ পান্না চতুষ্টয় নির্ম্মিত অযোজিত চারিটী ময়ূর, (যাহার কোন অংশেই যোড় নাই) ও অযুত হংস ডিম্বাকৃতি মুক্তারাশী দর্শন করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন, ও মনে মনে পরম কারুণিক পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সেই ধন ও রত্নরাশী হইতে কিঞ্চিৎ ধন রত্ন গ্রহণ করিয়া পরমাহ্লাদে আপন প্রতিপালিকা ধাত্রীকে প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, মাতঃ! তুমি এই ধন লইয়া নগর হইতে বিবিধ প্রকার উত্তম উত্তম খাদ্য সামগ্রী ও এই ভূগর্ভ হইতে ধন উত্তোলন করিবার নিমিত্ত কতিপয় বাহক ভৃত্য এখানে আনয়ন কর। হাসনবানু এই

বলিয়া ধাত্রীকে বিদায় করিতেছেন, এমন সময়ে উঁহার পূর্ব্বতন এক ভৃত্য রোদন করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাতে হাসনবান্থ তাহাকে আশ্বাসিত করিয়া কহিলেন, বাছা! তুমি আর আমার নিমিত্ত রোদন করিও না। ভগবান আমাদের সকল দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আমাকে অতুল ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছেন, অতএব এখন তুমি এই কিঞ্চিৎ ধন লইয়া স্বদেশে গমন করত আমার পুরাতন ভৃত্য, ও এই বনমধ্যে আমার গৃহ এবং নগর নির্ম্মাণের নিমিত্ত উত্তমোত্তম শিল্পীগণকে শীঘ্র এখানে আনয়ন কর। এই বলিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন।

এ দিকে ঐ ভৃত্য স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া হাসনবান্থর পূর্ব্বতন দাস দাসীগণকে অন্বেষণ ও আহ্বান করিল, এবং কতিপয় শিল্পি ও কারীকর সমভিব্যাহারে লইয়া হাসনবান্থর নিকট উপনীত হইল, তদ্দৃষ্টে হাসনবান্থর আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। অনন্তর তিনি সকলকে আশ্রয় ও আহারাদি দিয়া সুস্থ করত সেই স্থানে আপন অবস্থিতি করিবার জন্য অপূর্ব্ব এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিবার আদেশ করিলেন। অতঃপর গৃহ নির্ম্মাণ সমাপন হইয়া গেলে, তিনি তাহাদিগকে সীমা দেখাইয়া তথায় এক মনোহারিণী নগরী ও দুর্গ নির্ম্মাণের আজ্ঞা দিলেন; তাহাতে কারুগণ, সম্রাটের অনুমতি ব্যতিরেকে সে কর্ম্ম সাহস পূর্ব্বক কখনই সমাধা করিতে পারিবেক না, এইরূপ বাক্য প্রকাশ করিলে, হাসনবান্থ কিয়ৎকাল মৌনভাবে থাকিয়া মনে মনে তাহার উপায় স্থির করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে পুরুষবেশে রাজসমীপে গমন করাই স্থির করিলেন, অতঃপর সকলকে আশ্বস্ত করিয়া পুরুষ বেশ ধারণ করিলেন

হাসনবান্থর পুরুষ বেশ ধারণ।

হাসনবান্থ সকলকে স্থির করিয়া কক্ষান্তরে গমন করত পুরুষোচিত বেশ ভূষা করিলেন। অনন্তর কূপ হইতে বহুমূল্য রত্নরাশী ও বিচিত্র পরমোৎকৃষ্ট দ্রব্যজাত এবং এক অপূর্ব্ব মণি নির্ম্মিত ময়ূর সম্রাটকে উপঢৌকন দিবার নিমিত্ত সমভিব্যাহারে লইলেন। পরিশেষে কিয়ৎকাল মধ্যে প্রাসাদদ্বারে উপনীত হইয়া দ্বার পালদিগকে তাঁহার আগমন বৃত্তান্ত রাজগোচর করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর অনুমত্যনুসারে হাসনবান্থ সম্রাট সমীপে উপনীত হইয়া সে সমস্ত উপহার প্রদান করত তাঁহাকে বহু প্রকারে স্তব ও প্রণাম করিলেন। সম্রাট হাসনবান্থর রাজভক্তি ও পরমোৎকৃষ্ট দ্রব্যজাত দর্শনে চমৎকৃত ও পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিকটে বসাইলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার বৃত্তান্ত ও রাজসমীপে আগমনের

কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন হাসনবানু সজল নেত্রে করযোড় পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আমি এক সদাগরের পুত্র। আমার দুঃখের কথা আর কি কহিব? একদা বাণিজ্যার্থে জল পথে ভ্রমণ করিতে করিতে দুর্ব্বিপাকবশতঃ বাণিজ্য তরী জলমগ্ন হওয়ায় আমার অনেক সম্পত্তি বিনষ্ট হয় এবং ঐ পোতে আমার পিতা অবস্থিতি করিতেন, সুতরাং সেই সময়ে তিনিও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। এক্ষণে আমার আর উপায়ান্তর নাই, আমি এক্ষণে অনাথ হইয়াছি। সম্প্রতি আপনার বদান্যতা শ্রবণ করিয়া আপনার রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছি এবং আমার অবশিষ্ট সমস্ত সম্পত্তির সহিত আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম, আপনি আমাকে আশ্রয় ও অভয় দানে রক্ষা করুন। আমি আপনার রাজ্যে অবস্থিতি করিয়া আপনার সীমান্তর্ব্বর্ত্তী অতি দূরস্থ এক পতিত স্থানে নগর নির্ম্মাণ করিতে বাসনা করি, এক্ষণে আপনি আমাকে তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিলে আমি চরিতার্থ হই।

অতঃপর সম্রাট, হাসনবানুর এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং কহিলেন, বৎস! তোমার কোন চিন্তা নাই। আমি অদ্য হইতে তোমাকে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিব। তুমি এখানে পরমসুখে অবস্থিতি কর, ও তোমার যাহা অভিরুচি তুমি তাহাই কর, এবং তুমি আমার রাজ্যের সীমান্তর্ব্বর্ত্তী স্থানে কোন মনোমত নগর নির্ম্মাণ কর। বহুদূরে থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই। আমি তোমাকে আমার এই রাজ্যের নিকটেই এক নগর সংস্থাপনের আদেশ দিলাম, তুমি মনোসুখে তাহা নির্ম্মাণ করত তথায় অবস্থিতি কর। তখন হাসনবানু করযোড় পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিলেন, মহারাজ! আমি এক্ষণে যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছি সেই স্থান এখান হইতে কিঞ্চিৎ দূর বটে, কিন্তু তথাকার জল বায়ু আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে অতিশয় উপকারক ও অত্যন্ত প্রীতিকর, অতএব আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে সেই স্থলেই নগর নির্ম্মাণের আদেশ করুন। আর হে রাজন! পূর্ব্বে আমি রহিম নামে বিদিত ছিলাম এক্ষণে আপনি আমার অপর এক নামকরণ করুন যেন আমি অদ্যাবধি সেই নামেই বিদিত হইব। অনন্তর সম্রাট ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমার নাম মাহারুসা রাখিলাম এবং তুমি যে নগর নির্ম্মাণ করিবে, সেই নগরের নাম সাহাবাদ রাখিবে। এই কথা বলিয়া সম্রাট শিল্পকরগণকে ডাকাইয়া মাহারুসার মনোমত করিয়া এক অপূর্ব্ব নগর নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিলেন।

অতঃপর হাসনবানু সম্রাটের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে, সম্রাট কহিলেন, বৎস! পুনর্ব্বার তোমারসহিত আবার আমার কখন দেখা হইবে? আমি তোমাতে বড়ই প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব তুমি আমার সহিত পুন

ন শীঘ্র সাক্ষাৎ করিবে। হাসনবানু তাহাতে যে আজ্ঞা বলিয়া প্রণাম করত বালকগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

হাসনবানুর নূতন নগর নির্ম্মাণ।

এদিকে হাসনবানু স্ব-স্থানে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক শিল্পকর ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণকে আহ্বান করত শীঘ্র নিজের বাসোপযোগী এক অপূর্ব্ব অট্টালিকা ও মনোরম এক নগর নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিলেন। তখন কারিগরেরা আজ্ঞামতে গৃহ ও নগর নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিল। এই সময়ে হাসনবানু মধ্যে মধ্যে সুযোগ মতে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। অনন্তর অল্প কালেই নগর নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা হইলে হাসনবানু স্বেচ্ছামত ও যোগ্যতা বিবেচনায় কারিকরগণকে যথেষ্ট পারিতোষিক প্রদান করত পরমানন্দে বিদায় করিলেন। এ দিকে ক্রমে ক্রমে তথায় অনেক লোক আসিয়া বসবাস করিতে লাগিলে, সেই নগর জনতাপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং অতি অল্পকাল মধ্যেই তথায় বহু সংখ্যক প্রজার আবাস ভূমি হইয়া উঠিল। হাসনবানু সম্রাটের আজ্ঞামতে সেই নগরের নাম সাহাবাদ রাখিলেন।

একদা হাসনবানু সম্রাটের নিকট গমন করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন যে, তিনিও আপন গুরু দর্শনে গমন করিতেছেন। সম্রাট, যাত্রাকালে হাসনবানুকে আগত দেখিয়া বড়ই পুলকিত হইলেন এবং কহিলেন, বৎস! আমি এক্ষণে গুরু দর্শনে গমন করিতেছি। আমার গুরু অতি পবিত্র চরিত্র ও পরম ধার্ম্মিক এবং মহাপুরুষ, তাঁহার পাদপদ্ম দর্শন করিলে বড়ই পুণ্য হয়। অতএব যদি ইচ্ছা থাকে তবে, তুমিও আমার সহিত আইস। অনন্তর হাসনবানু মনে মনে ইচ্ছা না থাকিলেও সম্রাটের মনোরক্ষার নিমিত্ত তাহাতে সম্মত হইলেন ও তৎক্ষণাৎ কহিলেন, মহারাজ! আমার কি এমন সৌভাগ্য হইবে, যে আমি আপনার এতাদৃশ গুরুচরণ সন্দর্শন করিয়া জীবন সার্থক, জন্ম সফল ও আত্মাকে চরিতার্থ করিব? এই বলিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে সেই সন্ন্যাসীর গৃহে উপনীত হইয়া রাজা, অতি ভক্তিভাবে সন্ন্যাসীর চরণ বন্দন করিলেন; এবং ঐ দুরাত্মার মুখ দর্শন মাত্রেই কোপ ও ঘৃণা বশতঃ হাসনবানুর মন বিচলিত হইয়া উঠিল। সেই পাপিষ্ঠের মুখ দর্শন করিলেও অধর্ম্ম আছে, এ জন্য তাহার মুখ দর্শন করিতে অনিচ্ছা থাকিলেও তাহার দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল দিতে হইবেক, এই বিবেচনায় তখন মনের ভাব গোপন করিয়া তাহাকে প্রণাম করিলেন। পরিশেষে সম্রাট হাসনবানুর হস্তধারণপূর্ব্বক গুরুর সহিত তাহার পরিচয় করিয়া দিলেন যে, এই মাহারসা অতি সাধু, সচ্চ-

রিত্র, ধীর, পণ্ডিত, বিচক্ষণ ও আমার পালিত পুত্র ; আমি ইহাঁকে অতিশয় স্নেহ করিয়া থাকি, আর ইহার গুণের প্রশংসা অধিক আর কি কহিব, আপনি ইহাঁতে প্রসন্ন হইয়া কায়মনোবাক্যে ইহাঁকে আশীর্ব্বাদ করুন। অতঃপর নানাপ্রকার মিষ্টালাপে সময়াতিপাত হইতেছে, এমন সময় হাসনবান্থ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল যে, এই দুরাত্মা সন্ন্যাসীর নিমিত্ত সম্রাট আমাকে দেশান্তরিত করেন, ইহারই জন্য আমাকে এত কষ্ট এত যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছে, অতএব এইবার কোন সুযোগে আমি উহার দুষ্কর্ম্মের সমুচিত দণ্ডবিধান করিব। হাসনবান্থ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সম্রাট ঐ সন্ন্যাসীর নিকট হইতে বিদায় প্রার্থনা করিলেন, সেই অবকাশে হাসনবান্থ অমনি কৃত্রিম ভক্তিসহকারে করযোড় পূর্ব্বক সন্ন্যাসীর বিস্তর স্তব স্তুতি করিলেন এবং বিশেষ অনুরোধের সহিত এক দিবস নিজ আলয়ে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া বিস্তর অনুরোধ করিলেন। সন্ন্যাসী তাহাতে পরম পরিতুষ্ট হইয়া অশিষ্যে তাঁহার আলয়ে যাইতে স্বীকৃত হইলেন।

অনন্তর সম্রাটের সহিত গমন করিতে করিতে হাসনবান্থ তাঁহাকে কহিলেন, ধর্ম্মাবতার ! সন্ন্যাসীর আশ্রম হইতে আমার নগর অনেক দূর, এ প্রযুক্ত তথায় গমন করা তাঁহার পক্ষে অতিশয় ক্লেশজনক হইয়া উঠিবে, অতএব বরজক নামে যে এক সদাগর আপনার রাজ্যে বাস করিত, শুনিয়াছি এক্ষণে তাহার গৃহ শূন্য ও অবরুদ্ধ আছে, অতএব যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া সেই গৃহ একবার আমাকে ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে আমি চরিতার্থ হই। তখন সম্রাট তাহাতে উত্তর করিলেন, বৎস ! তুমি বরজক সদাগরের বাটীর বিষয় কিরূপে অবগত হইলে তাহা আমাকে বল ? তখন হাসনবান্থ উত্তর করিলেন, মহারাজ ! সেই বরজক সদাগরের কতিপয় ভৃত্য এখন আমার নিকট অবস্থিতি করিতেছে, আমি তাহাদেরই নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি। তখন সম্রাট সেই কথাতেই পরিতুষ্ট হইয়া জনৈক ভৃত্যকে আহ্বান করত বরজক সদাগরের গৃহ, হাসনবান্থর নিমিত্ত উদ্ঘাটন করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া স্ব স্থানে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

এদিকে হাসনবান্থ রাজাজ্ঞা পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ ভৃত্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই গৃহোদ্দেশে যাত্রা করিলেন এবং কিয়ৎকাল পরেই তথায় উপনীত হইয়া স্বীয় জনক জননীর শোক জাগরূক হওয়াতে রোদন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে কোনমতে শোক সম্বরণ পূর্ব্বক ভৃত্যগণকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও যথোপযুক্ত সামগ্রী দ্বারা সুসজ্জিত করিতে আ করিয়া তথা হইতে নিজ নূতন নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পরে ধাত্রীকে ডাকিয়া সমস্ত বিষয় তাহার গোচর করিলেন, এবং তা

বহু মূল্য দ্রব্যজাত সংগ্রহ করিয়া আপন পৈতৃক বাটীতে লইয়া যাইতে অনুমতি করিলেন ও অপরাপর ভৃত্যবর্গকেও প্রয়োজনমত যথাযোগ্য আয়োজনের অনুমতি দিয়া আপনি সম্রাটের নিকট পুনর্ব্বার উপনীত হওত তাঁহাকে যথাযোগ্য বন্দনান্তে কহিলেন, রাজন। কল্য মধ্যাহ্নে আমি সেই শ্রদ্ধাস্পদ সন্ন্যাসীকে ভোজন করাইতে মানস করিয়াছি, এক্ষণে আপনার অনুমতির অপেক্ষা। আমি আপনার নিতান্ত আশ্রিত ও অনুগত এবং সর্ব্বদাই নিকটে থাকিয়া আপনার পদ সেবা ও আজ্ঞা বহন করিতে আমার ইচ্ছা হয়। আর আমি ঐ বহজক সদাগরের বাটীতে কিছুকাল বাস করিয়া আপনার সহবাস সর্ব্বদা লাভ করিতে বাসনা করি। অতএব এক্ষণে তাহাকে আপনার যাহা অভিরুচি হয় তাহা প্রকাশ করিয়া এই অধীনকে চরিতার্থ করুন।

অনন্তর সম্রাট কহিলেন, বৎস। আমি তোমাতে পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছি ও তোমার প্রতি সর্ব্বদাই সুপ্রসন্ন আছি। অতএব আমি তোমাকে হৃষ্টচিত্তে অনুমতি দিতেছি যে, তোমার যাহা ভাল বিবেচনা হয় তাহাই কর, ও যথায় যেরূপ বাস তোমার অভিপ্রেত, তুমি তথায় সেইরূপেই মনের সুখে অবস্থিতি কর, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। তখন হাসনবান্নু হৃষ্টচিত্তে আপন আলয়ে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, সেই সন্ন্যাসীকে পর দিবস মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়া এক পত্র প্রেরণ করিলেন ও নানাবিধ রসনা রঞ্জক উপাদেয় (খাদ্যসামগ্রী) আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন।

পরদিবস যথা সময়ে সন্ন্যাসী আপন চত্বারিংশ শিষ্য (চেলা) সমভিব্যাহারে পূর্ব্বমত স্বর্ণ ও রৌপ্যের ইষ্টকোপরি পাদ বিক্ষেপ দ্বারা চলিতে চলিতে হাসনবান্নুর বাটীতে উপস্থিত হইল। হাসনবান্নু তাহাকে আগত দেখিয়া সাদর ও সমাদর পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া মণিময় পালঙ্কোপরি উপবেশন করাইলেন, এবং সুবর্ণ পাত্রে সজ্জিত দ্রব্যজাত সকল উপঢৌকনার্থ তাঁহার সম্মুখে আনয়ন করিয়া তাহা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তখন কিছুতেই তাঁহার সে অনুরোধ রক্ষা হইল না। যে হেতু ঐ সাধু সন্ন্যাসী তৎকালে কিছুতেই উহা গ্রহণ করিলেন না। পরিশেষে খাদ্যাদি প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে আহারার্থ প্রদান করিলে তিনি, দুই তিন গ্রাস মাত্র গ্রহণ করিয়া তৃপ্তি প্রকাশ করত অমনি আচমন করিলেন। পুরুষবেশ-ধারী হাসনবান্নু তখন তাঁহাকে আরও ভোজন করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি কহিলেন, বৎস! আমি মিতাহারী, অধিক ভোজন করি না। আমি বনচারী, ফলাহারী ও ভূতলশায়ী উদাসীন, অতএব আমার অধিক ভোজন কর্ত্তব্য নহে। এই বলিয়া তিনি মুখশুদ্ধি তাম্বুল গ্রহণ করত নিরস্ত হইলেন। তখন হাসনবান্নু যেন চমৎকৃত হইয়া কহিলেন,

আপনি কখনই সামান্য ব্যক্তি নহেন, আপনার সকলই অলৌকিক; এই বলিয়া তিনি পুনর্ব্বার যথাযোগ্য তাঁহার শিষ্যগণের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

এই অবসরে দুরন্ত সন্ন্যাসী মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল যে, অদ্য রাত্রে আমাকে মাহাবাণুর এই সকল অমূল্য রত্নজাত দ্রব্য ও অর্থ অবশ্যই অপহরণ করিতে হইবেক। আমি অদ্যই রজনীযোগে স্বশিষ্যে পরিবৃত হইয়া দস্যুবৃত্তি করত ইহার সমস্ত ধন ও রত্ন অবশ্যই লুণ্ঠন করিব। এই ভাবিয়া সে হাসনবানুর প্রতি বাহ্যিক সৌজন্য ও মিষ্টালাপ সহকারে তাঁহার বহুবিধ প্রশংসা করত তথা হইতে বিদায় হইয়া, আপন সঙ্গীগণকে কহিল দেখ, অদ্য আমি অবশ্যই মাহাবাণুর এই সমস্ত রত্নরাজী অপহরণ করিব; অতএব তোমরা সকলে অদ্য রজনীযোগে প্রস্তুত থাকিবে। আমি যতক্ষণ ঐ সকল ধন আমার গৃহে আনয়ন করিতে না পারি, ততক্ষণ কিছুতেই আমার আনন্দ হইতেছে না। এই বলিয়া সে সকলকে উৎসাহিত করিয়া সজ্জিত করিল।

এদিকে হাসনবানু পুষ্পঘটনাশুনামাত্র ভণ্ডের সমস্ত অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন ... নগর রক্ষককে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিয়া দিলেন যে, অদ্য রাত্রি যোগে আমার গৃহে দস্যুগমন করিবে ... অতএব তুমি সাবধান ও সতর্ক থাকিয়া কার্য্য করিবে। যখন আমার বাটীতে রাত্রিতে কোন গোলযোগ শুনিতে পাইবে সেই সময়ে তুমি অপরাপর কোটাল সমভিব্যাহারে আসিয়া দুষ্টগণকে ধৃত করিবে। এই সময়ে হাসনবানু আপনদ্বার রক্ষক ও ভৃত্যগণকে কহিলেন, দেখ তোমরা সকলে অদ্য রজনীযোগে প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিও। অদ্য এখানে দস্যুগণ আমার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ও অপহরণ করিতে আসিবে, কিন্তু তৎকালে তোমরা তাহাদিগকে কিছুই বলিবে না। পরে যখন তাহারা তাহাদের কার্য্য সমাপন করিয়া প্রস্থানোন্মুখ হইবে, সেই সময়ে গোলযোগ আরম্ভ করিবে। আমি নগর রক্ষকের প্রতি এই সম্বন্ধে এক পত্র প্রেরণ করিয়াছি, তাহারাও সেজন্য সেই সময়ে সকলে প্রস্তুত থাকিবেক, এবং তোমাদের ইঙ্গিত মাত্র তাহারা ত্বরায় দস্যুদিগকে ধৃত ও বন্ধন করিয়া রাজসমীপে লইয়া যাইবে, অতএব তোমরা যথাযোগ্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। এই বলিয়া হাসনবানু অতি সতর্কিত ভাবে সেই গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার রক্ষক ও ভৃত্যেরা অতি সাবধানে লুক্কায়িত রহিল।

এদিকে ক্রমে রজনী অতি গভীর হইয়া উঠিল। সুতরাং সেই দ্বিপ্রহর রজনীর ঘোর অন্ধকারের মধ্যে সুযোগ বিবেচনায় সন্ন্যাসী হৃষ্টচিত্তে আপন চত্বারিংশ শিষ্য সমভিব্যাহারে হাসনবানুর মন্দিরে প্রবেশ করত উহার

বহুমূল্য দ্রব্য সকল ও সম্মুখে আর আর যাহা কিছু দেখিতে পাইল, সে সকলই আত্মসাৎ করিয়া প্রস্থান করিতে লাগিল এবং মূলসন্ন্যাসী স্বয়ং এক মনিময় ময়ুর লইয়া অগ্রগামী হইল। তখন হাসনবানুর ভৃত্যগণ উপযুক্ত সময় বিবেচনায় চীৎকার শব্দ করিলে, নগরপাল ইঙ্গিতক্রমে তৎক্ষনাৎ স্বদলে পরিবৃত হওত অতিশয় বুদ্ধির কৌশলে দুষ্টগণকে অপহৃত দ্রব্য সহিত বন্ধন করিয়া হাসনবানুর নিকটে উপনীত হইল। তখন হাসনবানু কহিলেন, নগরপাল! এই দুষ্টগণকে অদ্য কারাগারে অবরুদ্ধ করিয়া রাখ, পরে কল্য প্রত্যূষে মহারাজের সমীপে উপস্থিত করিও, এবং সেই সময়ে আমিও তথায় গমন করত দুরাত্মাগণের দৌরাত্ম্যমত প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা লইয়া নিশ্চিন্ত হইব। এই বলিয়া তখন তিনি নগরপাল গণকে যথেষ্ট পারিতোষিক প্রদান পূর্ব্বক বিদায় করিলেন।

রজনী প্রভাত হইলে সম্রাট গাত্রোত্থান করত নগরপালকে ডাকাইয়া গত রজনীর গোলযোগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে তাঁহাকে; দস্যুবৃত্তি সম্বন্ধীয় সকল কথাই আনুপূর্ব্বিকবর্ণন করিল এবং কহিল; রাজন্! আপনার রক্ষিত মাহারুসার গৃহে গত রাত্রে যে সকল দস্যুগণ উৎপাত, ও তাঁহার ধন অপহরন করিয়াছে, আমি সেই সকল অপহৃত দ্রব্য সহিত দুষ্টগণকে বন্ধন করিয়া কারাগৃহে রাখিয়াছি; যদি অনুমতি হয়, তবে এখনি তাহাদিগকে ঐ অবস্থায় এখানে আনয়ন করি। তখন সম্রাট ক্রোধে কম্পিত হইয়া তাহাদিগকে তথায় লইয়া আসিতে অনুমতি করিলে, নগরপাল তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা প্রতিপালন করিল।

এই সময়ে মাহারুসা-নামধারী হাসনবানু সেইরূপ পুরুষবেশে সম্রাটের নিকট উপনীত হইলেন, এবং করযোড়ে তাঁহাকে প্রণাম ও বন্দনা করত সম্মুখে বদ্ধপরিকর হইয়া দণ্ডায়মান থাকিলে, সম্রাট তাঁহাকে সাদরে নিজ পার্শ্বে উপবেশন করাইলেন, এবং কহিলেন। বৎস! এখানে তোমার আসিবার পূর্ব্বেই আমি সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি; অতএব তোমার কোন চিন্তা নাই। আমি দুষ্টগণকে যথেষ্ট দণ্ড দিতেছি, এই বলিয়া প্রতিহারীরপ্রতিদস্যুগণকে দরবারে উপস্থিতকরিতে আদেশ করিলেন। প্রতীহারী অমনি রাজাজ্ঞা শ্রবণমাত্র অতিশয় ব্যগ্র হইয়া নগর পালের সহিত দস্যুগণকে রাজসভায় উপস্থিত করিল। সম্রাট তখন সেই প্রধান দস্যুকে আপনার দীক্ষা-গুরুবলিয়া বিলক্ষণ চিনিতেপারিলেন। তৎকালে সেই গুরুর কণ্ঠে হাসনবানুর মনিময় ময়ুর শোভা পাইতেছিল; তিনি আপন চত্বারিংশ শিষ্যসহিত বন্ধনদশায় নগরপালের পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া শোভা পাইতে ছিলেন। সম্রাট তাহার এবম্প্রকার ব্যবহার দর্শনে চমৎকৃত হইয়া সক্রোধে কহিলেন; ইনি এক জন চমৎকার সন্ন্যাসী; সন্ন্যাসী বলিয়াই

উনি প্রচ্ছন্ন ভাবে সকলের চক্ষে ধুলি দিয়া দস্যুবৃত্তি করিয়া থাকেন, অতএব অবিলম্বে উহার প্রাণদণ্ড কর—আর এক মুহূর্ত্তও উহাকে জীবিত রাখা কর্ত্তব্য নহে, শীঘ্র ঐ নরাধমকে স্বদলে শূলে নিক্ষেপ করত বিনাশ কর। এই সময়ে ঐ উদাসীনের কটীদেশে লুক্কায়িত এক খানি নরবধোপযোগী শাণিত ছুরিকা সকলের নয়নগোচর হইলে, নগরপাল তাহা বল পূর্ব্বক বাহির করিয়া লইল। সন্ন্যাসী লজ্জায় আর একটীও কথা কহিতে পারিল না। সে তখন অবনত মস্তকে হস্ত দিয়া তথায় দণ্ডায়মান রহিল তখন সম্রাট অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন যে, এই নর-পিশাচের এই সমস্ত নিন্দনীয় কার্য্য ও দণ্ডাজ্ঞা এখনি নগরবাসীগণের গোচর কর যেন, ইহার দৃষ্টান্তে ভবিষ্যতে পাপাচরণের নিমিত্ত সকলেই ভীত হয় এবং এরূপ জঘন্য ব্যবহার করিতে আর যেন কেহই সাহস না করে। আর উহার গৃহে গমন করত উহার যাহা কিছু সম্পত্তি আছে তাহা এখনি আমার নিকট লইয়া আইস এবং মাহারুসার যে কোন সম্পত্তি এখন উহাদের নিকট আছে, তাহার এক তালিকা করিয়া সমস্তই উহাঁর গৃহে রাখিয়া আইস। সম্রাটের এইরূপ অনুমতি হইলে, পারিষদেরা তৎক্ষণাৎ সেইমত কার্য্য করিল, এবং ঘাতুকেরা দস্যুগণকে শূলে বসাইয়া বিনাশ করত রাজাকে তাহার সংবাদ প্রদান করিল।

অনন্তর হাসনবানু আপন অপহৃত বস্তু সকল পুনগ্রহণ না করিয়া আহ্লাদিত চিত্তে অতি ভক্তি সহকারে উহা সম্রাটকেই উপহার দিলেন। কিন্তু তিনি কোনমতেই তাহা গ্রহণ না করিয়া সে সকল উহাকেই প্রত্যর্পণ করিলেন। যাহা হউক, এই সময়ে হাসনবানু মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, সম্রাট আমাকে এখন অন্তরের সহিত যথেষ্ট স্নেহ করিয়া থাকেন, অতএব আর এইরূপ গোপন ভাবে ছদ্মবেশে বৃথা ক্লেশ করিয়া থাকিবার কোন আবশ্যক নাই। বিশেষতঃ এখন শত্রুসকলও বিনষ্ট হইয়াছে। অতএব এইবার কোন সূত্রে আত্ম প্রকাশ করিয়া একেবারেই নিশ্চিন্ত হই। হাসনবানু মনে মনে এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিয়া গলবস্ত্র হইয়া কর যোড়ে যেন সম্রাটকে অবসর মত কিছু বলিবার মানসে দণ্ডায়মান থাকিলেন। সম্রাট তখন তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, বৎস মাহারুসা! বোধ হয় তুমি আমাকে কিছু বলিবার মানস করিয়াছ? অতএব কি তোমার বক্তব্য বা প্রার্থনা তাহা অকুতোভয়ে আমার নিকট ব্যক্ত কর; তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। তখন হাসনবানু পুনর্ব্বার কহিলেন, রাজন! আমি ঐ সন্ন্যাসীকে পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিলাম। উহার নিমিত্ত আমাকে বিস্তর যন্ত্রনা সহ্য করিতে হইয়াছে, এবং উহার পাপের সমুচিত দণ্ড দিবার নিমিত্ত আমি নানা কৌশল উদ্ভাবন করিয়া,

এত দিনে তাহাতে কৃতকার্য্য হইলাম, কিন্তু যে কথা আমি আপনাকে গোপন করিয়াছিলাম। এখন আপনি আমাকে অভয় প্রদান করিলেন বলিয়া তাহা প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেছি। এই বলিয়া তাঁহার পিতার মৃত্যুকাল হইতে এবং এই পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনাই সম্রাটের নিকট আনুপূর্ব্বিক ব্যক্ত করিলেন। সম্রাট এই সমস্ত আকর্ণন করিয়া চমৎকৃত হইলেন ও তাঁহার বুদ্ধির বিস্তর প্রশংসা করিলেন, এবং কহিলেন। বৎসে! তুমি বরজক সদাগরের পুত্রী, ছদ্মবেশে আমার নিকট আসাতে আমি তোমার নাম মাহাকসা রাখিয়াছিলাম, এবং তোমাকে পুত্রবৎ স্নেহ ও রক্ষা করিয়াছিলাম, অতএব এখনও সেইরূপ তুমি আমার স্নেহের পাত্রী। তখন পুরুষবোধে তোমাকে যেরূপ পুত্রভাবে দেখিতাম ও রক্ষা করিতাম, এখন হইতে সেই রূপ কন্যার ন্যায় পালন ও রক্ষা করিব।

অনন্তর হাসনবানু তাঁহার ধন প্রাপ্ত, পুরুষবেশ ধারণ, ও নগর নির্ম্মাণ প্রভৃতি সমস্ত বিষয় তাঁহাকে বিজ্ঞাপন করিয়া কহিলেন, রাজন! যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার গৃহে এক দিবস স্বেচ্ছাক্রমে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন তবেই আমি চরিতার্থ হই, ও আপনাকে আমার সমস্ত ধন, গৃহ ও কর্ম্মাদি সকলই প্রদর্শন করিতে পারি। তাহাতে সম্রাট তৎক্ষণাৎ হৃষ্টচিত্তে সম্মত হইয়া কহিলেন, বৎসে! তুমি অতি বুদ্ধিমতী, তুমি অবলা রমণী হইয়াও আপনার বুদ্ধিপ্রভাবে শত্রু বিনাশ করত বহু যশ সঞ্চয় করিলে এবং নিজের ও প্রজাগণের ক্লেশ দূর ও আমার ভ্রম নিরাকরণ করিলে, অতএব তোমার আলয়ে যাইতে আমি কদাপি অসম্মত নহি। আমি এক্ষণে তোমাকে পূর্ব্ব হইতে আরও অধিক প্রীতি করিব। এজন্য বৎসে! আমি আমার রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়াও তোমার নগরে গমন করিব। তখন হাসনবানু পুলকিত হইয়া আপন আলয়ে প্রত্যাগমন করত ভৃত্যগণকে রাজসম্মানোপযোগী দ্রব্যাদি আহরণ করিয়া গৃহ, অলিন্দ, কক্ষ, উদ্যান, মন্দির ও রাজপথাদি সজ্জিত করিতে আদেশ করিলেন। ক্রমে সমস্ত সজ্জা ও আয়োজন সমাপন হইলে, দিবসদ্বয় পরেই সম্রাট হাসনবানুর আলয়ে আসিয়া উপনীত হইলেন। হাসনবানু সম্রাটকে আগত দেখিয়া দ্রুতপাদবিক্ষেপে আগমন করত অতিশয় যত্ন ও ভক্তি সহকারে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক হস্তধারণ করিয়া রত্ন খচিত দুগ্ধফেননিভ পালঙ্কোপরি উপবেশন করাইলেন। হাসনবানু স্বহস্তে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন, ও বহুবিধ অনুপম রত্ন ও মণিময় এক ময়ূর তাঁহাকে উপহার প্রদান করিলেন। সম্রাট ও সেই সমস্ত দর্শনে অত্যধিক চমৎকৃত হইলেন।

পরিশেষে হাসনবানু তাঁহাকে আপন ধন সম্পত্তি দেখাইবার নিমিত্ত সেই বৃক্ষমূলস্থ কূপ সন্নিধানে লইয়া গেলেন ও স্বপ্ন বৃত্তান্ত

সকল তাঁহার গোচর করিয়া সমস্ত সম্পত্তি তাঁহাকে দেখাইতে লাগিলেন। সম্রাট তদবলোকনে চমৎকৃত হইয়া হাসনবানুকে বহু প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন হাসনবানু করযোড় পূর্ব্বক তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিলেন, মহারাজ! এই সমস্ত ধন এখন আপনারাই অধিকৃত; অতএব আপনি ইহা গ্রহণ করুন। অতঃপর সম্রাটের আদেশ ক্রমে তাঁহার প্রধান পাত্র, রাজভৃত্যগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া সেই অন্ধকূপমধ্যে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু কোথাও কিছুই ধনরত্ন দেখিতে পাইলেন না। বরং তিনি তৎপরিবর্ত্তে তথায় কেবল বৃহৎ বৃহৎ ভয়ঙ্কর বিষাক্ত সর্প সকল দেখিয়া ভীত হওত তাহা সম্রাটের গোচর করিলেন। সম্রাট তাহাতে চমৎকৃত ও হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন।

এই সময়ে হাসনবানুও এই সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া অত্যন্ত ভীত ও আকুলা হইয়া পড়িলেন। তিনি মনে করিলেন বুঝি, তজ্জন্য সম্রাট কুপিত হইয়া আমার প্রাণনাশ করিবেন। এই ভাবিয়া হাসনবানু রাজসম্মুখে যোড়করে ও কম্পান্বিত কলেবরে দণ্ডায়মান থাকিলেন। ফলতঃ সম্রাট তখন তাঁহাকে ঐরূপ অবস্থায় দর্শন করিয়া তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন এবং কহিলেন, বৎসে! তুমি ভীত হইও না, আমা হইতে তোমার কোন আশঙ্কা নাই। এই সপ্ত কূপ মধ্যস্থ ধন রত্নাদি, জগদীশ্বর তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তোমাকেই (ইহা) উপভোগ করিতে দিয়াছেন, অতএব ইহা কখনই অন্যের উপভোগ্য নহে। এজন্য ইহা আমিও কখনই গ্রহণ বা ভোগ করিতে সমর্থ নহি ঈশ্বর কোপে উহা আমার ভাগ্যে কখনই ঐশ্বর্য্যরূপে পরিণত না হইয়া বরং বিষবৎ ফলউৎপন্ন করিবে, এবং এই উপস্থিত ঘটনার একমাত্র তাহাই কারন। অতএব এখন হইতে তুমি উহা অকুতোভয়ে ও পরমসুখে ভোগ কর, তাহাতে আমার কোন অধিকার বা আপত্তি নাই।

তখন হাসনবানু পুনর্ব্বার গলদশ্রু লোচনে যোড়হস্তে সম্রাটকে কহিল, মহারাজ! অতঃপর আমাকে এই সকল ধন ও রত্ন, ধর্ম্মপথে ব্যয় করিতে অনুমতি করুণ। সম্রাট কহিলেন, বৎসে! তোমার ধন তুমি ব্যয় করিবে, তাহাতে আর আমার অনুমতির অপেক্ষা কি? আমি অনুমতি দিতেছি যে, তুমি উহা স্বেচ্ছা সুখে ও অকাতরে ব্যয় কর; আমি তাহাতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইব না। তবে, তুমি স্ত্রীলোক, সুতরাং (সেজন্য) পাছে তোমার প্রতি কেহ অত্যাচার কিম্বা তোমার ধন অপহরন করে, এই আমার একমাত্র আশঙ্কা! যাহাহউক, এক্ষণে তুমি যে আমাকর্ত্তৃক সুরক্ষিতা; ইহা লোকসমাজে বিদিত করিবার নিমিত্ত আমার চিহ্নিত পতাকা তোমার এই নগরে প্রোথিত থাকিবেক, এই বলিয়া তিনি সেনাপতিকে কতিপয় সেনা সমভিব্যা-

হারে ঐ নগর রক্ষার ভারার্পণ করত অশ্বারোহণে নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

এদিকে হাসনবান্থ আপন ভৃত্যগণকে আদেশ করিলেন যে, যদি কোন (আগন্তু) পথিক, অতিথি বা পর্য্যটক কিম্বা দর্শক আমার এই নগরে আইসে তবে, তাহাদিগকে যথাযোগ্য স্থান পান, ভোজন ও শয়ন (শয্যা) যেন প্রদান করা হয়, এবং যে যাহা যাচ্ঞা করিবে, তাহাও যেন তাহাকে প্রদান করা হয়; কিম্বা যদি কোন আগন্তু ব্যক্তি অথবা বণিক বিপদাগ্রস্ত হইয়া আমার নগরে উপনীত হন, তবে তাঁহাকে গৃহে প্রত্যাগমনের জন্য যেন উপযুক্ত পাথেয়ও প্রদান করা হয়, আর যদি কেহ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ করেন তবে, তৎক্ষণাৎ তাহা আমার গোচর করিবে এবং যিনি যতদিন এই স্থানে অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাকে তত দিনই যেন পরম সমাদরে সেবা ও অশন বসনাদিদ্বারা যত্ন প্রকাশ করা হয়। এইরূপে আজ্ঞা প্রচার করিলে পর নানা দিক্‌দেশ হইতে ক্রমে ক্রমে বহু লোকের সমাগম হইতে লাগিল। এইকালে তাঁহার যশও সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। কালক্রমে ঐ জনশ্রুতিতে তাঁহার নগরে এক চিত্রকর আসিয়া উপস্থিত হইল। এই চিত্রকর খারাজাম নগরের রাজকুমার মণীরসাহের প্রেরিত। মণীরসাহা পরম সুন্দর, সুশীল ও সুশ্রী পুরুষ ছিলেন, এবং তাঁহার নানা শাস্ত্রেও অধিকার ছিল। এক্ষণে লোক পরম্পরায় তিনি অবিবাহিতা হাসনবান্থর রূপগুণ ও সদাব্রতের বিষয় শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে একবার দেখিতে মানস করেন। কিন্তু কি উপায়ে যে তাঁহাকে দেখিবেন, এই চিন্তা করিতে করিতে একদা ঐ চিত্রকরকে ডাকাইয়া হাসনবান্থর এক (প্রতিরূপ) আলেখ্য চিত্র করিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। সেও তাহাতে সম্মত হইয়া সাহাবাদ নগরের উদ্দেশে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল। ক্রমে কিয়ৎকাল পর্য্যটন করত সাহাবাদে আসিয়া উপনীত ও হাসনবান্থর সদাব্রতে আতিথ্য স্বীকার করিল। এইরূপে কিছুকাল পরে সে তথা হইতে ফিরিয়া আসিবার নিমিত্ত হাসনবান্থর নিকটে বিদায় প্রার্থনা করিলে, তিনি তখন তাহাকে সাদর সম্ভাষণে তাহার নাম, ধাম ও কার্য্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে সে আত্মপরিচয় প্রদান পূর্ব্বক কহিল, আমি চিত্র বিদ্যা ব্যতিরেকে আর কিছুই জানিনা। আমি, যাহার যে রূপ রূপ, তাহা একবার দেখিয়া অনায়াসে সেইরূপ অবিকল চিত্র করিতে পারি। অতঃপর হাসনবান্থ নিজের এক প্রতিমূর্ত্তি আপন গৃহে রাখিবার মানস করিয়া তাহাকে আদেশ করিয়া কহিলেন যে, তুমি আমার এক আখেল্য চিত্র কর, কিন্তু আমি তোমাকে আমার অঙ্গ কখনই প্রদর্শন করিব না। তখন চিত্রকর কহিল, আমি আপনার অঙ্গ না দেখিয়া কিরূপে আপনার প্রতিমূর্ত্তি চিত্র করিব? তবে

যদি আপনি আমার সম্মুখে থাকিতে একান্তই লজ্জিতা হয়েন, তাহা হইলে আপনি আপনার অট্টালিকার ছাদের উপর দণ্ডায়মান হউন, আমি নীচে জলপাত্র স্থাপনপূর্ব্বক জলোপরি আপনার ছায়া দেখিয়া আখেল্য প্রস্তুত করিব। এইরূপে সমস্ত অবধারিত হইলে; চিত্রকর অতিশয় মনোনিবেশ পূর্ব্বক হাসনবানুর অবিকল প্রতিরূপ চিত্র করিয়া দিল, এবং সেই আলেখ্য হইতে অপর একখানি চিত্র করিয়া আপনি গ্রহণ করিল। অনন্তর চিত্র দর্শনে হাসনবানু পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন, ও চিত্রকরকে যথেষ্ট পারিতোষিক প্রদানপূর্ব্বক সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন।

চিত্রকর হাসনবানুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া পুনর্ব্বার খারাজামে প্রত্যাগমন করিল এবং হাসনবানুর সেই (প্রতিরূপ) আলেখ্য লইয়া তথাকার যুবরাজ মণীরসাহের হস্তে অবনত মস্তকে সমর্পণ করিল। মণীরসাহ হাসনবানুর চিত্রাঙ্কিত রূপলাবণ্য দর্শনে বিমোহিত ও অধৈর্য্য হইয়া ধরাতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎকাল পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, যদি আমি প্রকৃত হাসনবানুকে দর্শন না করি তবে, আমার জীবন ধারণই বৃথা! যাহাহউক, এক্ষণে আমি কি উপায়ে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিব? পিতাকে এই সকল বিষয় অবগত করিলে, কি জানি, যদি তিনি সম্মত না হন, এই আশঙ্কায় একাকীই [illegible] অকুতোভয়ে ও পরমসুখে [illegible] কর, তাহাতে আর [illegible]

কোন অধিকার বা আপত্তি নাই।

তখন হাসনবানু পুনর্ব্বার গলদশ্রু লোচনে যোড়হস্তে সম্রাটকে কহিল, মহারাজ! অতঃপর আমাকে এই সকল ধন ও রত্ন, ধর্ম্মপথে ব্যয় করিতে অনুমতি করুণ। সম্রাট কহিলেন, বৎসে! তোমার ধন তুমি ব্যয় করিবে, তাহাতে আর আমার অনুমতির অপেক্ষা কি? আমি অনুমতি দিতেছি যে, তুমি উহা স্বেচ্ছা সুখে ও অকাতরে ব্যয় কর; আমি তাহাতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইব না। তবে, তুমি স্ত্রীলোক, সুতরাং (সেজন্য) পাছে তোমার প্রতি কেহ অত্যাচার কিম্বা তোমার ধন অপহরণ করে, এই আমার একমাত্র আশঙ্কা! যাহাহউক, এক্ষণে তুমি যে আমাকর্ত্তৃক সুরক্ষিতা; ইহা লোকসমাজে বিদিত করিবার নিমিত্ত আমার চিহ্নিত পতাকা তোমার এই নগরে প্রোথিত থাকিবেক, এই বলিয়া তিনি সেনাপতিকে কতিপয় সেনা সমভিব্যা-

অনুরোধ করিলে, তিনি কহিলেন, ভদ্রে! আমি খারাজামের রাজকুমার, আমার নাম মণীরসাহা। আমি সম্প্রতি আপনার বিষয় অবগত হইয়া এবং এক চিত্রকর হইতে আপনার ঐ অপরূপ রূপলাবণ্যবিশিষ্ট এক আলেখ্য দেখিয়া, অতিশয় অধীর ও আপনাতে নিতান্ত আসক্ত হওত এই সন্ন্যাসীর বেশে এখানে আগমন করিয়াছি। পাথেয়াদি অর্থে আমার কোন প্রয়োজন নাই; আমি কেবল আপনারই অভিলাষী। আপনার প্রেম আপনার হৃদয় লাভ করাই এখন আমার উদ্দেশ্য। আমি কেবল আপনার পাণিগ্রহণ অভিলাষে, আপন রাজ্যসুখে জলাঞ্জলি দিয়া; এই দারুণ কষ্ট সহ্য করত উদাসীনের বেশে এখানে আগমন করিয়াছি। অতএব আপনি ব্যতিরেকে আমার অন্য কোন ধরের প্রয়োজন নাই। এবং আপনাকে না পাইলেও আমি এই স্থান কদাপি পরিত্যাগ করিব না ও আপনার সম্মুখে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া সকল দুঃখ দূর করিব। তখন হাসনবানু কহিলেন, মহাশয়! এই সম্বন্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করা অতি সহজ কার্য্য হইতে পারে, কিন্তু আমাকে লাভ করা আপনায় পক্ষে অতিশয় সুকঠিন। যদি আপনি একান্তই আমাতে আসক্ত হইয়া আমার পাণিগ্রহণাভিলাষী হইয়া থাকেন, তবে আপনাকে প্রথমে আমার সপ্ত প্রশ্ন পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। যদি আপনি আমার সেই সপ্ত প্রশ্নের যথার্থ উত্তর করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে বিবাহ করিব। নতুবা আর আপনাকে এখানকার ত্রিসীমায় আসিতে দিব না। তখন মণীরসাহা তাহাতেই সম্মত হইয়া কহিলেন, ভদ্রে! আপনার সেই সমস্ত প্রশ্ন কি? তাহা আমার নিকটে প্রকাশ করিয়া বলুন। আমি তাহার সদুত্তর প্রদানে প্রস্তুত আছি। যদি আমি একান্তই আপনার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর করিতে না পারি, হইয়া সাহাবাদে আপনার উদ্দেশে তৎক্ষণাৎ এই রাজ্য আসিব কিয়ৎকাল পর্য্যটন করত সাহাবাদে আসিয়া উপনীত ও হাসনবানুর সদাব্রতে আতিথ্য স্বীকার করিল। এইরূপে কিছুকাল পরে সে তথা হইতে ফিরিয়া আসিবার নিমিত্ত হাসনবানুর নিকটে বিদায় প্রার্থনা করিলে, তিনি তখন তাহাকে সাদর সম্ভাষণে তাহার নাম, ধাম ও কার্য্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে সে আত্মপরিচয় প্রদান পুর্ব্বক কহিল, আমি চিত্র বিদ্যা ব্যতিরেকে আর কিছুই জানিনা। আমি, যাহার যে রূপ রূপ, তাহা একবার দেখিয়া অনায়াসে সেইরূপ অবিকল চিত্র করিতে পারি। অতঃপর হাসনবানু নিজের এক প্রতিমূর্ত্তি আপন গৃহে রাখিবার মানস করিয়া তাহাকে আদেশ করিয়া কহিলেন যে, তুমি আমার এক আলেখ্য চিত্র কর, কিন্তু আমি তোমাকে আমার অঙ্গ কখনই প্রদর্শন করিব না। তখন চিত্রকর কহিল, আমি আপনার অঙ্গ না দেখিয়া কিরূপে আপনার প্রতিমূর্ত্তি চিত্র করিব? তবে

কঠিন ব্যাপার মনে মনে চিন্তা করিয়া ম্লানমুখে কহিলেন, ভদ্রে! ইহা অতি কঠিন কার্য্য, আমার দ্বারা বোধ হয় কদাপি ইহা সাধিত হইবার নহে। যেহেতু সেই মনুষ্য কে? এবং কোথায় সে অবস্থিতি করে, তাহার আমি কিছু মাত্র অবগত নহি। অতএব আমি কিরূপে ও কোথা হইতে, ইহার অনুসন্ধান করিব? হাসনবানু কহিলেন মহাশয়! তজ্জন্য চিন্তা কি? আপনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞা হইয়া ঈশ্বরের চিন্তা করতঃ অনুসন্ধান করিতে প্রবর্ত্ত হইলেই অচিরকাল মধ্যেই তাহার সমস্ত তদন্ত জানিতে পারিবেন। আর যদি একান্তই তাহা না পারেন অথচ আমাতে ইচ্ছা থাকে তবে, পুর্ব্বেই বলিয়াছি যে; আপনি সেআশায় জলাঞ্জলিদিয়া স্বস্থানে প্রস্থানকরুন। মণীরসাহা কহিলেন, ভদ্রে! আমি আপনাকে না পাইলে কদাচই এস্থান পরিত্যাগ করিব না। বরঞ্চ এখানে অবস্থিতি করিয়া প্রাণত্যাগ করা শ্রেয়, তথাপি আর গৃহাভিমুখে কখনই প্রত্যাগমন করিব না। তখন হাসনবানু ঈষৎ কোপাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, নির্লজ্জ! প্রশ্নপূর্ণ ব্যতিরেকে কখনই তিলার্দ্ধকাল অবস্থিতি করিবার নিমিত্ত তুমি এখানে স্থানপ্রাপ্ত হইবে না। তাহা হইলে আমি তোমাকে অবমাননা করিয়া এস্থান হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিতে বাধ্য হইব। অতএব যদি মঙ্গল চাও তবে, হয় প্রশ্নানুসন্ধান করিয়া আমাকে বিবাহ করত পরমসুখে অবস্থিতি কর; নতুবা শীঘ্র স্ব ঘরে প্রস্থান করিয়া অপমানের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে সচেষ্ট হও। মণীরসাহা হাসনবানুর এইপ্রকার কটূক্তি সকল শ্রবণ করত অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং কহিলেন, ভদ্রে! আমি তোমার প্রশ্নের অনুসন্ধানে এখনই গমন করিব, আমি ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, হয় আমি এক বৎসরের, মধ্যে তোমার এই প্রশ্নের তথ্যানুসন্ধান করিয়া দিব, নতুবা তোমার আশয়ে জলাঞ্জলি দিয়াপ্রাণ পরিত্যাগ করিব;এখানে আর কদাপি প্রত্যাগমন করিব না। তখন হাসনবানু রোষাবেগ সম্বরণ পূর্ব্বক অতি সাদর সম্ভাষণে মণীরসাহাকে ভোজন করাইয়া উপযুক্ত পাথেয় প্রদান পুর্ব্বক মিষ্টালাপে পরিতুষ্ট করত বিদায় করিলেন। মণীরসাহা যাত্রাকালে পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

মণীরসাহের আরব্যদেশে গমন ও তথায় হাতেমের সহিত সাক্ষাৎ।

মণীরসাহা, হাসনবানুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া অতি দুঃখিতান্তঃকরণে সাহাবাদ পরিত্যাগ করত অতি নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ

করিলেন। সেই ভীষণ অরণ্য হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ, এবং সেই বন এত নিবিড় যে তথায় দিবসে রাত্র বলিয়া বোধ হয়। কারন তথাকার বৃক্ষপত্র সকল এত সংশ্লিষ্ট যে, তাহার কোন অংশেই দিবাকরের কিরণজাল ও বায়ু গমনের একেবারেই কোন পথ নাই, এমন কি, বৃক্ষসকল বায়ুদ্বারাসবলে তাড়িত ও পরিচালিত হইলেও তাহার মধ্যদিয়া আলোক গমনের সূচ্যগ্র প্রমান পরিসর পথও দুর্ল্লভ হইয়া থাকে। যাহা হউক, মনীরসাহা কোনমতে সেই বন অতিক্রম করিয়া, অনাহারে অতি কষ্টে হাসনবানুর লাভাকাঙ্ক্ষায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া ক্রমান্বয়ে উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে অতি কষ্টে সেই বন অতিক্রম করত প্রায় নগরের নিকটস্থ এক বনে উপনীত হইলেন। এবং তথায় অতিশয় ক্লান্ত বোধে এক বৃক্ষতলে উপবেশন পূর্ব্বক নিরন্তর চিন্তা ও রোদন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে আরব্য দেশাধিপতি তয়নন্দন হাতেম অশ্বারোহণে মৃগয়ার্থ সেই পথে গমন করিতে ছিলেন। হাতেম দুর হইতে ঐ বৃক্ষতলস্থ সশোক ও রোরুদ্যমান মনীরসাহাকে দেখিতে পাইয়া মনে মনে তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন যে, এই ব্যক্তি অবশ্যই কোন রাজপুত্র হইবে, কারণ ইহাঁর শরীরে রাজলক্ষণ স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু ইহাঁর এইরূপ অবস্থার কারণ কি, তাহা জানিতে হইবে; এই বলিয়া তিনি সত্বর তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! আপনি কে? আপনার নিবাস কোথায়? এবং কি নিমিত্তই বা আপনি এখানে এইরূপে দীনের ন্যায় একাকী রোদন করিতেছেন, তাহার যথার্থ কারণ আমাকে অবগত করুন? আমি ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া শপথ করিতেছি যে, যদি আমার সাধ্য হয়, তবে আমি অবশ্যই তাহার প্রতিকার করিব। অতএব আমাকে সমস্ত প্রকাশ করিয়া পরিতৃপ্ত করুন। মনীরসাহা কহিলেন, ভদ্র! আমার দুঃখের কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন? সে কথা শুনিলে বরং আপনারও অন্তঃকরণ ব্যথিত হইবে। আমার সেই কার্য্য মনুষ্যের অসাধ্য; অতএব তাহা শ্রবণে ক্ষান্ত হউন। হাতেম কহিলেন, মহাশয়! আপনার মনোদুঃখের কথা যতই কেন কঠিন হউক না, আপনি তাহা প্রকাশ করিয়া আমার উদ্বেগ দুর করুন। আমি পুনঃ পুনঃ আপনাকে সত্য করিয়া কহিতেছি যে, তাহা আমার সাধ্যায়ত্ত হইলে যেরূপেই হউক, আমি (তাহা) অবশ্য সম্পন্ন করিয়া আপনার দুঃখ দুর করিব। মহাশয়! যদি আপনার প্রচুর ধনে প্রয়োজন থাকে—যদি অপহৃত রাজ্য পুনর্গ্রহণের অভিলাষ থাকে—কিম্বা অপর কোন বস্তুর প্রতি আকিঞ্চন হয়, অথবা কাহারও প্রেমলাভে লালসা বা আমারই মস্তকে প্রয়োজন থাকে, তবে আপনাকে তৎক্ষণাৎ তাহাই দান করিতে আমি প্রতিশ্রুত হইতেছি। তখন মনীরসাহা কহিলেন, মহাশয়। আপ-

নাকে মহৎ ব্যক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে, অতএব আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতেই আমার যথেষ্ট লাভ ও উপকার হইয়াছে; আপনার মস্তকে আমার কোন প্রয়োজন নাই। আর আপনি করুন বা নাই করুন, বাক্য দ্বারাও যে আমাকে আশ্বস্ত করিলেন, ইহাই আমার যথেষ্ট লাভ ও পরম সৌভাগ্যকর। আপনার আশ্বাসিত বাক্যেও আমার দুঃখভার অনেক লাঘব বোধ হইতেছে। যাহাহউক, অতঃপর আমার দুঃখের কারণ শ্রবণ করুন। এই বলিয়া মনীরসাহা আপন পরিধেয় বস্ত্রমধ্য হইতে হাসনবানুর সেই আলেখ্য বাহির করিয়া হাতেমকে প্রদর্শন করিলেন ও তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরাগ থাকিলেও, কোনমতে তাঁহাকে লাভ করা তাঁহার পক্ষে নিতান্তই দুরূহ, এবং তাহাই তাঁহার অশ্রু বিসর্জ্জনের এক মাত্র কারণ বলিয়া নিরস্ত হইলেন। হাতেম সেই চিত্রপট অবলোকন করিয়া চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, কি চমৎকার রূপ মাধুরী! আমি এমন রূপবতী কামিনী আর কোথাও দেখি নাই ও ভূমণ্ডলে ঈদৃশ রূপ নিতান্ত অসম্ভব। যাহা হউক, আপনি যে এই কামিনীর লোকাতীত অনির্ব্বচনীয় রূপ লাবণ্যে মোহিত হইয়া এতাদৃশ দীনের ন্যায় দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছেন, এজন্য আমি আপনাকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত অবশ্যই তাঁহার নিকট গমন করত যে রূপেই হউক, তাঁহাকে সম্মত করিয়া আপনার কামনা পরিপূর্ণ ও দুঃখ দূর করিব। হাতেম এই বলিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করত তাঁহাকে আপন প্রাসাদে লইয়া গেলেন, ও তথায় তাঁহাকে রাজোচিত পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার প্রদান করিয়া তাঁহার সেইউদাসীনের পরিচ্ছদ দূরেনিক্ষেপ করিলেন। হাতেম দিবসত্রয় তাঁহাকে পরম সমাদর ও যত্নে আপন গৃহে রাখিয়া, পরদিন তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাতঃ মনীরসাহা! তুমি আর কিছুকাল এখানে অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা কর, কিম্বা আমাকে সত্বর তোমার কার্য্যানুরোধে গমন করিতে বল, তাহা আমার নিকট প্রকাশ কর? অতঃপর তিনি কহিলেন, যুবরাজ! আপনার যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা হয় এবং আমিও যাহাতে আশু এই বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া জীবন লাভ করিতে পারি, আপনি তাহাই করুন।

অনন্তর হাতেম আপন কর্ম্মচারী অমাত্যদিগকে সাবধানে রাজকার্য পর্য্যালোচনা ও রাজ্য রক্ষা করিতে বলিয়া মনীরসাহের সমভিব্যাহারে সাহাবাদে যাত্রা করিলেন।

হাতেম সাহাবাদে উপস্থিত হইয়া প্রথমে হাসনবানুর পান্থশালায় উপস্থিত হইলেন। তথায় হাসনবানুর ভৃত্যগণ তাঁহাদিগকে সেবা ও পরিচর্য্যা করিতে উপস্থিত হইলে তাঁহারা উহা গ্রহন করিতে অসম্মত হইলেন এই সময়ে ভৃত্যগণ সেই সকল বৃত্তান্ত হাসনবানুর গোচর করিলে, তিনি

তাঁহাদিগকে আপনার নিকটে আহ্বান করত, সেবা গ্রহণ না করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে হাতেম কহিলেন, শুভে! আমি ঐ সকল গ্রহণ করিবার নিমিত্ত এখানে আসি নাই,—আমি ভিক্ষুকের ন্যায় আপনার দান গ্রহণ করিতে এখানে আসি নাই, কেবল আপনার রূপ, গুণ ও কার্য্যাদির বিষয় শ্রবণ করিয়া আপনাকে দর্শন ও আপনার পাণি গ্রহণ করিবার জন্য রাজ্য, সম্পদ ও আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক এখানে আসিয়াছি। অতএব আপনি স্বেচ্ছাসুখে আপনার সমস্ত অবয়ব আমাকে প্রদর্শন করুন; পরিশেষে আপনার যাহা অনুজ্ঞা হইবে, তাহা আমি সম্পন্ন করিব। হাসনবানু কহিলেন, মহাশয়! আপনাকে উন্মত্ত ও মূঢ়ের ন্যায় দেখিতেছি। আপনি অগ্রে আমার সপ্ত প্রশ্নের প্রকৃত প্রত্যুত্তর প্রদান করুন। যদি আপনি সেই সকল প্রশ্নের সার মীমাংসা করিয়া দিতে পারেন তবে, আমি আমার শরীর মন আপনাকে দান করিব। নতুবা আপনার সকলই বিফলাশা জানিবেন। আমার সপ্ত প্রশ্নের অন্ত যে কেহই জানিয়া দিতে পারিবেন, আমি নিশ্চয় তাঁহারই পাণিগ্রহণ করিব, ইহার আর কদাচ অন্যথা হইবে না। তখন হাতেম কহিলেন, ভদ্রে! আপনার সেই প্রশ্ন সকল আমাকে বলুন, আমি তাহার সন্ধান করিয়া দিব এবং যখন আমাকর্ত্তৃক আপনার ঐ প্রশ্ন সকল পরিপূর্ণ হইবে তখন অবশ্যই আপনি নিশ্চয়ই আমার হইবেন ও আপনার উপর আমার সত্ত্বাধিকার থাকিবে, সুতরাং আমি আপনাকে সেই সময়ে যাহার হস্তে দান করিব তখন আপনাকে অবশ্য তাহারই পাণিগ্রহণ করিতে হইবেক। যদি আপনি আমার এই বাক্যে অনুমোদন করেন তবে, আমাকে আপনার প্রশ্ন শীঘ্র অবগত করুন; আমি যেরূপে হয় তাহার সন্ধান আনিয়া দিব। এইরূপে পরস্পরের বাক্যে পরস্পর স্বীকৃত হইলে, কিয়ৎকাল মিষ্টালাপে অতিবাহিত হইল ও পরিশেষে ভোজনাদি সমাপন পূর্ব্বক শয়ন করিলেন। পরদিবস প্রাতঃকালে হাতেম, সহোদরবৎ স্নেহ প্রকাশ পূর্ব্বক মণীরসাহাকে হাসনবানুর নিকটে রাখিয়া কহিলেন, শুভে! যাবৎ আমি প্রশ্নান্বেষণপূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত না হই তাবৎ আপনি, দয়া করিয়া ইঁহাকে এখানে রক্ষা করুন; আর আপনার সেই প্রশ্ন আমার গোচর করুন। তখন হাসনবানু তাহাতে সম্মত হইয়া হাতমকে কহিলেন, মহাশয়! কোন এক ব্যক্তি, একবার যাহা দেখিয়াছে; তাহা পুনর্ব্বার তাহার দেখিতে ইচ্ছা আছে। তাহারই বৃত্তান্ত আমাকে আনিয়া দাও; এই আমার প্রথম প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর পাইলে আমি ক্রমে ক্রমে আপনাকে অপর প্রশ্ন সকল বলিব। অতএব ত্বরায় এই প্রথম প্রশ্নের বৃত্তান্ত জানিয়া আসুন। অনন্তর হাতেম এই কথা শ্রবণ করিয়া ঈশ্বরধ্যান করত তথা হইতে বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন।

হাসনবান্থর প্রথম প্রশ্ন অন্বেষণে হাতেমের যাত্রা।

হাসনবান্থর নিকট হইতে বিদায় লইয়া হাতেম মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কোথায় গমন করিলে আমি এই প্রশ্নের তদন্ত জানিতে পারিব? ইহা অতি দুরূহ কার্য্য। যাহা হউক, যখন আমি পরের উপকারার্থে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তখন করুণাময় পরমেশ্বর অবশ্যই আমাকে সে বিষয়ে সাহায্য করিবেন। দৈববল ব্যতিরেকে মনুষ্য কখনই নিজবলে বলী হইতে পারে না। এই ভাবিয়া মনে মনে পরমেশ্বরকে চিন্তা করত তথা হইতে ক্রমান্বয়ে অনেক স্থল পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তিনি এক নিবিড় স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, তথায় একটীও প্রাণী নাই, এবং তথাকার পথ সকল এরূপ বক্র যে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। যাহাহউক, এই প্রকারে তিনি কিয়দ্দূর গমন করিয়া তথায়, প্রাণভয়ে পলায়নপর এক গর্ভিণী হরিণীকে নয়নগোচর করিলেন ও তাহার পশ্চাতে এক ভয়ঙ্কর শার্দ্দূল, তাহার বিকৃত মুখ ব্যাদান করিয়া উহাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অতি বেগে ধাবিত হইতেছে। ব্যাঘ্র যে সময়ে লম্ফন সহকারে হরিণীর পৃষ্ঠদেশে পতিত হইয়া তাহার গ্রীবা আক্রমণ করিবে, সেই সময়ে হাতেম তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ওহে! তুমি এমন কুকর্ম্ম আর কদাপি করিও না। তাহাতে তোমাকে নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইতে হইবে। হিংসাদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ এবং পণ্ডিতেরা "অহিংসাই পরম ধর্ম্ম" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অতএব তুমি এই গর্ভিণী হরিণীকে পরিত্যাগ কর। তখন ব্যাঘ্র কহিল, মহাশয়! আপনি কে? আপনার নাম কি হাতেম? তাহাতে হাতেম কহিলেন; তুমি আমাকে হাতেম বলিয়া কিরূপে জানিলে? ব্যাঘ্র কহিল মহাশয়! ইতিপূর্ব্বে আমি শুনিয়াছিলাম যে পৃথিবীতে হাতেম নামে কোন এক মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিবেন, তিনি অতি সাধু, সুশীল ও সচ্চরিত্র হইবেন। তিনি জন্মাবধি সাধ্যমত পরোপকারব্রত অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যটন করিবেন। এখন আপনার এতাদৃশ দয়ার ভাব দর্শনে আমি চমৎকৃত হইয়া আপনাকেই সেই হাতেম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি। নতুবা ঈদৃশ দয়া প্রকাশ অন্যের পক্ষে নিতান্তই অসাধ্য। যাহাহউক, এক্ষণে আমি আপনার কথানুযায়ী এই হরিণীকে পরিত্যাগ করিলাম, কিন্তু আমি সম্প্রতি ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছি, অতএব আপনার সহিত যদি মাংসাদি কোন খাদ্য সামগ্রী থাকে, তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা আমাকে প্রদান করত আমার ক্ষুৎপিপাসা দূর করুন। তখন হাতেম কহিলেন, হে শার্দ্দূল! আমার নিজ শরীরের মাংস ব্যতীত আমার নিকট আর কোন মাংসই নাই;

অতএব তুমি আমার গাত্রের যে কোন স্থানের মাংস ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা আমাকে বল; আমি সেই মাংস এখনিই তোমাকে প্রদান করিব। ব্যাঘ্র কহিল, মহাশয়! শরীরের মধ্যে উরুদেশের মাংসই অধিক ও প্রীতিকর, অতএব আমাকে তাহাই প্রদান করুন।

অনন্তর হাতেম এই কথা শ্রবণ মাত্র অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক আপন উরুদেশ হইতে মাংস কর্ত্তন করিয়া সেই ব্যাঘ্রকে প্রদান করিলেন। ব্যাঘ্র তাহাতে তৃপ্তিপূর্ব্বক আপন উদর পূর্ণ করিয়া হাতেমকে, (তাঁহার) একাকী ঐরূপ ভ্রমণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, হাতেম তাহাকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন, এবং কহিলেন যে, আমি হাসনবানুর সেই প্রথম প্রশ্নের উদ্দেশে একাকী নির্গত হইয়াছি; জানি না, কোথায় গমন করিলে আমি সেই প্রশ্নের সন্ধান প্রাপ্ত হইব? কোন্ দেশে ও কি নিমিত্ত এক ব্যক্তি "একবার দেখিয়াছি অথচ পুনর্ব্বার দেখিবার ইচ্ছা আছে" বলিয়া রোদন করে? আর সেই ব্যক্তিই বা কে? পরোপকারার্থে আমি ঈশ্বর স্মরণ করিয়া সম্প্রতি তাহার সন্ধানে একাকী বিনির্গত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি কি তাহার কোন বিষয় কিছুমাত্র অবগত আছ? সে কহিল, মহাশয়! আমি তাহার সবিশেষ কিছুই অবগত নহি। তবে শুনিয়াছি যে, দোস্তহায়দা নামে এক অতি ভয়ানক স্থান আছে, সেই স্থলে কোন মনুষ্য ঐ কথা বলিয়া রোদন করে; কিন্তু সে ব্যক্তি কে ও কিনিমিত্ত যে ঐরূপে রোদন করে, তাহারব্যাপার আমি কিছুই অবগত নহি। হাতেম কহিলেন, সেই দোস্তহায়দা কোথায়? ব্যাঘ্র কহিল, মহাশয়! সে স্থল অতি ভয়ানক ও মনুষ্যের নিতান্ত অগম্য; তথাপিও সেই স্থলে গমনের পথ আমি আপনাকে দেখাইয়া দিতেছি, পরে আপনি নির্ণয় করিয়া সেই অভিলষিত প্রদেশে অতি সাবধানে গমন করুন। এই স্থল হইতে কিয়দ্দূর গমন করিলে, প্রথমে দুইটী প্রচলিত পথ আপনার নয়নপথে নিপতিত হইবে তখন আপনি, আপনার দক্ষিণ সীমাস্থ পথ অবলম্বনে তথায় গমন করিবেন। এই বলিয়া ব্যাঘ্র ও হরিণী তথা হইতে প্রস্থান করিলে, হাতেমও দোস্তহায়দার উদ্দেশে গমন করিলেন।

শৃগালের বিবরণ।

হাতেম গমন করিতে করিতে আপন উরুদেশের পীড়ায় কাতর হইয়া এক বনমধ্যে কোন বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া রহিলেন। সেই স্থলে এক শৃগাল ও শৃগালী সহসা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া, শৃগালী শৃগালকে কহিল, দেখ,

কোথা হইতে এই মনুষ্য আসিয়া আমাদের এই বনে শয়ন করিয়া আছে, অতএব ইহার ভয়ে এখন আমাদের আর নিঃশঙ্ক হৃদয়ে এখানে অবস্থিতি করা অতিশয় সুকঠিন হইবে, সুতরাং (এখন আমাদিগের এই বন পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্রে বাস করাই বিধেয়। তখন শৃগাল তাহাকে কহিল প্রিয়ে! ইহাঁ হইতে আমাদিগের কোনই আশঙ্কা নাই। ইনি বড় সামান্য পুণ্যবান বক্তি নহেন। ইহাঁর নাম হাতেম। সম্প্রতি পরোপকারার্থে ইনি দোস্তহায়দায় গমন করিতে ছিলেন, কিন্তু আপন উরুদেশের পীড়ায় অত্যন্ত কাতর হইয়া এখানে শয়ন করিয়া আছেন। তখন শৃগালী পুনর্ব্বার কহিল, তুমি ইহাঁকে হাতেম বলিয়া কিরূপে চিনিলে? সে কহিল, আমি পূর্ব্বে পণ্ডিতগণের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, পৃথিবীতে হাতেম নামে কোন এক মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিবেন। কালক্রমে তিনি পরোপকারার্থে ভ্রমণে বিনির্গত হইয়া এইবনে ও এই বৃক্ষতলে আসিবেন। এক্ষর্ণে সেই সময় উপস্থিত হওয়াতে তিনি এখানে আসিয়াছেন। শৃগালী কহিল, এই মহাত্মা হাতেম কে? ইহাঁর কার্য্যই বা কি? শৃগাল কহিল, প্রিয়ে! ইনি আরব্যদেশের সম্রাট, এবং পরোপকার করাই ইহাঁর কার্য্য। ইনি নিরন্তর ঈশ্বরোপাসনায় কালক্ষেপ করিবেন। কথিত আছে যে, ইনি বহুক্লেশেও কাতর না হইয়া কেবল ধর্ম্মপথে বিচরণ করিবেন এবং ধর্ম্ম জনিত বহু কষ্ট স্বীকার করিলে, করুণাময় পরমেশ্বর ইহাঁকে আপন স্বর্গীয় আশ্রয়ে রক্ষা করিবেন। শৃগালী কহিল, স্বামিন্! ইনিই যদি তয় রাজ্যের অধীশ্বর, তবে ইনি এখানে এ অবস্থায় কি নিমিত্ত পতিত আছেন? তখন শৃগাল, তাহাকে হরিণী ও ব্যাঘ্র সম্বন্ধীয় ঘটনা সকল বর্ণন করত কহিল, শৃগালি! সেই গর্ভবতী হরিণীর প্রাণ রক্ষা ও ব্যাঘ্রের ক্ষুধা নিবারণার্থে ইনি আপন শরীরের মাংস প্রদান পূর্ব্বক এক্ষণে যন্ত্রণায় অত্যন্ত কাতর হইয়া এখানে শয়ন করিয়া আছেন। তখন শৃগালী তাহাতে অত্যন্ত দুঃখিত ও কাতর হইয়া শৃগালকে কহিল, নাথ! নরলোকে ইহাঁর ন্যায় পরোপকারী ও দয়ালু আর নাই। পরের উপকারের নিমিত্ত যে আপন প্রাণ দান করে, এরূপ ব্যক্তি এই ভূমণ্ডলে নিতান্তই বিরল। যাহাহউক, এক্ষনে ইহাঁকে কি সুস্থ করিবার আর উপায়ান্তর নাই যে, ইনি সেই ঔষধ প্রাপ্ত ও তদ্দারা আরোগ্য লাভ করত সুস্থ কলেবরে অভিলষিত প্রদেশে গমন করিতে সমর্থ হন? শৃগাল কহিল, প্রিয়ে! দোস্ত মাজেন্দন নামে এক দেশ আছে, তথায় পরী নামে কোন এক প্রকার প্রাণী বাস করে। কথিত আছে যে, মনুষ্যের ন্যায় তাহাদের সুন্দর মুখাকৃতি ও ময়ূরের ন্যায় তাহাদের শরীর অতি সুচিকণ; ফলতঃ, জীবমধ্যে তাহারা পরম সুন্দর। নৃত্য গীতাদির দ্বারা সুরগণকেও তাহারা বিমোহিত করিয়া থাকে, এবং তাহারা

বড় রতি প্রিয়, এজন্য অনেকে তাহাদিগকে লইয়া বিহার (রসক্রীড়া) করিয়া থাকে। যাহাহউক, যদি কেহ সেইরূপ কোন এক সুদুষ্প্রাপ্য পরীর মস্তকস্থ ঘৃত আনিয়া উহাঁকে প্রদান করে, তবে এখনিই উনি আরোগ্য লাভ করিতে পারেন, কিন্তু তাহা আনয়ন করা মনুষ্যের পক্ষে নিতান্ত অসাধ্য। তবে তুমি যদ্যপি এক সপ্তাহকাল এখানে অবস্থিতি করত অন্যান্য হিংস্র বন্যজন্তু সকল হইতে উহাঁর প্রাণ ও কায়া রক্ষা করিতে সমর্থ ও প্রতিশ্রুত হও, তবে আমি এখনি তথায় গমন করত সেই ঔষধ আনয়ন করিতে পারি। অনন্তর শৃগালী তাহাতে সম্মত হইলে শৃগাল তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিল। এবং শৃগালী, ঐরূপ লোকের উপকার করা বহু পুণ্য ফলের কারণ জানিয়া, হাতেমকে সেই সপ্ত দিবস অনাহারে ও অনিদ্রায় থাকিয়া রক্ষা করিতে লাগিল। এই কালে হাতেমও উহাদের পরস্পরের সমস্ত কথা বার্ত্তা শুনিতে পাইলেন, কিন্তু বাক্‌শক্তি রহিত হওয়া প্রযুক্ত তখন তাহাদের সহিত কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

এদিকে শৃগাল, তিন দিবস মধ্যে মাজেন্দান নগরে উপনীত হইয়া দেখিল যে, কোন এক পরী, বৃক্ষ তলে শয়ন করিয়া অকাতরে নিদ্রা যাই-তেছে। শৃগাল সুযোগ বিবেচনায় আপন তীক্ষ্ণ দন্ত ও নখরাঘাতে তাহার মস্তক ছেদন করত দ্রুতবেগে পলায়ন করিল এবং সপ্তম দিবসে আপন স্থানে আসিয়া উপনীত হইল। শৃগালী দূর হইতে শৃগালকে এক পরী-মুণ্ড আনয়ন করিতে দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইল এবং ত্বরায় শৃগালের নিকট হইতে সেই মস্তক গ্রহণ পূর্ব্বক ভগ্ন করত তাহা হইতে ঘৃত বাহির করিয়া হাতেমের ক্ষত স্থানে লেপন করিয়া দিলে, ক্রমে তাঁহার যাতনার উপশম হইয়া আসিল। অনন্তর তিনি গাত্রোত্থান করত কিয়ৎ-কাল পরমোপকারী শৃগাল ও শৃগালীর প্রতি একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করত কহিলেন, ওহে শৃগাল! তুমি আমার নিমিত্ত জীববিনষ্ট করিয়া আমার জীবন দান করত আমাকে চিরঋণগ্রস্থও বাধিত করিলে, কিন্তু এই জীব হত্যারমহা-পাপে আমাকে লিপ্ত হইতে হইল। শৃগাল কহিল, মহাশয়! সে জন্য আপ-নার কোন চিন্তা নাই, যে ব্যক্তি হত্যাকারী, শাস্ত্রমতে তাহারই পাপ হইয়া থাকে, অতএব তাহাতে আপনার আশঙ্কার কোন কারণই দেখি-না। আমি হত্যা করিয়াছি, ইহাতে আমারই পাপ হইবে। এইরূপে কথাকার্ত্তায় সময়াতিপাত হইলে ক্রমে হাতেম সুস্থ ও সবল কায় হইলেন, তাঁহার ক্ষত স্থান পূর্ব্বের ন্যায় সুদৃঢ় মাংসে পূর্ণ হইল। তখন তিনি শৃগালকে কহিলেন, ভাই! তুমি আমার এত উপকার করিলে, অতএব যদি তোমার কিছু আবশ্যক থাকে তবে আমাকে তাহা প্রকাশ করিয়া বল, আমি তাহা সম্পন্ন করিতে প্রস্তুত আছি। তখন শৃগাল কহিল, মহাশয়! এখান

হইতে কিয়দ্দূরে চোপকান নামে এক জন্তু আছে, তাহার শরীর অতি বৃহৎ ও তাহাকে দেখিতে অতিশয় ভয়ঙ্কর। সেই দুষ্ট যখন আমাদের সন্তান জন্মে, তখনই আসিয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করে। আমরা কোন রূপেই তাহার উপদ্রব সহ্য বা নিবারণ করিতে পারি না। অতএব আপনি যদি সেই দুষ্টের অত্যাচার হইতে আমাদিগকে নিষ্কৃতি দেন, তবেই আমরা উপকৃত ও মনের সুখে এখানে অবস্থিতি করিতে পারি। হাতেম কহিলেন, ভাই! তুমি আমাকে তাহার নিকট লইয়া চল, আমি এখনই তাহার প্রতিবিধান করিব।

অনন্তর শৃগাল, তথা হইতে ছয় ক্রোশ অতিক্রম করিয়া দূর হইতে হাতেমকে সেই জন্তুর আবাস দেখাইয়া দিয়া, আপনি তাঁহার পশ্চাতে লুক্কায়িত রহিল। হাতেম সেই জন্তুর গহ্বরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, সে জন্তু তথায় নাই; স্থানান্তরে আহারান্বেষণে গমন করিয়াছে। সুতরাং তখন তিনি তথায় বসিয়া তাহার প্রত্যাগমনের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সেই দুরাত্মা চোপকান তথায় আসিয়া হাতেমকে দেখিতে পাইল, এবং ক্রোধে চক্ষু দ্বয় রক্ত বর্ণ করিয়া কহিল, তুই কে? এখানে কি নিমিত্ত আসিয়াছিস শীঘ্র বল? এই নিবিড় অরণ্য, মনুষ্যের আবাস স্থল নহে, ইহা আমাদের ন্যায় ভয়ঙ্কর জীবের বাসস্থান। তুই কি সাহসে এখানে আইলি? ত্বরায় স্বস্থানে প্রস্থান কর; নতুবা এখনিই তোর প্রাণ নষ্ট করিব। হাতেম কহিল, ভাই! আমি এখানে বাস করিবার নিমিত্ত আসি নাই তবে, তোমার নিকটে আমার কিছু প্রয়োজন থাকাতে আমি এখানে আসিয়াছি; আমার কার্য্য শেষ হইলেই, আমি এখান হইতে স্থানান্তরে প্রস্থান করিব; অতএব তুমি মনের সুখে আপন বিবরে অবস্থিতি কর। আমাকে আর বিভীষিকা প্রদর্শনের কোন আবশ্যক নাই। দেখ, আমি জন্মাবধি কখনই কাহারও কোন অনিষ্ট করি না; সুতরাং সেই ধর্ম্মবলে আমার কাহারও প্রতি ভয় নাই ও কেহই আমাকে ভয় প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয় না। চোপকান কহিল দেখ, মনুষ্যের প্রতি আমার কখনই বিশ্বাস হয় না। অতএব যদি মঙ্গল চাও তবে, এখনও শীঘ্র এখান হইতে প্রস্থান কর, নতুবা আমি এই ক্ষণেই তোমার প্রাণ বধ করিব। হাতেম কহিলেন; ভাই! আমার প্রাণ বিনষ্ট করিলে তোমার কি লভ্য হইবে বল? বরঞ্চ হিংসা পাপে লিপ্ত হইয়া তুমিই নিরয়গামী হইবে। আত্ম জীবনে তোমার যেরূপ মমতা, পরকীয় জীবন সম্বন্ধেও তোমার সেইরূপ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। তোমাকে কষ্ট প্রদান করিলে তোমার যেরূপ পীড়া ও ক্লেশ অনুভব হয়, অপরেরও সেইরূপ হইয়া থাকে। তবে তুমি কি কারণে হিংসা ও

লোভের বশবর্ত্তী হইয়া অন্যায়রূপে নিরীহ ও নির্দ্দোষী শৃগাল শাবকগণের প্রাণ বধ কর। হাতেমের এই কথা শ্রবণ মাত্রে দুষ্ট চোপকান অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল; আমি এতক্ষণে বুঝিতে পারিলাম যে, সেই দুর্বৃত্ত শৃগাল স্বকার্য্য উদ্ধার সাধনের জন্য তোমাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছে। কিন্তু সে আমার পরম শত্রু, তাহার সহিত বিবাদ জন্য আমি অবশ্যই তাহার সন্তানগণকে বিনষ্ট ও ভক্ষণ করিব। তুমি তাহা কদাচই নিবারণ করিয়া রাখিতে পারিবে না। আর তোমাকেও সতর্ক করিয়া দিতেছি যে, তুমি তাহাদের শাবকগণের প্রাণ রক্ষা করিতে আসিয়া যেন আপন প্রাণ না হারাইয়া ফেল। আমি (এখনি) তোমাকে অগ্রে বিনাশ করিব ও তৎপরে তাহার সমস্ত সন্তান সন্ততি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রেই ভক্ষণ করিয়া আসিব। হাতেম কহিলেন, ভাই! তুমি আমাকে বিনাশ কর তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। তুমি আমার শরীরের মাংস লইয়া পরম সুখে উদর পূর্ণ ও ক্ষুধাগ্নি নির্ব্বাণ কর, তাহাতে আমি সন্তুষ্ট ও সম্মত আছি। কিন্তু অদ্যাবধি ভবিষ্যতে আর শৃগালশিশু বিনষ্ট করিও না। দেখ যে ঈশ্বর সর্ব্ব জীবের স্রষ্টা, অন্ন দাতা ও রক্ষা কর্ত্তা, আমি সম্প্রতি তোমাকে সেই ঈশ্বরের দিব্য দিয়া নিষেধ করিতেছি যে, তুমি আর উহাদের প্রতি অনিষ্টাচরণ করিও না।

অনন্তর সেই দুষ্ট চোপকান কিছুতেই নিবারণ মানিল না দেখিয়া হাতেম অত্যন্ত কুপিত হইলেন, এবং ঈশ্বরের দিব্য ও ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিলেও যখন সেই দুর্বৃত্ত অবহেলা ও অবমাননা করিল তখন, এ দুরাত্মা অতিশয় পাপাচারী ও পৃথিবীর ভারস্বরূপ বিবেচনা করিয়া, প্রতিফল দিবার নিমিত্ত বলপূর্ব্বক তাহাকে আক্রমণ করিলেন। দুষ্ট চোপকান তখন আত্মরক্ষা ও শত্রু বিনাশ বাসনায় সাধ্যমতে ত্রুটী করিল না, কিন্তু ধর্ম্মবলে প্রভূত বলশালী হাতেম তাহার গ্রীবাদেশ দৃঢ়রূপে ধারণ করত ভূমে তাহার মুখ ঘর্ষণ করিলে, সে নিস্তেজ ও নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িল। অতঃপর হাতেম মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই চোপকান যতই কেনপাপাচারী হউক না তথাপি, আমি কখনই ইহার প্রাণ বিনাশ করিব না, যেহেতু তাহা হইলে আমাকে জীবহত্যা পাপের ভাগী হইতে হইবে। পরন্তু দুষ্ট যখন ঈশ্বরের নামে অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছে তখন, অবশ্যই ইহার উচিত শিক্ষা দিবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ দণ্ড বিধান করা কর্ত্তব্য। হাতেম মনে মনে এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিয়া অস্ত্র বাহির করত তাহার সুতীক্ষ্ণ ও দীর্ঘ নখর এবং কঠিন দন্ত সকল কর্ত্তন করিয়া দিলেন। এইরূপ যুদ্ধে ও অস্ত্রাঘাতে পশু পীড়ন করিয়া হাতেম অত্যন্ত অনুতাপ ও ঈশ্বরের নিকট তজ্জনিত অপরাধের ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন। এই সময়ে চোপকান সবিনয় বচনে হাতে-

মকে কহিল, মহাশয়! আপনিযেএখন শৃগালের প্রতি সদয় হইয়া উহারউপকারার্থে আমাকে দন্ত ও নখর হীন করিলেন তবে,আমার আরআহারসঞ্চয়ের উপায় কি? হাতেম কহিলেন, জীবের আহার প্রদানের কর্ত্তা কেবল একমাত্র পরমেশ্বর, অতএব তুমি কায়মনে এখন হইতে কেবলমাত্র তাঁহাতেই নির্ভর করিয়া অবস্থিতি কর। এই সময়ে সেই শৃগাল আসিয়া তাহাকে কহিতে লাগিল, ভাই! তোমার কোন চিন্তা নাই। আমি যত দিন জীবিত থাকিব, প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, ততকালই নিত্য নিত্য তোমার নিমিত্ত খাদ্য আহরণ করিয়া দিব। অতঃপর হাতেম সন্তুষ্ট হইয়া শৃগাল ও শৃগালীর নিকট বিদায় গ্রহণ করত তথা হইতে প্রান্তর পথে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে সেই শৃগালী, শৃগালকে কহিতে লাগিল, নাথ! যে পরম দয়ালু হাতেম আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাদের এত উপকার করিলেন, সেই পরোপকারী মহাত্মা (হাতেম) এখন অতিশয় ভয়ঙ্কর প্রদেশে একাকী গমন করিতেছেন। দোস্তহায়েদা অতি ভয়ঙ্কর স্থান, তথায় গমন করিতে দেবতারাও কুণ্ঠিত এবং ভয় প্রাপ্ত হন। এবম্প্রকার সেই দুর্গম প্রদেশে হাতেম অজ্ঞ মনুষ্য হইয়া কি প্রকারে নির্ব্বিঘ্নে গমন ও কার্য্য সিদ্ধি করিবেন? অতএব আমার এই ইচ্ছা যে, তুমি তৎপক্ষে তাঁহাকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন কর। শৃগালীর এই কথা শ্রবণ মাত্রে শৃগাল তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইয়া দ্রুতবেগে হাতেমের নিকট উপনীত হইয়া কহিল, মহাশয়! আপনি অতি শঙ্কট স্থানে গমন করিতেছেন. তথায় আপনার একাকী গমন করা অবিধেয়, অতএব আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া চলুন, আমি আপনার সহিত গমন করিতে প্রস্তুত আছি। আর ইহা জানিবেন যে, আমি আপনার নিকটে থাকিলে, যাহাতে আপনার বিস্তর উপকার ও কার্য্য সাধন হইবেক। হাতেম কহিলেন, ভাই শৃগাল! তুমি একবার আমার যে উপকার করিয়াছ, আমি এখনও তাহার প্রতিশোধ দিতে পারি নাই। অতএব আমার কার্য্যের নিমিত্ত। তোমাকে আর অধিক ক্লেশ দিতে ইচ্ছা করি না। এই হেতু তুমি এখন স্বস্থানে প্রস্থান কর। তবে যদি আমার প্রতি তোমার নিতান্তই অনুগ্রহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাকে সেই দোস্তহায়দায় গমন করিবার পথ প্রদর্শন করিয়া দিলেই আমার যথেষ্ট উপকার হইবে। আমি কোন পথ দিয়া গমন করিলে শীঘ্র ও নির্ব্বিঘ্নে তথায় যাইতে পারি? তুমি আমাকে তাহারই উপদেশ কর। অনন্তর শৃগাল কহিল, মহাশয়! দোস্তহায়দায় গমন করিবার এই দুই পথ আছে; কিন্তু বাম পথে বিস্তর বাধা ও উৎপাত, সুতরাং শীঘ্র গমন করা অত্যন্ত সুকঠিন; এই হেতু আপনি এই দক্ষিণ দিকের পথ অবলম্বন করিয়া গমন করুন

পরিশেষে কিয়দ্দুর গমন করিলে আর চারিটী পথ দেখিতে পাইবেন, ঐ পথের মধ্য দিয়া আর এক পথ আছে, সেই পথে গমন করিলে অদুরে অতি উচ্চ ও বৃহৎ এক পর্ব্বত দেখিতে পাইবেন, যদি জগদীশ্বরের ইচ্ছায় তথায় আপনাকে কোন প্রকার বিপদে না পতিত হইতে হয়, তবে দোস্তহায়দায় শীঘ্র গমনের তাহাই এক সুন্দর পথ। অতঃপর হাতেম, মিষ্টালাপে তুস্ট করত শৃগালকে বিদায় দিয়া আপনিও তথা হইতে দোস্তহায়দার উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

ঋক্ষরাজের বিবরণ।

হাতেম, ক্রমাগত সেই দক্ষিণ ধারের পথ অবলম্বন করত এক মাসে শৃগাল নির্দ্দিষ্ট সেই পথ চতুষ্টয় দেখিতে পাইলেন। ক্রমে পর্ব্বত পথ অতিক্রম করিয়া আর একটী স্থান দেখিতে পাইলেন। তথায় দ্বাদশ সহস্র ভল্লুকে পরিবৃত হইয়া ঋক্ষরাজ মৃগয়ায় নির্গত হইয়াছেন। অনন্তর তন্মধ্যে কতিপয় ভল্লুক ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে পরম সুন্দর সেই হাতেমকে সন্দর্শন করত, ত্বরায় তাহা ভল্লুক রাজের গোচর করিল! ভল্লুক রাজ, শ্রবণ মাত্র তাঁহাকে তাঁহার সমীপে লইয়া যাইতে আদেশ করিলে, অপরাপর ভল্লুকেরা হাতেমের নিকট উপনীত হওত কহিল, মহাশয়! আপনার কোন ভয় নাই, আপনি আমাদের সহিত রাজ সমীপে চলুন, আমরা তাঁহার আদেশ মতে আপনাকে তথায় লইয়া যাইতে আসিয়াছি। অনন্তর হাতেম তাহাদের সহিত গমন করিলে, ঋক্ষরাজ তাঁহাকে (নজরবন্দী করিয়া) প্রাসাদে রাখিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। পরিশেষে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলে, এক দিন ভল্লুকরাজ আপন রাজসভায় উপবিষ্ট আছেন এমন সময়ে ভৃত্য-ভল্লুকেরা হাতেমকে তথায় লইয়া গেল। ঋক্ষরাজ তখন হাতেমকে দেখিয়া অতিশয় যত্ন ও সম্মান সহকারে আপন সিংহাসনের এক পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া তাঁহার নাম, ধাম, ও তথায় আগমনাদির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন হাতেম কহিল, আমি তয় দেশের রাজকুমার, সম্প্রতি ধর্ম্মের মহিমায় ও ঈশ্বরের প্রসাদে পরোপকারার্থ আমি ভ্রমণ করিতেছি, আমার নাম হাতেম। এই কথা শ্রবণ মাত্র ভল্লুকশ্রেষ্ঠ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া কহিল, মহাশয়! আপনি এখানে উপস্থিত হওয়াতে আমার যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদ হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। যাহাহউক, আমি সম্প্রতি আমার এক কন্যার সহিত আপনার পরিণয় দিবার মানস করিয়াছি। অতএব আপনিও স্বেচ্ছা সুখে তাহার পাণিগ্রহণ করুন।

অনন্তর হাতেম কিয়ৎকাল মৌনভাবে থাকিয়া চিন্তা করত কহিলেন, ঋক্ষ-রাজ! আমি মনুষ্য, এবং তোমার কন্যা পশু, অতএব মনুষ্য ও পশুতে কি প্রকারে বিবাহ সম্ভব হইবে? ইহা যে লোক সমাজে নিতান্ত রহস্যজনক ও অস্বাভাবিক তাহার আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই; অতএব আমি তাহাতে সম্মত নহি। ঋক্ষরাজ কহিলেন, মহাশয়! আমার কন্যা পরম রূপবতী ও সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্না এবং নারী রূপী; সুতরাং তাহাকে বিবাহ করায় আপনার কোন ক্ষতি নাই। এই বলিয়া বহুমূল্য বস্ত্রাভরণে ভূষিতা আপন তনয়াকে একগৃহে আনিয়া হাতেমকে প্রদর্শন করিলেন। ঐ কুমারীকে প্রত্যক্ষ করিয়া হাতেম অতিশয় চমৎকৃত হইলেন বটে, কিন্তু কোনমতেই তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত না হইয়া কহিলেন, ঋক্ষরাজ! আমি একজন সামান্য মনুষ্য মাত্র, আমাতে কোন গুণই নাই, কেবল উদাসীনের ন্যায় দীন ভাবে পথে পথে ও নগরে নগরে আমি ভ্রমণ করিয়া থাকি। অতএব এরূপ অসৎপাত্রে এমন সুন্দরী রাজকুমারীকে সম্প্রদান করা,ওজানিয়াশুনিয়া তাহাকে জলে বিসর্জ্জন দেওয়া এতদুভয়ই তুল্য; সুতরাং আমা অপেক্ষা অপর কোন সৎপাত্রে ইহাঁকে দান করা বিধেয়। ভল্লুকরাজ কহিল, মহাশয়! আপনাকে আমি বিশেষরূপে অবগত আছি, আপনি যে ইমনরাজতনয়ের পুত্র,তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। আপনিব্যতীত এই রাজকুমারীর পানিগ্রহণে ভূমণ্ডলে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। আপনাকে ইহার পানিগ্রহণ করিতেই হইবে।

অনন্তর হাতেম যখন কিছুতেই ঐ ঋক্ষরাজ তনয়ার পাণিগ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না তখন, ভল্লুক প্রধান তাঁহাকে কহিলেন যে, তুমি যতদিন এই কুমারীকে বিবাহ না করিবে, ততদিন তোমার অব্যাহতি নাই। আমি কদাচ তোমায় এস্থান হইতে অন্যত্র যাইতে দিব না; এখানেই তোমাকে কারাগারে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিব। তখন হাতেম মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়! এখানে আসিয়া আমি এখন কি ঘোরতর বিপদেই পতিত হইলাম। যে কার্য্যের নিমিত্ত আমি ধন, জন ও রাজ্যাদি সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া ভ্রমণ করিতেছি,এক্ষণে তাহার কোন প্রতিবিধান ও সদুপায় স্থির না করিয়া, কিরূপে এই ঋক্ষকন্যাকে পরিণয় ও তাহার সহবাস সুখভোগ করিয়া এখানে স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি করিব; তাহা কখনই হইতে পারে না। তাহা হইলে ধর্ম্মেরস্থানেও ঈশ্বরদ্বারে আমাকে দোষী ও নিরয়গামী হইতে হইবে। এই সময়ে ভল্লুকরাজ হাতেমের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া দূতগণের প্রতি হাতেমকে কারাগৃহে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে ও নির্দ্দয়রূপে তাঁহাকে পীড়ন করিতে আদেশ করিলেন। দূতগণ রাজাজ্ঞা পাইবা মাত্র হাতেমকে তাহাদিগের কারাগৃহ যে পর্ব্বত গুহা, তথায় বন্দী করিয়া

ও তাঁহার বক্ষস্থলে অতিবৃহৎ ওকঠিন এক প্রস্তর চাপাইয়া রাখিল। একপক্ষকাল ঐরূপ ক্লেশকর অবস্থায় থাকিয়া হাতেম ক্ষুৎপিপাসায় অতিশয় কাতর হইলেন। এই সময়ে তিনি পুনর্ব্বার ভল্লুকরাজের নিকট নীত হইলেন তিনি তখনও তাঁহাকে ঐ কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন, নচেৎ পুনর্ব্বার তাঁহাকে ঐরূপে কষ্টকর বন্ধন দশায় প্রাণ প্রদানের বিভীষিকা প্রদর্শন করিলেন। হাতেম এই কথা শ্রবণে নিরুত্তর হইলেন। ভল্লুকরাজ তখন মনে করিলেন যে, এক পক্ষকাল পান ভোজন না করিয়া হাতেম অত্যন্ত দুর্ব্বল ও বাক্‌শক্তি রহিত হওয়াতে বুঝি কোন কথা কহিতে পারিতেছেন না।

অনন্তর খাদ্যাদি আনয়ন করিয়া তাঁহাকে তৃপ্তিপূর্ব্বক যথেষ্ট ভোজন করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু হাতেম তাহার কিছুই গ্রহণ না করাতে ভল্লুকরাজ ক্রোধান্ধ হইয়া কহিল, যে তুমি এখনও আমার কথা গ্রাহ্য করিতেছ না। যতদিন তুমি আমার সেই কন্যার পাণিগ্রহণ না করিবে, ততদিন কোনমতেই নিষ্কৃতি পাইবে না। এই বলিয়া দূতগণের প্রতি পুনর্ব্বার তাঁহাকে সেই স্থানে তদবস্থায় রাখিতে অনুমতি করিলেন। এইরূপে হাতেম দীর্ঘকাল বন্ধন দশায় অতি কষ্টে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

একদা ক্ষুৎপিপাসায় অতিশয় কাতর হইয়া হাতেম প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। এই সময়ে স্বপ্নে একটী বৃদ্ধ মনুষ্য তাঁহাকে কহিল, বৎস হাতেম। তুমি কেন বৃথা কষ্টভোগ করিতেছ? এই ভল্লুক কন্যাকে বিবাহ কর, নতুবা তুমি কোন মতেই নিষ্কৃতি পাইবে না ও এখানে এই অবস্থায় থাকিয়া তোমাকে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইবে; তাহাতে তুমি যে কার্য্যের উদ্দেশে এখানে আগমন করিয়াছ, তাহারও কিছুই প্রতীকার হইবে না। তখন হাতেম সেই মহাপুরুষকে কহিলেন, মহাত্মন্! আমি ভল্লুক কন্যাকে বিবাহ করিলে, ভল্লুকেরা কখনই আমাকে আর স্থানান্তরে যাইতে দিবে না; তাহা হইলে যাবজ্জীবন আমাকে এই স্থানেই চিরবন্দীর ন্যায় অবস্থিতি করিতে হইবে, সুতরাং তাহাতে স্বকার্য্য সাধনের কোন উপায়ই দেখিতে পাই না। তখন সেই মহাপুরুষ কহিলেন, বৎস! তুমি এই ভল্লুককন্যার পাণিগ্রহণ করত ইহাদিগকে প্রণয়ে আবদ্ধ করিয়া স্বকার্য্য সাধনে তৎপর হও।

অনন্তর হাতেমের নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, (তিনি ঐ বিষয় চিন্তা করিতেছেন; এমন সময় অপর পক্ষ উত্তীর্ণ হওয়াতে ভল্লুকেরা তাঁহাকে পুনরায় তাহাদের রাজ-সম্মুখে উপনীত করিল। এই সময় ভল্লুকশ্রেষ্ঠ তাঁহাকে নানাপ্রকার প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া পুনর্ব্বার আপন তনয়ার পাণিগ্রহণ

করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন হাতেম (স্বপ্ন কথিত) মহাপুরুষের কথা স্মরণ পূর্ব্বক আর কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া একেবারেই তাহাতে সম্মত হইলেন। তখন ভল্লুকরাজ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিজ সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন, এবং দূতগণকে আহ্বান করত আত্মপর সকল ভল্লুককে এই শুভ বিবাহের নিমন্ত্রণ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। ক্রমে সমস্ত আয়োজন ও নিমন্ত্রিতগণ উপস্থিত হইলে, ভল্লুকরাজ হাতেমের হস্ত ধারণপূর্ব্বক তাঁহার সুসজ্জিত অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন ও পরিশেষে তাহাদের চিরপ্রথা প্রচলিত মতে পূজার্চ্চনাদি কার্য্য সমাধা করিয়া, বহুমুল্য বস্ত্রাভরণে ভূষিতা সেই কুমারীকে হাতেমের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। ভল্লুকরাজ এই শুভ কার্য্যোপলক্ষে হাতেমকে প্রচুর অর্থ যৌতুক স্বরূপে প্রদান করিলেন। এইরূপে হাতেম তথায় কিছুকাল ভোগ বিলাসে অতিক্রম করিয়া একদিন আপন জায়া সেই ভল্লুক কন্যাকে কহিলেন, প্রিয়ে! আমি তিনমাস কাল এখানে পরমসুখে অতিবাহিত করিলাম; এক্ষণে আমি তোমাকে যাহা কহিতেছি তাহা শ্রবণ কর। এই বলিয়া হাসনবানু সম্বন্ধীয় সমস্ত ঘটনা তাঁহার গোচর করিয়া কহিলেন, দেখ আমি পরকীয় কার্য্যোপলক্ষে গমন করিতে করিতে তোমাদের দেশে আসিয়া উপনীত হই, তাহাতে তোমার পিতা (ভল্লুকরাজ) আমার সহিত তোমার বিবাহ দিলেন, ইহাতে আমি পরম আহ্লাদিত হইয়াছি। কিন্তু যে কার্য্য সাধনোদ্দেশে আমি এতদূর আসিয়াছি, অদ্যাপি তাহার কিছুই করিতে না পারিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত আছি। অতএব তুমি এখন আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে যদি তোমার পিতার অনুমতি লইয়া বিদায় দাও, তাহা হইলে আমি চরিতার্থ হই এবং জীবিত থাকিলে পুনর্ব্বার আসিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব। অতঃপর সেই কন্যা আপন পিতা ভল্লুকরাজের নিকট গমন করত হাতেমের সমস্ত কথা তাঁহার গোচর করিলেন, ও কহিলেন পিতঃ! হাতেম এক্ষণে স্থানান্তরে গমন করিতে নিতান্ত উৎসুক ও অভিলাষী, অতএব আপনার এক্ষণে যাহা অনুমতি হয় তাহই হইবে। ভল্লুকরাজ কহিলেন, বৎসে! সে বিসয়ে এখন তোমার যাহা-অভিমত হইবে আমি তাহাই করিব। কন্যা কহিলেন, পিতঃ! হাতেম অতিশয় সত্যবাদি ও পরম ধার্ম্মিক পুরুষ। তিনি কখই মিথ্যা কহিবার লোক নহেন এজন্য তাঁহার প্রীতি কখনই আমার অবিশ্বাস জন্মে না। তিনি যখন নিজমুখে প্রত্যাগমনের কথা কহিয়াছেন, তখন আর তাহাতে আমার কোন সন্দেহনাই। অনন্তর ভল্লুকরাজ অনুমতি প্রদান করিলে, হাতেম অতিশয় পুলকিত হইলেন। এই সময়ে ভল্লুকরাজের আদেশ ক্রমে হাতেমকে বহু ধন রত্ন প্রদান করা হইল। তাঁহার পত্নী, যাত্রাকালে বিচ্ছেদ ভাবিয়া

স্তর রোদন করিতে লাগিলে, হাতেম তাঁহাকে শান্ত্বনা করিলেন। অবশেষে ঐকন্যা, পাছে হাতেমের পথিমধ্যে কোন বিপদ উপস্থিত হয়, এই ভয়ে এক খানি উপল খণ্ড লইয়া তাঁহাকে প্রদান করত কহিলেন; নাথ! এই প্রস্তর আপনি কদাচ পরিত্যাগ করিবেন না। ইহাতে বিস্তর উপকার আছে প্রথমতঃ ইহা সর্পবিষের উপশমক। ইহা দ্বারা যাদু বিদ্যা প্রকাশ ও নাশ পায়। এই প্রস্তর সমভিব্যাহারে থাকিলে, শত্রু দ্বারা কোন আশঙ্কা থাকে না। এই প্রকার এই প্রস্তরে রোগ নাশক প্রভৃতি আরও অনেক গুণ আছে, অতএব আপনি ইহাকে অতি যত্নের সহিত রক্ষা করিবেন।

অনন্তর বিস্তর বিলাপ করত ভল্লুকেরা হাতেমকে যাইতে অনুমতি করিল। এই সময়ে হাতেমের সহিত কতিপয় প্রধান২ ভল্লুক-সেনা প্রেরিত হয়, তাহারা তাঁহাকে আপনাদের রাজ্যেরশেষ সীমা পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় হওত নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

সর্পের বিবরণ।

ভল্লুক নগর হইতে প্রস্থান করিয়া হাতেম ক্রমান্বয়ে পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি এক ভয়ঙ্কর বালুকারাশী পরিপূর্ণ মরুভূমে আসিয়া উপনীত হইলেন; তথায় বৃক্ষলতাদি কিছুই নাই। হাতেম এই রূপে ঈশ্বরের ধ্যান করত কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া দেখিলেন যে, তথায় দিবাকর অস্তাচলে গমন করিতেছেন। সেই সময় এক মহাপুরুষ ঝারীপূর্ণ জল ও খাদ্য সামগ্রী লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনিও তাহা পান ও ভোজন করিলেন। এইরূপে হাতেম নিত্য পান ও ভোজন করত ক্রমান্বয়ে তথা হইতে চলিতে লাগিলেন। একদা তিনি ঐ বালুকারাশী দিয়া গমন করিতে করিতে দেখিলেন যে, তথায় এক ভীষণ সর্প পর্ব্বতাকারে অবস্থিতি করিতেছে। হাতেম দুর হইতে তাহাকে এক একবার বালুকাপিণ্ড মনে করিতে ছিলেন, ক্রমে যতই তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, ততই তাহার নিঃশ্বাস বায়ুতে আকর্ষিত হইয়া (তাহার) জঠরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। হাতেম সর্পের উদরস্থ হইয়াও মনে করিলেন যে, আমি মহাপাতকী, অতএব আমি যে একটী জীবের আহার্য্য হইলাম ইহা অতি সুখের বিষয় বটে, এই বলিয়া ঈশ্বরের ধ্যান করিতে লাগিলেন। ধার্ম্মিক ব্যক্তির বিপদুদ্ধারের নিমিত্ত দৈবের পথ পূর্ব্ব হইতেই বিনির্ম্মুক্ত থাকে, অথচ কেহই তাহা জানিতে পারে না। হাতেম যে সর্পের গর্ভস্থ থাকিয়াও দিবসত্রয় অনাহারে অনায়াসে জীবিত ছিলেন, এবং সর্পের গরলেও যে তাঁহার কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই; তাহা

কেবল সেই একমাত্র ঈশ্বরের প্রসাদে ও ভল্লুককন্যা-প্রদত্ত সেই প্রস্তর খণ্ডের গুণ মাত্র। যাহাহউক, সর্প হাতেমকে গ্রাস করাবধি দিবসত্রয় অজীর্ণ দোষে অতিশয় ক্লেশ পাইতে লাগিল। এই সময়ে হাতেম মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, যদিও আমি সর্পের উদর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি তথাপিও তাহাতে আমার মৃত্যু হইল না, অতএব এক্ষণে যাহাতে শীঘ্র বহির্গত হইতে পারি তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এইরূপ চিন্তা করতঃ হাতেম সেই সর্পের উদর মধ্যে দৌড়াইতে লাগিলেন, তাহাতে সেই সর্প অসহিষ্ণু ও অত্যন্ত পীড়িত হইয়া তাঁহাকে উদ্গার করিয়া বহির্গত করিল।

মৎস্যকন্যার বিবরণ।

হাতেম সর্প জঠর হইতে বহির্গত হইয়া সেই মরুভূমি অতিক্রম করত গাত্র ধৌত করিবার নিমিত্ত এক সরোবর তীরে উপনীত হইলেন। তথায় জলমধ্য হইতে এক অপরূপ মৎস্য দেখিতে পাইলেন। সেই মৎস্যের মস্তক হইতে কটী পর্য্যন্ত অর্দ্ধেক দেহ মনুষ্যাকার এবং অপরার্দ্ধ মৎস্যাকার। হাতেম এই অপরূপ জীব দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন, এবং সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতার কি মনোহারিণী সৃষ্টি, কি চমৎকার শিল্পনৈপুণ্য, কত সংখ্যা অসংখ্য আশ্চর্য্য ও সুন্দর জীব সৃষ্টি করিয়া সংসারকে সুখের [illegible] করিয়াছেন, প্রভৃতি চিন্তা করতঃ স্রষ্টাকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক সেই [illegible] যেমন অবগাহন করিলেন, অমনি সেই মৎস্য আসিয়া তাঁহার হস্ত [illegible]ণ করিল। হাতেম তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য বল প্রকাশ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। সে তৎক্ষণাৎ তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে জলপথ দিয়া তাঁহাকে আপন আবাসে লইয়া উপনীত ও সুদিব্য পালঙ্কোপরি উপবেশন করাইল। হাতেম সেই মৎস্যকন্যার সুসজ্জিত গৃহ দেখিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইলেন। অনন্তর কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর কন্যা হাতেমকে কহিল, মহাশয়! আপনি আমার পানিগ্রহণ [illegible] আমাকে চরিতার্থ করুন, আমি আপনার আশয়ে বহুকালাবধি অতি [illegible] অবস্থান করিতেছি, এক্ষণে আপনি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া [illegible] মনস্কামনা পূর্ণ করুন। কিন্তু হাতেম তাহাতে সম্মত হইলেন না। [illegible] তাঁহাকে সেই কন্যাও কোনমতেই পরিত্যাগ না করাতে, কিছুকাল [illegible] অবস্থিতি করিতে হইল।

[illegible] রূপে এক সপ্তাহ গত হইল, হাতেম তথায় এক দিন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি যে কার্য্যের নিমিত্ত ইতস্ততঃ বিচরণ

করিতেছি, অদ্যাপি তাহার কিছুই করিতে পারিলাম না। অতএব এক্ষণে শীঘ্র যাহাতে এই স্থান হইতে বহির্গত হইতে পারি তাহার উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। এই ভাবিয়া তিনি সেই কন্যাকে কহিলেন, শুভে! তুমি অনর্থক আমাকে এই স্থানে লইয়া আইলে, ইহাতে আমার বিস্তর কার্য্যের ক্ষতি হইতেছে, অতএব আমাকে বিদায় দাও। আমা হইতে তোমার ঐ কামনা পূর্ণ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। তবে যদি তুমি একান্তই আমাতে অনুরক্তা হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমাকে অগ্রে আমার সম্মুখে এক প্রতিজ্ঞা করিতে হইবেক যে, আমাকে তুমি যে স্থান হইতে আনিয়াছিলে, পুনর্ব্বার সেই স্থানেই রাখিয়া আসিবে; তাহা হইলে আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিতে পারি। অনন্তর কন্যা, ঈশ্বরের দিব্য করিয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন এবং কহিলেন, মহাশয়! দুই চারি দিবস আপনার সহিত বিহার ও আমোদ প্রমোদ শেষ করিয়াতৎপরে আপনাকে তথায় রাখিয়া আসিব। অনন্তর হাতেম তাঁহাকে বিবাহ করিয়া দিবসত্রয় তথায় অবস্থিতি করত তাঁহার সহিত নানা রঙ্গরসে কেলী করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রীড়া, কৌতুক ও বিহারাদিদ্বারা সেই মৎস্যকন্যাকে সন্তুষ্ট করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! তবে এক্ষণে আমাকে বিদায় দাও। তোমার কার্য্যত শেষ হইয়াছে, অতঃপর আমি নিজ কার্য্যে গমন করি। তাহাতে সেই কন্যা তাঁহাকে আরও কিছুকাল তথায় অবস্থিতি করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি আর তিলার্দ্ধ কালও তথায় থাকিতে অভিলাষী হইলেন না। সুতরাং সেই কন্যা অতিশয় বিষাদিত চিত্তে তাঁহাকে পুনর্ব্বার বিনীত বচনে পরিতুষ্ট করিয়া সেই সরোবর কূলে রাখিয়া প্রস্থান করিল।

মহাপুরুষের বৃত্তান্ত।

হাতেম সরোবর হইতে উত্থান করত ক্রমান্বয়ে চলিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে কিছু দিন পরে তিনি এক পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন, সেই পর্ব্বত বৃক্ষাদিতে অতিশয় সুসজ্জিত ও পরম রমণীয়। হাতেম তদুপরি ভ্রমণ ও তথাকার মলয় সমীরণ-সেবন করিতে লাগিলেন। হাতেম পথ শ্রমে যেরূপ কাতর হইয়াছিলেন, তেমনি ঐ মনোরম স্থানে আসিয়া শ্রান্তি দূর করত তথাকার এক শীলাতলে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলেন। এমন সময়ে সেই পর্ব্বতাধিকারী এক মহাপুরুষ তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, (তথায়) এক পরম সুন্দর যুবা শয়ন করিয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। তিনি তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ না করিয়া তথায় স্থিরভাবে কিয়ৎকাল

উপবেশন করিয়া রহিলেন। কিছুকাল পরে হাতেমের নিদ্রা ভঙ্গ হইল; তিনি দেখিলেন যে তাঁহার সমীপে এক মহাপুরুষ উপবিষ্ট আছেন, সুতরাং তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করত তাঁহাকে প্রণাম ও বন্দনা করিলেন।

অনন্তর (সেই) মহাপুরুষ হাতেমকে আশীর্ব্বাদ করত কহিলেন, মহাশয়! আপনি কোথা হইতে এখানে আসিয়াছেন, আর কোথাই বা যাইতে মানস করিয়াছেন, তাহা আমাকে প্রকাশ করিয়া বলুন? হাতেম কহিলেন, মহাশয়! আমি দোস্তহায়দা নামক স্থানে যাইতে একান্ত মানস ও প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। মহাপুরুষ কহিলেন, সে কি? তুমি নিতান্ত অন্যায় আশা করিয়াছ, তথায় গমন করা তোমার পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব দেখিতেছি, যাহাহউক, কি নিমিত্ত তুমি সেই স্থানে গমন করিবার পণ করিয়াছ? কেনই বা তুমি তথায় যাইবে? তোমার প্রতিজ্ঞাকালে কি এমন কোন বন্ধু ব্যক্তি নিকটে ছিল না যে, তাহা হইতে তোমাকে নিবারণ ও নিরস্ত করে? যে হেতু সেই স্থানে গমন করা মনুষ্যের পক্ষে নিতান্ত সুকঠিন ও প্রাণ সংশয়কর। অতএব তথায় যাইতে আমি তোমাকে এখন নিবারণ করিতেছি; তুমি নিরস্ত ও প্রত্যাবৃত্ত হও।

অনন্তর হাতেম কহিলেন মহাশয়! আমি নিজ কার্য্য উপলক্ষ্যে কখনই তথায় গমন করিতেছি না, কেবল পরকীয় কার্য্যহেতু ঈশ্বরকে স্মরণ পূর্ব্বক ধর্ম্ম সহায়ে (আমি) তথায় যাইতেছি। এই বলিয়া মনিরস্বামী হাসনবানু ও তৎসম্বন্ধীয় সপ্ত প্রশ্ন প্রভৃতি সমস্ত তাঁহার গোচর করিয়া কহিলেন, মহাশয়! সম্প্রতি আমি মনিরস্বামীর পরিবর্ত্তে প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই সপ্ত প্রশ্নের প্রথম প্রশ্ন জানিবার নিমিত্ত তথায় একান্তই গমন করিব। মহাপুরুষ কহিলেন, বৎসে। হাতেম ব্যতিরেকে এরূপ কার্য্য ভূমণ্ডলে আর কে করিতে পারে? যাহাহউক, জগদীশ্বর অবশ্যই তোমার কামনা পূর্ণ ও অভীষ্ট সিদ্ধ করিবেন। অতঃপর আমি তোমাকে এক উপদেশ কহিতেছি শ্রবণ কর। হে হাতেম! এ পর্য্যন্ত দোস্তহায়দায় কেহই গমন করিতে পারে নাই, যিনি গিয়াছেন, তিনি আর প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারেন নাই; আর যদি কেহ কদাচিৎ ফিরিয়া থাকে, তবে তিনি চিরকালের জন্য উন্মত্ত হইয়াছেন, তাঁহার বুদ্ধি সুদ্ধি সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া থাকিবে। অতএব তুমি যদি একান্তই তথায় গমন কর, তবে সাবধান যেন কদাচিৎ আমার কথা ভুলিয়া না যাও, তাহা হইলে তুমি বিষম শঙ্কটে ও প্রমাদে পতিত হইবে, এবং কদাপি আর সেই স্থান হইতে বহির্গত হইয়া আসিতে পারিবে না। দেখ, সেই স্থানে ঐন্দ্রজালী আধার, ভোজ ও যাদু বিদ্যাতে পরিপূর্ণ, সুতরাং তথায় সত্যাসত্য (প্রকৃত বা মিথ্যা) কিছু স্থির করিতে পারা যায় না। মনুষ্যের পক্ষে ঐ মায়া ভেদ করিয়া আসা অতিশয় দুরূহ। যাহা

হউক, আমি তোমাকে সতর্ক করিয়া দিতেছি যে, তুমি যেন তথাকার ঘটনা সকল প্রকৃত বলিয়া স্থির বিশ্বাস করত আত্মনাশ করিও না। তুমি প্রথমতঃ এখান হইতে গমন কালে একটী মনোহর স্বচ্ছ সরোবর দেখিতে পাইবে, সেই সরোবর হইতে সহসা এক কামিনী আসিয়া তোমার হস্ত ধারণ করত তন্মধ্যে লইয়া যাইবে। কিন্তু সেই কালে তুমি তাহার সহিত কদাচ বল প্রকাশ না করিয়া তাহার সহিত চলিয়া যাইও। অনন্তর সেই কুহকিনী তোমাকে এক মনোরম স্থানে উপবেশন করাইলে, তথায় আর একটী সর্ব্বাবয়ব সম্পন্না পরম রূপবতী নারী তোমার পার্শ্বে উপবেশন করিতে আসিবে। সেই রমণীর রূপে মুগ্ধ ও মোহিত না হয়, এমন লোক জগতে অতি বিরলঃ কিন্তু তুমি তাহাকে দেখিয়া কদাচই মুগ্ধ হইও না। স্থির ভাবে তাহাদের প্রতি দর্শন ও শ্রবণ করিবে, পরিশেষে যখন তথা হইতে তোমার আসিবার ইচ্ছা হইবে, সেই কালে তুমি তোমার পার্শ্বস্থ রমণীর হস্ত ধারণ করিলেই সে তোমাকে একেবারেই দোস্তহায়দায় লইয়া উপনীত করিবে। ইহার অন্যথা করিলে কদাচ আর সেই স্থান হইতে বহির্গত হইতে পারিবে নাঃ এবং বাতুলের ন্যায় তথায় জীবনান্ত পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিতে হইবেক।

মহাপুরুষ ও হাতেম, পরস্পরে এইরূপ কথা বার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে, সহসা এক রমণী দুই পাত্র হস্তে সুমিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জনাদি আনয়ন করত তথায় রাখিয়া প্রস্থান করিল। তখন উভয়েই তাহা পান ভোজন করত হৃষ্ট চিত্তে সেই রাত্রি তথায় যাপন করিলেন।

হাতেমের যাদুনগরে যাত্রা।

রাত্রি প্রভাত হইলে হাতেম গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ঈশ্বরের উপাসনা করত তথা হইতে মহাপুরুষ কথিত সেই পুষ্করিণীর উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। কিছু কাল পরে তিনি তথায় উপনীত হইয়া সেই পুষ্করিণীর অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে লাগিলেন। তথায় নানাবিধ বৃক্ষ, ফল ফুলে সুশোভিত হইয়া আছে। লতা সকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহীরুহকে আলিঙ্গন করিয়া বায়ুভরে দোদুল্যমান হওত অতিশয় মনোরম ভাব ধারণ করিয়াছে। হংস, বক, চক্রবাক্ ও চক্রবাকীগণ তথায় বিচরণ ও কেলী করিতেছে। ভৃঙ্গ সকল গুণ গুণ স্বরে গান করত নব নব প্রস্ফুটিত ফুলকুল হইতে চুম্বন সহকারে মধু আহরণ করিতেছে। হাতেম এই সকল দেখিতে দেখিতে সেই পুষ্করিণীর তটবর্ত্তী হইলেন। এই সময়ে সেই সরিৎমধ্য হইতে সহসা এক আলোক সামান্যা কন্যা সম্মুখিতা হওত হাতেমের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক জল মধ্য দিয়া লইয়া চলিল। হাতেম তখন তাঁহার সহিত কিছুমাত্র বল প্রকাশ করিলেন না

এদিকে ক্রমে হাতেম তথায় উপনীত হইয়া এক অপূর্ব্ব উদ্যান দেখিতে পাইলেন। তথায় নানা জাতি বৃক্ষে, নানা প্রকার পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়া আছে। তাঁহার পার্শ্বে এক নিরূপমা রমণী দণ্ডায়মানা। সে কিয়ৎকাল পরেই সহসা অতিবেগে তথা হইতে প্রস্থান করিল। সেই সময়ে হাতেম তথায় একাকী দণ্ডায়মান থাকিলেন। কিয়ৎকাল পরেই তথায় সহস্র সহস্র পরম সুন্দরী কন্যা আসিয়া উপনীত হইল। তাহারা সকলেই হাতেমের হস্ত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। পরিশেষে আপনা আপনি ইঙ্গিত করিয়া হাতে-মকে কতই পরিহাস করিতে লাগিল; কিন্তু এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও তিনি তাহাদের কিছুই বলিলেন না। তিনি সেই মহাপুরুষের কথামত এই সমস্ত ঘটনাকেই যাদু (মায়াবাজী) বলিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন।

অনন্তর সেই ভোজ-কামিনীরা হাতেমকে এক মনোহারিণী পুরীর মধ্যে লইয়া গেল। সেই পুরীর দ্বারদেশ সকল সুবর্ণময় এবং তাহাতে মণি মুক্তাদি খচিত হওয়াতে কি চমৎকার শোভাই হাতেমের নয়ন মনকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। পরে তিনি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, যে সেই গৃহের চতুর্দ্দিকে কেবল রূপলাবণ্যবতী মনোহারিনী রমণীর প্রতিমূর্ত্তি সকল শোভা পাইতেছে, এবং তাহার মধ্যস্থলে অপূর্ব্ব এক সিংহাসন স্থাপিত আছে। হাতেম সেই সিংহাসনে একবার বসিবার মানস করিয়া যেমন তাহাতে পাদ-স্পর্শ করিলেন, অমনি তখন এক ভয়ানক শব্দ হইয়া উঠিল। তখন হাতেম, তাঁহার ভরে বুঝি সিংহাসন ভগ্ন হইল, এই বিবেচনা করিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন। কিন্তু কিয়ৎকাল পরে যখন তিনি মনোনিবেশ করিয়া দেখিলেন যে, উহা বাস্তবিক ভগ্ন হয় নাই, তখন তিনি নিশঙ্কচিত্তে তাহাতে উপবেশন করিলেন। হাতেম যখন ঐ সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন তখন সহসা পূর্ব্ববৎ আর এক শব্দ শুনিতে পাইলেন। এই শব্দ হইবামাত্রেই সেই গৃহের প্রাচীরস্থ (দেওয়াল) সেই চিত্র পুত্তলিকার মধ্য হইতে এক রমনী জীবন্ত-ভাবে বাহির হইয়া হাতেমের নিকট উপনীত হওত নানা প্রকার হাবভাব ও কটাক্ষ বিক্ষেপ সহকারে নৃত্য করিতে লাগিল। সেই রমণী পরম সুন্দরী, তাহার সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার, মস্তকে ঘোমটাবরণ, এজন্য তাহার মুখমণ্ডল স্পষ্ট লক্ষিত হয় নাই। হাতেম এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অতিশয় চমৎকৃত হই-লেন। কিন্তু ঐ নারীর ঘোমটাবরণ উন্মোচন করত একবার তাহার মুখ দে-খিতে বাসনা করিলেন। সেই সময়ে অমনি তাঁহার মনে মহাপুরুষের বাক্য জাগরুক হওয়াতে তিনি তাহাতে ক্ষান্ত চিত্ত হইলেন। যাহা হউক, হাতেম তিন দিন তথায় অতিবাহিত করিয়া নানাবিধ অপরূপ দর্শন করিলেন। রম-ণীরা তাঁহাকে নিত্য বিবিধ উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী আনিয়া দিলে তিনি, তাহা পরমসুখে ভোজন করিতেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার তৃপ্তি জন্মাইতে

পারিল না। একদা হাতেম মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, আমি যদি নিরন্তরই এই কৌতুক দর্শন করি, তথাপিও আশার নিবৃত্তি কিছুতেই হইবার নহে; প্রত্যুত ঘৃত প্রাপ্ত অনলের ন্যায় তাহা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবেক। আমি যে পরকীয় কার্য্যোপলক্ষে এতদূর আসিয়াছি, এক্ষণে তাহারই উপায় করা কর্ত্তব্য। হাতেম মনে মনে এইরূপে চিন্তা করিতেছেন ইত্যবসরে, নৃত্য সহকারে আর এক মায়া পুত্তলী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইল। হাতেম তখন সেই মহাপুরুষের বাক্য স্মরণ করত সুযোগ বিবেচনায় তাহার হস্ত ধারণ করিলেন। সে তৎক্ষণাৎ ভূমে নিপতিত হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহার পশ্চাৎ হইতে আগমন করত সবলে তাঁহার বক্ষে এক পদাঘাত করিল। হাতেম সেই আঘাতে ব্যথিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ক্রমে তাঁহার চৈতন্যের উদয় হওয়াতে তিনি, আর ঐ স্থান দেখিতে পাইলেন না, তখন কেবল ইতস্তত প্রান্তরই তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। এইকালে তিনি তাঁহার লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়া জানিতে পারিলেন। হাতেম দোস্তহায়দায় উপনীত হইয়া সেই রোরুদ্যমান মনুষ্যের সন্ধানে বিনির্গত হইলেন। এই সময়ে তিনি দূর হইতে শুনিতে পাইলেন যেন, কোন মনুষ্য "একবার দেখিয়াছি অথচ পুনর্ব্বার দেখিতে ইচ্ছা আছে" বলিয়া উচ্চৈস্বরে চীৎকার করিতেছে। হাতেম শব্দানুসারে ক্রমান্বয়ে সপ্তদিন পরিভ্রমণ করত তথায় উপনীত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া (তিনি) দেখিলেন যে জনৈক প্রাচীন ব্যক্তি উপবিষ্ট হইয়া আছেন। তখন হাতেম তাহার নিকটে গিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিলে, তিনিও তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, মহাশয়! আপনি কে? কোথা হইতে এবং কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন? তাহার সবিশেষ ও যথার্থ কারণ আমাকে বলুন। হাতেম কহিলেন, মহাশয়ের নিকটেই আমার আগমন হইয়াছে। আপনি প্রতিদিন "একবার দেখিয়াছি, অথচ পুনর্ব্বার দেখিবার ইচ্ছা আছে" বলিয়া যে রোদন করেন, তাহার কারণ কি? আর আপনি এমন কি দেখিয়াছেন যে তাহা পুনর্ব্বার দর্শন করিতে আপনার বাসনা হয়? বৃদ্ধ কহিল, মহাশয়! আপনি যদি সেই বিষয় জানিতে বাসনা করিয়া থাকেন তবে, এখানে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করুন; দিবাকর অস্তমিত হইলে সন্ধ্যার পর আমি সেই সকল বিষয় আপনাকে অবগত করিব, এই বলিয়া তিনি নিরস্ত হইলেন।

অনন্তর এইকালে দুই পাত্র পরিপূর্ণ অন্নব্যঞ্জনাদি ও উৎকৃষ্ট পানপাত্রে শীতল জল আনিয়া তথায় রাখিয়া গেল। কিন্তু কে যে তাহা তথায় আনিয়া দিল, তাহার কিছুই লক্ষ্য হইল না। অনন্তর সন্ধ্যাকাল আসিয়া উপস্থিত হইলে উভয়েই তাহা পান ও ভোজন করিলেন। পরিশেষে হাতেম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাশয়! অতঃপর আমার কথার উত্তর

প্রদান করুন। আপনি একবার কি দেখিয়াছেন যে, তাহা পুনর্ব্বার দেখিবার ইচ্ছা করেন? বৃদ্ধ কহিল, মহাশয়! এক দিবস আমি কোন এক পুষ্করিণীর তীরে গমন করিলে, সহসা এক উলঙ্গ রমণী সেই জলমধ্য হইতে উত্থানপূর্ব্বক আমার হস্ত ধারণ করিয়া আমাকে তম্মধ্যে লইয়া গেল। আমি তাহাতেপ্রবেশ করিয়া অতিশয় মনোরম ও অপূর্ব্ব এক স্থান দেখিতে পাইলাম। তথায় নানা বৃক্ষে সমাকীর্ণ ও উচ্চ অট্টালিকা বিশিষ্ট এক উদ্যান ছিল। সেই উদ্যানে পরম সুন্দরী কামিনীগণ পরম সুখে অবস্থিতি করিতেছে। তাহারা সকলেই আমাকে দেখিতে পাইয়া আমার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক আমাকে নিজ নিজ দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। তথাকার সেই অপূর্ব্ব অট্টালিকার মধ্যে একখানি সুসজ্জিত সিংহাসন ছিল, তাহারা আমাকে তথায় উপবেশন করাইয়া নানা প্রকার নৃত্যগীত ও অঙ্গ ভঙ্গী করত রঙ্গ দেখাইতে লাগিল। উহাদের ব্যবহার, নগর ও রূপ দর্শনে আমি চমৎকৃত হইয়াছিলাম। ক্রমে এক অলোক সামান্য পরমসুন্দরী কন্যা আমার সমীপবর্ত্তী হইয়া নানা প্রকারে অঙ্গ ভঙ্গী সহকারে নৃত্য করিলে, রসাবেশে আমার শরীর অবশ ও মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। আমি সেই সময়ে বিকলেন্দ্রিয় হইয়া বাহ্যজ্ঞান শূন্য হওত তাহাকে আমার পার্শ্বে বসাইবার নিমিত্ত যেমন তাহার হস্ত ধারণ করিলাম, অমনি সেই কন্যা আমার পশ্চাদ্দিকে আসিয়া আমার পৃষ্ঠে সবলে এক পদাঘাত করিল সেই রমণীয় রমণীর কোমল পদাঘাতে ও তখন আমি মূর্চ্ছিত ও ধরাপতিত হইয়াছিলাম। ক্রমে আমার চৈতন্যোদয় হইলে আমি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলাম যে, আমি এই প্রান্তরে অবস্থিতি করিতেছি, এবং সে মনোহর দৃশ্য সকলআরআমার সম্মুখে নাই। সেই অবধি আমি উহা পুনর্ব্বার দর্শন করিবার নিমিত্ত "একবার দেখিয়াছি, পুনর্ব্বার দেখিবার ইচ্ছা আছে" বলিয়া রোদন করিয়া থাকি। বৃদ্ধ ঐ কথা বলিতে বলিতে তখন যথার্থই ইতস্ততঃ রোদন করত দৌড়িতে লাগিল। হাতেম তদ্দর্শনে তাহাকে ধরিয়া পুনর্ব্বার আপনার নিকটে বসাইয়া কহিতে লাগিলেন, ভাই! তুমি কি পুনর্ব্বার সেই সকল দর্শন করিতে বাসনা কর? বৃদ্ধ কহিল, মহাশয়! আমার কি এমন সৌভাগ্য হইবে যে, আমি পুনর্ব্বার তাহা দর্শন করিয়া বাসনা পরিপূর্ণ করিব? হাতেম কহিলেন, মহাশয়! তবে আমার সহিত আইস, আমি তোমাকে সেই স্থানে লইয়া যাইব। এই বলিয়া হাতেম ঐ বৃদ্ধকে সমভিব্যাহারে লইয়া সেই পুষ্করিণীর তীরে আসিয়া উপনীত হইলেন। এইকালে পূর্ব্ববৎ এক রমণী উলঙ্গভাবে সেই জল হইতে উত্থান করিলে হাতেম বৃদ্ধকে কহিলেন, মহাশয়! আপনার যদি তথায় যাইবার একান্ত বাসনা হইয়া থাকে তবে, আপনি ঐ রমণীর সহিত তথায় গমন করুন। সেই স্থলে আপনার যদি চিরদিন অবস্থিতি

করিবার বাসনা হয় তবে, আপনি কদাচ ঐ স্থানবাসী কোন রমণীর হস্ত ধারণ করিবেন না। আমি ইহাদের সকল বৃত্তান্ত বিশেষরূপে এক মহাপুরুষ হইতে অবগত হইয়াছি, নতুবা আমাকেও যাবজ্জীবন এই স্থানে উন্মত্তভাবে অবস্থিতি করিতে হইত। অতএব আপনি উহাদের হস্তধারণ না করিলে, চিরদিনই এই স্থানে অবস্থিতি করিতে পারিবেন। নতুবা মোহাধীন হইয়া উহাদিগকে স্পর্শ করিলে, আপনাকে পুনর্ব্বার সেই প্রান্তরে গমন করিতে হইবেক। যাহা হউক, এই কথা বলিয়া হাতেম তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া সেই পুষ্করিণীর তীরে উপনীত হইলেন। তখন পূর্ব্ববৎ এক বিবস্ত্রা কুমারী জলমধ্য হইতে উত্থান করিয়া সেই বৃদ্ধের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তন্মধ্যে লইয়া গেল।

অনন্তর হাতেম তথা হইতে সাহাবাদের, উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে তিনি সেই মৎস্যদেশে গমন ও তাহার সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ করিয়া ভল্লুক নগরে উপনীত হইলেন। পরিশেষে প্রায় মাসৈককাল তথায় অবস্থিতি করত ভল্লুক কুমারীকে পরিতুষ্ট করিয়া সেই শৃগালের নিকট উপনীত হইলেন; এবং তাহাকে কুশলাদি জিজ্ঞাসা ও আপন বৃত্তান্ত সকল অবগত করিয়া, কিয়ৎকাল পরে সাহাবাদে উপনীত হইলেন, ও হাসনবানুর সদাব্রতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অতঃপর মনীরস্বামী তাঁহার আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমীপে উপনীত হইল এবং তাঁহাকে যথামত বন্দনা করিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিল।

এদিকে ভৃত্যগণ হাসনবানুকে হাতেমের আগমন বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে তিনি তাঁহাকে নিকটে আনিতে আদেশ করিলেন, এবং আপনি পরিজনবর্গের সহিত এক যবনিকার অন্তরালে অবস্থিতি করিয়া হাতেমকে প্রশ্নের কথা জিজাসা করিলেন। তখন হাতেম তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথাই বর্ণন করিয়া কহিলেন যে, তেলেসমাত স্থানে যে বৃদ্ধ যাহা দেখিবার নিমিত্ত ঐরূপে "একবার দেখিয়াছি, পুনর্ব্বার দেখিবার ইচ্ছা হয়" বলিয়া রোদন করিত, আমি তাহাকে তাহার অভিলষিত প্রদেশে রাখিয়া আসিয়াছি; অতএব এখন অবধি আর তাহার বিলাপস্বর শ্রবণ গোচর হইবেক না। হাসনবানু ও আর আর সকলেই তখন হাতেমের কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন। ধাত্রী, হাতেমের সমস্ত কথাই সত্য বলিয়া বিশেষরূপে অবগত হওত তাঁহার বিস্তর প্রশংসাকরিতে লাগিল। বাস্তবিক সেই সময় হইতেআর কেহই সেই রোদন নিদান শুনিতে পায় নাই। অনন্তর হাসনবানুর আজ্ঞাক্রমে অপূর্ব্ব উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী আনয়ন করিলে, হাতেম তাহা পরমসুখে ভোজন করিলেন। পরিশেষে তিনি কিয়ৎকাল বিশ্রাম সুখে অতিবাহিত করিয়া হাসনবানুকে কহিলেন যে, ঈশ্বরেচ্ছায় আপনার এই এক প্রশ্নের নিষ্পত্তি

হইয়া গেল, এক্ষণে দ্বিতীয় প্রশ্ন কি? তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি।

অনন্তর হাসনবানু তাঁহাকে বিনীতভাবে কহিলেন, মহাশয়! আপনি বহুকাল ভ্রমণ করিয়া পথ ক্লেশে অতিশয় কাতর হইয়াছেন, অতএব এক্ষণে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করত শ্রান্তি দূর করুন; পরিশেষে আমি আপনাকে আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের বিষয় অবগত করিব। কারণ এক্ষণে আপনার পথশ্রম দূর না করিয়া পুনর্ব্বার এত শীঘ্র গমন করা বিধেয় নহে। যাহা হউক, হাতেম তখন হাসনবানুর বাক্যে অনুমোদন করিয়া কিয়দ্দিবস তথায় অবস্থিতি ও বিশ্রাম করত পুনর্ব্বার তাঁহার নিকট উপনীত হইয়া কহিলেন, ভদ্রে! এখন তোমার কি প্রশ্ন আমাকে পূর্ণ বা অন্বেষণ করিয়া আনিতে হইবে, তাহা সত্বর বল? হাসনবানু কহিলেন, মহাশয়! অতঃপর আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন শ্রবণ কর। এক ব্যক্তি তাহার দ্বারদেশে এই রূপ লিখিয়াছে যে, "ভাল করিয়া পুনর্ব্বার জলে বিসর্জ্জন দেয়" এক্ষণে আপনি আমাকে তাহার প্রকৃত তত্ত্ব আনিয়া দিউন। কোন্ ব্যক্তি কাহার কি উপকার বা ভাল করিয়া পুনর্ব্বার তাহাকে জীবনে পরিত্যাগ করে? তাহাই সত্বর আমার গোচর কর।

অনন্তর তিনি দ্বিতীয় প্রশ্নের বিষয় অবগত হওত হাসনবানুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া সত্বর তথা হইতে প্রশ্নানুসন্ধানে বিনির্গত হইলেন।

হাসনবানুর দ্বিতীয় প্রশ্নের অন্বেষণে হাতেমের যাত্রা।

হাতেম, হাসনবানুর প্রশ্ন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্রে! কোন স্থান হইতে যে এই প্রশ্নের অনুসন্ধান হইতে পারে, তাহার কি আপনি কিছু অবগত আছেন? তখন তাঁহার ধাত্রী কহিলেন, মহাশয়! সেই স্থানের বিষয় আমরা বিশেষ কিছু অবগত নহি; তবে কেবল এই মাত্র শুনিয়াছি যে, সেই স্থান এই দেশের উত্তর দিকে। এক্ষণে আপনাকে সবিশেষ তত্ত্ব করিয়া সেই স্থানে গমন করিতে হইবে।

অনন্তর হাতেম উহাদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আপন অভীষ্ট দেবতাকে স্মরণ করত সাহাবাদ হইতে সত্বর উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া সায়ংকালে তিনি এক সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন। তথায় ক্লান্ত বোধে নদীতটস্থ এক বৃক্ষতলে উপবেশন করত বিশ্রাম সুখ অনুভব ও ইতস্তত দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে তিনি সহসা দূর হইতে রোদন নিনাদ শ্রবণ করিয়া, তাহা মনুষ্যের

কণ্ঠস্বর বলিয়া বিলক্ষণ জানিতে পারিলেন। তখন তাঁহার মনোমধ্যে দয়ার উদ্রেক হওয়াতে তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কোন ব্যক্তি অবশ্যই বিপদে পড়িয়া এই রূপ রোদন করিতেছে ... অনেক কাষ্ট্যে আমি শব্দানুসারে তত্রা চিৎকার করিয়া থাকে? এবং তৃতীয় প্রশ্ন এই চেষ্টা না করিয়া ক্ষিণ হস্তে যে প্রস্তরের এক কেয়ুর বন্ধন (তাবিজ) অবশ্যই আমাকে আনিয়া দিতে হইবে"।

অনন্ত যন্ত্রণায় কুমারীর এইরূপ প্রশ্নদ্বয় শ্রবণ করত আমি হতবুদ্ধি হইয়া শব্দানুসারে কহিলাম, যে আমি এ কার্য্য করিতে কদাপি সমর্থ নহি। ইহয়া উপনীত হওয়া সম্পন্ন হওয়া নিতান্ত দূরূহ ও অসম্ভব। তখন রাজকুমারী এরূপ কথা শ্রবণ করিয়া আমার যথা সর্ব্বস্ব গ্রহণ করত আমাকে সেই নগর হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিল। সুতরাং আমি সর্ব্বস্বান্ত ও তাহাতে বঞ্চিত আমি নিতান্ত নিরুপায় হইয়া অনুদিন তাহাকেই চিন্তা করত একাকী হইতে পারি?" এইস্থানে বসিয়া বিলাপ করিতেছি। আমি ছিলেন, মহাত্মা হাতেমও সেইকালে তথায় যাইয়া উপনীত হইলেন, এবং তাঁহাকে মিষ্ট বচনে সম্ভাষণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, ভ্রাত! তুমি কে? এবং কি দুঃখেই বা এই গভীর বনমধ্যে একাকী বসিয়া রোদন করিতেছ, তাহা আমাকে বল? সে ব্যক্তি কহিল, মহাশয়! আমার দুঃখের কথা আপনাকে কি নিবেদন করিব? সে কথা শ্রবণ করিলে আপনারও করি- সাতিশয় ব্যথিত হইবে। তখন হাতেম কহিলেন, মহাশয়! আমি সেই দুঃখের কথা যতই কেন ক্লেশকর হউক না, আপনি কৃপা করিয়া তাহা আমার গোচর করুন।

অনন্তর সেই ব্যক্তি কহিতে লাগিল, মহাশয়! পূর্ব্বে আমি একজন সদাগর ছিলাম, এই স্থান হইতে প্রায় চারি ক্রোশ দূরে যে এক সুন্দর নগর আছে, তথাকার সম্রাটের নাম হারিস। সেই হারিস রাজার এমন এক পরমা সুন্দরী কন্যা আছে যে, পৃথিবীতে কোন স্থলেই তাহার ন্যায় নিরুপমা কামিনী আর নাই। তাহাকে দর্শনমাত্রেই স্বর্গবিদ্যাধরী অথবা অপ্সরী বলিয়া ভ্রম জন্মিয়া থাকে। যাহা হউক, একদা আমি আমার বাণিজ্য সংক্রান্ত দ্রব্যাদি লইয়া সেই নগরে উপনীত হওত তথাকার প্রাসাদের সম্মুখস্থ প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া গমন করিতেছিলাম; এই সময়ে সেই রাজকন্যা তাঁহার অট্টালিকার ছাদ হইতে বহির্দ্দেশের লোক-গমনাগমন ও ভিক্ষুক পথিকগণের নৃত্যগীতাদি দর্শন ও শ্রবণ করিতে ছিলেন। সেই কালে আমি তাঁহাকে সহসা দর্শন করিয়া একেবারে মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। ক্রমে জ্ঞান সঞ্চার হওয়াতে আমি একে একে সম্মুখস্থ সমস্ত ব্যক্তিকেই জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয়! এ বাটী কাহার? তাহারা কহিল, মহাশয়!

ইহা হারিস রাজের প্রাসাদ; এখানে তাঁহার পরম সুন্দরী কুমারী স্বীয়
পরিচারিকাগণের সহিত অবস্থিতি করিয়া থাকেন। তখন আমি তাঁহা-
অনন্তর হা... ...
াহুকাল ভ্রমন করিয়া পথ ক্লেশে অতিশয় কাতর হইয়া রাজকুমারী বিবাহিতা অথবা
কিয়ৎকাল বিশ্রাম করত শ্রান্তি দূর করুন; পরিশেষে আ.. অদ্যাপিও অনূঢ়া-
আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের বিষয় অবগত করিব। কারণ এক্ষ দিগকে জিজ্ঞাসা
পথশ্রম দূর না করিয়া পুনর্ব্বার এত শীঘ্র গমন করা বিধেয় নিমিত্ত অদ্যাপি
হউক, হাতেম তখন হাসনবানুর বাক্যে অনুমোদন করিয়া ইঁহার অদ্যা-
তথায় অবস্থিতি ও বিশ্রাম করত পুনর্ব্বার তাঁহার নিকট উপনীতকরাজ্ঞ যে
কহিলেন, ভদ্রে! এখন তোমার কি প্রশ্ন আমাকে পূর্ণ বা অন্বেষণ করি তাঁহা-
আনিতে হইবে, তাহা সত্বর বল? হাসনবানু কহিলেন, মহাশয়! ব
পর আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন শ্রবণ কর। এক ব্যক্তি তাহার দ্বারদেশে এই
তাঁহার ...খিয়াছে যে, "ভাল করিয়া পুনর্ব্বার জলে বিসর্জ্জন দেয়" এক্ষ কহি-
লেন, যে এ বিষয়ের ...ার প্রকৃত তত্ত্ব আনিয়া দিউন। কোন ব... নাই; কন্যা
আপনিই স্বেচ্ছা সুখে যাহাকে বিবাহ করিবে, সেই তাহাকে লাভ করিতে
সমর্থ হইবে। কিন্তু তাহার প্রতিজ্ঞা এই যে, যে কেহ তাহার তিন প্রশ্নের
উত্তর করিতে সমর্থ হইবে, সেই তাহাকে পতিত্বে বরণ করিবে। অনন্তর
...দ্বারা আমি সংবাদ প্রেরণ করিলে, রাজকন্যা আমাকে অন্তঃপুরে
...গেলেন, এবং অতি সম্মান পূর্ব্বক এক বিচিত্র আসনে উপবেশন
...া কহিলেন, মহাশয়! যদ্যপি আপনি নিতান্তই আমার পাণিগ্রহণা-
...শয়ে এখানে আগমন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনাকে প্রথমে
আমার তিনটী মাত্র প্রশ্ন পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। তাহাতে আমি তাঁহাকে
কহিলাম যে, আপনার যে কিছু প্রশ্ন থাকে, তাহা আপনি অবলীলাক্রমে
আমার নিকট প্রকাশ করুন, আমি তাহা অবশ্যই পূর্ণ করিয়া দিতে প্রস্তুত
আছি। তখন রাজকুমারী আমাকে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিল; মহাশয়!
আপনি যদি আমার সেই প্রশ্নত্রয় পূর্ণ করিয়া দিতে পারেন তবে, আমি
নিশ্চয়ই আপনার পাণিগ্রহন করিব, নতুবা আপনার বানিজ্য সমন্ধীয়
যে কোন বস্তু আপনি এখানে আনয়ন করিয়াছেন, আমি তৎ সমুদায়ই
গ্রহণ করিব, তাহাতে আপনার আর কিছু মাত্র সত্ত্ব থাকিবে না।

অনন্তর আমি তাঁহার মনস্তুষ্টি জন্মাইবার নিমিত্ত তখন তাহাতেই সম্মত
হইয়া তাঁহার সহিত নানা প্রকার হাস্য পরিহাস ও ক্রীড়া কৌতুক করিতে
লাগিলাম। পরিশেষে সেই রাজ কুমারী আমাকে মিষ্ট বচনে পরিতুষ্ট
করিয়া কহিল যে, মহাশয়! "এই নগরের বাহিরে এক বৃহৎ কূপ আছে
যে কেহ তন্মধ্যে প্রবেশ করে, সে আর কদাপি প্রত্যাগমন করিতে পারে
... ... সেই কূপের মধ্য ও উপরিভাগে এমন কি বস্তু আছে যে

তদ্দারায় এইরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে, আপনাকে অগ্রে তাহাই জানিয়া আসিতে হইবে, ইহাই আমার প্রথম প্রশ্ন? "দ্বিতীয়ত, শুক্রবার গভীর রজনীযোগে কোন ব্যক্তি "এমন কার্য্য করিব না, অদ্যকার নিপর্জ্জনক কার্য্যে আমারই উপকার" বলিয়া চিৎকার করিয়া থাকে? এবং তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, "মহাপরীর দক্ষিণ হস্তে যে প্রস্তরের এক কেয়ুর বন্ধন (তাবিজ) আছে, তাহা আমাকে আনিয়া দিতে হইবে"।

রাজ কুমারীর এইরূপ প্রশ্নত্রয় শ্রবণ করত আমি হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহাকে কহিলাম, যে আমি এ কার্য্য করিতে কদাপি সমর্থ নহি। ইহয়া আমাদ্বারা সম্পন্ন হওয়া নিতান্ত দুরূহ ও অসম্ভব। তখন রাজকুমারী এই কথা শ্রবণ করিয়া আমার যথা সর্ব্বস্ব গ্রহণ করত আমাকে সেই নগর হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিল। সুতরাং আমি সর্ব্বস্বান্ত ও তাহাতে বঞ্চিত এবং নিতান্ত নিরুপায় হইয়া অনুদিন তাহাকেই চিন্তা করত একাকী এই নির্জ্জন প্রদেশে বসিয়া বিলাপ করিতেছি। আমি তাহার প্রেমে বঞ্চিত হইয়া আমার আত্মীয় স্বজন ও গৃহাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রতিক্ষণ মৃত্যুকেই স্মরণ করিতেছি; কিন্তু তথাপিও এই নিদারুণ ও পাপ প্রাণ বিনির্গত হইতেছে না। আমি তাহার দারুণ প্রেমবাণে বিদ্ধ হইয়াছি, এবং আমার বুদ্ধি বৃত্তি সকলই একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন আমি তজ্জন্য কেবল নয়নবারি বিসর্জ্জন করিয়া অতি ক্লেশে দিন যাপন করিতেছি। তখন হাতেম তাহাকে আশ্বাসিত করিয়া কহিলেন, মহাশয়! আপনি আমাকে সেই স্থানে লইয়া চলুন। আপনি যে রাজ কন্যাতে এতদূর অনুরক্ত হইয়াছেন, এক্ষণে আমি আপনার নিকট শপথ করিয়া কহিতেছি যে যাহাতে আপনি তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন, আমি তজ্জন্য সবিশেষ সচেষ্ট হইব। সে ব্যক্তি কহিল, মহাশয়! তাহা হইলে আপনি যথার্থই আমার প্রাণ দান করেন; কারণ আমি তাহাতে এতদূর অনুরক্ত হইয়াছি যে, তাঁহাকে না পাইলে অবশ্যই এই পাপ প্রাণ পরিত্যাগ করিব। আমি সেই রাজকুমারী ব্যতীত অপর কোন ধনই প্রার্থনা করি না।

অনন্তর হাতেম তাহার সহিত সেই নগরে উপনীত হইয়া দুত দ্বারা রাজকুমারীকে তাঁহাদের আগমনাভিপ্রায় সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। তখন সেই রাজকুমারী তাঁহাদিগকে তাঁহার অন্তঃপুরে লইয়া যাইতে আদেশ করিলে, ভৃত্য বহির্দ্দেশে পুনরাগমন করত (তাঁহাদিগকে) তথায় লইয়া গেল। তখন হাতেম সেই রাজ কন্যাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! যদি তোমার পিতা আমাকে আদেশ করেন, তাহা হইলে আমি তোমার যে কোন প্রশ্ন থাকিবে, তাহা নিশ্চয়ই পুর্ণ করিয়া দিব। কিন্তু যৎকালে তোমার প্রতিজ্ঞা আমাকর্ত্তৃক পূর্ণ হইবে, তখন তুমি আমারই হইবে; সুতরাং সেইকালে

আমি তোমাকে যাহার হস্তে সম্প্রদান করিব, তখন তোমাকে তাহারই পাণিগ্রহণ করিতে হইবে। অতএব ভদ্রে! যদি তুমি অগ্রে আমার এই প্রস্তাবে সম্মত হও, তাহা হইলে আমিও তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে প্রস্তুত আছি। অনন্তর রাজকন্যা তাহাতে স্বীকৃত হইলে, হাতেম তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিলেন, ভদ্রে! তবে এক্ষণে তোমার পিতাকে এই সকল বিষয় অবগত কর। রাজকন্যা তখন আপন পিতাকে সেই সকল বিষয় বিজ্ঞাপন করিলে তিনি সত্বর অন্তঃপুরে প্রবেশ করত কুমারীর গৃহে আসিয়া উপবেশন করিলেন। এইকালে হাতেম তাঁহাদের পরস্পরের প্রতিজ্ঞাত বিষয় সম্রাটের গোচর করিলে, রাজকুমারী হাতেমকে পুনর্ব্বার কহিলেন, মহাশয়! আমার প্রশ্নত্রয় পূর্ণ করা অতিশয় দুঃসাধ্য। তবে যদি কোন প্রকারে আপনি আমার প্রথম দুই প্রশ্ন পূর্ণ করিতে সমর্থ হয়েন, কিন্তু তৃতীয় প্রশ্ন পূর্ণ হওয়া নিতান্তই অসম্ভব। অতএব এরূপ স্থলে আপনি আর কি করিবেন? হাতেম কহিলেন ভদ্রে! আপনার প্রশ্ন সকল যতই কেন কঠিন হউক না; আমি তাহা অবশ্যই পূর্ণ করিয়া দিব। তবে যদি তাঁহার কোন বিষয়ে আমি নিতান্তই অসমর্থ হই, তাহা হইলে নিজ প্রাণ ব্যতিরেকে এখানে আর আমার অপর কোন সঙ্গতি নাই; সুতরাং তখন আমি সত্যের উদ্দেশে আপনাকে আমার এই অকিঞ্চিৎকর প্রাণ প্রদান করিব। এইরূপে সম্রাটের সম্মুখেই পরস্পরে প্রতিজ্ঞা করিলে রাজকন্যা তখন হাতেমকে যথাবৎ সম্মান করিয়া তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন ও বিশ্রাম করাইলেন।

হারিস রাজকুমারীর প্রথম প্রশ্ন অন্বেষণে হাতেমের যাত্রা।

হাতেম সেই হারিস রাজকন্যার গৃহে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, ভদ্রে! অতঃপর তোমার কি প্রশ্ন আছে, তাহা আমাকে প্রকাশ করিয়া বল। অনন্তর রাজকন্যা কহিলেন, মহাশয়! এই নগরের বহির্দ্দেশে যে এক কূপ আছে, তাহার মধ্যে ও উপরিভাগে কি আছে তাহাই দেখিয়া আসিতে হইবে, ইহাই আমার প্রথম প্রশ্ন। হাতেম এই প্রশ্নের বিষয় অবগত মাত্রে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া তিন ক্রোশ পথ অতিক্রম করত সেই কূপ সন্নিধানে গমন করিলেন। এইকালে রাজকুমারী কতিপয় দূতও তাঁহার সহিত প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু হাতেম সেই কূপসন্নিধানে

উপনীত হইবামাত্র তাহাদিগকে তথা হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে কহিলে, তাহারা তাহাতে কোনক্রমেই সম্মত না হইয়া তাঁহাকে কহিল, মহাশয়! আপনি যত দিন এই কূপমধ্য হইতে প্রত্যাগমন না করিবেন, ততদিন কেহই আমরা গৃহাভিমুখে গমন করিব না। আপনি উহা হইতে ফিরিয়া আসিলে, আমরা সকলে পুনর্ব্বার আপনার সহিত একত্র সম্মিলিত হইয়া গৃহে গমন করিব। তখন হাতেম অগত্যা তাহাদিগকে তথায় রাখিয়া একাকী সেই কূপমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এইরূপে কিছু দিন তিনি ক্রমান্বয়ে সেই কূপ-মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন সহসা তথায় দিবসের ন্যায় আলোক দেখিয়া, তাহাকেই ঐ কূপের শেষভাগ বলিয়া স্থির করিলেন। তখন তথা হইতে প্রত্যাগমনের মানস করিয়া, আবার মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, কূপের বাহিরে কি আছে, ইহা জিজ্ঞাসা করিলে তখন আমি তাঁহাকে কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিব? অতএব এখন উহার সবিশেষ কিছু না দেখিয়া শুনিয়া সহসা এখান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। যাহাহউক, হাতেম এইরূপ চিন্তা করিয়া কূপের শেষ সীমা পর্য্যন্ত গমন করিলেন। তথায় এক প্রান্তর, ও সেই প্রান্তরে এক মনোহর পুষ্করিণী দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি শ্রম দূর করিবার নিমিত্ত সেই পুষ্করিণীর শীতল ও সুবাসিত জল পান করিয়া তথাকার স্নিগ্ধ সমীরণ সেবন করিতে লাগিলেন। এইরূপে তথায় কিয়ৎকাল বিশ্রাম সুখানুভব করত তিনি পুনর্ব্বার গমন করিতে করিতে এক মনোহর নগর দেখিতে পাইয়া শীঘ্র সেই নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর তিনি বৃহদাকার ভয়ঙ্কর দৈত্যগণকে তথায় বাস করিতে দেখিয়া, উহা দৈত্য নগরী বলিয়া জানিতে পারিলেন।

এদিকে দৈত্যগণ হাতেমকে নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদের আহার মিলিল বলিয়া সকলেই পরমাহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিল। তন্মধ্যে কেহ কেহ হাতেমের হস্তধারণ করত অপূর্ব্ব আহার মিলিল বলিয়া আরও আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। কেহ কহিল আইস, আমরা সকলে এখনই ইহাকে ভক্ষণ করি। তখন একজন বিচক্ষণ দৈত্য কহিল ভাই হে! তোমরা গোপনে গোপনে যদিও ইহার প্রাণ বিনাশ করিয়া ইহাকে ভক্ষণ কর, তথাপি কোনপ্রকারে যদি তাহা আমাদের সম্রাটের কর্ণগোচর হয়, তাহা হইলে তোমাদের আর কিছুতেই নিস্তার থাকিবে না। তাহা হইলে দৈত্যরাজ তৎক্ষণাৎ প্রাণদণ্ড করিয়া তোমাদের যথাসর্ব্বস্ব গ্রহন করিবেন। অতএব এখন ইহাকে আপনাপনি বধ না করিয়া বরং তাঁহার সমীপে লইয়া চল; তাহা হইলে যথেষ্ট পুরস্কার লাভ হইবার সম্ভাবনা। তখন কেহ কহিল, ভাই হে! কে দৈত্যরাজের সম্মুখে ইহাকে লইয়া যাইতে সমর্থ হইবে? অতএব (তদপেক্ষা) ইহাকে বিনাশ না করিয়া বরং সত্বর পরিত্যাগ

কর, তাহা হইলে এই ব্যক্তি প্রাণভয়ে স্বয়ংই স্থানান্তরে পলায়ন করিবে”। এইরূপে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া তাহারা সকলেই হাতেমকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিলে, তিনি তথা হইতে স্থানান্তরে গমন করত আর এক মনোহর নগর দেখিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে অপর কতিপয় দৈত্য আসিয়া হাতেমকে মণ্ডলাকারে পরিবেষ্টন করিলে, তিনি ভীত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়! আমাকে এই ঘোর শঙ্কট হইতে এখন কে রক্ষা করিবে? ইত্যবসরে জনৈক দৈত্য অপরাপর দৈত্যগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, ওহে! তোমরা আপনা হইতে কেহই উহার প্রাণবধ করিও না। কারণ সকলেইত সম্রাটের আদেশ অবগত আছ যে, যদি কেহ কখন কোন মনুষ্যকে দেখিতে পাও, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমার নিকটে তাহাকে লইয়া আসিবে; যে হেতু শান্ত ও বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষন মনুষ্যেরা ঔষধ ব্যবস্থা বিলক্ষন অবগত থাকিতে পারেন। দেখ আমাদের রাজকন্যার উদরাময় পীড়া আছে, মানবগণ উহার চিকিৎসা সম্যক প্রকারে করিয়া থাকে, এজন্য মনুষ্যের প্রয়োজন হওয়াতে, চল আমরা ইহাঁকেই আমাদের সম্রাটের নিকট লইয়া যাই। যদিও ইতিপূর্ব্বে আমরা রাজ সমীপে সহস্র সহস্র মানব লইয়া গিয়াছি, এবং অকৃতকার্য্য হওয়া প্রযুক্ত তাহারা এখন বন্দীভাবে এখানে অবস্থিতি করিতেছে, তথাপি কি জানি, ইনিই যদি কোন প্রকার উপযুক্ত ঔষধদানে দৈত্য-রাজবালাকে আরোগ্য ও সুস্থ করিতে সমর্থ হয়েন, তাহা হইলে তোমরাও যথেষ্ট রাজপ্রসাদ লাভ করিতে পারিবে। অনন্তর আর এক দৈত্য কহিল, ভাই! ইতিপূর্ব্বে আমাদের রাজকুমারীকে আরোগ্য করিবে বলিয়া বিস্তর মনুষ্যকে তথায় প্রেরণ করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা কেহই সেই রোগের প্রতিবিধান করিতে না পারিয়া একে একে সকলেই এখানে অদ্যপিও বন্দীভাবে অবস্থিতি করিতেছে, কিন্তু এই ব্যক্তিও যদি তাহাদের ন্যায় অকৃতকার্য্য হইয়া কারাবরুদ্ধ হওত বৃথা ক্লেশ প্রাপ্ত হয়, তাহাতে আমাদের আর কি বিশেষ লভ্য হইবে? অতএব তদপেক্ষা ইহাকে স্বেচ্ছাসুখে আপন গৃহে গমন করিতে দাও, এই বলিয়া সকলেই হাতেমকে পরিত্যাগ করিল। তখন তন্মধ্য হইতে জনৈক ধার্ম্মিক, পরোপকারী ও দয়ালু দৈত্য, পাছে না জানিয়া অপর কোন দৈত্য হাতেমকে বিনষ্ট করে, এজন্য রক্ষকরূপে কিয়দ্দূর তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিল।

এদিকে উহাদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া হাতেম গমন করিতে করিতে মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, আমি দৈত্য-রাজবালার পীড়ার সবিশেষ তদন্ত জানিয়া স্বেচ্ছাসুখে তাঁহার নিকট গমন করিব; নতুবা দৈত্য হস্তে বিনষ্ট হইব। হাতেম এইরূপে চিন্তানিমগ্ন হইয়া দ্রুতপাদ বিক্ষেপে

গমন করিতে করিতে আর এক দৈত্যনগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় কতিপয় দৈত্য হাতেমকে দেখিবামাত্রই পুলকিত হয়া পরস্পর কহিতে লাগিল দেখ, আমাদের সেনাপতির গৃহিণীর চক্ষুপীড়া হইয়াছে ও নিরন্তর তাঁহার চক্ষু হইতে জল পতিত হইয়া থাকে, এবং রাজমহিষী সেই চক্ষের বেদনায় অতিশয় কাতর হইয়াছেন, অতএব বোধ হয় যে এই ব্যক্তি তাহা আরোগ্য করিতে সমর্থ হইবে। এজন্য চল, আমরা ইহাকে আমাদের সেনাপতির নিকট লইয়া যাই।

অনন্তর দৈত্যগণ হাতেমকে লইয়া তাহাদের প্রধান গৃহে উপনীত হইল। তখন দৈত্যগণের সেনানায়ক তাহাদের সহিত মনুষ্যকে দর্শন করিয়া অতিশয় অসন্তুষ্ট ও রোষাবিষ্ট হইয়া সেই দৈত্যগণকে কহিতে লাগিলেন, তোমরা কি নিমিত্ত এই ব্যক্তিকে এখানে আনয়ন করিলে? শীঘ্র ইহাকে স্থানান্তরে গমন করিতে দাও, এই বলিয়া নিরস্ত ও বিমর্ষভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই কালে হাতেম মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, এই দৈত্যের বাস্তবিক কোন আন্তরিক বেদনা উপস্থিত হইয়াছে, নতুবা এরূপ কোপের আর কোনই কারণ নাই। যাহা হউক, তিনি চিন্তা করিয়া দৈত্য সেনাপতিকে কহিলেন, মহাশয়! আপনার কি দুঃখ হইয়াছে, তাহা আমার নিকট যথার্থ করিয়া বলুন? দৈত্যবর কহিল, মহাশয়। আপনি এক জন সামান্য মনুষ্য মাত্র, অতএব আমার দুঃখের কথা আপনাকে আর কি কহিব! দেখুন আমার পত্নীর অত্যন্ত চক্ষুপীড়া উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু উপযুক্ত চিকিৎসক না পাওয়াতে তাহা আর কিছুতেই আরোগ্য হইতেছে না, এবং সেই জন্য আমি সাতিশয় মনঃপীড়ায় কাতর হইয়াছি। হাতেম কহিলেন, মহাশয়! আমি চক্ষুরোগের নানাবিধ চমৎকার ও অব্যর্থ ঔষধ অবগত আছি। আপনি আমাকে তাঁহার চক্ষু পরীক্ষা করিতে দিউন, তাহা হইলে করুণাময় ঈশ্বরের প্রসাদে আমি শীঘ্রই তাঁহাকে আরোগ্য করিয়া দিব।

অনন্তর সেই দৈত্য পরম সমাদরে হাতেমের হস্তধারণ করিয়া আপন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। এইকালে হাতেম বিশেষ মনোনিবেশ করিয়া দৈত্য গৃহিণীর চক্ষুরোগ পরীক্ষা করত দৈত্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন দেখুন, আপনি যদি আমাকে আপনাদের সম্রাটের নিকট লইয়া যাইতে অঙ্গীকার করেন, তাহা হইলে আমি এখনিই আপনার গৃহিণীর পীড়া অবশ্যই আরোগ্য করিয়া দিব। অনন্তর দৈত্যবর ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া তাহাতে সম্মত হইয়া কহিলেন, মহাশয়! দৈত্যরাজ নিজ তনয়ার উদরাময় পীড়া আরোগ্য করিতে এইরূপ এক সুযোগ্য চিকিৎসকের অনুসন্ধান করিতেছেন, তিনি আপনাকে প্রাপ্ত হইলে যথেষ্ট পরিতুষ্ট হইবেন, এবং আমি আপনাকে সমভিব্যাহারে করিয়া তথায় লইয়া গেলে আমারও যশো-

রাশি ও গৌরব বৃদ্ধি হইবে। অতএব আমি আপনাকে অবশ্যই তথায় লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইলাম।

অতঃপর হাতেম প্রহৃষ্টান্তঃকরণে ভল্লুককন্যা প্রদত্ত সেই উপলখণ্ড লইয়া শীতল জলে ঘর্ষণ করত দৈত্য গৃহিণীর চক্ষে লেপন করিয়া দিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ তাহার সমস্ত পীড়ার উপশম হইল, তাহাতে সেই দৈত্যবর পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া হাতেমের বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিল। এইরূপে দুই এক দিবস অতীত হইলে, হাতেম দৈত্যরাজের নিকট সত্বর গমন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; তখন সেই দৈত্যও তাঁহাকে সদ্ব্যবহারে লইয়া রাজসভায় উপনীত হইল, এবং দৈত্যরাজকে হাতেম সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় বিস্তারিত রূপে বর্ণন করিয়া কহিল, মহাশয়! ইনি অতি চমৎকার ভীষক ও ইহার ঔষধ অব্যর্থ। বোধ হয় যে আপনি ইহা হইতে নিশ্চয়ই আরোগ্যলাভ করিতে পারিবেন। তখন দৈত্যরাজ তাহাতে পরমাহ্লাদিত হইয়া অতিশয় যত্নপূর্ব্বক হাতেমকে আপনার পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া কহিতে লাগিলেন, মহাশয়? আপনি আমাকে চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করিতে পারিলে, আমা হইতে আপনার বিস্তর উপকার সাধিত হইবে, এবং আমি অনুদিন আপনার বাধিত হইয়া থাকিব। তখন হাতেম কহিলেন, মহাশয়! আপনার কি পীড়া হইয়াছে, তাহা আমাকে অবগত করুন? দৈত্য কহিলেন মহাশয়! আমি উদরের পীড়াতে দিবারাত্রই বহুকাল হইতে ক্লেশানুভব করিয়া থাকি; বিস্তর চিকিৎসা দ্বারাও কোন চিকিৎসকে অদ্যাপি তাহা আরাম করিতে পারে নাই, এক্ষণে আপনি যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে আরোগ্য করিতে পারেন, তাহা হইলে বড়ই উপকৃত হই।

অনন্তর হাতেম জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! আপনার এই পীড়া কতদিন হইয়াছে, ও আপনার আহারের সময় কত লোকইবা নিকটে উপস্থিত থাকে? দৈত্যরাজ কহিল, মহাশয়! আমার এই পীড়া বহুকাল হইতে হইয়াছে, এবং ভোজনের সময় অনেক লোকই আমার নিকট উপস্থিত থাকে। তখন হাতেম কহিলেন, মহাশয়! অদ্য আপনার মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় আমি সেই ভোজনাগারে উপস্থিত থাকিব। অতঃপর নিরূপিত সময়ে আহারের আয়োজন হইলে, হাতেম তথায় উপস্থিত হইলেন; এবং দৈত্যরাজকে কিয়ৎকাল ভোজনে নিবৃত্ত ও অপেক্ষা করিতে বলিয়া সেই সকল রাজভোগোচিত অন্নব্যঞ্জনাদি অপর এক আবৃত পাত্রে রাখিয়া দৈত্যরাজকে তাহা দেখিতে আদেশ করিলেন। তখন দৈত্যবর সেই পাত্রের আবরণ উত্তোলন পূর্ব্বক তাহাতে অন্নের পরিবর্ত্তে কেবল কৃমি মাত্র দেখিতে পাইয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, এবং হাতেমকে

সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহাশয়! এই সকল কীট কোথা হইতে আইল? হাতেম কহিলেন, মহাশয়! এই কৃমিই আপনার উদর পীড়ার প্রধান কারণ। দেখুন আপনি যখন রাজভোগোপযোগী অপূর্ব্ব আহার্য্য দ্রব্য সকল ভোজন করিতেন, সেইকালে আপনার সম্মুখে অনেক লোভী ও মন্দ লোক উপস্থিত থাকিয়া ঐ সকল ভোজ্য দ্রব্য ভক্ষনার্থ লোভযুক্ত হইত। সেই মন্দলোকদিগের কুদৃষ্টি প্রভাবে আপনার অজীর্ণ দোষ জন্মিয়া এক্ষণে উদর কৃমি পূর্ণ হইয়াছে। অতএব ইহা নিবারণের নিমিত্ত আমি আপনাকে এখন এই সদুপদেশ প্রদান করিতেছি যে, আপনি এখন হইতে অতিশয় গোপনে আহারাদি করিবেন, যেন সেই সময়ে কোন ব্যক্তিই উপস্থিত না থাকে, তাহা হইলে আপনার সকল পীড়া ও ক্লেশ সত্ত্বরই বিদূরিত হইবে। অথবা আপনার ভোজনের সময় যদি কেহ তথায় উপস্থিত থাকে, তাহা হইলে অগ্রে তাহাদিগকে আপনার খাদ্যের অংশ প্রদান করিয়া পরিশেষে আপনি আহার করিবেন। তাহাতেও আর আপনার কোন পীড়া হইবে না।

অনন্তর দৈত্যপতি হাতেমের বাক্যেই সম্মত হইয়া ভোজনকালে আর কাহাকেও নিকটে আসিতে দিতেন না। এইরূপে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলে, তিনি সমস্ত পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিলেন। একদা তিনি হাতেমকে নিজ সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া নানা কথায় সময়াতিপাত করিতেছেন, এমন সময়ে হাতেম যথার্থ অবসর বিবেচনায় তাঁহাকে কহিলেন, মহাশয়! আপনার নিকট আমার কিছু প্রার্থনা আছে। দৈত্যরাজ কহিলেন কি প্রার্থনা তাহা বল? হাতেম কহিলেন, মহাশয়! আপনার কারাগৃহে যে সকল মনুষ্য এখন বন্দীভাবে অবস্থিতি করিতেছে, এখন আপনার পীড়া আরোগ্য হইয়াছে, সুতরাং আর তাহাদিগকে ক্লেশ দিবার আবশ্যক কি? যে জন্য তাহাদিগকে যন্ত্রনা দেওয়া হইয়াছিল, এখন তাহার উপশম হইল, অতএব তাহাদিগকে বন্ধন হইতে মোচন ও প্রসাদ দান করিয়া স্ব স্ব গৃহে যাইতে অনুমতি প্রদান করুন। অতঃপর দৈত্যরাজ তাহাতে সম্মত হইয়া যথেষ্ট পারিতোষিক ও পাথেয়াদি প্রদান পূর্ব্বক সেই সকল বন্দী মানবগনকে স্ব স্ব স্থানে যাইতে অনুমতি প্রদান করিলেন। এইরূপে বন্দীগনকে মুক্ত হইতে দেখিয়া হাতেম পরমাহ্লাদিত হইলে, দৈত্যরাজ তাঁহাকে অমিয় বচনে কহিলেন, মহাশয়! আপনাকে আমার আর একটী উপকার করিতে হইবে? হাতেম কহিলেন, মহাশয়! আমাকে যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমি প্রাণপণে তাহা সম্পাদন করিতে প্রস্তুত আছি। তখন দৈত্যপতি তাঁহাকে আপন তনয়ার উদরাময় পীড়ার কথা কহিয়া বলিলেন যে, এক্ষণে আপনি যদি চিকিৎসা ও ঔষধ দান করিয়া তাহাকে আরোগ্য

করেন, তাহা হইলে আমি বড়ই উপকৃত ও আপনার নিকট চিরবাধিত হইয়া থাকি। হাতেম তখন সেই দৈত্যবালাকে দেখিতে প্রার্থনা করিলে, দৈত্যরাজ তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন! তখন হাতেম দেখিলেন যে, সেই দৈত্য-রাজকুমারী রোগ যন্ত্রণায় সাতিশয় কৃষা ও পিঙ্গলবর্ণা হইয়াছে, তাহার গাত্রের সমস্ত নীলবর্ণ শীরা সকল স্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছে। হাতেম সেই দৈত্যবালার দুরবস্থা ও ক্লেশ দর্শনে সাতিশয় দয়া পরতন্ত্র হওত জল ও শর্করা একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে ভল্লুক কন্যা প্রদত্ত সেই উলপখণ্ড দ্বারা ঘর্ষণ করিলেন। পরিশেষে সেই ঔষধ রোগীকে পান করাইবা মাত্র, অনর্গল তাহার ভেদ ও বমন ইইতে আরম্ভ হইল। এইকালে রোগ বৃদ্ধি হওয়া প্রযুক্ত হাতেম তাহার নিকটে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিন দিন ক্লেশের পর হাতেম তাহাকে ঐ ঔষধ বারত্রয় পান ও দৈত্যরাজকে আশ্বাসিত করিয়া ক্রমে তাহাকে সুপথ্য প্রদান করিলেন। ক্রমে দৈত্যবালাও সুস্থ ও সবলকায় হইলে হাতেম দৈত্যরাজের নিকট সত্বর বিদায় প্রার্থনা করিলেন; তখন দৈত্যরাজ স্বয়ং তাঁহাকে নানাবিধ স্তুতি করিয়া অপর্য্যাপ্ত মণি মানিক্য ও পাথেয়াদি প্রদান করিলেন। বস্তুত হাতেম একাকী তাহা বহন করিতে অসমর্থ হইবেন জানিয়া চারিজন দৈত্যকেও তাঁহার সহিত প্রেরণ করিলেন। হাতেম তখন তথা হইতে বিদায় লইয়া ছয়মাস পরে পুনর্ব্বার সেই কূপমুখে আসিয়া উপনীত হইলেন। এই সময়ে হাতেমের সহিত পূর্ব্বে যে সকল লোক আসিয়া কূপের নিকটে তাঁহার প্রত্যাগমনের পথ নিরাক্ষণ করিতেছিল, তাহারা সেই দৈত্যগণকে নিরাক্ষণ করিয়া ভয়াকুলিত চিত্তে বেগে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন হাতেম তাহদিগকে কোনমতে শান্ত্বনা করিয়া সেই সকল দ্রব্য তাহাদিগকে বহন পূর্ব্বক লইয়া যাইতে আদেশ ও দৈত্যগণকে নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাগমনার্থ বিদায় করিলেন।

অনন্তর হাতেম হারিসরাজের পান্থশালায় উপনীত হইলে সেই সাধু পুত্র তাহা অবগত হইয়া তাহার নিকটে আগমন করিল। তখন হাতেম তাঁহাকে দৈত্যপ্রদত্ত ধন সকল প্রদান করিলে তিনি তাহা গ্রহন করত হাতেমের চরণে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। হাতেম তখন তাঁহাকে যথাবিধ সাদর সম্ভাষণে পরিতুষ্ট করিলেন।

এদিকে হারিস-রাজবালা লোক মুখে হাতেমের প্রত্যাগমন বার্ত্তা শ্রবণে তাঁহাকে নিজগৃহে আহ্বান করিলেন। হাতেম তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে সেই গর্ত্ত সম্বন্ধীয় পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করত কহিলেন; ভদ্রে! এক্ষণে তোমার আর কি প্রশ্ন পূর্ণ করিতে হইবে তাহা

আমাকে সত্বর বল ? তখন সেই নৃপবালা তাঁহাকে কহিলেন, মহাশয় ? কোন এক প্রান্তর হইতে জনৈক ব্যক্তি এই কথা বলিয়া রোদন করে যে, "এমন কোন কর্ম্মই আমি করি নাই যে, তাহা অদ্য রাত্রিতে আমার কোন প্রকার উপকারজনক কার্য্যে আইসে" আপনি এক্ষণে তাহারাই তথ্যানুসন্ধান করিয়া আসুন।

হারিস রাজকন্যার দ্বিতীয় প্রশ্ন অন্বেষণে হাতেমের যাত্রা।

হারিস রাজকুমারীর বাক্য শ্রবণ করিয়া হাতেম সেই সাধুকে সম্ভাষণ করত সত্বর তথা হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক কোন এক প্রান্তরে গমন করিলেন। একদা শুক্রবার রজনীযোগে তথাকার এক বৃক্ষতলে বসিয়া ঈশ্বরারাধনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে তিনি মনুষ্যের বিলাপ কণ্ঠ শ্রবণ করিলেন যেন, কোন মনুষ্য "এমন কোন কর্ম্মই আমি করি নাই যে, তাহা অদ্য রাত্রিতে আমার কোন প্রকার উপকার জনক কার্য্যে আইসে" বলিয়া রোদন করিতেছে। তখন হাতেম তদন্বেষণে শব্দানুসারে গমন করিতে লাগিলেন, কিন্তু সমস্ত রাত্রিতেও সেইস্থানে উপনীত হইতে পারিলেন না। সুতরাং তিনি সপ্ত দিন ক্রমান্বয়ে গমন করিতে লাগিলেন। হাতেম পরিশ্রান্ত হইতে সময়ে সময়ে বৃক্ষতলে উপবেশন বা শয়ন করিয়া শ্রান্তি দূর করিতেন। এইরূপে সপ্তাহকাল গত হইলে পুনর্ব্বার তিনি, শুক্রবার রজনীতে ঐরূপ রোদননিনাদ শ্রবণ করিয়া তদনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। হাতেম এই প্রকারে শব্দানুসারে গমন করিতে করিতে, পথিমধ্যে সহসা আর একদিক হইতে ভয়ঙ্কর ক্রন্দনরোল শুনিতে পাইলেন, সুতরাং সাতিশয় বিস্মিত হইয়া তাহার তদন্ত জানিবার নিমিত্ত সেই দিকে গমন করিলেন। এইরূপে কিয়দ্দূর গমন করিলে, তথায় এক মনোহর নগর দেখিতে পাইলেন। হাতেম সেই নগরে প্রবেশমাত্রেই কতিপয় ব্যক্তিকে করুণস্বরে রোদন করিতে দেখিয়া সাতিশয়দয়ার্দ্র চিত্তে তাহাদিগকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কহিল, মহাশয়! আমাদের দেশে এক বিষম বিপদ ও ভয় উপস্থিত হইয়াছে। এখানে এক ভয়ঙ্কর হিংস্র জন্তু আছে, তাহাকে ভোজনার্থ প্রতিদিনই এক একটী করিয়া মনুষ্য প্রদান করিতে হয়। নতুবা সেই দুষ্ট আমাদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়া বহু প্রাণী বিনষ্ট করত দেশ উৎসন্নপ্রায় করিয়া ফেলে। যাহাহউক, সম্প্রতি চারি দিবস পরে আমাদিগের এই নগরের প্রধানের পুত্রকে নিয়মানুসারে তাহার ভোজনার্থ উপ-

হার স্বক্ষণে প্রেরণ করিতে হইবে, এজন্য তাহার পরিজনেরা ও নগরবাসী-গণ সকলেই শোকাকুল হৃদয়ে রোদন করিয়া গগণমণ্ডল বিদীর্ণ করিতেছে। তখন হাতেম তাহাদিগকে কহিলেন, হে ভ্রাতৃগন। তোমাদিগের সেই প্রধা-নের পুত্র কোথায়? তখন তাহারা অঙ্গুলি নির্দ্দেশে তাঁহাকে প্রদর্শন করিল।

অনন্তর হাতেম সেই নগরের প্রধান ব্যক্তির নিকট গমন করত কহি-লেন, মহাশয়! সেই জন্তুর কিরূপ আকৃতি, তাহা কি আপনি দেখিয়া-ছেন? যদি দেখিয়া থাকেন তবে, নির্ভয় হৃদয়ে তাহা আমাকে অবগত করুন। আর আপনাকে পুত্রের নিমিত্ত চিন্তিত বা ভীত হইতে হইবে না; কারণ তৎপরিবর্ত্তে আমি সেই জন্তুর নিকট গমন করিতে প্রস্তুত আছি। অনন্তর সেই প্রধান হাতেমকে দর্শন ও তাঁহার এতাদৃশ সাহসজনক প্রীতিকর বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, মহাশয়! আপনার কি প্রেমপ্রবণ চিত্ত, কি মিষ্ট ও প্রীতিকর বাক্য, আপনার এই অসম সাহসকে আমি অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করি। মহাশয়! আপনাকে বিদেশী বলিয়া আমার বিবেচনা হইতেছে, অতএব আপনি কে? তাহা সত্বর আমার গোচর করুন। তখন হাতেম কহিলেন, মহাশয়! আমি একজন বিদেশী পথিক, সম্প্রতি ভ্রমণ করিতে করিতে এই স্থানে আসিয়া আপনার বিপদের সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলাম। আমি এখনও এখানে পান ভোজনাদি কিছুই করি নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আপনার বিপদুদ্ধার করা আমার নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম, অতএব আপনি আমাকে সেই জন্তুর আকৃতি চিত্র করিয়া প্রদর্শন করুণ।

অনন্তর সেই ব্যক্তি হাতেমের বাক্যানুসারে কথিত জন্তুর আকৃতি চিত্রিত করিয়া হাতেমকে প্রদর্শন করিলে, তিনি কহিলেন, মহাশয়! এই জন্তুর নাম হুলুকা; কোন প্রকার অস্ত্রেই ইহাকে বিদ্ধ বা বধ করা যায় না। পরন্তু আপনারা সম্মত হইলে আমি, ঈশ্বরের প্রসাদে কোন প্রকার কৌশল উদ্ভাবন দ্বারা ঐ দুষ্ট জন্তুকে নিধন করিতে পারি। তখন সকলেই এক বাক্যে আহ্লাদিত হইয়া হাতেমের বাক্যে অনুমোদন করিলে, তিনি সত্বর দর্পণ নির্ম্মাতাগণকে আহ্বান করিয়া দুই চারি দিবসের মধ্যেই দীর্ঘে চারিশত হস্ত ও প্রস্থে দুইশত হস্তের এক প্রকাণ্ড দর্পণ প্রস্তুত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। অনন্তর উপযুক্ত দ্রব্যাদি পাইয়া তাহারা তিন দিবসেই উহা হাতেমকে প্রস্তুত করিয়া দিল। তখন হাতেম সেই দর্পণ খানি একখানি বৃহৎ ও শুভ্র বসনদ্বারা আবৃত করিয়া, সেই জন্তু আসিবার স্থানে (উহাকে) স্থাপন করিলেন। অনন্তর সকলে সেই রাত্রি হইতে পরম-সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিল, কেহবা অকুতোভয়ে ভ্রমন করিতে আরম্ভ

করিল। এইকালে ঐ নগরের প্রধানের পুত্র, (যাঁহার নিমিত্ত এত ক্লেশ ও অকাতরে ব্যয় করা হইল) তিনি স্বয়ং কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত হাতেমের অনুগামী হইলে, তাহার পিতা তাহাকে তদনুসরণে প্রতি নিবৃত্ত করিতে সচেষ্ট হইলেন, কিন্তু তিনি কোন প্রকারে গমনে ক্ষান্ত না হইয়া বরং পিতাকে হতাদরে কহিতে লাগিলেন, পিতঃ। এই ব্যক্তি আমার পরম উপকারী; দেখ তুমি আমাকে ঘোরতর বিপদের মুখে নিপাত করিতে ছিলে, কিন্তু ইনি আমাকে তাহা হইতে উদ্ধার করিয়া আমার প্রাণদান করিতেছেন, অতএব আমি অবশ্য ইহাঁরই অনুগামী হইব। এই দুঃখী ব্যক্তি তোমাদিগেরই উপকারার্থে একাকী অসহায়ে আপনাকে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছে, কিন্তু তোমরা কি অবিবেচক, ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া আপনারা এখন অনায়াসে গৃহাভিমুখে যাইতে উদ্যত হইয়াছ।

অনন্তর ঐ কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই হাতেমের পশ্চাদ্গামী হইলেন, এইরূপে দিবসে তাঁহারা বন-ভোজন করিয়া রজনীযোগে কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত ভয় ও আহ্লাদিত চিত্তে সেই হুলুকার আগমন পথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে পূর্ব্বের ন্যায় ভীষণ শব্দ করিয়া সেই হস্তপদ বিহীন পিণ্ডাং গোলাকার দুরন্ত হুলুকা গড়াইতে গড়াইতে আসিতে লাগিল। তাহার গভীর গর্জ্জনে সমস্ত বনপ্রদেশ কম্পিত হইয়া উঠিল ও তাহার মুখ হইতে নিরন্তর অগ্নি নির্গত হইতে লাগিল। হাতেম তাহাকে সমীপাগতপ্রায় দেখিয়া সকলকে আশ্বাস ও অভয় প্রদান পূর্ব্বক সেই স্থাপিত দর্পণের বস্ত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া দিলে, দুরন্ত হুলুকা তাহাতে আত্ম প্রতিবিম্ব দর্শনে ক্রোধে নিঃশ্বাস অবরুদ্ধ করিয়া স্ফীত হইতে লাগিল, ক্রমে তাহার লাঙ্গুল পর্য্যন্ত স্ফীত হইলে, কিয়ৎকাল মধ্যেই সে পেট ফাটিয়া আপনাআপনিই মরিয়া গেল। তাহার নাড়ী ও মলমূত্রাদি তথায় বেগে নিপতিত হইল; এবং মৃত্যুকালে সে এরূপ ভীষণ এক শব্দ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে যে, তচ্ছ্রবণে তথাকার সমস্ত লোকেই মূর্চ্ছিত হইয়াছিল। এইরূপে কিয়ৎকাল পরে তাহাদের চৈতন্যোদয় হইলে, তাহারা দেখিল যে, সেই দুষ্ট জন্তু মরিয়া গিয়াছে। তখন তাহারা হাতেমের পদতলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ও তাঁহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অতঃপর ঐ গ্রামের প্রধান ব্যক্তি হাতেমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! এই জন্তুর এইরূপে মৃত্যু হইবার কারণ কি? হাতেম কহিলেন, মহাশয়! এই হুলুক নামক জন্তু নিতান্তই দুর্ব্বার, কোন প্রকার অস্ত্রেই ইহাদিগকে হত বা আহত করিতে পারা যায় না। ইহারা কেবল দর্পণে আপনার প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া (অন্য কোন জন্তু বিবেচনায়) ক্রোধে এমনি স্ফীত হইয়া পড়ে যে, তাহাতেই উহারা নির্দ্দম হইয়া মরিয়া যায়।

অনন্তর সকলেই পরম পরিতুষ্ট হইয়া হাতেমকে যথেষ্ট অর্থ দ্বারা পারিতোষিক প্রদান করিতে গেলে, তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি তাঁহাকে নানা কথার প্রসঙ্গে উক্ত স্থানে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তাহাতে তিনি কহিলেন যে, প্রতিশুক্রবার রজনীযোগে "এমন কর্ম্ম আমি কিছুই করি নাই যাহা অদ্য রাত্রিতে আমার উপকারে আসিতে পারে" বলিয়া এক শব্দ হইয়া থাকে; এই শব্দ কোথা হইতে আইসে, আমি তাহারই তথ্যানুসন্ধান করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি। তখন সেই গ্রামনিবাসী ব্যক্তিগণ কহিল, মহাশয়! আমরাও ঐরূপ স্বর শ্রবণ করিয়া থাকি, কিন্তু কোথা হইতে যে, ইহা শ্রবণগোচর হয়, তাহার সবিশেষ কিছুই অবগত নহি।

অনন্তর হাতেম তথা হইতে বিদায় লইয়া শব্দানুসারে সত্বর গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি মাসৈককাল ভ্রমণ করিয়া একদা এক সুবিস্তীর্ণ বালুকাময় মরুভূমি দেখিতে পাইলেন। তথায় বহুসংখ্যক ব্যক্তি বাস করিতেছে। সেই স্থানকেই জনস্থান জানিয়া হাতেম তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। শুক্রবার রাত্রিতে হাতেম বিধিপূর্ব্বক নিয়মিত ঈশ্বরোপাসনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রহরেক রাত্রি অতীত হইলে. ঐ জনস্থান-বাসী ব্যক্তিগন একে [illegible] বেশ ভূষায় ভূষিত হইয়া মনোহর পালঙ্কে শয়ন করিল। [illegible] মধ্যে এক মলিন চীরধারী ব্যক্তি রোদন করিতে করিতে ধূলায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। ঐ সকল ব্যক্তিগণের ক্ষুৎপিপাসা নিবারণার্থ জনৈক ভৃত্য রাজভোগোচিত পরমান্ন এবং সুবাসিত শীতল জল আনিয়া সকলেরই যথামত সেবা ও পরিচর্য্যা করিল, কিন্তু ঐ হতভাগ্য ধরাশায়ী ব্যক্তিকে তাহা হইতে কিছুই প্রদান করিল না। সুতরাং সে নিরাশ হইয়া "হায়! এমন কর্ম্ম আমি কিছুই করি নাই, যাহা অদ্য রাত্রে আমার উপকারে আইসে?" বলিয়া বক্ষে করাঘাত করত সকরুণ বাক্যে সাতিশয় বিলাপ ও রোদন করিতে লাগিল। হাতেম এই সমস্ত দর্শন ও শ্রবণ করিয়া জগৎপাতা জগদীশ্বরকে কায়মনোবাক্যে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অর্দ্ধেক রাত্রি গত হইলে, দেব ভৃত্যগণ ঐ সকল যুবকগণের নিমিত্ত নানাবিধ রসনা রঞ্জক খাদ্য সামগ্রী আনয়ন করিল, এবং উহাদিগের মধ্যে এক জন নূতন অতিথ আছে জানিয়া, তাহারও নিমিত্ত একাংশ আয়োজন করিয়া রাখিল। অনন্তর হাতেম সেই ব্যক্তিগনের সহিত একত্র ভোজনার্থ আহুত হইলেন। এদিকে সেই দেবভৃত্য ধূলিশায়ী ঐ হতভাগ্যের নিমিত্ত রক্ত মজ্জাদি মিশ্রিত কদর্য্য আহার সকল ও পানীয় প্রদান করিল। হাতেম সেই যুবকগণের সহিত তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করিয়া সুস্থ শরীরে

এই সমস্ত ব্যাপার অবলোকন করত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া উহার তদন্ত জানিবার নিমিত্ত যুবকগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন; হে অমৃতের পুত্র সকল! আপনারা যেখানে সকলে পরম সুখে দিব্য পালঙ্কোপরি উপবেশন পূর্ব্বক বিশেষ সম্মান ও সমাদরের সহিত উৎকৃষ্ট পরমান্ন প্রভৃতি চব্য পেয়াদি ভোজন ও পান করিয়া পরম সুখে বিশ্রাম সুখানুভব করিতেছেন, সেখানে ঐ ব্যক্তিই [illegible]কেন দীন হীনের ন্যায় অনাবৃত দেহে কেবল চীর মাত্র পরিধানপূর্ব্বক [illegible] ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া হতাদরে রক্ত মজ্জাদি মিশ্রিত দুর্গন্ধময় অখাদ্য ভোজ[illegible] ও অপেয় কদর্য্য দূষিত জল পান করিয়া হাহাকার ও বক্ষে করাঘাত করিয়া রোদন করিতেছে? অনন্তর ভোগবিলাসী যুবকগণ তাহাতে প্রত্যুত্তর [illegible]লি, মহাশয়! ইহার কারণ আমরা কিছুমাত্র অবগত নহি; আপনি উহা[illegible] এই সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার প্রকৃত কারণ উহা হইতেই অবগত হইতে পারিবেন।

অনন্তর হাতেম তাহার নিকট গমন করত জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে ভাই! তোমার এইরূপ অবস্থার কারণ কি, তাহা আমাকে বিস্তারিত রূপে বর্ণন কর? তখন সেই ব্যক্তি কহিল, মহাশয়! ভূমণ্ডলে আমি ঐ সকল যুবকগণের প্রভু ছিলাম। একদা খারাজাম নগরে বাণিজ্যার্থ গমন করিতেছিলাম, সেই সময়ে উহারা [illegible] আমার নিকট উপস্থিত ছিল। আমি সাতিশয় কৃপণ থাকা প্রযুক্ত [illegible] ঈশ্বরের উদ্দেশে কখন মুষ্টি প্রমাণ অন্নও দান করি নাই [illegible] ও উহারা আমার ভৃত্য ছিল, তথাপি আমাকে গোপন করিয়া উহারা ধর্ম্মোদ্দেশে যথেষ্ট অন্ন বস্ত্রাদি দান করিত, কিন্তু আমি কোনমতে সেই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বহু ব্যয়কারণ উহাদিগকে অপব্যয়ী বলিয়া বিস্তর ভর্ৎসনা করিতাম। পরন্তু উহারা তাহাতে প্রতি নিবৃত্ত না হইয়া বরং দান দ্বারা পরলোকে সদ্গতি হইয়া থাকে, প্রভৃতি নানা প্রকার উপদেশ আমাকে প্রদান করিলেও আমি তাহা অগ্রাহ্য করিতাম এবং সময়ে সময়ে তাহাদিগকে তজ্জন্য প্রহার পর্য্যন্তও করিতাম। যাহা হউক, এইরূপে এক দিন আমি; উহাদিগের সহিত এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলে, সহসা এক দল দস্যু আসিয়া বলপূর্ব্বক উহাদিগের সহিত আমাকে হত করিয়া আমার সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন করিল। অনন্তর পাছে কেহ জানিতে পারে, এই নিমিত্ত আমাদের মৃতদেহ লইয়া উহারা গোপন করিবার মানস করিলে, জনৈক দস্যু কহিল, দেখ ভাই! যখন আমরা বিনাপরাধে এই ব্যক্তিগণকে নিধন করিয়া উহাদের সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়াছি, তখন উহাদিগের সৎকার করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এবং তাহা হইলে অনায়াসে উহাদের মৃত দেহও গোপন হইয়া যাইবে, শৃগাল এবং গৃধ্র ও কুক্কুরেরা আর তাহা ভক্ষণ করিতেও পারিবে না। এই

বলিয়া সকলের সম্মতিক্রমে আমাদিগের প্রেত ক্রীয়া সম্পন্ন করিলে, আমরা এই স্থানে আসিয়াছি। পুর্ব্বে আমি পৃথিবীতে উসাফ বনিক নামে বিখ্যাত ছিলাম, এবং চীনরাজ্যে অদ্যাপিআমারগৃহাদি আছে। আমার পুত্র পৌত্রেরা অর্থাভাবে এক্ষনে ভিক্ষোপজীবি হইয়া অতি কষ্টে তথায় কাল যাপন করি-তেছে। আমি এখন কৃপণতারূপ পাপের ফলে এ যন্ত্রণা ও আমার ভৃত্যেরা দানজনিত পুণ্যফলে এত সুখ সম্ভোগ করিতেছে, হাতেম ঐ ব্যক্তিরএই সমস্ত কথা শ্রবণ করত সাতিশয় দয়া পরতন্ত্র হইয়া তাহাকে পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, বণিক! এখন যদি ইহার প্রতীকারের কোন সুরাহা থাকে তবে, আমাকে তাহা অবগত কর। বণিক কহিল, মহাশয়! আপনার ন্যায় পুর্ব্বে অনেক ব্যক্তিই একে একে এখানে সশরীরে আগমন করিয়াছিল, এবং আমিও তাহাদিগকে সেই সমস্ত বিষয় অবগত করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই সকল ব্যক্তি হইতে অদ্যাপি আমার কোনউপকারই সাধিত হইল না। এক্ষনে আপনাকে অতিশয় দয়ালু দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয় যে, ঈশ্বরের প্রসাদে আপনি সমস্ত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া আমার মুক্তির অন্য পথ প্রশস্ত করিতে সমর্থ হইবেন। মহাশয়। চীনদেশেরবনিকপল্লীতে আমারভদ্রাসন বাটী আছে, তথায় আমার পৌত্রেরা ধনাভাবে অতি ক্লেশে কালাতিপাত করিতেছে। আপনি যদি এখন অনুগ্রহপূর্ব্বক তথায় গমন ও প্রতিবেশীদ্বারা কোন-মতে সন্ধান করিয়া [illegible] বাটীতে গমনঃ ও পৌত্রগণকে নিকটে আহ্বান পূর্ব্বক আমার প্রেতত্ব [illegible] কৃপণতার নিমিত্ত দুর্দ্দশার কারণ সকল অবগত করেন, এবং সেই বাটীর উদ্যানমধ্যে যে সকল বহুমূল্য ধন ও রত্নরাশী আমি গুপ্ত ভাবে আমার জীবিতাবস্থায় প্রোথিত করিয়াছিলাম, এক্ষনে সেই সকল ধন, ভূমি খনন দ্বারা উত্তোলন করত (তাহার) কিয়দংশ আমার কুশলার্থ ঈশ্বরোদ্দেশে দান করাইতে পারেন, তাহা হইলেই আমার উদ্ধার সাধন হয়। অনন্তর হাতেম তাহাতে শপথ পুর্ব্বক স্বীকৃত হইয়া তথা হইতে চীন রাজ্যের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। পথশ্রমে হাতেম শুষ্কতালু হইয়া জল পানার্থ এক কূপ সন্নিধানে গমন করিলেন। তথায় আর এক বিদেশী ব্যক্তি এক কুম্ভ লইয়া জলোত্তলন করিতেছিল, সহসা সেই কূপ হইতে এক বৃহদাকার সর্প আসিয়া সেই ব্যক্তির কটীদেশ ধারণ পুর্ব্বক তন্মধ্যে লইয়া গেল। তদ্দর্শনে অতিশয় দুঃখিত হইয়া হাতেম মনে মনে তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন যে, এই ব্যক্তি অবশ্য আত্মীয় বর্গের নিমিত্ত জল লইতে আসিয়াছিল; ইহাঁর পরিজনেরা অবশ্যই এক্ষনে উহাঁর নিমিত্ত পথ নিরীক্ষণ করিয়া আছে, কিন্তু সর্প উহাঁকে বধ করিবার নিমিত্ত পাতাল পুরে লইয়া চলিল। এই সমস্ত ঘটনা দেখিয়া কখনই আমার স্থানান্তরে গমন করা বিধেয় নহে। কারণ তাহাতে আমাকে ঈশ্বরের নিকটে অবশ্যই

অপরাধী হইতে হইবে। যাহাহউক, এইরূপ চিন্তা করিয়া হাতেম তৎক্ষণাৎ ঝম্প প্রদানপূর্ব্বক সেই কূপমধ্যে নিপতিত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি তন্নিম্নদেশে স্থল প্রাপ্ত হইয়া দেখিলেন যে; তথায় এক মনোহর উদ্যান ও সেই উদ্যানে অপূর্ব্ব এক অট্টালিকা শোভা পাইতেছে। হাতেম সেই বাটীমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, তথায় বিচিত্র স্ফটিক সিংহাসনে এক দৈত্যবর শয়ন করিয়া পরমসুখে নিদ্রা যাইতেছে। তথায় সর্প বা সেই বিদেশী কেহই নাই। হাতেম সেই সর্পাদির বিষয় ঐ দৈত্যের নিকট জানিবার নিমিত্ত তাহাকে জাগ্রত করিতে মানস করিলেন। এই সময়ে তিনি দেখিলেন যে, সেই সর্প উক্ত বিদেশীকে তথাকার উদ্যানের এক পার্শ্বে রাখিয়া পলাইবার উদ্যোগ করিতেছে, এই অবকাশে হাতেম সত্বর গমন করিয়া সবলে তাহার ওষ্ঠধর ধারণ পূর্ব্বক খণ্ড করিবার নিমিত্ত আকর্ষণ করিলেন। সর্প যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া এরূপ উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল যে, সেই শব্দে দৈত্যের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তখন দৈত্যবর হাতেমকে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া কহিল, রে নির্ব্বোধ মানব! তুই কি গর্হিত কর্ম্ম করিতেছিস? এই সর্প আমার অনুচর, ইহাকে এখনই পরিত্যাগ কর। হাতেম কহিলেন; এই দুষ্ট আমার স্বজাতীকে আক্রমণ করিয়াছে, অতএব আমি কোনমতেই ইহাকে পরিত্যাগ করিব না। তখন দৈত্য সেই সর্পের দিকে চাহিয়া কহিতে লাগিল; ওহে সর্প! তুমি সতর্কিত ভাবে অবস্থিতি করিও যেন, এই ব্যক্তি তোমার মুখবিবরে কোনমতেই না প্রবেশ করিতে পারে। কারণ এই ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া বিলক্ষণ প্রতিয়মান হইতেছে যে, ইহা হইতে আমাদের সমস্ত মায়া ভেদ হইয়া যাইবে। এই কথা শ্রবণ করত হাতেম তৎক্ষণাৎ সেই সর্পমুখে প্রবেশ করিলে, সর্প তাঁহাকে অগত্যা আপন উদরস্থ করিল। হাতেমকে শীঘ্র উদ্গার করিয়া ফেলিবার নিমিত্ত সেই রাক্ষসরাজ সর্পকে বিস্তর অনুরোধ করিল, কিন্তু সে তাহা কিছুতেই পারিল না।

অনন্তর হাতেম সর্পের উদরে প্রবেশ করিয়া এক গম্ভীর তমসাচ্ছন্ন গৃহ দেখিতে পাইলেন। তথায় দৈববাণীর ন্যায় কে যেন তাঁহাকে কহিল, মহাশয়! আপনি এই অন্ধকার গৃহে যে কোন বস্তু দেখিতে পাইবেন; যেন তৎক্ষণাৎ কোন এক অস্ত্রদ্বারা তাহা ছেদ করা হয়, তাহা হইলে ইহাদিগের সমস্ত মায়া চূর্ণীকৃত হইয়া যাইবে, এবং আপনিও শীঘ্র উহার জঠর হইতে বিনির্গত হইয়া সমস্ত আপদ হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইবেন, নতুবা শত সহস্র যুগেও বহির্গত হইতে পারিবেন না। এই সময়ে হাতেম সেই সর্পের উদরস্থ অন্ধকার গৃহে থাকিয়াও অন্বেষণ পূর্ব্বক তথায় একমাংশ পেশী দেখিতে পাইবামাত্র, অস্ত্র দ্বারা উহা সবলে বিদ্ধ করিলেন। তখন তাহা হইতে জলরাশী

নির্গত হইলে, হাতেম তাহাতে অবগাহন করিলেন। এইরূপে সেই জল হইতে কিয়ৎকাল পরে তাঁহার চরণ ভূমি সংলগ্ন হইবামাত্র, তিনি আর সেই কূপ, সর্প, দৈত্য অট্টালিকা বা উদ্যানাদি কিছুই দেখিতে পাইলেন না; কেবল সম্মুখে এক বৃহৎ প্রান্তর ও তাহার ইতস্ততঃ মৃত, ও দুর্ব্বল অথচ সজীব মনুষ্য সকল বিক্ষিপ্ত দেখিতে পাইলেন। তাহাদের মধ্যে সেই বিদেশীও উপস্থিত ছিল। সে হাতেমকে দেখিয়া কহিতে লাগিল, মহাশয়! আপনি এখন আমাদিগের প্রাণ দান করিলেন। কারণ এক সর্প আমাকে এই স্থানে রাখিয়া কোথায় যে পলায়ন করিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না, এবং আমাকে এখানে এই প্রকারে লইয়া আসিবার কারণ কি, তাহাও আমি বিশেষ কিছুই অবগত নহি। যাহাহউক, এক্ষণে আপনি আমাকে সর্পমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। অনন্তর তথাকার আর আর সকলেই ঐরূপ বলিতে লাগিল যে, আমরা এক কূপ হইতে পিপাসা নিবারণার্থে জল লইতে ছিলাম, এমন সময়ে এক সর্প আমাদিগকে একে একে এই স্থানে বহুকাল হইতে আনিয়া রাখিয়াছে, আমাদের মধ্যে কেহ কেহ ক্ষুৎপিপাসায় একে বারেই প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে, কেহবা দুর্ব্বলাবস্থায় পড়িয়া আছেন। এক্ষণে আপনার প্রসাদে আমাদের সকল যন্ত্রণাই বিদূরিত হইল, অতএব জগৎপাতা জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল বিধান করুন।

অতঃপর হাতেম তথা হইতে চীনরাজ্যের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। পথে যাইতে যাইতে আর এক নগরে প্রবেশ করিবামাত্রেই জনৈক নগরপাল আসিয়া তাঁহাকে ধৃত করিল, তাহাতে তিনি চমকিত হইয়া তাহাকে কহিলেন, একি! তুমি আমাকে ধরিয়া কোথায় লইয়া যাইতেছ? সে কহিল, আমাদের রাজার নিকট। হাতেম কহিলেন কেন? নগরপাল কহিল আমাদের রাজকন্যার প্রশ্নোত্তর করিবার নিমিত্ত। হাতেম কহিলেন, আমি এক জন বিদেশী ও সামান্য লোক, এতএব আমি কিরূপে রাজকন্যার প্রশ্নোত্তর করিতে সমর্থ হইব? নগরপাল কহিল, তাহা না পারিলে তোমাকে শূলে প্রদান করিব। হাতেম কহিলেন; বিনা কারণে বিদেশীর প্রণ বধ করাই কি তোমাদিগের রাজব্যবহার? নগরপাল কহিল, মহাশয়! আমাদের রাজকন্যার বিবাহানুরোধে মহারাজ অগত্যা এইরূপ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাণীহিংসা করিতেছেন। এইজন্য এখানে কোন বিদেশী আর আগমন করে না, এবং এই কারণেই এখন এদেশের নাম " অধর্ম্মপুর " হইয়াছে। যাহাহউক, এইপ্রকার কথা বার্ত্তা কহিতে কহিতে সেই নগরপাল হাতেমকে লইয়া তাহা রাজসম্মুখে উপনীত করিল। হাতেম ব্যবহারানুযায়ী রাজাকে ব

মত বন্দনা করিলে, রাজা তাঁহার নাম ধামাদি সকল জিজ্ঞাসা করিলেন; তাহাতে হাতেম কহিলেন, মহারাজ! আমি আরব্য দেশ হইতে আসিয়াছি, চীন রাজ্যে গমন করিব। আমি আপনার এই রাজ্য দিয়া চীন দেশে গমন করিতে ছিলাম, এমন সময়ে বিনাপরাধে বধ করিবার নিমিত্ত আপনার নগরপাল আমাকে ধৃত করিয়া এখানে আনয়ন করিল। যাহা হউক, মহারাজ! এক্ষণে আমি আপনাকে এক কথা জিজ্ঞাসা করি যে, আপনি বিনাপরাধে কি নিমিত্ত বিদেশীগনের প্রাণনাশ করেন? ইহাতে কি আপনার কল্যাণ হইবে? রাজা কহিলেন, মহাশয়! আমি স্বেচ্ছা-সুখে এই গুরুতর পাপভার মস্তকে বহন করিতেছি না। আমার একমাত্র কন্যার অনুরোধেই এই ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড নিত্যই সমাধা হইতেছে। এজন্য এখানে আর বিদেশী মনুষ্য প্রায় কেহই আইসে না, এবং পূর্ব্বে এই নগরের নাম ধর্ম্মপুর ছিল, কিন্তু এইজঘন্য নরহত্যাজনক ঘোরতর পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে দেখিয়া, আমি এখন ইহার নাম অধর্ম্মপুর রাখিয়াছি। হাতেম কহিলেন, মহাশয়! আপনার যে দুহিতার নিমিত্ত আপনাকে এত পাপ ও ক্লেশভার বহন করিতে হইতেছে; আপনি সেই রাক্ষসীকন্যাকে কেন নিধন করিতেছেন না? রাজা কহিলেন, মহাশয়! আপনি এরূপ বিজ্ঞ হইয়া কি নিমিত্ত অবোধের ন্যায় কথা কহিতেছেন? সত্য বটে, আমার তনয়া নিত্যই নরহত্যাকর ভয়ঙ্কর পাপে আমাকে লিপ্ত করিতেছে, কিন্তু বলুন দেখি যে, কোন পিতা একাল পর্য্যন্ত আপন অপত্য বিনাশ করিয়াছে?

অনন্তর হাতেম নিরুপায় হইয়া জগদীশ্বরকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে তাঁহাকে দূতেরা রাজকন্যার বাটীতে লইয়া গেল। রাজকুমারী তখন বসন ভূষণ পরিধান পূর্ব্বক সিংহাসনে উপবেশন করতঃ হাতেমকে সম্মান পূর্ব্বক নিকটে বসাইলেন। হাতেম তাঁহার সৌন্দর্য্যাতিশয় দর্শনে চমৎকৃত হইলেন, এবং পরিশেষে রাজকুমারী আপন ধাত্রীকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, মাতঃ! আমি এই যুবার প্রতি নিতান্তই আশক্ত হইয়াছি, বোধ করি ইনি কোন মহদ্বংশসম্ভূত হইবেন। কিন্তু হায়! আমার কঠিন প্রতিজ্ঞাক্রমে বোধ হয়, আগামী কল্য ইহাঁকে মৃত্যুর করাল কবলে নিপতিত হইতে হইবে! করণ ইনি কখনই আমার সেই কঠিন প্রশ্নের উত্তর দান করিতে সমর্থ হইবেন না। অনন্তর ধাত্রী কহিল, বৎসে! তুমি চিন্তা দূর কর, কারণ আমার বোধ হইতেছে যে, এই যুবা হইতেই তোমার বাসনা পরিপূর্ণ হইবে। রাজকন্যা ও ধাত্রীতে পরস্পর এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে হাতেম সেই ধাত্রীকে কহিলেন যে, তোমাদের রাজকুমারীর এমন কি

কঠীন প্রশ্ন আছে, যাহাতে বিদেশীগণকে নিতান্তই প্রান পরিত্যাগ করিতে হয়? ধাত্রী কহিল, মহাশয়! প্রথমতঃ রাত্রিকালে আমাদিগের রাজকন্যা সহসা পাগলিনীপ্রায় হইয়া কেবল বৃথা (প্রলাপ) বাক্যক্রমে সময়াতিপাত করিয়া থাকেন, এইকালে সেই বরপাত্র ব্যতিরেকে আমরা আর কেহই উহাঁর নিকটে থাকি না। পরিশেষে ঐ কুমারী তাঁহাকে (সেই পাত্রকে) প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, যখন সে নিতান্তই তাহার প্রত্যুত্তর দানে অপারগ হয়, তখন ক্রমশঃই তিনি তাহাকে আত্মসকাশে আহ্বান পূর্ব্বক বন্ধন করিয়া, পর দিবস শূলে প্রদান করেন।

অনন্তর হাতেম সেই ধাত্রীর কথা শ্রবণকরতঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া কহিলেনঃ ভাল দেখা যাউক, যদি নিতান্তই কাল আমাকে এখানে আনয়ন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অবশ্যই মরিতে হইবে, নতুবা সমর্থ হইলে আমি রাজকন্যাকেই গ্রহণ করিব। অতঃপর আহারাদির আয়োজন হইলে, হাতেম তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া কহিলেন, ধাত্রিন্! এখন আমার আহার করা নিতান্ত অবিধেয়, কারণ যদি প্রশ্নোত্তর করিতে অপারগ হই, তাহা হইলে অবশ্যই আমাকে মৃত্যুমুখে যাইতে হইবে, অতএব এরূপ অবস্থায় আহারদ্বারা জীবন রক্ষা করা অপেক্ষা উপবাসী থাকা যুক্তিযুক্ত, পরে প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আহার দ্বারা জীবন রক্ষা করা উচিত। ধাত্রী কহিল, মহাশয়! আপনাকে অতি বিচক্ষণ ও পণ্ডিত বলিয়া আমার স্থির বিশ্বাস হইয়াছে, ও বোধ হইতেছে যে আপনিই এই রাজবালার প্রশ্নোত্তর দানে কৃতকার্য্য হইবেন।

যাহাহউক, এইরূপে প্রহরেক রাত্রি অতীত হইলে, রাজকুমারী সহসা উম্মাদিনী হইয়া নানাপ্রকার প্রলাপ ও অশ্লীল বাক্যপ্রয়োগ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কেবল মাত্র হাতেম তথায় উপস্থিতছিলেন। প্রলাপের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, রাজকুমারী হাতেমকে কহিলেন, ওহে যুবক! তোমারকি জীবনের প্রতি কোন আশঙ্কা নাই যে, তুমি এই রাত্রিকালে এবম্প্রকার অপরিচিত ব্যক্তির আলয়ে আসিয়াছ? ভাল, যদি না জানিয়া কোনমতে এখানে আসিয়া থাক, তবে আমার যে তিন প্রশ্ন আছে, তাহারই যথার্থ উত্তর প্রদান কর, নতুবা তোমাকে নিশ্চয়ই কালের করাল কবলে নিপতিত হইতে হইবে। অনন্তর হাতেম কহিলেন, ভদ্রে! আপনার কি প্রশ্ন আছে, বলিতে আজ্ঞা হউক। তখন সেই রাজকুমারী কহিল, মহাশয়! সে কি সামান্য (পদার্থ) বিন্দু যাহাতে জীবন জম্মে? হাতেম কহিলেন যে, সে দেহস্থ শুক্রবিন্দু যাহাতে প্রান বা জীবন উৎপন্ন হয়। কন্যা কহিল, মহাশয়! সে কি ফল, যাহা জগতে সকলেরই প্রিয়? হাতেম কহিলেন, সে দেহজ পুত্র। তখন সেই রাজকন্যা তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন,

ভাল, জগতে এমন কি পদার্থ আছে, যাহা লাভ করিতে কেহই ইচ্ছা করে না? হাতেম কহিলেন, মহাশয়া! জগতে মৃত্যুকে কেহই লাভ করিতে ইচ্ছা করে না।) এইরূপে হাতেম রাজবালার প্রশ্নত্রয়ের যথার্থ প্রত্যুত্তর প্রদান করিলে, রাজকন্যা লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া কম্পিত কলেবরে শয্যা হইতে মূর্চ্ছিতভাবে ধরাপতিতা হইলেন। অনন্তর উহাঁর কুক্ষিপ্রদেশ হইতে এক কৃষ্ণবর্ণের সর্প বহির্গত হইয়া হাতেমের প্রতি ধাবিত হইলে, তিনি তাহাকে রাজকন্যা প্রদত্ত উপলখণ্ডের সাহায্যে হত ও একটী পাত্রস্থ করিয়া, ভূমিতে প্রোথিত করতঃ স্বয়ং সেই স্ফটিকাসনে উপবেশন করিলেন।

এদিকে অনুমান রাত্রি তিন প্রহর অতীত হইলে, রাজকন্যার চৈতন্যোদয় হওয়ায়, তিনি হাতেমকে নিরীক্ষণ করিয়া সলজ্জভাবে অবগুণ্ঠন দ্বারা মুখাবরণ করতঃ কহিলেন, মহাশয়! আপনি কে? এবং কি রূপেই বা এই স্থানে আগমন করিলেন? তখন হাতেম কহিলেন সে কি, ভদ্রে! তোমার প্রশ্ন পূর্ণ করিবার নিমিত্ত রাজভৃত্যেরা যে আমাকে ধৃত করিয়া এই স্থানে লইয়া আসিয়াছে, তুমি কি তাহা বিস্মৃত হইয়াছ? অনন্তর, কন্যা উচ্চৈঃস্বরে স্বীয় দাস দাসীগণকে আহ্বান করিলে, তাহারা অসময়ের আহ্বান শ্রবণপূর্ব্বক আশ্চর্য্য বোধে সকলেই তথায় সত্বর উপনীত হইল। তখন রাজকন্যা তাঁহার ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ধাই! অদ্য এই যুবা এখনও কিরূপে জীবিত রহিয়াছে? ধাত্রী কহিল, বৎসে! সকলই সেই করুণাময় জগদীশ্বরের ইচ্ছায় হইয়া থাকে, অতএব আমি ইহার তদন্ত কিরূপে জানিব? —বোধ হয় ধর্ম্ম ইহাঁকে রক্ষা করিয়া থাকিবেন। যাহাহউক, এক্ষণে তুমি কেমন আছ? রাজকন্যা কহিল, মাতঃ! আমি এখন বোধ হয়, সম্পূর্ণরূপে স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছি, কারণ এখন আমার দেহ ভারবিহীন ও গ্লানিশূন্য এবং প্রকৃতিস্থ বলিয়া বোধ হইতেছে।

অতঃপর ধাত্রী হাতেমকে ঐ সমস্ত ঘটনার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাহাকে কোন কথা না কহিয়া, পর দিবস ঐ কন্যার পিতার নিকট (রাত্রি সম্বন্ধীয় প্রশ্নাদি ও সর্পের বিষয়) বর্ণন করিলেন। তখন সেই রাজা হাতেমকে নিজ কন্যা সম্প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু হাতেম তাহাতে প্রত্যুত্তর করিয়া কহিলেন, মহারাজ! যদি আমি স্বাধীনভাবে অবস্থিতি করিয়া স্বেচ্ছাসুখে গমনাগমন ও যাহাকে ইচ্ছা ঐ কন্যা প্রদান করিতে পারি, এবং তাহাতে যদি আপনার কোন অমত না হয়, তাহা হইলে আমি আপনার তনয়াকে দাররূপে গ্রহণ করিতে পারি। তখন রাজা তাহাতেই সম্মত হইয়া; ঐ কন্যার সহিত তাঁহার শুভ পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর কালক্রমে রাজকন্যার গর্ভ উপস্থিত

হইলে, একদা হাতেম বিদায় গ্রহনপূর্ব্বক রাজাকে কহিলেন, রাজন ! যদি আপনার তনয়ার এই গর্ভে আমার ঔরসজাত এক সন্তান ভুমিষ্ঠ হয়, এবং সে কালক্রমে আপন পিতাকে দেখিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তাহাকে আমার আরব্য রাজ্যে প্রেরণ করিবেন। কিন্তু যদি কন্যা জন্মে, তাহা হইলে অনুগ্রহ পুর্ব্বক তাহাকে উপযুক্ত সময়ে সৎপাত্রস্থ করিবেন।

হাতেম এইরূপে রাজাকে সম্ভাষণ ও প্রণাম করতঃ প্রেয়সীর নিকট বিদায় লইয়া সত্বর চীন দেশে গমন করিলেন। তথায় তিনি অনেক ক্লেশে উসফ সওদাগরের গৃহ অনুসন্ধান পূর্ব্বক গমন ও উসফের পৌত্রগণকে নিকটে আহ্বান ও তাহাদিগের পরলোকগত বৃদ্ধ পিতামহ সম্বন্ধীয় সমস্ত কথাই তাহাদিগের গোচর করিলেন। তখন বালকেরা তাঁহাকে বাতুল ভাবিয়া উপহাস করত কহিতে লাগিল, মহাশয় ! আপনি কি উন্মাদ হইয়াছেন, নতুবা এরূপ অসম্ভব কথা কেন কহিতেছেন,? আমাদের পিতামহ বহুকাল হইল পরলোক গমন করিয়াছেন, তিনি কিপ্রকারে প্রেতত্ত্বাবস্থায় আপনার সহিত কথা কহিলেন? তখন হাতেম নানা প্রকারে তাহাদিগের প্রত্যয় জন্মাইয়া, ভূমি খনন করত ধনগ্রহন করিতে তাহাদিগকে পরামর্শ প্রদান করিলেন। তখন সেই বালকেরা রাজসম্মতি ক্রমে ধন বাহির করত হাতেমকে অসাধারন ব্যক্তি জানিয়া প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত তাঁহার বাক্যক্রমে দীন দুঃখীগনকে ঐ অর্থাংশ হইতে প্রচুর দান করিল।

অনন্তর কার্য্য সমাধা করিয়া তিনি কিছুকালান্তে পুনর্ব্বার পূর্ব্ব পথ দিয়া প্রত্যাগমনকালে আপন গর্ভবতী প্রণয়িণী রাজনন্দিনীর নিকট গমন করিলেন। তথায় যাইবামাত্রেই শুনিলেন যে, তাঁহার এক পুত্র জন্মিয়াছে। তাহাতে তিনি পরমাহ্লাদিত হইয়া তাহার নাম শালিবান (সালেন) রাখিলেন। অনন্তর কিয়ৎকাল তথায় বিশ্রাম সুখানুভব করিয়া, কথিত প্রেতপুরে গমন করিলেন। এইকালে দানজনিত ফলে সেই সদাগর (তাহার স্বর্গসুখভোগী দাতা ভৃত্যগনের সহিত) পরম সুখ ও ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করিতেছিল,—পূর্ব্বের ন্যায় তাহার আর কোন ক্লেশই ছিল না। কারণ দেবভৃত্যগণ তখন তাঁহার ও যথেষ্ট সেবা শুশ্রূষা করিত, এবং পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাকে আর রক্তমজ্জাদি বিশিষ্ট অখাদ্য খাইতে হইত না। যাহাহউক, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া হাতেম সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর ঐ সওদাগর ও হাতেমকে বিস্তর আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল, মহাশয় ! ঈশ্বরের প্রসাদে ও আপনার অনুগ্রহে আমি এক্ষণে পরম সুখ সম্ভোগ করিতেছি, অতএব জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল বিধান করুন।

অনন্তর পূর্ব্বের ন্যায় রোদননিনাদ স্থগিত জানিয়া রাত্রি প্রভাত হইবামাত্রেই হাতেম তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে অনেক পথ অতিক্রম করিয়া, একদা একস্থানে উপস্থিত হইলে জনৈক বৃদ্ধা কাতরভাবে তাঁহার নিকট কিছু যাচ্ঞা করিল। তিনি তাহাকে একটী বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরী প্রদান করিলেন। সে তাহা পাইবামাত্রই তাঁহাকে সম্ভ্রান্ত ও ধনী জানিয়া একটী ইঙ্গিত বাক্যে তাহার ছদ্মবেশী দস্যু-সন্তানদিগকে আহ্বান করিল। তাহারা আসিয়া নানা কথা প্রসঙ্গে হাতেমকে অনন্যমনা করিয়া পশ্চাদ্ভাগ হইতে সহসা সাংঘাতিকরূপে আঘাত করত, তাঁহার যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া এক জলশূন্য কুপমধ্যে (তাঁহাকে) নিক্ষেপ করিল। হাতেম তাহাতে জ্ঞানশূন্য হইয়া কিয়দ্দিবস পতিত ছিলেন, এইকালে ঋক্ষকন্যা প্রদত্ত সেই উপলখণ্ড মাত্র তাঁহার নিকটে ছিল। কিছু দিন পরে যখন তাঁহার চৈতন্যলাভ হইল, তখন তিনি ষ্ঠীবন লইয়া তাহাতে সেই উপলখণ্ড ঘর্ষণ করত প্রত্যেক ক্ষতস্থানে লেপন করিলেন। পরে কিঞ্চিৎ সুস্থ লাভ করত মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়! এই ক্রুর কর্ম্মীগণ কি অন্যায় আচরণ করিয়া আমাকে বৃথা এত যন্ত্রণা প্রদান করিল? যদি উহারা আমার নিকট ধন যাচ্ঞা করিত, তবে আমি স্বেচ্ছা সুখে ঈশ্বরের পথে অবলীলা ক্রমে, সেই সকল ধন তাহাদিগকে দান করিতাম।

হাতেম মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। এই সময়ে স্বপ্নে যেন কোন মনুষ্য তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল হে হাতেম! জগদীশ্বর তোমাকে এখানে বৃথা আনয়ন করেন নাই। তোমা-হইতে তাঁহার বিস্তর কার্য্য সাধিত হইবে। অতএব তুমি এ অবস্থাতেও সন্তুষ্ট থাক, আর এই কুপমধ্যে যে অতুল ধন নিখাত আছে, তুমি তাহা গ্রহণ কর; অনন্তর হাতেম তাহাকে বিনীতভাবে কহিলেন, মহাশয়! আমি সকল অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া নিরন্তর সেই জগদীশ্বরকেই ধন্যবাদ প্রদান করিয়া থাকি। যাহাহউক, আমি এখন সম্পূর্ণরূপ দুর্ব্বল এবং একাকী ও অসহায়, অতএব ঐ সকল ভূগর্ভস্থ ধন কিরূপে গ্রহন করিতে সমর্থ হইব? তখন সেই ব্যক্তি কহিল, হাতেম! তুমি ঈশ্বর প্রেমিক, অতএব সে নিমিত্ত কিছুমাত্র চিন্তা করিও না। আগামী প্রাতে তোমার নিকট দুই ব্যক্তি উপস্থিত হইবে, তাঁহাদিগের দ্বারায় তোমার সকল কার্য্যই সাধিত হইবে; অতএব অদ্য তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া বিশ্রাম কর।

পর দিবস প্রাতঃকালে দুই ব্যক্তি সেই কূপের নিকট উপস্থিত হইয়া হাতেমকে মিষ্ট সম্ভাষণ করত সেই কুপ হইতে উদ্ধার ও তৎপরে ভূগর্ভস্থ ধন সকল (হাতেমের বাক্যানুসারে) উত্তোলন করত নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। এদিকে হাতেম ঐ ধন দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে

লাগিলেন যে, এই সময়ে যদি সেই দুর্ব্বৃত্ত দস্যুগণ আমার নিকট আগমন করে তবে আমি তাহাদিগকে এই অতুল ঐশ্বর্য্য সকল প্রদান করি, যেন ভবিষ্যতে তাহারা ধনলোভে মুগ্ধ হইয়া আর কাহারও কোন অনিষ্ট না করে। হাতেম মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি পথিমধ্যে পুনর্ব্বার সেই বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। এদিকে বৃদ্ধাও হাতেমকে একাকী আসিতে দেখিয়া পূর্ব্ববৎ ইঙ্গিত বাক্যে আপন তস্কর সন্তানগণকে আহ্বান করিল। তাহারাও সুযোগ বিবেচনায় হাতেমের নিকট উপস্থিত হইলে, হাতেম তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, ওহে! যদি তোমরা ঈশ্বরের নাম লইয়া আমার নিকট শপথ করিতে পার যে, অদ্য হইতে ভবিষ্যতে আর কোন মানবের প্রতি অন্যায়াচরণ করিবে না; তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে, (তোমাদিগের পর পর অধঃ সপ্ত বংশ ক্রমে উপভোগ্য) ধন দান করি। অনন্তর তাহারা জঠর জ্বালায় কেবল দুষ্কর্ম্ম করিয়া থাকে, ইহা স্বীকার করত কহিল, মহাশয়! এই উদরের জ্বালায় ধনোপার্জ্জন করিবার নিমিত্তই আমরা ব্যক্তিগণকে পীড়া দান করিয়া থাকি, অতএব যদি এখন আমরা প্রচুর অর্থ পাই, তবে আর প্রাণী হিংসায় আমাদিগের প্রয়োজন কি? এজন্য আমরা ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিয়া আপনার বাক্যক্রমে শপথ ও সত্য করিতেছি যে, আমরা ধন পাইলে আর কাহারাও কোন প্রকার অনিষ্ট করিব না, এবং যদি করি, তাহা হইলে ঈশ্বর কুপিত হইয়া আমাদিগকে উৎসন্ন করিবেন। অতঃপর হাতেম তাহাদিগকে সেই সমস্ত ধন দান করিয়া পথান্তরে গমন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিয়দ্দুর গমন করিলে পর, এক কুক্কুর সাতিশয় পিপাসিত হইয়া তাঁহার সমীপে উপনীত হইল। তাহাতে হাতেম দয়ার্দ্রচিত্তে তাহাকে স্বকীয় অঙ্কে গ্রহণ করিয়া জল পান করাইবার নিমিত্ত কোন স্থানে গমন করিলেন। তথায় এক ব্যক্তি খাদ্য ও জল লইয়া হাতেমের প্রতি আতিথ্য সংকার করিলে, তিনি তাহা হইতে কিয়দংশ ঐ কুক্কুরকে প্রদান করিলেন। অনন্তর পান ভোজন সমাপন করিয়া হাতেম প্রেম-প্রবশচিত্তে উহার গাত্রে হাত বুলাইতেং জগদীশ্বর যে নানা প্রকার ভিন্ন ভিন্ন প্রাণী সৃষ্টি করিয়া তাঁহার অনন্ত মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন, এই সকল চিন্তা করিতে লাগিলেন। এইকালে সহসা তাঁহার হস্ত ঐ কুক্কুরের মস্তকে ঠেকিবামাত্র, তিনি উহাতে শৃঙ্গের ন্যায় কোন কঠিন পদার্থ আছে অনুমান করিয়া আশ্চর্য্যবোধে সবিশেষ মনোনিবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন যে উহার মস্তকে এক লৌহ-শলাকা প্রোথিত আছে। তখন তিনি বলপূর্ব্বক উহা উৎপাটন করিবামাত্রেই সেই কুক্কুর তাঁহার সম্মুখেই মানবাকার

ধারণ করিল। তাহাতে হাতেম চমৎকৃত হইয়া ঐ মনুষ্যকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে কহিল মহাশয়! আমি একজন ধনাঢ্য সদাগরের পুত্র। আমার পিতার মৃত্যুর পর আমি তাঁহার সমস্ত ধনের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলাম, ক্রমে অপব্যয় দ্বারা আমার পৈতৃক বিষয়ের হ্রাস হইয়া আসিলে আমি অগত্যা বাণিজ্যার্থ দেশান্তরে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। এই সময়ে আমার পত্নীর সহিত কোন্ এক চণ্ডাল-ভৃত্যের সাতিশয় প্রণয় জন্মিয়াছিল। একদা আমি বিদেশ হইতে প্রত্যাগত হইলে, সেই ভ্রষ্টা রমণী (আমার) নিদ্রিতাবস্থায় যাদুকর দ্বারা এই লৌহ শলাকা প্রস্তুত করিয়া আমার মস্তকে প্রোথিত বা বিদ্ধ করে, তাহাতে আমি তৎক্ষণাৎ কুক্কুরাকার প্রাপ্ত হইয়া পথে পথে ভ্রমণ করিলে, অন্যান্য বলবান শ্বাগণ আমাকে আক্রমণ করিতে লাগিল। তখন আমি প্রাণভয়ে অগত্যা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর ও ক্ষীণ কলেবর হইয়া বনে বনে পর্য্যটন করিতে লাগিলাম। এইকালে জগদীশ্বর আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আপনাকে আমার সহয়তা করিতে প্রেরণ করিলেন। এক্ষণে আমি আপনার প্রসাদে আমার প্রাক্ত দেহ প্রাপ্ত হইয়াছি।

অনন্তর হাতেম কিয়ৎকাল চিন্তা করত ঐ ব্যক্তিকে কহিলেন, ভাই! তোমার বাটী কোথায়? সে কহিল, মহাশয়! এখান হইতে তিন দিবসের পথে হারিস রাজার অধিকারে আমি বাস করিয়া থাকি। তখন হাতেম কহিলেন, ভদ্র! আমিও সেই স্থানে গমন করিতেছি। তোমাদিগের সেই হারিস রাজতনয়ার প্রশ্নান্বেষণে আমি গমন করিয়াছিলাম। এক্ষণে তাঁহার দ্বিতীয় প্রশ্ন পূর্ণ করিয়া আসিয়াছি; অতএব চল, আমরা একত্রেই তথায় গমন করি। আর যদি তুমি কোন প্রকারে এই যাদুময় লৌহশলাকা তোমার পত্নীর বা তদীয় উপপতির মস্তকে বিদ্ধ করিতে পার, তাহা হইলে তাহারাও কুক্কুরী বা কুক্কুর হইয়া যাইবে, সুতরাং নিজ নিজ দুষ্কর্ম্মের যথেষ্ট প্রতিফলও প্রাপ্ত হইবে। এইরূপে দুই তিন দিবস পথ ভ্রমণ করিয়া তাঁহারা হারিসরাজের রাজ্যে উপনীত হইলেন। তদনন্তর ঐ সদাগর হাতেমকে সমভিব্যাহারে লইয়া আপন গৃহদ্বারে উপনীত হওত জনৈক ভৃত্য হইতে এক অসি লইয়া নিঃশব্দপদসঞ্চারে আপন শয়নাগারে গমন করিল, এবং হাতেমও এইকালে বহির্দ্দেশে অবস্থিতি করিতে লাগি-

লেন। সদাগর গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার পত্নী সেই কৃষ্ণবর্ণ চণ্ডাল পুরুষের সহিত প্রেমালিঙ্গনে পরমসুখে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে। তখন তিনি সাতিশয় কুপিত হইয়া সেই দুষ্টার মস্তকে ঐ যাদুপূর্ণ লৌহ শলাকা বিদ্ধ করত, অসির আঘাতে (সেই) ভৃত্যকে দ্বিখণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন। অনন্তর কাফ্রী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত ও সদাগর-পত্নী কুক্কুরী হইল। তখন সে হাতেমকে যথা সম্মান সহকারে অন্তঃপুরে আনিয়া উহা প্রদর্শন করিল। হাতেম কহিলেন, ভাই! এই ভৃত্যের প্রাণ বিনাশ করা তোমার উচিত হয় নাই। সে কহিল, মহাশয়! আমার শাস্তিক্রমে এই ব্যক্তি মুক্ত হইল, এবং ভবিষ্যদ্‌জীবনে ইহা দ্বারা আর কোন দুষ্কর্ম্মই সাধিত হইবে না। সে এই বলিয়া কোন এক গুপ্ত প্রদেশে তাহার মৃতদেহ লইয়া প্রোথিত করত হাতেমের সহিত পরম সুখে সে রাত্রি যাপন করিল। রজনী প্রভাত হইবা মাত্র হাতেম সত্বর হারিসরাজের পান্থ শালায় উপনীত হইয়া সেই যুবার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। যুবা তাঁহাকে দর্শন মাত্র সাতিশয় পুলকিত হওত (তাঁহাকে) বন্দনাদি ও স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া কহিল, মহাশয়! এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় শুক্রবার রজনীযোগে সেই রোদন নিনাদ শ্রবণগোচর হয় না, ইহাতে বোধ হয় যে, আপনি রাজকন্যার দ্বিতীয় প্রশ্ন পূর্ণ করিয়া আসিয়াছেন। তাহাতে হাতেম তাঁহাকে ধীরভাবে "হাঁ" বলিয়া আশ্বস্ত করিলেন। ক্রমে জনতার শত রসনাক্রমে হারিস-রাজকন্যা হাতেমের প্রত্যাগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে নিকটে ডাকাইলেন। অনন্তর হাতেম তাঁহাকে তাঁহার দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধীয় সমস্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলে, তিনি তাহা যথার্থ জানিয়া পুনর্ব্বার তৃতীয় প্রশ্ন পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, তাঁহাকে মহাপরীর হস্তস্থিত সাহগোহর নামক রত্ন আনয়ন করিতে প্রেরণ করিলেন। হাতেমও তাহাতে তথাস্তু বলিয়া, সেই যুবরাজকে সম্ভাষণ করতঃ মহাপরীর উদ্দেশে গমন করিলেন। কিন্তু তিনি কোথায় গমন করিলে সেই পরীর নগর প্রাপ্ত হইবেন, তাহা জানিতেন না; এজন্য চিন্তা করত পুনর্ব্বার ফারোকাশ নামক দৈত্যের নিকট গমন করিলেন। দৈত্যরাজ তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া যথেষ্ট পূজা সহকারে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাঁহাকে তাঁহার মনোগত কথা ব্যক্ত করিলেন।

অনন্তর দৈত্যরাজ তদুত্তরে কহিতে লাগিলেন, মহাশয়! সেই মহাপরীর নিকটে গমন করিবার আমাদের কোন সাধ্য নাই, এবং কোন দৈত্য তথায় কোনমতে গমন করিলেও তাহার প্রাণ লইয়া পুনরাগমন করা নিতান্তই দুঃসাধ্য। অতএব আপনি মনুষ্য হইয়া কিরূপে তথায় যাইতে সাহস করিতেছেন? হাতেম কহিলেন, দৈত্যেশ্বর! তন্নিমিত্ত কোন চিন্তা নাই; দেখ যে জগদীশ্বর কৃপা করিয়া আমাকে অনায়াসে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছেন, তিনিই আমাকে সমস্ত বিঘ্ন বিপত্তি হইতে রক্ষা করিবেন। অতএব যদি দৈত্যগণ নিতান্ত তথায় গমনে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক পথ প্রদর্শকরূপে এক দৈত্য আমার সহিত প্রেরণ কর, আমি স্বয়ংই তথায় গমন ও কার্য্য সিদ্ধি করিয়া আসিব। হাতেমের এবম্প্রকার বাক্য সকল শ্রবণ করিয়াও দৈত্যরাজ তাঁহাকে তদ্বিষয়ে পুনঃ পুনঃ নিবৃত্ত মন হইতে সচেষ্ট করিলেন; কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হাতেম কিছুতেই ক্ষান্ত না হইয়া কহিলেন, দৈত্যবর! সত্যভঙ্গ করা বিধেয় নহে। আমি সেই সদাগরপুত্রের নিকট তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছি; এক্ষণে আমার অকৃতকার্য্য প্রযুক্ত যদি সেই ব্যক্তি কোনমতে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তবে আমাকেই সেই জীবহত্যার ভাগী হইয়া অনন্ত জীবন নরকানলে দগ্ধ হইতে হইবে।

অনন্তর দৈত্যবর হাতেমকে স্থিরপ্রতিজ্ঞ দেখিয়া পরী নগরের পথ প্রদর্শনার্থ কতিপয় দৈত্যসেনাকে তাঁহার সহিত গমন করিতে আদেশ করিলেন। তখন তাহারা উঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া পরীনগরীর উদ্দেশে যাত্রা করিল। অনন্তর তাহারা পরীগণের সীমাদ্বারে উপনীত হইয়া (হাতেমকে) কহিল, মহাশয়! এই মহাপরীর সীমা আরম্ভ হইল, অতএব আর আমাদের অগ্রসর হইয়া যাইবার সামর্থ নাই. এখন আমাদিগকে অনুমতি প্রদান করিলে আমরা স্বস্থানে প্রস্থান করি। তখন হাতেম তাহাদিগকে বিদায় দিয়া আপনি সেই পরীর নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি কিয়দ্দূরে গমন করিয়া এক পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন, তথায় বহু সংখ্যক জীন নামক অসভ্য জাতি বাস করিতেছে। তিনি আর সেদিকে গমন না করিয়া তদিতর মুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন দূর হইতে কতিপয় পরীরক্ষক তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, ওহে! একজন মনুষ্য এই পর্ব্বতের উপরে

আসিতেছে ; উহাকে কখনই এই স্থানে আসিতে বা জীবিত প্রত্যাগমন করিতে দেওয়া হইবে না। পরীগণ এই কথা বলিয়া সত্বর হাতেমের নিকট গমন করত কঠিন শৃঙ্খল দ্বারা তাঁহার হস্ত পদাদি বন্ধন করিয়া শৈল শৃঙ্গে আরোহণ করত প্রগল্‌ভ ও রৌক্ষ্যবাক্যে তাঁহাকে কহিতে লাগিল, রে মূঢ় মানব ! তুই কোথা হইতে বা কি নিমিত্ত এইস্থানে আগমন করিলি ? কেই বা তোকে এখানে পথ প্রদর্শন করিয়া আনিল ? হাতেম কহিলেন যে, হারিসরাজের অধিকার হইতে জগদীশ্বর আমাকে এখানে আনয়ন করিয়াছেন। তখন পরীগণ তাঁহাকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল যে হারিস রাজার কন্যা বুঝি তোমাকে মহাপরীর সাহমোহর নামক রত্ন অপহরণ করিয়া লইবার নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছে ? তখন হাতেম, সত্য কহিলে অনিষ্ট ও মিথ্যা কহিলে অধর্ম্ম হইবে, এই বিবেচনায় তৎকালে নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। পরীগণ তাহাতে তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, পাছে হাতেম সেই মহাপরীর রত্ন অপহরণ করে, এই ভয়ে প্রজ্বলিত অগ্নিতে তাঁহাকে নিক্ষেপ করিল ; পরন্তু ঋক্ষকন্যা প্রদত্ত উপলখণ্ড প্রভাবে হাতেম অগ্নিমুখ হইতে পুনঃ পুনঃ রক্ষা প্রাপ্ত হইলে পরীগণ তাঁহাকে পুনরায় ভূমে প্রোথিত করিয়া প্রকাণ্ড এক প্রস্তরখণ্ড তাহার উপর চাপাইয়া দিল। কিন্তু ঈশ্বর প্রসাদাৎ সেই উপলখণ্ডের প্রভাবে হাতেম তাহাতেও নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইলে তাহারা উঁহাকে লইয়া পুনর্ব্বার শৈলশৃঙ্গ হইতে মহাসমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। হাতেম সেই জলগর্ভে নিমগ্ন হইবার কালে এক কুম্ভীর সাতিশয় ক্ষুধিত হইয়া উঁহাকে গ্রাস করিল। তখন তিনি তাহা জানিতে পারিয়া অগত্যা সেই কুম্ভীরেরগর্ভে দৌরাত্ম্য করিতে লাগিলেন। তাহাতে সে বেদনায় নিতান্ত অস্থির হওত জল হইতে তীরে আগমন পূর্ব্বক হাতেমকে উদ্‌গার করিয়া সত্বর প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। এই সময়ে হাতেম প্রায় দুই তিন দিবস অচৈতন্যাবস্থায় তথায় পড়িয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার চৈতন্যোদয় হইলে আর কতিপয় পরী তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া (তাঁহার) নিকটে আগমন করত জিজ্ঞাসা করিল, ওহে মনুষ্য ! তুমি কি প্রকারে এখানে আইলে ? কে তোমাকে এখানে আনিয়া উপস্থিত করিল তাহা যথার্থ বল ? তখন হাতেম তাহাদিগকে কহিলেন, ওহে ! যিনি তোমাদিগের ও আমাদিগের স্রষ্টা,—সেই জগৎপাতা জগদীশ্বর আমাকে এখানে আনয়ন করিয়াছেন। আমি সাগর-গর্ভস্থ কুম্ভী,

কর্ত্তৃক গ্রাসিত ও প্রায় তিন দিন হইল, এইস্থানে উদ্‌গারিত হইয়াছি ; যদি তোমাদিগের নিকট কিছু আহার্য্য সামগ্রী থাকে ; তবে আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ প্রদান করিয়া রক্ষা কর। তখন সেই পরীগণ কহিল, ওহে ! আমরা কিরূপে তোমাকে খাদ্যাদি প্রদান করিতে পারি ? আমাদিগের প্রতি (আমাদের) রাজার এরূপ কোন অনুমতি নাই ; বরং দৈত্য কিম্বা কোন মনুষ্য এখানে আসিলে, তাহার প্রাণ বিনাশ করিতেই আমাদিগের প্রতি তাঁহার আদেশ আছে। অতএব এরূপ স্থলে আহার প্রদানে তোমার প্রাণরক্ষা করিলে রাজা আমাদিগের প্রতি কুপিত হইয়া, আমাদিগের প্রাণদণ্ড করিবেন। তখন জনৈক পরী দয়া পরতন্ত্র হইয়া কহিল, ওহে পরীগণ ! এই ব্যক্তি কখনই স্বেচ্ছাসুখে এখানে আগমন করে নাই, কুম্ভীর ইহাকে কোন স্থান হইতে গ্রাস করিয়া এখানে উদ্‌গার করিয়া যাওয়াতে, উনি নিজ পরমায়ুবলে জীবন লাভ করিয়াছেন, অতএব আমাদের উহাঁর প্রতি আর কোনপ্রকার অত্যাচার করা কর্ত্তব্য নহে। এখান হইতে আমাদিগের বাটী অনেক দূর, অতএব আমরা ইহাকে লইয়া যদি সংগোপনে রাখিয়া প্রতিপালন করি, তবে রাজা তাহা কিরূপে অবগত হইবেন ? বিশেষতঃ আমরা যদি কেহ তাঁহার নিকট কিছু প্রকাশ না করি, তাহা হইলে, তিনি ইহার বিন্দু-মাত্রও জানিতে পারিবেন না। অতএব আইস, এই ব্যক্তি পরম সুন্দর, আমরা ইহাকে পরম প্রীতি সহকারে প্রতিপালন করি। কেহ কহিল, ওহে ! আমরা যদি এই মনুষ্যকে যত্ন পূর্ব্বক আপনাদিগের আশ্রয়ে রক্ষা করি, তাহা হইলে রাজা (তাহা) জানিতে পারিয়া, নিশ্চয়ই আমা দিগের প্রাণ বিনাশ করিবেন। তখন কেহ কেহ এইরূপে যুক্তি প্রদান করিল যে, রাজবাটী এখান হইতে প্রায় সপ্ত দিবসের পথ, অতএব আমরা কিছু সংবাদ না করিলে, রাজা ইহা কি প্রকারে অবগত হইবেন? অতএব আইস, আমরা ইহাকে রক্ষা করি। এই বলিয়া সেই পরীগণ ফল মুলাদি লইয়া, ভোজনার্থ হাতেমকে প্রদান করিল। তখন হাতেম, তৃপ্তি পূর্ব্বক উদরপূর্ত্তি করিয়া, স্বাস্থ্য লাভ কবিলেন।

এইরূপে কিছুদিন গত হইলে একদা, হাতেম তাহাদিগের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে, তাহারা কহিল, মহাশয় ! আপনি কোথায় যাইবেন ? আর কেই বা আপনাকে এখানে লইয়া আসিল, তাহা যথার্থ বলুন। অনন্তর হাতেম কহিলেন যে, কিছুদিন হইল ফারোকাশ

দৈত্যের লোকেরা আমাকে এখানে আনয়ন করিয়াছিল। পরে তোমাদিগের কতিপয় পরীজাতিরা আমাকে পুনঃ পুনঃ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া, বধ করিবার বাসনা করিলে, ঈশ্বরের প্রসাদে আমি তাহাতে দগ্ধ না হইয়া অদ্যাপিও জীবিত আছি। অনন্তর তাহারা আমার বক্ষে প্রকাণ্ড প্রস্তর দিয়া আমাকে ভূমিতে প্রোথিত করিয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও জীবিত থাকিতে দেখিয়া আমাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে, তখন এক কুম্ভীর আসিয়া (আমাকে) গ্রাস করিল; কিন্তু সে কোন-মতেই আমাকে তাহার জঠরানলে পরিপাক করিতে না পারিয়া, এই-স্থানে উদ্গার করিয়া রাখিয়া যায়। পরে তোমাদিগের সহিত আমার সাক্ষাৎ হওয়াতে, তোমরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে যথেষ্ট আদর ও যত্ন করিলে। হাতেমের এই সকল কথা শ্রবণ করত জনৈক পরী কহিল, মহাশয়! এত ক্লেশ করিয়া আপনার এই স্থানে আসিবার কারণ কি? হাতেম কহিলেন, কোন বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ আমি মহাপরীর নিকটে আসিয়াছি। তখন পরীগণ সকলেই একবাক্যে কহিল, মূঢ় মানব! তুমি আর সেই মহাপরীর নামও মুখে আনিও না। কারণ তিনি আমা-দিগের সকলেরই প্রভু। আমরা তাঁহার নগররক্ষক ভৃত্য, পাছে কোন দৈত্য বা মনুষ্য না জানিয়া, এই স্থানে আইসে, এজন্য তিনি আমা-দিগকে এখানের রক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন। যদি তিনি কোন প্রকারে এই সকল বিষয় শুনিতে পান, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তোমার সহিত আমাদিগেরও প্রাণ পর্য্যন্ত বিনাশ করিবেন। তখন হাতেম কহিলেন, ভাই! তোমরা তজ্জন্য কিছুমাত্র ভীত হইও না। কারণ পরমায়ু থাকিতে কেহ কাহাকে বধ করিতে সমর্থ হয় না। আর যদি তোমরা একান্তই ভীত হও, তবে না হয় আমাকে তথায় বন্ধন করিয়া লইয়া চল। তখন তাহারা কহিল, মহাশয়! আপনকার সহিত আমাদিগের এখন সখ্যতা হইয়াছে, আপনার সহিত আমরা একত্রে পান ভোজন করিয়াছি, অতএব জানিয়া শুনিয়াও এবম্প্রকার বন্ধুকে কিরূপে এখন মৃত্যুমুখে যাইতে প্রেরণ করিব? যেহেতু তাহা নিতান্তই ন্যায় ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ। তখন হাতেম কহিলেন, ভাই! সম্প্রতি তোমরা সে সখ্যত ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকে সেই মহা-পরীর নিকট লইয়া চল, তথায় যাইতে আমি নিতান্তই মানস করিয়াছি। অতএব তোমরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে যাইতে দাও, তাহাতে তোমা-

দিগের কিছুমাত্র অনিষ্ট হইবে না। অনন্তর সকলে পরামর্শ স্থির করিয়া মহাপরীর নিকটে হাতেমের সংবাদ প্রেরণ করিল। তাহাতে তিনি তাঁহাকে যত্ন পূর্ব্বক রাজসভায় লইয়া যাইতে অনুমতি করিলে, সকলে তাঁহাকে তথায় লইয়া চলিল।

এদিকে ঐ পরীনগরে মত্তান নামে প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী ও সম্ভ্রান্ত এক পরী বাস করিত। তাহার হাসিনা নাম্নী এক কন্যা ছিল। লোক পরম্পরায় হাতেমের আগমন সংবাদ প্রচার হওয়াতে ঐ কন্যা তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়াছিল। কারণ সে পুর্ব্বাপর মনুষ্যজাতিকে পরমসুন্দর, শ্রীমান্ ও কার্য্যদক্ষ বলিয়া অবগত ছিল। সুতরাং তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত নানা কৌশল উদ্ভাবন করিয়া উদ্যান ভ্রমণস্থলে আপন জনক জননীর অনুজ্ঞা লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল। গৃহ হইতে উদ্যান ভ্রমণে বিনির্গত হইলে, একচত্বারিংশদ্দিবস তথায় অবস্থিতি করিতে হয়, উহাদিগের এই নিয়ম পূর্ব্বাপর প্রচলিত থাকায়, ঐ হাসিনা পরীর কামনা অনেক পরিমাণে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। যাহাহউক, ঐ হাসিনা পরীর সমুদ্রতীরস্থ রক্ষকগণ হাতেমকে লইয়া রাজসভায় গমন করিবে শুনিয়া, তাহার সত্যাসত্য জানিবার নিমিত্ত সে তাহার জনৈক দাসীকে তথায় প্রেরণ করিল। দাসী, হাতেমকে পরম সুন্দর দেখিয়া, এককালে বিমোহিত হওত হাসিনাকে তাহার বৃত্তান্ত অবগত করিল। তাহাতে ঐ পরীকন্যা (হাতেমের রূপাদি শ্রবণমাত্রেই) স্মরশরে নিপীড়িত ও নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত অতিশয় ব্যগ্র হইল। তখন তাহার পরিচারিকা তাঁহাকে কহিল যে, আপনি এত উতলা হইবেন না, কারণ যেরূপে হয়, আমরা আপনাকে অবশ্যই সেই পরম সুন্দর মনুষ্য প্রদর্শন করিব। অদ্য রজনীযোগে যখন রক্ষকগণ নিদ্রা যাইবে, তখন আমি সেই মনুষ্যকে অতি সংগোপনে এইস্থানে লইয়া আসিব। এইরূপে তাহারা দিবসে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া, রাত্রিকালে যখন প্রহরীগণ নিদ্রিত হইল, তখন তাহারা প্রকাশ্যভাবে গমন করত কোন প্রকার ঔষধ দ্বারা হাতেমকে অজ্ঞান করত সমভিব্যাহারে লইয়া সেই হাসিনা পরীর নিকটে উপনীত হইল। অনন্তর চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া, হাতেম তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কে? তখন হাসিনা পরী কহিল, আমার নাম হাসিনা পরী, এই উদ্যান আমার এবং আমি এখানকার একজন মহৎ ও সম্ভ্রান্ত পরীর

কন্যা। নগরপালগণ তোমাকে রাজসম্মুখে বধ করিবার জন্য লইয়া যাইতেছিল, কিন্তু আমি তোমাতে আসক্ত হইয়া আমার দাসীগণকে এই রাত্রিকালে তোমার উদ্দেশে প্রেরণ করিয়াছিলাম। পরে রক্ষকগণ সকলেই প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলে, উহারা তোমাকে লইয়া পলায়ন করে। তখন হাতেম কহিলেন, ভদ্রে! আমি সাহমোহর লইবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি, তাহাতে নগর রক্ষকগণ আমাকে তোমাদের রাজসমীপে লইয়া গেলে, আমার পক্ষে উহা লাভ করিবার অত্যন্ত সুবিধা হইত, অতএব এ অবস্থায় তুমি আমাকে এখানে আনয়ন করিয়া ভাল কার্য্য কর নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আমি পরীরাজের নিকট গমন করিব। হাসিনা পরী কহিল, মহাশয়! আমি আপনার প্রেমাকাঙ্ক্ষায় আপনাকে এইস্থানে লইয়া আসিয়াছি, অতএব আপনি এখানে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিয়া, আমার কামনা পরিপূর্ণ করুন। এখন এখান হইতে আপনার যাওয়া কর্ত্তব্য নহে, বিশেষতঃ যে সাহমোহরের নিমিত্ত আপনি এত সচেষ্ট হইয়াছেন, তাহা আপনার পক্ষে নিতান্তই দুর্ল্লভ; যেহেতু তাহা রাজহস্তের অমূল্য অলঙ্কার বলিয়া সর্ব্বদাই পরীরাজের হস্তেই শোভা পাইয়া থাকে। অতএব আপনি সে আশায় একেবারে জলাঞ্জলি প্রদানকরত এখানে পরম সুখে অবস্থিতি করুন। তখন হাতেম কহিলেন, ভদ্রে! যাবৎ আমি ঐ অমূল্যরত্ন লাভ করিতে না পারি, তাবৎ আমা হইতে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। যাহাহউক, এই রূপে কথাবার্ত্তায় কালক্ষেপ করত হাতেম তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এদিকে নগররক্ষকগণ জাগ্রত হওত হাতেমকে দেখিতে না পাইয়া, অতিশয় ভীত ও চিন্তিত হইল। তাহারা এক একবার চিন্তা করিতে লাগিল যে, হয় সেই মনুষ্য প্রাণভয়ে কোথাও পলায়ন করিয়াছে, নতুবা কোন পরী তাহার রূপে বিমোহিত ও আসক্ত হইয়া আপনার বাটীতে গুপ্তভাবে রাখিয়াছে। যাহাহউক, এইরূপে তাহারা নানা তর্ক বিতর্ক করত ইতস্ততঃ তাঁহার বিস্তর অন্বেষণ করিতে লাগিল। তাহারা রাজভয়ে দিবসে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া, রজনীযোগে প্রকাশ্যভাবে একে একে সকলস্থানেই গমন করিয়া সন্ধান করিত। কিন্তু এইরূপে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইলেও তাঁহার কোন সন্ধানই পাইল না।

অপরদিকে পরীরাজ বিলম্ব দেখিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হওত জনৈক

সেনাপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে! যে সকল সৈন্যগণ সমুদ্র প্রদেশ হইতে আগন্তুক মনুষ্যকে আনিতে গিয়াছে, তাহারা অদ্যাপিও কি নিমিত্ত প্রত্যাগমন করিতেছে না? তুমি সত্বর অগ্রসর হইয়া তাহাদিগের তত্ত্ব লইয়া আইস। পরে সেনাপতি অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, সেই মনুষ্যকে কেহ অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, এবং সেইজন্যই রক্ষকগণ ভীত হইয়া পরীরাজের নিকট গমনে অশক্য হইয়াছে। যাহাহউক, সেনাপতি এই সকল বিষয় পরীরাজের গোচর করিলে, তিনি অধিকতর কুপিত হইয়া সেই চোরের তত্ত্ব করিতে আদেশ করিলেন।

অতঃপর হাতেমকে অন্বেষণার্থ রাজাজ্ঞাক্রমে চতুর্দ্দিকে পরী-লোক সকল ধাবিত হইল। পূর্ব্বে হাতেমের নিকট যে সকল রক্ষক ছিল, তন্মধ্যে একজন সেই সময়ে রাজপথ দিয়া গমন করিতেছিল; সুতরাং সহসা তাহাকে দেখিতে পাইয়া উহারা ধৃত করত পরীরাজের নিকট লইয়া উপনীত করিল। তখন পরীরাজ তাহাকে দর্শন করত ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ ও পাকল করিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন সহকারে কহিলেন, রে দুর্ব্বৃত্ত! তুই সেই মনুষ্যকে লইয়া কোথায় রাখিয়াছিস্, যথার্থ বল্? নতুবা এখনই তোর প্রাণদণ্ড করিব। সে তখন ভীত ও কম্পিতকলেবর হইয়া কহিতে লাগিল, মহারাজ! যদি আমাকে অভয় প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি তৎসম্বন্ধে যাহা কিছু অবগত আছি, সকলই রাজসম্মুখে যথাযথ বর্ণন করিব। অনন্তর পরীরাজ তাহাকে অভয় প্রদান করিলে সে, কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, রাজন্! আমি আর কতিপয় রক্ষকের সহিত সেই আগন্তু মনুষ্যকে রাজসম্মুখে আনিতেছিলাম। পরে একস্থানে রাত্রি উপস্থিত হইলে আমরা সকলেই নিদ্রাভিভূত হইলাম। তখন সুযোগ বিবেচনায় বুঝি কোন দুষ্টা পরী তাহাকে অলক্ষিতভাবে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। নতুবা তাহার পলায়নের কোন ইচ্ছা ছিল না, কারণ বলবৎ রাজদর্শন বাসনায় তাহার মন উল্লাসিত হইয়াছিল। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে সে ব্যক্তি স্বয়ং কখনই স্থানান্তরে গমন বা পলায়ন করে নাই—অবশ্যই কোন কামাতুরা ভ্রষ্টা পরীরমণী তাহার সৌন্দর্য্যে বিমোহিতা ও আসক্তা হইয়া তাহাকে কোন স্থানে গোপন করিয়া রাখিয়াছে। যাহাহউক, আমরা পরদিবস প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের পর তাহাকে না দেখিতে

পাইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া তাহার বিস্তর অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য না হইয়া রাজদণ্ড ভয়ে পরিশেষে অগত্যা পলায়ন করিয়া এক প্রান্তরে প্রচ্ছন্নভাবে দিবসে লুক্কায়িত থাকিয়া রাত্রিকালে সকলে ঘুমে অচেতন হইলে গোপনে গোপনে তাহার সন্ধান করিয়া থাকি। আমার সহকারী রক্ষকগণ অদ্যাপিও তাহার অনুসন্ধান করিতেছে এবং অদ্য আমিও তাহার অন্বেষণে বিনির্গত হইয়াছিলাম, এমন সময়ে সেনাপতি আমাকে পথিমধ্যে ধৃত করত রাজসম্মুখে লইয়া আইল। অনন্তর পরীরাজ অন্যান্য ভৃত্যগণকে কহিলেন দেখ, যে পর্য্যন্ত সেই মনুষ্যের কোন সন্ধান না হয়, তাবৎকাল ইহাকে কারাবরুদ্ধ করিয়া রাখ এবং অপর কতিপয় রক্ষক নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে সতর্কিতভাবে সেই মনুষ্যকে সত্বর অন্বেষণ করিয়া আনিতে বল।

এদিকে কিয়ৎকাল অতীত হইলে, একদা দৈবযোগে জনৈক পরী ভ্রমণ করিতে করিতে সেই হাসিনা পরীর উদ্যানে গমন করিল। এইকালে হাসিনা সুরাপানে উন্মত্তা হইয়া হাতেমের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক পরিক্রমণার্থ উদ্যানের বহির্দ্দেশে আসিয়াছিল। এই সময়ে উক্ত ভ্রমণকারী পরী সহসা এক মনুষ্যকে তাহার সহিত দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে হাতেম বলিয়া চিনিতে পারিল। তখন সে ক্রোধান্ধ হইয়া হাসিনাকে কহিল, হাসিনে! তুমি এ কি কুকর্ম্ম করিয়াছ? আমরা রাজাজ্ঞাক্রমে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এই মনুষ্যের অনুসন্ধান করিতেছি, আর তুমি কিনা রাজাজ্ঞার বিপরীতে অকুতোভয়ে ইহাকে গুপ্তভাবে আপনকার নিকটে রাখিয়া উহার সহিত প্রেমালাপ করিতেছ? ধিক্ তোমাকে! যাহাহউক, অতঃপর যদি আপনার কুশল প্রার্থনা কর তবে, এখনও শীঘ্র ইহাকে পরিত্যাগ কর, আমি ইহাকে রাজসভায় লইয়া যাই, নতুবা কিছুতেই তোমার আর নিস্তার নাই। হাসিনা ঐ পরীর এবম্প্রকার তিরস্কৃত বাক্য শ্রবণ করিয়া উন্মত্তা প্রযুক্ত হিতাহিত বোধ শূন্যা হইয়া একেবারেই ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; এবং আপন ভৃত্যগণকে কহিল, দেখ এই দুষ্ট আমার বিনানুমতিতে আমার উদ্যানে প্রবেশ করিয়াছে, অতএব উহাকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। এক্ষণে তোমরা উহাকে স্ববলে ধৃত করিয়া এই অনধিকার প্রবেশ করিবার নিমিত্ত কারাবরুদ্ধ কর, তাহা হইলে

উহার চৈতন্যোদয় হইবে। অনন্তর পরীগণ তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে সে প্রাণভয়ে রোদন করত উৰ্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া রাজার নিকট উপনীত হইল। তখন পরীরাজ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে, ও কি নিমিত্তই বা এখানে এরূপ অবস্থায় আগমন করিলে, তোমার কি কোন অভিযোগ আছে? তখন সেই পরী কহিল, মহারাজ! শ্রবণ করুন। যে সকল রক্ষকেরা সেই আগন্তু মনুষ্যকে রাজসম্মুখে লইয়া আসিতে ছিল, আমিও তাহাদিগের মধ্যে একজন রক্ষক। যাহাহউক, আমি সেই মনুষ্যকে অনুসন্ধান করিতে করিতে দৈবাৎ ক্রমে হাসিনা পরীর উদ্যানে গমন করিয়াছিলাম। হাসিনা তথায় সুরাপানে উন্মত্তা হইয়া সেই মনুষ্যের সহিত বিহার করিতেছে। এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া আমি তাহার নিকট হইতে সেই মনুষ্যকে আনিবার নিমিত্ত সচেষ্ট হইলে সে, আমাকে বিস্তর ভৎর্সনা ও বিনাপরাধে নির্দ্দয় প্রহার করিয়া তথা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে। অতএব মহারাজ! এক্ষণে আপনার যাহা অভিরুচি হয় তাহাই করুন।

অনন্তর পরীরাজ, ঐ রক্ষকের কথাক্রমে, সাতিশয় কুপিত হইয়া হাসিনার সহিত হাতেমকে লইয়া আসিবার নিমিত্ত অসংখ্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সৈন্যগণ তৎক্ষণাৎ যাইয়া হাসিনার পিতৃমন্দির পরিবেষ্টন করিল। এই সময়ে তাহার পিতা সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া ভয়বিহ্বল চিত্তে উদ্যান হইতে হাতেম, হাসিনা ও আর আর পরিজনবর্গকে লইয়া রোদন করিতে করিতে রাজচরণে নিপতিত হইলেন। তখন বিচারক্রমে রাজা তাহাকে নিতান্ত নিরীহ ও নির্দ্দোষী স্থির করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। অতঃপর হাতেমকে নিকটে বসাইয়া পরীরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে অপরিচিত! তুমি কে ও কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছ, আর কেইবা তোমাকে এখানে লইয়া আইল? হাতেম কহিলেন, হে পরীরাজ! আমি একজন সামান্য মনুষ্য মাত্র, দৈত্যনগরে লোক পরম্পরায় আপনার বিস্তর প্রশংসা শুনিয়া আপনাকে একবার দেখিবার নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছি, এবং আমি ঈশ্বরের প্রসাদে কোনমতে এখানে দৈত্য সাহায্যে আগমন করিয়াছি। তখন পরীরাজ তাঁহাকে যথেষ্ট শিষ্টাচার করিয়া কহিলেন, মহাশয়! আপনাদের দেশে কোন উত্তম চিকিৎসক আছে

কি না? হতেম কহিলেন, আপনার চিকিৎসকের অপ্রতুল কি? কেন এদেশে কি ভাল বৈদ্য নাই? আর চিকিৎসকেই বা আপনার প্রয়োজন কি? তখন পরীরাজ কহিলেন, মহাশয়! আমার একমাত্র পরমসুন্দর ও গুণবান পুত্র বহুকাল হইতে চক্ষুপীড়ায় কাতর হইয়া এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে অন্ধ হইয়াছে। এখানকার চিকিৎসকেরা বিস্তর চেষ্টা করিয়াও অদ্যাপি কোন প্রকারেই তাহাকে আরোগ্য করিতে সমর্থ হইল না। আমি শুনিয়াছি যে, মনুষ্য জাতি অতিশয় বুদ্ধিমান ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বিচক্ষণ ও পারদর্শী, এজন্য আমি আপনকার নিকটে এক ভিষক প্রার্থনা করিতেছি। অতঃপর হাতেম কহিলেন, হে পরীরাজ! যদি আমি আপনকার পুত্রকে অরোগী করিয়া ঔষধ প্রভাবে (তাঁহাকে) দৃষ্টিশক্তি দান করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে আপনি আমাকে কি পারিতোষিক প্রদান করিবেন? তখন পরীরাজ কহিলেন, মহাশয়! আমি ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া ইহা সত্য অঙ্গীকার করিতেছি যে, তাহা হইলে আপনি আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিবেন, নিতান্ত কঠিন হইলেও আমি তাহা আপনাকে অবশ্যই প্রদান করিব। তখন হাতেমও তাঁহার পুত্রকে আরোগ্য করিবার নিমিত্ত প্রতিশ্রুত হইলেন।

অনন্তর পরদিবস প্রাতঃকালে হাতেম গাত্রোত্থান করত পরীরাজপুত্রকে আপনার নিকট আহ্বান করিলেন, এবং ঋক্ষকন্যা প্রদত্ত সেই উপলখণ্ড লইয়া ষ্ঠীবন সহযোগে তাহা ঐ রাজকুমারের চক্ষে লেপন করিয়া দিলেন। পরিশেষে দুই চারি দণ্ড অতীত হইলে তাহার চক্ষের স্ফীততা ও বেদনা সকল বিদূরীত হইয়া সহজ চক্ষের ন্যায় আরোগ্য লাভ করিল। পরন্তু তৎকালে তাহাতে কিছুমাত্র দৃষ্টিশক্তি হয় নাই। এজন্য হাতেম পরীরাজকে কহিলেন, রাজন্! আপনার পুত্রের চক্ষের পীড়া সকলই আরোগ্য হইয়াছে, কিন্তু কোন এক ঔষধাভাবে দর্শন শক্তির ব্যাঘাত হইয়াছে, এক্ষণে সে ঔষধ আমার নিকট উপস্থিত নাই; অতএব আমি বলিয়া দিলে যদি কেহ উহা আনয়ন করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সদ্যই আপনার পুত্র পূর্ব্বের ন্যায় দর্শনশক্তি লাভ করিতে পারিবেন। হে রাজন্! দৈত্যাধিকারে জুলমা নামক স্থানে সুরেজ নামক এক প্রকার বৃক্ষ আছে, যদি কেহ শীঘ্র তাহার রস আনয়ন করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সদ্যই তোমার পুত্র নির্ব্ব্যাধি হইবেন। তখন পরীরাজ অন্যান্য পরীগণের প্রতি কহিলেন, ওহে! তোমরা কি

কেহ মুরেজ বৃক্ষের রস আনিতে পারিবে? পরীগণ তখন কিয়ৎকাল মৌনভাবে থাকিয়া কহিল, মহারাজ! সেই বৃক্ষ দৈত্যাধিকারে আছে, প্রভূত বলশালী দৈত্যগণ তাহার রক্ষক, অতএব তাহাদিগের সহিত বিরোধ করিয়া আমরা উহা আনয়ন করিতে কদাচই সমর্থ হইব না। অনন্তর হাসিনা কহিল, মহারাজ! এই মনুষ্যাপহরণ দোষ যদি আমার মার্জ্জনা হয়, এবং এই মানবকে যদি আমায় দান করেন তবে, যেরূপেই হউক না কেন, আমি অবশ্যই সেই মুরেজ বৃক্ষের রস আনয়ন করিয়া আপনার কামনা পরিপূর্ণ করিব। তখন পরীরাজ কহিলেন, হাসিনে! আমি তোমার সকল দোষ মার্জ্জনা করিলাম, আর তোমার পিতাকে আমি আমার রাজ্যাংশ প্রদান করিতে পারি, কিন্তু এই পরম জ্ঞানী স্বাধীন মনুষ্য আমার অধিকার ভুক্ত নহেন, অতএব ইহাঁকে আমি কিরূপে তোমায় দান করিবার নিমিত্ত স্বীকার করিতে পারি? পরন্তু হাতেম তখন হাসিনাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সখি হাসিনে! যদি তুমি আমাকে চিরদিন এখানে বদ্ধ করিয়া না রাখ, এবং যদি স্বেচ্ছানুসারে আমার গতায়াতের কোন ব্যাঘাত না হয় তবে, রাজকুমারের উপকারার্থে ও তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত আমি তাহাতে স্বীকৃত হইলাম; অতএব তুমি সত্বর ঔষধ আনয়ন কর।

অতঃপর হাসিনা বিস্তর সেনাসামন্ত সমভিব্যাহারে লইয়া আকাশ-পথে অধিকতর বেগে গমন করিতে লাগিল। তাঁহার সৈন্যগণ কেহই তাঁহার সহিত দ্রুত গমনে সমর্থ হইল না। একদা সে দৈত্যনগরে উপনীত হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করত রজনীযোগে সুযোগ বিবেচনায় সেই বৃক্ষের নিকট গমন করত এক পাত্রে সেই বৃক্ষের রস পূর্ণ করিয়া দৈত্যভয়ে দ্রুতপাদ বিক্ষেপে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন দৈত্যগণ তাহাকে দেখিতে পাইয়া তৎপশ্চাদ্ধাবমান হইল, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে ধরিতে পারিল না। যাহাহউক, এইরূপে সে ঔষধ আনয়ন করিয়া রাজসম্মুখে উপনীত করিলে, হাতেম তাহাতে তাঁহার উপলখণ্ড ঘর্ষণ করত পরী-রাজকুমারের চক্ষে লেপন পূর্ব্বক কিছুকাল ঐ চক্ষু বন্ধন করিয়া রাখিলেন। ক্রমে রাজকুমার যখন দিব্য দর্শনলাভ করিলেন, তখন তাঁহার পিতামাতা ও আত্মীয় পরিজনেরা পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া পরমাহ্লাদে তাঁহাকে আলিঙ্গন ও হাতেমকে শত শত ধন্যবাদের সহিত প্রণাম করিল। এইকালে হাতেম ঐ রাজকুমারকে আপন

অঙ্কে গ্রহণ করত পরমানন্দে করুণাময় জগদীশ্বরের গুণগান করিতে লাগিলেন।

অতঃপর পরীরাজ তাঁহাকে অসংখ্য ধন ও রত্নরাজী প্রদান করিলে তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া কহিলেন, হে মহারাজ! এ সকল ধন লইয়া আমি কি করিব? আপনি আমাকে যাহা দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই প্রদান করুন। তখন পরীরাজ কহিলেন, আপনার কি প্রার্থনা আছে, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি? অনন্তর হাতেম বিনীতভাবে কহিলেন, মহারাজ! আপনার হস্তে যে সাহমোহর রত্ন রহিয়াছে, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক উহাই আমাকে দান করুন—তাহা হইলে আমি চরিতার্থ হই। তখন পরীরাজ তাহা শ্রবণ করত কিয়ৎকাল মৌনাবলম্বনে থাকিয়া কহিলেন, বুঝিলাম, এই রত্নের নিমিত্ত হারিস রাজকন্যা তোমাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছে। ভাল, আমি যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তখন, অবশ্যই ইহা তোমাকে প্রদান করিব; কিন্তু পরে (উহা) কোনমতে অপহরণ করিয়া লইয়া আসিব, সেই রাজকন্যা ইহা কদাচই রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। তখন হাতেম পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিলেন, হে পরীরাজ! যাবৎ ঐ কন্যার বিবাহ কার্য্য সমাধা না হয়, তাবৎ তুমি ইহা কদাচই গ্রহণ করিতে পারিবে না।

এইরূপে নানা কথা প্রসঙ্গে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া পরীরাজ সেই রত্ন স্বীয় হস্ত হইতে উন্মোচন পূর্ব্বক হাতেমকে প্রদান করিলেন, এবং হাতেম তৎক্ষণাৎ উহা স্বকীয় বাহুমূলে বন্ধন করিবামাত্র, ভূগর্ভস্থ সমস্ত সুবর্ণাদি ধন-রত্ন স্পষ্টরূপে তাঁহার নয়নগোচর হইল। তখন, হারিস-রাজকন্যা কি জন্য যে ঐ রত্ন তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল, তাহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন। এদিকে পরীরাজ কতিপয় পরীকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন যে, হারিস-রাজকন্যার বৈবাহিক কার্য্য সমাধা হইয়া গেলে, তাহার দশ দিবস পরেই এই সাহমোহর তাহার গৃহ হইতে লইয়া আসিবে।

অনন্তর হাতেম আপন প্রতিজ্ঞানুযায়ী প্রত্যাগমনকালে হাসিনা পরীর আলয়ে উপনীত হইয়া কিয়ৎকাল তথায় অবস্থিতি ও পরমসুখে নানা প্রকার সুখ সম্ভোগ করিয়া পরীগণের সাহায্যে শূন্যমার্গে গমন করত একেবারে সেই দৈত্যনগরে উপনীত হইলেন। তথায় দুই চারি দিবস অবস্থিতি করিয়া দৈত্যরাজকে সম্ভাষণ করত সুড়ঙ্গপথে একেবারে

সেই হারিসরাজ-নগরে উপনীত হইলেন। হাতেম, পরী ও দৈত্যনগর হইতে যে সকল ধন রত্ন সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তৎসমুদায়ই সেই আশ্রিত ও নিতান্ত অনুগত সদাগর পুত্রকে দান করিলেন, এবং পরিশেষে সাহমোহর নামক রত্ন লইয়া হারিস-রাজকন্যাকে প্রদান করিলেন। তখন রাজকন্যা তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া কহিল, মহাশয়! এক্ষণে আমি তোমারই হইলাম, অতএব তুমি আমায় গ্রহণ কর। হাতেম কহিলেন, ভদ্রে! যে সদাগর-নন্দন দীর্ঘকাল সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া তোমার আশায় বহু ক্লেশে এখানে অবস্থিতি করিতেছে, এক্ষণে আমার বাক্যানুসারে তুমি তাহারই পাণিগ্রহণ কর। অনন্তর শুভদিন স্থির করিয়া সেই রাজকন্যা আপন পিতার অনুমত্যানুসারে সেই সদাগর পুত্রকেই বিবাহ করিল। এদিকে বিবাহান্তে দশ দিবস উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই পরীদত্ত সাহমোহর ঐ কন্যার হস্ত হইতে সহসা অদৃশ্য হওয়াতে, সে নিস্তর করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল। তখন হাতেম তাহাকে কোনমতে আশ্বাসিত করিয়া পুনর্ব্বার হাসনবানুর প্রশ্নানুসন্ধানে গমন করিলেন।

হাতেম এইরূপে পুনর্ব্বার কিয়ৎকাল ভ্রমণ করিয়া, কোন এক নদীতীরে উপনীত হইলেন। তথায় এক মনোহর অট্টালিকা ছিল, সেই গৃহের দ্বারদেশে "ভাল করিয়া পরে জলে বিসর্জ্জন দেয়" বলিয়া লেখা আছে। হাতেম এই লেখা দর্শনে অভিলাষ পূর্ণ ও চেষ্টা সার্থক হইল জানিয়া, করুণাময় জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি কিয়ৎপাদ অগ্রসর হইলে, কতিপয় ভৃত্য আসিয়া, তাঁহাকে সেই বাটীর মধ্যে লইয়া গেল, তখন তিনি দেখিলেন যে, তথায় শত বৎসর বয়স্ক পলিতকেশ এক বৃদ্ধ সিংহাসনোপবিষ্ট আছে। সে হাতেমকে দর্শন করিয়া, প্রেমালিঙ্গন সহকারে (তাঁহাকে) সন্মান করত বিবিধ উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী লইয়া একত্রে ভোজন করিতে লাগিল। এইকালে সুযোগ বিবেচনায় হাতেম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! আপনকার দ্বারে যাহা লেখা আছে, উহার তাৎপর্য্য কি? তখন সেই বৃদ্ধ তাহাতে প্রত্যুত্তর করিয়া কহিল, মহাশয়! পূর্ব্বে আমি পথিক-ঘাতক ছিলাম। কেবল পরকীয় ধনাপহরণ করিয়া, আপন উদরপূর্ত্তি করিতাম। কর্ম্মের মধ্যে কেবল প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে দুইখানি রোটিকাতে ঘৃত শর্করাদি

প্রদান করিয়া, "ইহা ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রদান করিতেছি" বলিয়া, সরসীজলে পরিত্যাগ করিতাম। এইরূপে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইলে, কালক্রমে আমি ভয়ঙ্কর রোগে আক্রান্ত হইয়া, মানবলীলা সম্বরণ করিলাম। তখন দেখিলাম যেন, কোন ব্যক্তি আমাকে বন্ধন করিয়া নরকে লইয়া যাইতেছে। যে সময়ে সেই ব্যক্তি আমাকে নরকাগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে সমুদ্যত হইয়াছিল, সেইকালে অপর দুইজন পরম সুন্দর যুবা পুরুষ আসিয়া,সেই নরকের ব্যক্তিকে রোষকষায়িত লোচনে কহিল, ওহে! তুমি ইহাকে কি নিমিত্ত নরকে নিক্ষেপ করিতেছ? স্বর্গে ইহার উত্তম আবাস রহিয়াছে, অতএব ইহাকে শীঘ্র পরিত্যাগ কর, আমরা (ইহাকে) নরকে না রাখিয়া স্বর্গে লইয়া যাইব। যুবাদ্বয় এই কথা বলিয়া, বলপূর্ব্বক আমাকে স্বর্গলোকে লইয়া গেল। অনন্তর স্বর্গস্থ এক বৃদ্ধ ঐ দুই যুবাকে কহিলেন, ওহে! তোমরা ইহাকে কি নিমিত্ত এত শীঘ্র এখানে লইয়া আইলে? ইহার পরমায়ু এখনও কিছুকাল আছে, এ ব্যক্তি শতাধিক বৎসরও পৃথিবীতে জীবিত থাকিবে,অতএব ইহাকে তথায় রাখিয়া এই ব্যক্তির নামানুকরণে আর একব্যক্তি আছে, এখন তাহাকেই লইয়া আইস। তখন সেই দুই যুবা আমাকে গৃহে রাখিয়া কহিল, ওহে! তুমি ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রতিদিন সায়ংকালে যে দুই রোটিকা সরসীজলে মৎস্যগণের প্রতি পরিত্যাগ করিতে, সেই রোটিকা রূপ দেবভৃত্য আমরা তোমার নিমিত্ত স্বর্গ পথ মুক্ত রাখিয়াছি। অনন্তর নিদ্রাভঙ্গের ন্যায় আমার চৈতন্যোদয় হইলে, তখন আমি জগদীশ্বরের করুণা ও অপার মহিমা স্মরণ করিয়া প্রার্থনা করিলাম, হে করুণাময় পিতঃ! তুমিই যথার্থ ক্ষমাবান্, কারণ আমি মহা পাতকী হইলেও সামান্য পুণ্যে আমার প্রতি তুমি ভদ্র বিধান করিলে, অতএব অদ্য হইতে আমি পাপকর্ম্মে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম; তুমি আমাকে তোমার স্বর্গীয় প্রসাদ বিতরণ কর। এইরূপে আমি রোগ হইতে স্বাস্থ্যলাভ করিয়া প্রতিদিনই ঈশ্বরের উদ্দেশে পূর্ব্ববৎ রোটিকা প্রদান করিতে লাগিলাম। একদা আমি রোটিকা লইয়া জলে নিক্ষেপ করিলে, সেই জল হইতে সহসা একশত সুবর্ণমুদ্রা আমার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। তখন আমি সর্ব্বত্রই এইরূপে ঘোষণা প্রচার করিয়া দিলাম যে, যদি কেহ কিছু অর্থ হারাইয়া থাক, তবে তাহা আমার নিকট হইতে লইয়া যাও। ফলতঃ এইরূপ প্রচারিত হইলেও কেহই তাহা গ্রহণ

করিতে আইল না, তখন, পাছে ভবিষ্যতে কেহ আসিয়া উহা আমার নিকট প্রার্থনা করে, এজন্য আমি যত্ন পূর্ব্বক (উহা) আপন নিকটে সঞ্চয় করিয়া রাখিলাম। এইরূপে দ্বিতীয় দিবসে আর একশত সুবর্ণ মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া তাহাও যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিলাম। হে মহাশয়! এইরূপে আমি ক্রমান্বয়ে দশ দিবস পর্য্যন্ত মুদ্রা প্রাপ্ত হইতে লাগিলাম। একদা সেই দুই যুবারূপী রোটিকা স্বপ্নযোগে আমাকে কহিল, ওহে! আমরা তোমার নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট অনুরোধ করাতে, তিনি কৃপা করিয়া, ঐ সকল ধন তোমাকেই প্রদান করিয়াছেন, অতএব তুমি স্বেচ্ছা-সুখে উহা ব্যয় কর। অনন্তর আমি ঈশ্বরারাধনা করিয়া সেই অর্থে এই অপূর্ব্ব হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করত ইহার দ্বারদেশে ঐ কথা লিখিয়াছি।

অনন্তর হাতেম এই সকল বিষয় অবগত হইয়া কিয়দ্দিবস তথায় অবস্থিতি করত ঐ বৃদ্ধের নিকট বিদায় লইয়া, সাহাবাদের উদ্দেশে গমন করিলেন। একদা তিনি এক প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া, সহসা সর্পদ্বয়ের ঘোরতর যুদ্ধ দেখিতে পাইলেন। সেই সর্পদ্বয়ের মধ্যে একটী কৃষ্ণবর্ণ ও অপরটী নানা রাগে রঞ্জিত ও কোমলাঙ্গ ছিল, এজন্য দুরন্ত কৃষ্ণসর্প বলপূর্ব্বক তাহাকে দংশন করিতে উদ্যত হইলে, হাতেম উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে নিষেধ করিয়া কহিলেন, রে দুষ্ট! তুই কি অন্যায় কার্য্য করিতে সমুদ্যত হইয়াছিস? এখনিই এই দুর্ব্বল সর্পকে পরিত্যাগ কর, নতুবা কিছুতেই তোর নিস্তার নাই। হাতেমের এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই সর্প প্রাণভয়ে স্থানান্তরে পলায়ন করিতে লাগিল। কিন্তু সেই বিচিত্রিত সর্প ক্ষীণাঙ্গবশতঃ পলায়ন করিতে না পারিয়া একদৃষ্টে হাতেমকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তখন হাতেম তাহাকে ভীত দেখিয়া, অভয় প্রদান করিলেন। এইরূপে কিয়ৎকাল পরে সেই সর্প মানবদেহ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিল। হাতেম তখন বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া রহিলেন। তখন সে কহিল, মহাশয়! আমি এক জীনজাতি ও আমার পিতা জীনগণের অধিপতি। হে মহাশয়! ঐ যে কৃষ্ণসর্প দেখিতেছেন, ঐ ব্যক্তি আমাদিগের ভৃত্য, উহার সহিত আমার বিবাদ আছে, এজন্য সুযোগ পাইয়া আমাকে দংশন করিতে সমুদ্যত হইয়াছিল। পরে ঈশ্বরেচ্ছায় আপনি এখানে আসিয়া আমাকে রক্ষা করিলেন। যাহা-হউক, মহাশয়! এই স্থান হইতে আমার গৃহ অধিক দূর নহে, যদি

ইচ্ছা হয়, তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক তথায় আতিথ্য গ্রহণে চরিতার্থ করুন। অনন্তর হাতেম তথায় গমন পূর্ব্বক তাহার সহিত ভোজন করিলেন, পরিশেষে সে বিস্তর ধন রত্ন লইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি কোন মতেই উহা গ্রহণ করিলেন না। তখন সে নিরুপায় হইয়া ঐ সকল ধন দরিদ্রদিগকে প্রদান ও কৃষ্ণ-সর্পরূপ সেই জীনরাজ ভৃত্যকে ডাকাইয়া হাতেমের সন্মুখেই তাহার শিরশ্ছেদন করিল।

অনন্তর হাতেম সাহাবাদে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সেই মণিরস্বামী নামক যুবকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তখন হাসেনবানু তাঁহার প্রত্যাগমন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে আপনার অন্তঃপুরে আহ্বান করিল। অনন্তর হাতেম তথায় গমন করত সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহার গোচর করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! জগদীশ্বরের প্রসাদে এই আমি তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন পূর্ণ করিলাম, এক্ষণে তৃতীয় প্রশ্ন কি, তাহা আমার গোচর কর? তখন হাসেনবানু তাঁহার বিস্তর প্রশংসা করত সবিশেষ সমাদরের সহিত তাঁহাকে ভোজন ও বিশ্রাম করাইয়া কহিলেন, মহাশয়! আমার তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, কোন এক ব্যক্তি কহিয়া থাকে যে, পরের মন্দ করিও না, পরের মন্দ করিলে, আপনি মন্দ ফল প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে হে মহাশয়! সেই ব্যক্তি কে? এবং সে কাহার কি করিয়াছিল, তাহারই সংবাদ আনিতে হইবে। তখন হাতেম কহিলেন, ভদ্রে! সে স্থান কোথায়? হাসেনবানু কহিলেন, মহাশয়! আমি তাহার বিষয় কিছুমাত্র অবগত নহি, এবং আমি তাহা জানিলে, স্বয়ং অন্বেষণ না করিয়া আপনাকে কি নিমিত্ত অনুরোধ করিব? যাহাহউক, হাসেনবানু এই কথা বলিয়া নিরুত্তর হইলে, তাঁহার ধাত্রী তখন হাতেমকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিল, মহাশয়! আমি শুনিয়াছি যে, পণ্ডিতেরা সেই স্থানকে হামীর প্রান্তর কহিয়া থাকেন, অতএব তদুদ্দেশেই আপনার যাত্রা করা কর্ত্তব্য। তখন হাতেম তথা হইতে বিদায় লইয়া হাসেনবানুর তৃতীয় প্রশ্নানুসন্ধানে হামিরোদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

হাসনবান্থর তৃতীয় প্রশ্ন অন্বেষণে হাতেমের যাত্রা।

হাসনবান্থর নিকট হইতে বিদায় লইয়া যখন হাতেম হামীর প্রান্তরের উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন তিনি ঐ স্থান কোথায়, তাহার কিছুই জানিতেন না। তথাপিও (তিনি) ঈশ্বরের প্রতি একান্ত নির্ভর করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মাসৈক কাল গত হইলে একদা তিনি এক পর্ব্বত প্রদেশে উপনীত হইলেন। এবং তাহার উচ্চ শিখরস্থ এক বৃক্ষতলে বসিয়া কোন এক পরম সুন্দর যুবা, "হে প্রিয়ে! একবার আমাকে দর্শন প্রদান কর, যেহেতু তোমার বিরহ আমার নিতান্তই অসহ্য হইয়াছে" বলিয়া রোদন করিতেছে। হাতেম তখন তাহার নিকট গমন করিয়া কহিলেন, হে ভদ্র! তোমার কি হইয়াছে যে, তজ্জন্য তুমি এইরূপে রোদন করিতেছ? তখন সে ব্যক্তি তাহাতে নিরুত্তর হওত কেবল নয়ন নিমীলিত করিয়া আপন মনে পূর্ব্ব প্রকারে রোদন করিতে লাগিল। এইরূপে হাতেম তাহাকে বারত্রয় সম্বোধন করিলেও যখন সে কোনই প্রত্যুত্তর প্রদান করিল না তখন, তিনি তাহাকে অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ওহে যুবক! তুমি কি বধির? আমি তোমাকে বারম্বার সম্বোধন করিলেও তুমি কি নিমিত্ত আমাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছ না? তখন সে ব্যক্তি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া কহিল, মহাশয়! আপনি কে? কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছেন, এবং আমাকেই বা কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন? তখন হাতেম কহিলেন ভাই! আমরা উভয়েই মানবজাতি, এজন্য পরস্পরের দুঃখে পরস্পরের সাহায্য করা কর্ত্তব্য; সুতরাং আমি তোমার দুঃখের কারণ জানিবার নিমিত্ত তদ্বিষয়ই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম। অনন্তর সে ব্যক্তি কহিল, "মহাশয়! আমার দুঃখের বিষয় শুনিয়া আপনি আর কি করিবেন? ইতিপূর্ব্বে আপনার ন্যায় অনেক ব্যক্তি এখানে আগমন পূর্ব্বক তাহা অবগত হইয়াও তাহার কিছুই প্রতিকার করিতে সমর্থ হয় নাই; অতএব এক্ষণে আপনিও তচ্ছ্রবণে প্রতিনিবৃত্ত হউন। তখন হাতেম কহিলেন, ভাই! যদি কোন ফল প্রাপ্ত না হইয়াও সেই সকল ব্যক্তিগণের নিকট আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছ, তবে সেই

প্রকার একবার উহা আমার নিকট প্রকাশ করিলেই বা তোমার কি ক্ষতি হইবে? আর আমাকে তোমার দুঃখের কথা প্রকাশ করিয়াও যদি আমা হইতে কোন প্রকার (তোমার) উপকার লাভের সম্ভাবনা না থাকে, তবে তেমনি তাহাতে বিশেষ কোন অপকারেরও সম্ভাবনা নাই। যাহাহউক,হাতেম শ্রবণোৎসুক হইয়া তাহাকে এইরূপে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ ও জিজ্ঞাসা করিলে, সে কহিল, মহাশয়! আমি এক সদাগর। একদা আপন দ্রব্যজাত লইয়া বাণিজ্যার্থ ভৃত্যগণের সহিত কোন এক নগরে যাইতে ছিলাম, ক্রমে এই প্রদেশে উপস্থিত হওত সেই সকল ভৃত্যগণকে বাণিজ্যতরীর সহিত অগ্রসর হইতে আদেশ করিয়া কহিলাম, দেখ আমি এই স্থানের ভূভাগে গমন করত হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন পূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিব, কিন্তু তোমরা সত্বর গমনে ক্ষান্ত হইও না। এইরূপে তাহারা চলিয়া গেলে, আমি এইস্থানে আগমন পূর্ব্বক পবিত্র হইয়া গিরি প্রদেশ দেখিবার মানসে এই পর্ব্বতশৃঙ্গে উপনীত হইয়া ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করিতে লাগিলাম। ক্রমে যখন এই বৃক্ষতলে আসিয়া উপস্থিত হই, সেই সময়ে এক অলোকসামান্যা পরম সুন্দরী কামিনী আমার নয়নপথে পতিত হইল। আমি তাহাকে দর্শনমাত্রেই স্মরশরে নিপীড়িত ও মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। পরে সেই যুবতী সাতিশয় যত্ন সহকারে আমার চৈতন্য সম্পাদন করিল। তাহার উরুদেশে আমার মস্তক ন্যস্ত ছিল, সেইকালে আমার চৈতন্য হওয়াতে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে সুন্দরি! তুমি কে, এবং কি নিমিত্তই বা এখানে আগমন করিয়াছ? তখন (আমার) সেই মনোহারিণী কহিল, মহাশয়! এই পর্ব্বত আমার অধিকৃত এবং আমি পরীকন্যা ও আমার নাম আল্কানি। এইরূপ কথোপকথনে আমাদিগের পরস্পরে প্রগাঢ় প্রণয় জন্মিয়া ছিল এবং আমরা উভয়ে উভয়ের প্রতি নিতান্ত আসক্ত হইয়া পরমসুখে বিহার করিতাম। এইরূপে মাসত্রয় অতিবাহিত হইলেও আমার আর আত্মীয় পরিজন ও বাণিজ্যাদি কর্ম্মকার্য্য কিছুই মনে রহিল না। তখন আমি কেবল তাহারই সহিত নিরন্তর পরমসুখ সম্ভোগে কালাতিপাত করিতে লাগিলাম। একদা আমি তাহাকে কহিলাম, প্রিয়ে! এই পর্ব্বত প্রান্তে থাকিয়া বৃথা ক্লেশে দিনপাত করিবার আবশ্যক

[illegible] অবস্থিতি করি। তাহাতে

সেই পরী কহিল, মহাশয়! যদি নগরে যাইয়া বাস করিবার নিমিত্ত আপনার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে তবে, আমি একবার গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক আত্ম পরিজনের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসি; এবং আপনি আমার পুনরাগমন কাল পর্য্যন্ত এই স্থানেই অবস্থান করুন। তখন আমি তাহাতেই অনুমোদন পূর্ব্বক কহিলাম, প্রিয়ে! তোমার কত বিলম্ব হইবে? তাহাতে সে উত্তর করিল যে আমি সপ্তাহ কাল পরে তোমার সহিত একত্র সম্মিলিত হইব; কিন্তু একাল পর্য্যন্ত তুমি স্থানান্তরে গমন না করিয়া, এই স্থানেই আমার প্রতীক্ষা কর, নতুবা শেষে তোমাকে নিশ্চয়ই অনুতাপ করিতে হইবে। যাহাহউক, এক্ষণে সাতবৎসর অতীত হইল, তথাপি সেই কামিনী আর প্রত্যাগমন করিল না। আমি তাহারই আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়া এতাবৎ কাল এখানে তৃণ পত্র ভক্ষণ ও নির্ঝরিণীর জলপান করিয়া অতি কষ্টে অবস্থিতি করিতেছি। এই স্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহার অন্বেষণে গমণ করিতে আমি অসমর্থ, কারণ কি জানি, পাছে সে এখানে আসিয়া ও আমাকে না দেখিয়া চলিয়া যায়, এবং তাহা হইলে আমি আর তাহাকে দেখিতে পাইব না। যাহাহউক, এক্ষণে আমার পক্ষে "ভূমি কঠিন ও আকাশ দূর" এখানে থাকিবার অথবা অন্যত্র গমন করিবারও কোন সাধ্য নাই।

অনন্তর হাতেম কহিলেন, মহাশয়! আপনার নাম কি? সে কহিল, আমার নাম নমিম্। তখন হাতেম কহিলেন যে, আপনি কি সেই আল্কান পরীর বাসস্থান অবগত আছেন? সদাগর কহিল, মহাশয়! আল্কান নামক পর্ব্বত তাহার বাসস্থান। গমনকালে সে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া কোন্ পথ অবলম্বনে যে প্রস্থান করিল, তাহার আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। হাতেম কহিলেন, মহাশয়! আপনি যদি সেই পরীর সহবাস সুখ লাভ করিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র ও অধৈর্য্য হইয়া থাকেন, তবে চলুন, আমরা উভয়েই তদুদ্দেশে সেই আল্কান পর্ব্বতে গমন করি। তখন সে ব্যক্তি তাহাতে অস্বীকার করিয়া কহিল, মহাশয়! আমি যাবৎ তাহার সহিত সাক্ষাৎ না হইবে, তাবৎ এই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক কখনই অন্যত্রে গমন না করিয়া বরং তাহার উদ্দেশে (এখানেই) প্রাণ পরিত্যাগ করিব। অনন্তর হাতেম তাহার দুঃখে ব্যথিত হৃদয় হইয়া কহিলেন; ভাই! আমি তোমার উপকারার্থে সত্বর

সেই পরীর উদ্দেশে যাত্রা করিতেছি, যেরূপেই হউক, আমি তোমার সহিত তাহার পুনর্ম্মিলন করিয়া দিব। তখন সেই সদাগর কহিল, মহাশয়! পরের উপকারার্থে, আপন কর্ম্ম পরিত্যাগ করে, জগতে এরূপ ব্যক্তি নিতান্তই বিরল সুতরাং ইহাতে আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে, আপনি আমার সহিত পরিহাস করিতেছেন। তখন হাতেম কহিলেন, ভাই! পরোপকার করাই আমার একমাত্র ব্রত ও জীবনের উদ্দেশ্য। আমি ঈশ্বরের কর্ম্ম জানিয়া পরের সাহায্য করিয়া থাকি, অতএব তাহাতে যদি আমার প্রাণ লইয়াও কাহারও কোন উপকার সাধিত হয়, আমি তাহাও অনায়াসে প্রদান করিতে পারি। যাহাহউক, অতঃপর তোমার চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। আমি ঈশ্বরের দিব্য করিয়া তোমার কার্য্যোদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, অতএব তুমি আমার প্রত্যাগমন কাল পর্য্যন্ত এখানে অবস্থিতি কর। তখন সে ব্যক্তি কহিল, মহাশয়! অমি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এখানে অবস্থিতি করিব, অতএব তজ্জন্য আপনার কোন চিন্তা নাই।

অনন্তর হাতেম তথা হইতে বিদায় গ্রহণ করত, যে পথে সেই পরী গমন করিয়াছিল, সেই পথে ক্রমান্বয়ে গমন করিতে লাগিলেন। একদা তিনি কোন এক পর্ব্বত প্রদেশে উপস্থিত হইয়া তথাকার বৃক্ষশ্রেণীর শোভা দর্শনে পুলকিত হওত তথায় বিশ্রামার্থ উপবেশন ও পরিশেষে তথাকার মৃদু মন্দ মারুত হিল্লোলে তাঁহার শরীর স্নিগ্ধ হওয়াতে সত্বর তিনি (সেই বৃক্ষতলেই) নিদ্রাভিভূত হইলেন। ঐ স্থান হইতে সেই কথিত আল্কান পর্ব্বত সপ্ত দিবসের পথ মাত্র। যাহাহউক, হাতেম নিদ্রাভিভূত হইলে তথায় কতিপয় পরী আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইল। তখন সেই পরীগণ, এমন অগম্য স্থানে মনুষ্যের আগমন হওয়া নিতান্ত অসম্ভব জানিয়া আশ্চর্য্য বোধে তাঁহাকে জাগ্রত করিয়া কহিল, মহাশয়! আপনি কে, ও কি প্রকারে এবং কি উদ্দেশে এখানে আগমন করিয়াছেন? তখন হাতেম তাহাদিগকে কহিলেন, ওহে! আমি একজন ভিক্ষোপজীবী পথিক দৈব আমাকে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছেন। আমি আল্কান পর্ব্বতে আল্কানপরীর নিকট গমন করিব। তিনি সপ্তাহ কাল মধ্যে প্রত্যাগমন করিব বলিয়া, আজ প্রায় সাত বৎসর অতিবাহিত হইতে চলিল, এক ব্যক্তিকে আশ্বাসিত করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তদ্বিরহ বিকারে সে ব্যক্তির প্রাণ ওষ্ঠাগত হইলেও অদ্যাপি তিনি

আপন সত্যরক্ষা করিলেন না। এক্ষণে আমি সেই জন্যই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি। প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা পালন না করা ভদ্র ও মহতের কর্ত্তব্য নহে। তখন ঐ পরীগণ কহিল, মহাশয়! আপনাকে বাতুল বলিয়াই আমাদের বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে, কারণ সেই আল্কান পরী আল্কান নামক পর্ব্বতের অধিশ্বরী। অতএব তিনি যে, নীচ মানবজাতির সহিত সহবাসের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবেন, তাহা নিতান্ত অসম্ভব। যাহাহউক, সম্প্রতি তুমি তথায় গমন করিলে, জীবিত প্রত্যাগমন করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব যদি ইচ্ছা হয়, তবে আমাদিগের সহিত কিয়ৎকাল আহার বিহার কর, তাহা হইলে আমরা তোমাকে সেই স্থানে লইয়া যাইব। তখন হাতেম কহিলেন, ওহে যদি পরের উপকারার্থে আমার নিজের জীবন পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতে আমি কিছুমাত্রই কুণ্ঠিত নহি। আর তোমাদিগের সহিত কিয়দ্দিবস সহবাস করিলে, যদি তোমরা আমাকে সেই স্থানে লইয়া যাও, তবে তাহাতে আর ক্ষতি কি? অনন্তর হাতেম তাহাদিগের সহিত কিয়ৎকাল আহার বিহার ও কৌতুকামোদ করিয়া একদা বিদায় প্রার্থনা করিলে, তাহারা তাঁহাকে স্কন্ধে লইয়া অহর্নিশি ভ্রমণ করত সপ্তদিবসে কোন এক পর্ব্বতপ্রদেশে উপনীত হইয়া তাঁহাকে আল্কান পর্ব্বতের পথ প্রদর্শন করিল। হাতেমও সেই পথ অবলম্বনে গমন করিতে লাগিলেন।

হাতেম এইরূপে কিয়দ্দুর গমন করত একদা রজনীযোগে দূর হইতে রোদন নিনাদ শ্রবণ করিয়া, তদুদ্দেশে যাত্রা করিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, অবশ্যই কোন ব্যক্তি বিপন্নাবস্থায় পতিত হইয়া রোদন করিতেছে, অতএব ইহার তদন্ত না জানিলে, ঈশ্বরের নিকটে আমাকে অপরাধী ও তজ্জন্য নিরয়গামী হইতে হইবে। যাহাহউক, তিনি এইরূপ চিন্তা করত শব্দানুসারে পুনর্ব্বার চলিতে চলিতে এক স্থানে যাইয়া উপনীত হইলেন। তথায় এক পরম সুন্দর যুবা উলঙ্গ হইয়া রোদন করিতেছে। হাতেম তাহাকে ত্বদীয় ক্লেশের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে কহিল, মহাশয়! আমি একজন যোদ্ধা পুরুষ। কিছুদিন হইল কার্য্যানুরোধে দেশত্যাগী হইয়া সহসা পথভ্রমে একস্থানে উপস্থিত হইয়াছিলাম। পরে যখন পরম্পরায় শুনিলাম যে, এই নগরের প্রধানের নাম মসক্কর যাদু, তখন প্রাণভয়ে দ্রুতবেগে অশ্বের গতি বৃদ্ধি করিয়া,

পলায়ন করিতে লাগিলাম। ক্রমে তিন ক্রোশ অতিবাহিত হইলে, তথায় এক মনোহর উদ্যান দেখিতে পাইলাম। উদ্যান মধ্যে ভ্রমণ করিবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত বাসনা হওয়াতে আমি অশ্ব হইতে ভূমে অবতরণ করিয়া, অবিলম্বে উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। সেই উদ্যানে পরম সুন্দরী বিবিধ হাব ভাব ও পরিচ্ছদাদিবিশিষ্টা কতিপয় সুন্দরী পরিক্রমণ করিতেছিল। আমি উহাদিগকে দেখিবামাত্র উহা স্ত্রীলোকের উদ্যান বলিয়া জানিতে পারিয়া, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হওত অন্যত্র গমন করিতে লাগিলাম। এইকালে সেই কামিনীগণ তাহাদের প্রধানার নিকট গমন পূর্ব্বক আমার আগমন বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে, সে আমাকে গবাক্ষ হইতে ইঙ্গিত বাক্যে আহ্বান করিল। ঐ কামিনী মসক্কর যাদুর কন্যা। সে আমাকে আহ্বান করিবামাত্র আমি তাহার রূপ লাবণ্যে বিমোহিত হইয়া পুনর্ব্বার সেই উদ্যান মধ্যে উপবেশন করিলাম। তখন তাহার ভৃত্যগণ আমাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেল। অতঃপর আমি সেই কন্যার হাব ভাব দর্শনে জর্জ্জরিতাঙ্গ হইতেছিলাম, এমন সময়ে তাহার পিতা (সেই মসক্কর যাদু) আসিয়া বহিঃ প্রদেশে আমার ঘোটক দর্শনে ক্রোধে তর্জ্জন গর্জ্জন করত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, আমাকে দেখিতে পাইল। তখন সে আপন কন্যার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক ভূমিতে নিক্ষেপ করিবার মানস করিলে, কন্যা কহিল, পিতঃ! অগ্রে আমার দোষ দেখিয়া, পশ্চাৎ দণ্ড বিধান করিও। এইকালে ঐ কন্যার ধাত্রী আসিয়া, মসক্করকে কহিল, মহাশয়! আপনার কন্যা সম্পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে, অতএব এসময়ে উহার অবিবাহিতা থাকা উচিত নহে। বিশেষতঃ এই ব্যক্তি এইমাত্র এখানে সমাগত হইয়াছে, এবং ইহার লক্ষণে ইহাকে ভদ্র সন্তান বলিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। অতএব এই ব্যক্তি কোনমতেই আপনার তনয়ার পাণিগ্রহণের অযোগ্য নহে। বিশেষতঃ যখন ইহাদিগের পরস্পরের সাতিশয় প্রণয়ানুরাগ দেখা যাইতেছে, তখন উহাদিগের পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করা আপনার নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। নতুবা পিতা হইয়া বিনাপরাধে কন্যা বধ করিলে, তাহাতে সংসারে আপনার অযশ ও পরিণামে ঘোরতর (নর নারী) হত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হইবে। অতএব তদপেক্ষায় ইহাদিগের বিবাহে অনুমোদন করিলে আপনি প্রভূত যশ ও পুণ্য সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইবেন। তখন

মসক্কর কহিল, ভাল, যদি এই যুবা আমার তিনটী প্রশ্ন পূর্ণ করিতে সমর্থ হয়েন, তাহা হইলে আমি উহাকে আমার এই কন্যা সম্প্রদান করিব।

অনন্তর মসক্কর যাদু আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া আপন পারিষদ মণ্ডলীর নিকট আমাকে কহিল, ওহে যুবা! তোমাকে আমার তিনটী প্রশ্ন পূর্ণ করিয়া দিতে হইবেক। তাহার প্রথম প্রশ্ন এই যে, তুমি আমাকে পরী নামক পক্ষীদ্বয় আনিয়া দিবে। দ্বিতীয়তঃ রক্তসর্পের রক্তবর্ণ মনি অপহরণ করিয়া আনিবে, এবং তৃতীয়তঃ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিস্থ লৌহকটাহে যে ঘৃত উত্তপ্ত হইবে, তাহাতে সাহস পূর্ব্বক ঝম্প প্রদান করিয়া, জীবিত বহির্গত হইতে পারিলে, আমি তোমাকে আমার কন্যা সম্প্রদান করিব। তখন আমি তাহাতে স্বীকৃত হইয়া, বহির্গত হওত এই স্থানে আগমন করিলাম, কিন্তু এক্ষণে নিরুপায় হইয়া ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হওত প্রায় দুই বৎসর কাল এই স্থানে বসিয়া উপায়াভাবে নিরন্তর রোদন করিতেছি, ফলতঃ আমি কিছুতেই সেই যাদুকরকন্যাকে বিস্মৃত হইতে পারিতেছি না। তখন হাতেম তাহাকে আশ্বাসিত করিয়া কহিলেন, ভাই! তুমি স্থির হও—ধৈর্য্যাবলম্বন কর, আর রোদন করিও না। আমি ঈশ্বর প্রসাদে অবশ্যই সেই কন্যার সহিত তোমার মিলন করিয়া দিব। হাতেম সেই সৈনিক পুরুষকে এইরূপে আশ্বস্ত করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, পূর্ব্বে যে শৃগাল আমার নিমিত্ত পরী পক্ষীর ঘৃত আনয়ন করিয়াছিল, এক্ষণে তাহারই সাহায্যে এই ব্যক্তির উপকারার্থে পরীদ্বয় আনয়ন করিব। হাতেম এইরূপ চিন্তা করত তথা হইতে বিদায় লইয়া মাজেন্দ্রানে গমন করিলেন। এইকালে হাতেম একস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, তথাকার দুর্গের চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে, তাহাতে তিনি চমৎকৃত হইয়া তথাকার এক ব্যক্তিকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে কহিল, মহাশয়! আমাদের দেশে এক বিষম বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। এখানে এক প্রকার ভয়ঙ্কর জন্তু আসিয়াছে, তাহার শরীর পর্ব্বতের ন্যায় প্রকাণ্ড ও কঠিন, তাহার সাত মুখ; তন্মধ্যে (তাহার) ব্যাঘ্রের ন্যায় ছয়টী ও অপরটী হস্তী-মুণ্ডের ন্যায় দীর্ঘ ও ভীষণ, তাহার আট পা এবং তিন চক্ষু আছে। সেই দুষ্ট জন্তু প্রতি রজনীতে এখানে আগমন করত বিস্তর জীব বিনষ্ট করে, এজন্য আমরা নগরের চতুর্দ্দিকে অগ্নি

প্রজ্বলিত করিয়া থাকি, যেন সে আর কিছুতেই এখানে না আসিতে পারে।

অনন্তর হাতেম সেই জন্তুকে সম্‌নান্ বলিয়া জানিতে পারিলেন, এবং সেই দুষ্ট জন্তু হইতে উহাদিগকে রক্ষা করিবার মানসে ধনুর্ব্বাণ ধারণ করত তথায় প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ক্রমে দুই প্রহর রাত্রে সেই ভয়ঙ্কর জন্তু আপন বিবর হইতে বিনির্গত হইলে, হাতেম তাহাকে দূর করিতে সচেষ্ট হইলেন। ঐ জন্তুর হস্তীর ন্যায় মধ্য মস্তকে যে এক চক্ষু আছে, সেই চক্ষু বিদ্ধ করিলে উহারা দূরে পলায়ন করিয়া থাকে। হাতেম পূর্ব্ব হইতে ওই সন্ধান বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, সুতরাং সে গভীর রজনীতে নগরে উপস্থিত হইলে, তিনি বাণদ্বারা সন্ধান করিয়া, তাহার সেই চক্ষু স্ববলে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর সে প্রাণভয়ে দূরে পলায়ন করিল।

পরদিবস প্রাতঃকালে সেই নগরবাসীগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাদিগকে সেই জন্তুর পলায়ন বৃত্তান্ত অবগত করিলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহার বাক্যে প্রত্যয় না করাতে তিনি তাহাদিগকে সে রাত্রি জাগ্রত থাকিয়া, তাহার সত্যাসত্য জানিতে কহিলেন। অনন্তর যখন তাহারা হাতেমের বাক্য সত্য বলিয়া অবগত হইল, তখন তাহারা সকলে তাঁহাকে তাহাদিগের সেই নগরের প্রধানের নিকটে লইয়া গেল। তখন তিনিও বিস্তর আদর যত্ন সহকারে বিবিধ উপচারে হাতেমকে তৃপ্তি পূর্ব্বক পান ভোজন করাইয়া বিস্তর ধন দান করিলে, হাতেম তাহা দীন দুঃখীদিগকে প্রদান করিলেন।

অনন্তর হাতেম তথা হইতে বিদায় গ্রহণ করত মাজেন্দ্রানে গমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে এক নকুল ও কৃষ্ণসর্প ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছিল। ক্রমে যখন সেই সর্প ঐ নকুলকে দংশন করিতে সমুদ্যত হইল, তখন হাতেম তাহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে সম্বোধন করত কহিতে লাগিলেন, ওহে! তোমাদিগের পরস্পরের ঘোরতর দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধের কারণ কি? তখন নকুল কহিল, মহাশয়! এই সর্প আমার ভক্ষ্য মধ্যে গণনীয়, অতএব যেরূপে আমি ইহার পিতাকে ভক্ষণ করিয়াছি, সেইরূপ ইহাকেও ভক্ষণ করিব। অনন্তর হাতেম কহিলেন, ওহে নকুল! যদি তোমার আহারার্থ মাংসের প্রয়োজন হইয়া থাকে, তবে তাহা আমাকে বল, আমি তোমাকে স্বকীয় অঙ্গ-মাংস প্রদান

করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু তুমি সর্পকে বধ করিও না। আর হে সর্প! তুমি যদি পিতৃহন্তার প্রতি বৈরনির্যাতন মানসে এই নকুলকে দংশন করিতে সমুদ্যত হইয়া থাক,তাহা হইলে উহার পরিবর্ত্তে আমাকে দংশন কর। অতঃপর যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া নকুল হাতেমকে কহিল, মহাশয়! আপনি যে আমাকে ভক্ষণার্থ মাংস প্রদান করিতে চাহিতেছেন, এক্ষণে তাহা প্রদান করুন। তখন হাতেম কহিলেন, ওহে! তুমি আমার শরীরের কোন স্থানের মাংস অধিক প্রীতিকর জ্ঞান কর? নকুল কহিল, মুখের। তখন হাতেম সত্বর এক অস্ত্র বাহির করিয়া, যেমনি আপন মুখে নিরুদ্বেগে আঘাত করিতে সমুদ্যত হইলেন, অমনি সেই নকুল উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, মহাশয়! ক্ষান্ত হউন, ক্ষান্ত হউন, আপনি ধন্য। আমি আপনার সাহস পরীক্ষা করিতেছিলাম।

অনন্তর নকুল ও সর্প মানবাকার ধারণ করত হাতেমের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তিনি চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে! তোমরা কে? তাহা আমাকে বল। নকুল কহিল, মহাশয়! আমরা উভয়েই জীন জাতি। আমি এই সর্পাকৃতি মানবের ভগ্নীতে নিতান্ত আসক্ত হইয়া, তাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলাম, কিন্তু ইহার পিতা আমাকে অবজ্ঞা করিয়া সেই কন্যা দান করিল না। সুতরাং তখন আমি কুপিত হইয়া তাঁহাকে বধ করিলাম, এবং এইব্যক্তিও সেই কন্যার ভ্রাতা,সুতরাং ইহারও সহিত সেই জন্য আমার শত্রুতা নিবন্ধন আমি উহাকে বধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলাম যে, তাহা হইলেই আমি সেই কামিনীকে অনায়াসে লাভ করিতে সমর্থ হইব। হাতেম নকুলের এই কথা শ্রবণ করত সর্পরূপী মানবকে কহিতে লাগিলেন, ভদ্র! কি জন্য তুমি স্বেচ্ছাসুখে ইহাকে আপন ভগ্নী সম্প্রদান না করিতেছ? সে কহিল, মহাশয়! ইনি যদি নিজ ভগ্নী আমাকে সম্প্রদান করেন, তাহা হইলে, আমিও আমার ভগ্নী উহাকে অবশ্যই প্রদান করিব। হাতেম কহিলেন, ওহে নকুল! তুমিই বা তবে কি নিমিত্ত নিজ ভগ্নী উহাকে সম্প্রদান করিয়া কেন আত্মকামনা পূর্ণ না করিতেছ? তখন নকুলরূপী মানব কহিল, মহাশয়! আমার পিতা আমার অভিভাবক, এবং তিনি বর্ত্তমান, অতএব তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে এ কার্য্য আমার দ্বারা সম্পাদিত হওয়া সুকঠিন। তখন হাতেম কহিলেন, চল,

আমি তোমার পিতার নিকট গমন করিয়া, কোনমতে তাঁহাকে সম্মত করিব।

অতঃপর হাতেম নকুলের সহিত তাহাদের দেশে উপস্থিত হইলে, দৈত্যরক্ষকগণ হাতেমকে লইয়া ঐ নকুলের পিতার নিকট উপস্থিত হইল। তিনি হাতেমকে দেখিবামাত্রই জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে মনুষ্য! তুমি আমার নিকট কি নিমিত্ত আসিয়াছ? হাতেম কহিলেন, তোমার উপকার করিবার নিমিত্ত। তখন সেই নকুলের পিতা জীনরাজ, তাহাতে হাস্য করিয়া কহিলেন, তুমি মনুষ্য হইয়া আমার কি উপকার করিবে? তখন হাতেম কহিলেন, মহাশয়! যদি আপনি আমার কথায় সম্মত হয়েন, তাহা হইলে, আমি আপনকার এক মাত্র স্নেহাস্পদ পুত্রের জীবন দান করিব, নতুবা নিশ্চয়ই তাহাকে মৃত্যু-মুখে নিপতিত হইতে হইবে। তখন জীনরাজ হাতেমের বাক্য আকর্ণন করিয়া, চমৎকৃত হওত তাঁহাকে যথাসম্ভব সৎকার করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত স্পষ্টরূপে বর্ণন করিতে অনুরোধ করিলেন। অনন্তর হাতেম তাঁহাকে নকুল ও সর্প সম্বন্ধীয় যুদ্ধবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন, মহাশয়! যদি আপনার পুত্রের জীবনে কিছুমাত্র স্নেহ মমতা থাকে, তবে সত্বর আমার বাক্যানুযায়ী সেই সর্পকে আহ্বান করত আপন কন্যা তাহারই হস্তে সমর্পণ করুন, এবং তাহা হইলে সেও পরম প্রীতিসহকারে নিজ ভগ্নী আপনার পুত্রকে প্রদান করিবে, সুতরাং তাহাতে উভয়েরই আশা এককালে পরিপূর্ণ হইবে। এই-রূপে হাতেমের বাক্যানুসারে সেই দৈত্যরাজ সযত্ন হইয়া, সেই সর্পকে আহ্বান পূর্ব্বক নিজ তনয়া সম্প্রদান করিলেন। তখন সেও তাহাতে তুষ্ট হইয়া নকুলকে নিজ ভগ্নী দান করিল। এইরূপে তাহাদিগের পরস্পরে পুনর্ব্বার সৌহৃদ্যতা জন্মিলে, দৈত্যরাজ হাতেমকে ঐ উপকার জন্য প্রচুর অর্থ প্রদান করিতে ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু হাতেম তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া কহিলেন, মহাশয়! উপকার করিয়া আমি তৎপরিবর্ত্তে কাহারও কোন দান গ্রহণ করি না। তখন দৈত্যরাজ এক যষ্টি ও গুটিকা লইয়া কহিলেন, হে মহাশয়! এই যে যষ্টি দেখিতেছেন, ইহাতে নানা প্রকার উপকারজনক কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ এই যষ্টি সত্বে সর্পের গরলে কিছুই করিতে পারে না, এবং ইহাকে দণ্ডায়মান করিলে, অগ্নির উত্তাপ হইতে

সুরক্ষিত হওয়া যায়। যদি কেহ যাদু বা গুণ করে, তবে ইহা ঘুর্ণিত করিলে, সে যাদুমন্ত্র পুনর্ব্বার সেই ব্যক্তিতেই আসিয়া বা বর্ত্তিয়া থাকে, এবং নদীজলে নিক্ষেপ করিলে, ইহা তরণীর আকার ধারণ করে। আর যদি রক্ত, কৃষ্ণ বা শ্বেত সর্পে কখন দংশন করে, তাহা হইলে এই গুটিকা মুখে রাখিলে, তাহাদিগের দুরন্ত বিষে আর কোন ভয় থাকে না। এজন্য এতদুভয়েই আপনার অনেক প্রয়োজনীয় কার্য্য সাধিত হইবে, অতএব আপনি আমার বন্ধুতার নিদর্শন স্বরূপ ইহা গ্রহণ করুন।

অতঃপর হাতেম সেই যষ্টি ও গুটিকা লইয়া তথা হইতে বিদায় গ্রহণ করত মাজেন্দ্রানের উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। অনেক স্থল অতিক্রম করিয়া, একদা তিনি সম্মুখে এক বৃহৎ নদী দেখিতে পাইয়া, কিরূপে তাহার পরপারে উত্তীর্ণ হইবেন, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে জীনপ্রদত্ত সেই যষ্টি, তখন তাঁহার মনে জাগরুক হইল, সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ উহা নদীতে নিক্ষেপ করিয়া, তদবলম্বনে গমন করিতে লাগিলেন। এইকালে সেই নদী হইতে এক কুম্ভীর আসিয়া, তাঁহাকে জলগর্ভে লইয়া গেল। তখন হাতেম ভীত হইয়া, ঈশ্বরারাধনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে যখন সেই জলমধ্যে তাঁহার পদ ভূমি সংলগ্ন হইল, তখন কুম্ভীর তাঁহাকে সবিনয় বচনে কহিতে লাগিল, মহাশয়! আমি সুবিচার প্রার্থনায় আপনাকে এখানে লইয়া আসিয়াছি। দেখুন, এই আমার গৃহ। আমি চিরদিনই এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া থাকি। কিন্তু সম্প্রতি এক কর্কট আসিয়া, বলপুর্ব্বক আমাকে ইহাতে বঞ্চিত করিয়াছে, অতএব আপনি আমাকে ইহা নির্ব্বিঘ্নে পুনঃ প্রদান করুন। তখন হাতেম কহিলেন, ওহে! তুমি কি কর্কট হইতে বলবান নহ? কুম্ভীর কহিল, না মহাশয়! তাহার দুই তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রে সে আমাকে অনায়াসে খণ্ড খণ্ড করিতে পারে। এক্ষণে সে আহারান্বেষণে অন্যত্র গমন করিয়াছে, এজন্য এই অবকাশে আমি আপনাকে এখানে লইয়া আসিতে সাহসী ও সমর্থ হইলাম। সে এখনই প্রত্যাগমন করিলে, আপনি তাহার ভীষণ ও দৃঢ় দংষ্ট্র দেখিতে পাইবেন। এদিকে এই অবকাশে সেই কর্কট তর্জ্জন গর্জ্জন সহকারে আগমন করিতে লাগিল। তখন কুম্ভীর তাহার ভয়ে ভীত হইয়া, হাতেমের পশ্চাদ্দেশে লুকায়িত হইল। মেঘের ন্যায় কর্কটের গভীর নিনাদে হাতেমও কম্পিতকলেবর হইয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করত জীন প্রদত্ত সেই যষ্টি গ্রহণ করিলেন। তখন

সেই কর্কট ভীত হইয়া, হাতেমের দিকে আর অধিক অগ্রসর হইল না। সুতরাং এই অবকাশে হাতেম কর্কটকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ওহে কর্কট! কোন প্রাণীকে পীড়া দান করিলে, তাহা আপনারই পীড়ার কারণ হইয়া থাকে, অতএব এই নদীমধ্যে এত প্রশস্ত স্থান সত্ত্বেও তুমি কি নিমিত্ত বলপূর্ব্বক এই কুম্ভীরের গৃহ অধিকার করিয়াছ? কর্কট কহিল, মহাশয়! আমরা উভয়েই জলচর, অতএব আমাদের কোন বিবাদে আপনার মধ্যস্থ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। হাতেম কহিলেন, ওহে! তুমি যাহা কহিলে, সে সকলই সত্য। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ যে, ঈশ্বর সকল প্রাণীরই সৃষ্টিকর্ত্তা, এজন্য তিনি একের উপর বিনা কারণে দৌরাত্ম্য কখনই সহ্য করেন না। সুতরাং আমি তোমাকে ঈশ্বরের নাম লইয়া স্থানান্তরে গমন ও বাস করিতে অনুরোধ করিতেছি। পরমেশ্বরের নামে অবশ্যই তোমার ভয় ও মান্য করা কর্ত্তব্য। তখন কর্কট কুপিত হইয়া কহিল, ভাল, এখন আমি স্থানান্তরে গমন করিতেছি, কিন্তু আপনি এখান হইতে ভূমণ্ডলে প্রত্যাগমন করিলে, উহাকে অবশ্যই এইস্থানে থাকিতে হইবে, তখন আর সে কোথা হইতে আপনার সাহায্য প্রাপ্ত হইবে? সুতরাং আমি সেই অবকাশে উহার আবাসস্থান পুনরধিকার করিব। তখন হাতেম তাহাকে কহিলেন, রে কর্কট! তুই নিতান্তই দুষ্টবুদ্ধি, অতএব তোকে এখনই তাহার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব। হাতেম এই বলিয়া নিজ করস্থ সেই যষ্টি বলপূর্ব্বক ঘূর্ণিত করিয়া তাহার তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাগ্রে আঘাত করিলেন। তখন সে ভগ্নদন্ত হইয়া, দূরে পলায়ন করিতে লাগিল। এইকালে সেই কুম্ভীরও সুযোগ পাইয়া বৈরনির্য্যাতন মানসে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাদ্ধাবিত হইল। তখন হাতেম তাহাকে ঈশ্বরের দিব্য দিয়া, নিবারণ করত সেই যষ্টিকে নৌকাকৃতি করিয়া, স্বীয় অভিলষিত প্রদেশে গমন করিলেন। অনন্তর নদী হইতে তীরে উত্তীর্ণ হইয়া, হাতেম সেই যষ্টি গ্রহণ করত মাজেন্দ্রানে উপনীত হইয়া পরীজন্তু লাভের নিমিত্ত সচিন্তিত হইলেন।

এদিকে মাজেন্দ্রানবাসী পরীগণ হাতেমকে আগত জানিয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, আরব্য দেশের তয়রাজনন্দন যুবরাজ হাতেম অদ্য আমাদের দেশে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি অতি সাধু ও পরম ধার্ম্মিক পুরুষ, এবং পরোপকারই ইহাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। অতএব এরূপ ব্যক্তি যদি আমাদিগের নিকট হইতে বঞ্চিত হইয়া প্রত্যা-

গমন করেন, তাহা হইলে তাহাতে আমাদিগের বড়ই অধর্ম্ম ও সুতরাং নানা বিপৎপাতেরও বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এই বলিয়া তাহারা সকলেই হাতেমের নিকটে গমন করিল।

অনন্তর হাতেম ইহাদিগকে দর্শন করত চমৎকৃত হইয়া ঈশ্বরকে ধন্য-বাদ প্রদান করিলেন। কারণ এই জন্তুগণের মুখ পরীর ন্যায় সুন্দর ও ময়ূরের ন্যায় ইহাদিগের অঙ্গরাগ অতি মনোহর এবং সুচিত্রিত। এই পরীক্ষগণ হাতেমের নিকট উপস্থিত হইয়া মিষ্ট বাক্যে কহিতে লাগিল, হে মহাত্মন্! আমরা তোমার সাহস দর্শনে চমৎকৃত হইয়াছি; তুমি ধন্য, কারণ তুমি পরকীয় উপকারার্থে আপনাকে ঘোরতর বিপদে ও দুঃখে ফেলিয়াছ। কোন এক যুবা এক যাদুকর কন্যার প্রতি আসক্ত হওয়াতে তুমি তাহাদিগের কামনা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত যে এখান হইতে আমাদিগের ন্যায় এক যোড়া (নরনারী) পরীক্ষ-পক্ষী গ্রহণ করিতে আসিয়াছ, তাহা আমরা বিলক্ষণ অবগত আছি। তখন হাতেম অতি বিনীত ভাবে তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, ওহে! তোমরা যথার্থই অনুমান করিয়াছ, অতএব এক্ষণে যদি তোমরা কেহ তাহাতে অনুমোদন করত অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে উহা প্রদান কর, তবে আমি বড়ই উপকৃত ও চরিতার্থ হই। অনন্তর তাহারা কহিল, মহাশয়! বড় পক্ষী কেহ আপনার সহিত তথায় গমন করিবে না, অতএব আপনাকে এক যোড়া শাবক পরীক্ষ প্রদান করিব; এই বলিয়া জনৈক পরী ধর্ম্মের উৎসাহ ও হাতেমের তুষ্টি জন্মাইবার নিমিত্ত স্বীয় সন্তান সন্ততি "ঈশ্ব-রের পথে দিলাম" বলিয়া হাতেমের হস্তে সমর্পণ করিল। হাতেম তখন সেই পরীক্ষ-শাবকদিগকে স্বহস্তে গ্রহণ করত পূর্ব্ববৎ নদী পার হইয়া সেই আসক্ত ও রোদনকারী যুবকের নিকট উপনীত হইলেন, এবং কহিলেন, ভদ্র! তুমি স্থির হও, আর রোদন করিও না। এই দেখ আমি ঈশ্বরের প্রসাদে বহু ক্লেশে তোমার একটী কামনা পূর্ণ করিলাম, এই বলিয়া আপন ভ্রমণ বৃত্তান্তের সহিত তাহাকে সেই পক্ষীদ্বয় প্রদান করিলেন। তখন সে হৃষ্টচিত্তে সেই যাদুকরের নিকট উপ-স্থিত হইয়া তাঁহাকে উহা প্রদর্শন করিল। কিন্তু ঐ ব্যক্তি যে বহু ক্লেশে উহা আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহা তাহার বিশ্বাস না হও-য়াতে সে জিজ্ঞাসা করিল, ওহে! তুমি কোথা হইতে ও কি প্রকারে ইহা আনয়ন করিলে, তাহা আমাকে বল? অনন্তর সে হাতেমের

নিকট যাহা যাহা শুনিয়াছিল,তৎসমুদায়ই বর্ণন করাতে ঐ যাদুকর তখন তাহা প্রত্যয় করিয়া উহাকে দ্বিতীয় প্রশ্ন পুর্ণ করিবার নিমিত্ত রক্ত সর্পের রক্তমনি লইয়া আসিতে আদেশ করিল। কিন্তু সেই যুবা, একবার তাহার মনোহারিণীকে (ঐ মসক্ষর যাদুর কন্যাকে) না দেখিয়া চলৎশক্তি রহিত হইয়া কুত্রাপি এক পদও গমন করিতে সমর্থ হইব না বলিয়া নিরস্ত হইল। তখন সেই যাদুকর আপন তনয়াকে আদেশ করিলে সে গবাক্ষ হইতে উহাকে দর্শন দান করিল। এই-কালে উভয়ে উভয়কে দেখিয়া সাতিশয় হর্ষিত হইয়াছিল। অনন্তর সেই যুবা ঐ যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিল, প্রিয়ে! এক্ষণে আমি তোমার পিতার দ্বিতীয় প্রশ্ন পুর্ণ করিবার নিমিত্ত রক্ত সর্পের মনি আহরণ করিতে গমন করিতেছি, অতএব সেই স্থান কোথায়, তুমি কি তাহার কিছু অবগত আছ? তখন সে প্রত্যুত্তর করিল যে, মহাশয়! পণ্ডি-তেরা তাহাকে রক্তপ্রান্তর কহিয়া থাকে, অতএব আপনিও সত্বর সেই স্থানে গমন করুন। অতঃপর সে হাতেমের নিকট প্রত্যাগমন করত কহিল, মহাশয়! এক্ষণে রক্ত সর্পের মনি আনয়ন করিতে হইবে। তখন হাতেম কহিলেন, সেই সর্পের আবাস কোথায়, তাহা কি আপনি অবগত হইয়াছেন? সে কহিল, মহাশয়! তাহারা যথায় বাস করে, তাহাকে লোকে রক্ত প্রান্তর কহিয়া থাকে। অনন্তর হাতেম তাহাকে আশ্বাসিত করিয়া সত্বর তদুদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

একদা প্রান্তরপথে গমন করিতে করিতে হাতেম, কুক্কুটের ন্যায় সপ্ত বর্ণে রঞ্জিত এক বৃশ্চিক দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলে, অহো! আমি এই ভূমণ্ডলের অনেকা-নেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু কুত্রাপি ঈদৃশী বৃশ্চিক দর্শন করি নাই। যাহাহউক, অতঃপর ইহার অনুগমন করিয়া দেখি। হাতেম মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। এইকালে সেই বৃশ্চিক এক কূপ সন্নিধানে গমন করত সমস্ত দিবস তথাকার গর্ত্তমধ্যে লুক্কায়িত রহিল, ক্রমে সন্ধ্যা সমাগমে যখন গাভী ও অশ্বগণ তথায় উপস্থিত হইল, তখন তাহাদের রক্ষকগণও (তথায়) বিশ্রাম করিতে লাগিল। অনন্তর রাত্রি এক প্রহর অতীত হইলে, ঐ বৃশ্চিক সেই বিবর হইতে বহির্গত হইয়া সেই সমস্ত গো, অশ্ব এবং তাহাদিগের রক্ষকদিগকে স্বকীয় তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রদ্বারা দংশন

করিবামাত্রই তাহারা তৎক্ষণাৎ প্রাণ পরিত্যাগ করিল। তদ্দর্শনে হাতেম সাতিশয় ব্যথিত হৃদয়ে সমস্ত রাত্রি আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রজনী প্রভাতা হইলে গ্রামস্থ সমস্ত লোকেই জাগ্রত হইয়া এই সকল ব্যাপার অবলোকন করত হাতেমকে জিজ্ঞাসা করিল, ওহে পথিক! বোধ হয় গত রাত্রিতে তুমিও এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া ছিলে, কিন্তু কিরূপে এই ভয়ঙ্কর ঘটনা হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইলে? তখন হাতেম তাহাদিগকে ঐ আশ্চর্য্য বৃশ্চিকের বৃত্তান্ত অবগত করিয়া কহিলেন, মহাশয়গণ! সেই বৃশ্চিক এই কূপ সন্নিধানস্থ বিবরমধ্যে পলায়ন করিয়াছে, অতএব ইচ্ছা হইলে আপনারা তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। অনন্তর সেই গ্রামের প্রধান ও অপর কতিপয় ব্যক্তি সেই বৃশ্চিক দর্শন করিবার নিমিত্ত যেমন তথায় গমন করিল, অমনি সে সেই গর্ত্ত হইতে বেগে বহির্গত হইয়া উহাদিগকে দংশন করিল। সুতরাং তাঁহারা সকলেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে, সেই গ্রামবাসীগণ করুণস্বরে হাহাকার করিয়া রোদন করিতে লাগিল। তাহাতে হাতেম আরও ব্যথিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর বৃশ্চিক তথা হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে লাগিল, সুতরাং হাতেমও তাহার অনুসরণে ক্ষান্ত হইলেন না। পরিশেষে ঐ বৃশ্চিক এক নগরে উপনীত হইয়া সর্পাকার ধারণ করত তথাকার রাজনন্দন ও মন্ত্রী-পুত্রকে দংশন করিয়া পলায়ন করিল। সে পুনর্ব্বার নদীতটে গমন করত ব্যাঘ্র রূপ ধারণ করিয়া গুপ্তভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। সেই কালে তন্নিকটস্থ কতিপয় গ্রামবাসী ব্যক্তি জল লইবার নিমিত্ত নদীতে গমন করিয়াছিল, তন্মধ্যে অনুমান সপ্তদশ বৎসরের এক শ্রীমান যুবা পুরুষ ছিল। ঐ ব্যাঘ্র সাহসা উহাদিগের মধ্যে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ঐ ব্যক্তিকে ধরিয়া তাহার মধ্যভাগ দ্বিধা করিয়া ফেলিল। অনন্তর সে আর এক দূর প্রান্তরে গমন করত ব্যাঘ্ররূপ পরিবর্ত্তন করিয়া পরম সুন্দরী এক যুবতীর আকৃতি ধারণ করিল। হাতেম তখনও তাহার অনুগামী হইয়াছিলেন। পরে ঐ যুবতী যখন তথাকার এক বৃক্ষতলে উপবেশন পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল, সেইকালে দুই সহোদর সৈনিক পুরুষ দূরদেশ হইতে দাসত্ব— দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া ঐ পথ দিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে-

ছিল। তাহারা ঐ যুবতীকে সহসা ক্রন্দন করিতে শুনিয়া উহার নিকট গমন করত কহিল, ভদ্রে! তুমি কে, এবং কি নিমিত্তই বা এখানে বসিয়া একাকিনী রোদন করিতেছ? সেই যুবতী কহিল, মহাশয়! আমি আমার স্বামীর সহিত পিত্রালয় হইতে তদ্‌গৃহে গমন করিতেছিলাম, এইকালে এক ব্যাঘ্র আসিয়া তাঁহাকে বিনাশ করিল, সুতরাং আমি নিরুপায় ও অসহায় হইয়া রোদন করিতেছি। তখন সেই জ্যেষ্ঠ সৈনিক পুরুষ কহিল ভদ্রে! তোমার দুঃখ শ্রবণে আমার হৃদয় অতিশয় ব্যথিত হইয়াছে, অতএব যদি তুমি আমার অনুগামিনী হও, তবে আমি তোমাকে আশ্রয় প্রদানে নিয়তই রক্ষা করিব। অনন্তর সেই কামিনী কহিল, মহাশয়! যদি আপনি আমার সহিত ত্রিসত্য করিতে পারেন,তাহা হইলে আমি আপনাকে পতিত্বে বরণ করিব। প্রথমতঃ আমি সত্বে আপনি আর দারান্তর গ্রহণ করিতে পারিবেন না। দ্বিতীয়তঃ আমি আপনার গৃহে থাকিয়া কোন পরিশ্রম জনক কার্য্য করিব না এবং তৃতীয়তঃ আপনি আমাকে কোন প্রকারেই কষ্ট দিতে পারিবেন না। তখন সেই জ্যেষ্ঠ সৈনিক পুরুষ তাহাতে সম্মত হইলে ঐ কন্যা তাহার সহিত অশ্বারোহণে গমন করিতে লাগিল। এইকালে হাতেমও তাহাদিগের অনুগমন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে তাহারা কিয়দ্দূর গমন করিলে, সেই কন্যা ঐ জ্যেষ্ঠ সৈনিকপুরুষকে কহিল, মহাশয়! আমি তিন দিবস অনাহারে আছি, এ নিমিত্ত সাতিশয় ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়াছি, অতএব এখানে যদি কোন খাদ্যদ্রব্যেরও সংস্থান না থাকে, তথাপি পানার্থ শীতল জল অত্যাবশ্যক, অতএব মহাশয়! অনুগ্রহ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ জল আনয়ন করুন। অনন্তর সে আপন কনিষ্ঠকে ঐ কন্যার রক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়া সত্বর জলান্বেষণে প্রস্থান করিল। এইকালে ঐ কামিনী, একাকী ও সুযোগ পাইয়া উক্ত কনিষ্ঠ সৈনিককে কহিল, ওহে যুবক! আমি কেবল তোমারই রূপে বিমোহিত হইয়া তোমাকে লাভ করিবার নিমিত্ত উহার সহিত গমন করিতেছি, অতএব এখন তুমি আমাকে গ্রহণ করিয়া আমার বাসনা পূর্ণ কর। কিন্তু ঐ যুবা কোনমতেই তাহাতে সম্মত না হইলে, সে কহিল, তবে আমি তোমার ভ্রাতাকে তোমার নামে মিথ্যা অভিযোগ করিয়া কহিব যে, তুমি আমার প্রেমাকাঙ্ক্ষায় আমাকে অনেক কু-কথা কহিয়াছ। তাহাতে সে ভ্রাতৃপ্রেমে বিশ্বাস করিয়া

কহিল, তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তুমি তাহাই তাহার নিকট অভিযোগ করিও, আমি তোমার সেই মিথ্যা অভিযোগে কদাপি ভীত নহি। এইরূপে উহাদিগের পরস্পর কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে সেই জ্যেষ্ঠ সৈনিক-পুরুষ জল লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। তখন ঐ কামিনী ভূমে লুণ্ঠিত হইয়া, কেশোৎপাটন ও বক্ষে করাঘাত করত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। এই ব্যাপার অবলোকনে সেই সৈনিক পুরুষ ব্যথিতহৃদয়ে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে কহিতে লাগিল, মহাশয়! অদ্য সেই করুণাময় জগদীশ্বর কোনমতে আমার লজ্জা রক্ষা করিলেন। যাহাহউক, তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় এরূপ কোন লম্পট পুরুষের নিকট আপন ভার্য্যাকে রাখিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। কারণ তুমি এখান হইতে জলান্বেষণে স্থানান্তরে গমন করিলে ঐ দুষ্ট আমাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে সমুদ্যত হইয়াছিল; তখন আমি একাকিনী অসহায়া অবলা, সুতরাং অত্যন্ত ভীত হইয়া, কেবল রোদন করিতে লাগিলাম। সেই কালে নিকটে কোন ব্যক্তিই উপস্থিত ছিল না যে, সে আমার অভিযোগে কর্ণপাত করে। যাহাহউক এ ব্যক্তি আমাতে নিতান্ত আসক্ত হইয়া, আমাকে কহিল যে, আমি তোমাকে আমার জীবনাপেক্ষা অধিক প্রীতি করিয়া থাকি, অতএব তুমি আমার জ্যেষ্ঠকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকে বরণ কর। বিশেষতঃ তুমি যুবতী ও আমি যুবক, সুতরাং আমার জ্যেষ্ঠাপেক্ষায় তুমি আমা হইতে অধিক সুখ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইবে। আর আমার ভ্রাতা এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন, সুতরাং আমি সুযোগক্রমে তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিয়া তোমাকে সকল সুখের সুখী করিব; অতএব তুমি উহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকে বরণ কর। অনন্তর দুষ্ট দূর হইতে তোমাকে প্রত্যাগত দেখিয়া, এখন সাধুর ন্যায় ছল করিয়া তোমার অগ্রে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

ঐ কামিনীর এই সকল কথা শ্রবণ করত সেই বৃদ্ধ সৈনিক পুরুষ রোষাবিষ্ট হইয়া, আপন কনিষ্ঠকে বৃথা ভর্ৎসনা করিয়া কহিতে লাগিল, রে মূঢ়! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যা, কনিষ্ঠ ভ্রাতার গুরুপত্নী বা মাতৃ স্বরূপা, অতএব তুই জানিয়া শুনিয়াই বা কিরূপে লোভ সম্বরণে অসমর্থ হইয়া এরূপ মাতৃ-হরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্? তখন কনিষ্ঠ কহিল, ভ্রাতঃ! আমি ঈশ্বরের দিব্য করিয়া কহিতেছি যে,

আমি উঁহাকে কোন কথাই কহি নাই। এইরূপে সে পুনঃ পুনঃ সত্য কহিলেও জ্যেষ্ঠ কিছুতেই তাহা বিশ্বাস না করিয়া, তরবারি নিষ্কাষিত করত তাহাকে কাটিতে উদ্যত হইলে, সেও অস্ত্র বাহির করিল। এই-রূপে তাহারা ভ্রাতৃভাব পরিত্যাগ পুর্ব্বক পরস্পর পরস্পরকে অস্ত্রা-ঘাতে নিপাত করিল।

অনন্তর ঐ কামিনী মহিষের আকার ধারণ করত কোন এক নগরে ভ্রমণ করিতে লাগিল। তথায় কতিপয় ব্যক্তি তাহাকে ধৃত করিতে আসিলে, সে আপন কঠিন শৃঙ্গ ও ক্ষুর দ্বারা তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া, গমন করিতে লাগিল। এইকালে হাতেম উহার অনুগমন করিয়া ভাবিলেন দেখি, এ আর কোথায় কিরূপে গমন করিয়া জীবহত্যা করে। অনন্তর সেই মহিষ কোন এক প্রান্তরে আগমন করত দীর্ঘ শ্বেত শ্মশ্রুধারি এক বৃদ্ধের আকার ধারণ করিল। তখন হাতেম সুযোগ বিবেচনা করিয়া তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক ঈশ্বরের দিব্য দিয়া, অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন সেই বৃদ্ধ কহিল, হে হাতেম! তুমি কি নিমিত্ত আমাকে অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করি-তেছ, শীঘ্র বল? অনন্তর ঐ বৃদ্ধ হাতেমের নাম ধরিয়া সম্বোধন করাতে তিনি আশ্চর্য্য হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে প্রবীণ! আপনি কিরূপে আমার নাম জানিলেন? বৃদ্ধ কহিল, মহাশয়! আমি তোমার সকল পরিজনেরই নাম অবগত আছি; অতএব এখন সে সকল কথা থাক, অতঃপর যাহা তোমার জিজ্ঞাস্য, তাহা শীঘ্র আমার গোচর কর, কারণ আমি এখন নানা কর্ম্মে বিব্রত থাকা প্রযুক্ত, আমার বহু বাক্যব্যয়-দ্বারা সময় নষ্ট করা সুকঠিন।

অতঃপর হাতেম কহিলেন, মহাশয়! আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, আপনি প্রথমে অপূর্ব্ব বৃশ্চিক, পরে কালসর্প-রূপে বহু প্রাণী বিনাশ করত রাজনন্দন ও মন্ত্রীপুত্রকে নিধন করিলেন। পরিশেষে অপূর্ব্ব কামিনীরূপ ধারণ পূর্ব্বক যোদ্ধা সহোদরদ্বয়কে বিনাশ করিয়া, মহিষ-রূপেও অনেক প্রাণী বিনষ্ট করিলেন। পরিশেষে এই পরম দর্শন বৃদ্ধের আকার ধারণ করত কোথায় গমন করিতেছেন, এবং আপনি কে, তাহা আমার নিকট যথার্থরূপে বর্ণন করুন? বৃদ্ধ কহিল, এ সকল বৃত্তান্ত জানিয়া তোমার কি লভ্য হইবে? হাতেম কহিলেন, তাহাতে আমার প্রয়োজন আছে। আর যাবৎ আপনি উহা আমার গোচর না করিবেন,

তাবৎ আমি কখনই আপনাকে পরিত্যাগ করিব না। অনন্তর সেই বৃদ্ধ কহিল, হাতেম! আমি যমদূত, লোক বিনাশ করাই আমার কর্ম্ম, নতুবা বিনা কারণে কেহ কাহাকে নাশ করিতে পারে না। অতএব তুমি যাহার যেরূপ মৃত্যু দেখিতে পাইলে, তাহাদিগের নিয়তক্রমেই ঐ রূপেই মৃত্যু অবধারিত হইয়াছিল, এজন্য আমি সেই সেই রূপ ধারণ ও কৌশল উদ্ভাবন পূর্ব্বক নিধন করত ঐ সকল ব্যক্তিগণকে লোকান্তরে প্রেরণ করিয়াছি। তখন হাতেম কহিলেন, হে কাল! অতঃপর আমার মৃত্যু কিসে হইবে, তাহা আমাকে বল? বৃদ্ধ কহিল, তোমার এখনও জীবিত কালের অর্দ্ধাংশও উত্তীর্ণ হয় নাই। কিন্তু ঐ বৃদ্ধের এইমাত্র কথাতে হাতেম সন্তুষ্ট না হইয়া, তাঁহাকে বিশেষরূপে বলিতে অনুরোধ করিলে, তিনি কহিলেন, হাতেম! তোমার চত্বারিংশ বর্ষ বয়ক্রম উত্তীর্ণ হইলে, তুমি কোন এক উচ্চস্থান হইতে পতিত হইবে, এবং তাহাতে নাসিকায় অত্যন্ত আঘাত লাগিবে। পরে দীর্ঘকাল তাহাতে ক্লেশ ভোগ করিয়া, আরোগ্য লাভ করিলেও, কালক্রমে পুনর্ব্বার উহা হইতে শোণিতপাত হইবে। সেই রোগই তোমার সাংঘাতিক ও মৃত্যুর কারণ বলিয়া জানিবে। কিন্তু এক্ষণে তোমার অনেক পরমায়ু আছে, অতএব এই অবকাশে যত পার, অক্ষুব্ধচিত্তে পরোপকার ব্রতের ব্রতী হইয়া তাহা সুসম্পন্ন কর। তখন হাতেম তাঁহাকে ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলে,সেই বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অন্তর্হিত হইল,সুতরাং হাতেমও আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না।

অনন্তর তিনি রক্ত প্রান্তরের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। এইকালে ফল মাত্র তাঁহার উপভোগ্য হইয়াছিল। কারণ এই পথে পানীয় জল বা অন্য কোন প্রকার খাদ্য সামগ্রী, অথবা দাতা নিতান্তই দুর্ল্লভ ছিল। যাহাহউক, এইরূপে তিনি বহু ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া, অত্যাশ্চর্য্যজনক কৃষ্ণ প্রান্তর দেখিতে পাইলেন। রজনীযোগে তথাকার কৃষ্ণ সর্পগণ মনুষ্য-রক্তের আঘ্রাণ পাইয়া সত্বর হাতেমের দিকে ধাবিত হওত সমস্ত রাত্রিই তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল। কিন্তু জীন প্রদত্ত সেই যষ্টির গুণে বিষে তাঁহার কিছুমাত্র অনিষ্ট করিতে পারিল না। হাতেম এইরূপে ক্রমে ক্রমে শ্বেত পীতাদি বিষাক্ত প্রান্তর সকল উত্তীর্ণ হইয়া রক্ত প্রান্তরে উপনীত হইলেন। সেই স্থান হিঙ্গুলের ন্যায় আরক্তিম, হাতেম তথায় পদ বিক্ষেপ করিবামাত্রই সেই স্থান যেন জ্বলন্ত অনলের ন্যায়

উত্তপ্ত বোধ করিলেন, সুতরাং দুই চারি পদমাত্র অগ্রসর হওত, চলৎ-শক্তি রহিত হইয়া পড়িলেন। তথাপি বলপূর্ব্বক অনেক দূর পর্য্যন্ত গমন করিয়া, পরিশেষে জীবনে হতাশ হইয়া পড়িলেন। তখন জনৈক প্রাচীন পুরুষ সহসা তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া কহিলেন, হে হাতেম! এখানে তোমার হতাশ, উৎসাহ ও সাহসশূন্য হওয়া কর্ত্তব্য নহে। কারণ তোমার নিকট যে ভল্লুক-কন্যা প্রদত্ত উপলখণ্ড আছে, তুমি তাহাই আপন মুখমধ্যে রাখিলে, তোমার কোন কষ্ট এবং সর্প-বিষেও তোমার দেহ জর্জ্জরীভূত হইবে না। তখন হাতেম তাঁহার আদেশানুযায়ী সেই উপলখণ্ড লইয়া আপন মুখমধ্যে রক্ষা করিলে, তাঁহার আর কোন ক্লেশই রহিল না, এবং তিনি পূর্ব্বের ন্যায় স্বচ্ছন্দ শরীর হইলেন। অনন্তর তিনি ঐ বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! এই স্থান এত উষ্ণ হইবার কারণ কি? বৃদ্ধ কহিল, মহাশয়! এখানকার সর্পগণের মুখ হইতে নিরন্তর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া থাকে, এবং সেই বিষাগ্নি প্রভাবে এই স্থান এত উষ্ণ ও রক্তবর্ণ হইয়াছে।

অনন্তর হাতেম কিয়দ্দূর গমন করিলে রজনী উপস্থিত হইল। তথায় রক্ত সর্পগণ দূর হইতে রক্তের গন্ধ পাইয়া হাতেমের নিকট অগ্রসর হইতে সচেষ্ট হইল, কিন্তু জীন-যষ্টির প্রভাবে কোনমতেই তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইতে না পারিয়া ক্রোধে কেবল বিষাগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত করিতে লাগিল। ফলতঃ ঋক্ষকন্যার উপলখণ্ড প্রভাবে হাতেমের নিকট তাহাও ব্যর্থ হইয়াছিল। এইরূপে রজনী প্রভাত হইবার সময় হাতেম একটা রক্তসর্পের মুখে এক প্রজ্বলিত হিঙ্গুল বর্ণের মণি দেখিতে পাইলেন, কিন্তু সে উহা কোনমতেই পরিত্যাগ করিতেছে না। অনন্তর হাতেম ঐ মণি গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সেই জীন যষ্টি ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। এইকালে সেই সর্প অস্থির হইয়া পড়িল, এবং দিবাকরকে উদিত হইতে দেখিয়া প্রাণভয়ে সেই মণি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে পলায়ন করিল। তখন হাতেম দ্যুতি বিশিষ্ট মণি উষ্ণ বিবেচনায় প্রথমে উহাতে এক খণ্ড বস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন, সেই বস্ত্র দগ্ধ হইল না, তখন তাহা শীতল জানিয়া স্বহস্তে গ্রহণ করত প্রস্থান করিলেন।

হাতেম ঐ রক্তসর্প হইতে যে মণি গ্রহণ করিয়াছিলেন, কথিত আছে, যে উহার একাধিক সহস্র প্রকার প্রধান গুণ ছিল। হাতেম সেই স্থান হইতে উহা লইয়া গেলে সেই স্থান তৎক্ষণাৎ তেজোবিহীন ও হরি-

চূর্ণ হইয়া পড়িল। যে ব্যক্তি ঐ মণি ধারণ করে, তিন বৎসর পরে পুনর্ব্বার তাহার ঐরূপ মণি জন্মিয়া থাকে। ঐ মণি নিকটে থাকিলে সে কখনই জলমগ্ন হয় না, সর্পের গরলে ও অগ্নিতে তাহার কোন ভয় থাকে না, সে অন্ধ হইলেও তাহার দিব্য দর্শন শক্তি হয় ও উহাতে কোন প্রকার ব্যাধিরই আশঙ্কা নাই। ঐ মণি নিকটে থাকিলে যুদ্ধে জয়লাভ ও শত্রুরও প্রিয় হইয়া পড়ে, এবং ভূচর খেচর প্রভৃতি সমস্ত প্রাণীই তাহার আজ্ঞাকারী ও অধীন হইয়া থাকে। উহাতে বুদ্ধি সুমার্জ্জিত ও তীক্ষ্ম এবং উহা ধন সম্পত্তি বর্দ্ধন করিয়া থাকে।

যাহাহউক, হাতেম এইরূপে সেই রক্তমণি লাভ করত সেই যুবাকে উহা সমস্ত বৃত্তান্তের সহিত অর্পণ করিয়া কহিলেন, ওহে! তুমি এখন এই মণি লইয়া সেই যাদুকরকে প্রদান কর। অনন্তর সে তৎক্ষণাৎ হৃষ্টচিত্তে হাতেমকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করত সেই যাদুকরের নিকট গমন করিয়া তাহাকে সেই মণি প্রদান করিল। পরন্তু সে যখন উহার গুণ সকল পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তখন সে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া উহাকে তৃতীয় প্রশ্ন পূর্ণ করিতে আদেশ করিল। তখন সেও তাহাতে সম্মত হইয়া সে দিবস তথা হইতে প্রস্থান করিল।

পর দিবস যাদুকরের আজ্ঞাক্রমে প্রজ্বলিত অগ্নির উপর লৌহ-কটাহে ঘৃত পূর্ণ করিয়া তাহা এরূপ ভাবে উত্তপ্ত করিল, যেন উহাতে প্রস্তর পর্য্যন্ত গলিয়া যাইতে পারে। যাহাহউক, এইরূপে ঘৃত প্রস্তুত হইলে পর, সেই যাদুকর ঐ যুবাকে উহাতে আত্মদেহ নিক্ষেপ করিতে আদেশ প্রদান করিল। তখন সে ভীত হইয়া হাতেমের শরণ লইবা-মাত্র তিনি তাহাকে সেই ঋক্ষকন্যা প্রদত্ত উপলখণ্ড প্রদান করিয়া, তাহার মুখমধ্যে রাখিয়া সেই উত্তপ্ত ঘৃতে ঝম্প প্রদান করিতে উপ-দেশ করিলেন। কিন্তু সে যখন তাহাতেও ভীত হইতে লাগিল, তখন হাতেম তাহাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, রে নির্ব্বোধ! মনুষ্য কখনই উত্তপ্ত ঘৃতে নিপতিত হইয়া জীবিত থাকিতে পারে না, তথাপিও আমি ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিয়া তোমাকে কহিতেছি যে, ইহা প্রকৃত অনল নহে,—ইহা প্রেমানল; অতএব তুমি ঐ প্রস্তরের সাহায্যে অকুতোভয়ে উহাতে ঝম্প প্রদান কর। অনন্তর সে ভয়-কম্পিত কলেবরে উহাতে ঝম্প প্রদান করিলেও, বাস্তবিক উহা উত্তপ্ত না হইয়া বরং শীতল স্পর্শ হইতে লাগিল। তখন সে উত্তপ্ত

ঘৃত অনায়াসে আপন সর্ব্বাঙ্গে ম্রক্ষণ করিতে করিতে ঐ যাদুকরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, হে যাদুকর! এই আমি তোমার ঘৃতপূর্ণ তপ্ত লৌহ কটাহে উপবিষ্ট আছি; অতএব এখন আর কি করিবে? অনন্তর সেই যাদুকর ভীত হইয়া উহাকে তপ্ত ঘৃতপূর্ণ কটাহ হইতে বাহির হইতে আদেশ করিয়া, উহার প্রতি অন্য কোন প্রকার যাদু করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু সুচতুর হাতেম তাহা কোনমতে জানিতে পারিয়া তাহাকে নিষেধ করিলেন। অনন্তর যাদুকর প্রফুল্ল চিত্তে সেই যুবাকে আপন কন্যা সম্প্রদান করত কহিল, বৎস! আমি অপত্য-বিহীন, অতএব অদ্য হইতে তুমি আমার পুত্রের ন্যায় পরমসুখে আমার সমস্ত সম্পত্তি ভোগ কর।

হাতেম এইরূপে উহাদিগকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করত তথা হইতে বিদায় লইয়া পুনর্ব্বার আল্কান পর্ব্বতের উদ্দেশে গমন করি-লেন। তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে এক পর্ব্বত সীমায় উত্তীর্ণ হই-লেন। সেই পর্ব্বত এত উচ্চ যে, পরীরাও তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া উড়িতে পারে না। যাহাহউক, হাতেম তথায় উপনীত হইয়া কোন প্রাণীকে সন্মুখে দেখিতে পাইলেন না, সুতরাং সেই স্থানের নাম পর্য্যন্ত কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। পরিশেষে কতি-পয় পরী তাঁহার সম্মুখ দিয়া কিয়দ্দূর গমন করত সহসা অদৃশ্য হইল। তখন হাতেমও সেই পথ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে তিনি এক প্রস্তরাবৃত বিবর দেখিতে পাইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে কিরূপে আমি ইহার মধ্যে যাইতে সমর্থ হইব? অনন্তর স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া সেই আবৃত প্রস্তরের উপর শয়ন করিবামাত্র তন্মধ্যে আপনাআপনি প্রবিষ্ট হইলেন। হাতেম প্রথমে সেই স্থানে প্রান্তর ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। পরে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া মনোহর এক নগর ও তৎপার্শ্বে এক উদ্যান দেখিতে পাইলেন। সেই উদ্যানে কতিপয় পরী উপবেশন করিয়া আছে। তখন হাতেম উহাকে পরীরাজ্য বলিয়া জানিতে পারিলেন।

এদিকে ঐ উদ্যানরক্ষক পরীগণ হাতেমকে দর্শনমাত্রেই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিল, হে মনুষ্য! তুমি কে, এবং কি প্রকারেই বা এখানে আইলে? এই স্থানত মনুষ্যেয় অধিকৃত বা গমনাগমন যোগ্য নহে। অনন্তর হাতেম যেরূপে তথায় উপস্থিত

হইয়াছিলেন, তৎসমুদায়ই তাহাদিগের গোচর করিয়া কহিলেন, ওহে! এই স্থানের নাম কি, এবং এখানকার রাজাই বা কে? তখন পরীগণ কহিল, মহাশয়! এই স্থানের নাম আল্কান পর্ব্বত, এবং আল্কান্ নামক পরীই এই স্থানের রাজ্ঞী। আমরা সকলেই তাঁহার প্রজা ও এই উদ্যানের প্রহরী। যাহাহউক, তুমি এখন এই স্থানে ভ্রমণ করিতে আসিয়া অতিশয় গর্হিত কার্য্য করিয়াছ। কারণ দুই তিন দিবস পরেই রাজ্ঞী এই উদ্যানে বসন্ত বিহারের নিমিত্ত আগমন করিবেন, তখন তিনি তোমাকে দর্শনমাত্রেই কুপিত হইয়া অবশ্যই তোমার প্রাণ বিনাশ করিবেন। সম্প্রতি তুমি আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছ, এজন্য তোমার প্রতি আমাদিগের অত্যন্ত দয়া হইয়াছে, অতএব ছাড়িয়া দিতেছি, শীঘ্র প্রাণ লইয়া স্থানান্তরে প্রস্থান কর; নতুবা আমরা নিরুপায় হইয়া পরে আর তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব না। অনন্তর হাতেম তাহাতে প্রত্যুত্তর করিয়া কহিলেন, ওহে! যাঁহার দর্শন লালসায় এত ক্লেশ করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছি, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যদি এ প্রাণ বিনষ্ট হয়, তবে তাহাতে আর কি ক্ষতি হইবে? পরীগণ কহিল ওহে! আমাদিগের রাজ্ঞী পরী, ও তুমি একজন সামান্য মনুষ্য মাত্র; অতএব তাঁহার সহিত তোমার কি প্রয়োজন আছে? তখন হাতেম ইসদ্ধাস্থে কহিলেন, সত্য বটে, যে তিনি পরী ও আমি মনুষ্য, কিন্তু কোন সময়ে প্রয়োজন হইলে ইহারা পরস্পর পরস্পরকে অন্বেষণ করিয়া থাকে। তখন পরীগণ কহিল, মূঢ়! তুমি কি আত্ম বিনাশের নিমিত্ত এইরূপ অশ্লীল ও অসম সাহসের কথা কহিতেছ? হাতেম কহিলেন যে, প্রাণের আশা পরিত্যাগ না করিয়া কোন্ ব্যক্তি এখানে আসিতে পারে? এইরূপে পরীগণের সহিত হাতেমের বচসা হইতে লাগিলে, পরী সকল তখন এৈকক্য হইয়া তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল। কিন্তু তিনি তখন অকুতোভয়ে চিত্রার্পিতের ন্যায় অবনত মস্তকে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তদ্দর্শনে তাহারা চমৎকৃত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, ওহে! এই মনুষ্য না আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমুদ্যত, না পলাইবার নিমিত্ত সচেষ্ট, অতএব কিরূপে আমরা ইহাকে আঘাত করিতে সমর্থ হইব! অনন্তর তাহারা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া হাতেমকে প্রাণ লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিতে অনুরোধ করিল, কিন্তু তিনি তাহা না শুনিয়া কহিলেন, ওহে পরীগণ! যে ব্যক্তি ধর্ম্মের উদ্দেশে ও পরোপকারার্থে ঈশ্বরকে

আপন প্রাণ সমর্পণ করে, সেই ব্যক্তি অকুতোভয়ে ভয়ানক কর্ম্মেও হস্তক্ষেপ ও আত্ম জীবন দান করিয়া থাকে, অতএব আমি আমার এই ক্ষণস্থায়ী সামান্য জীবনের নিমিত্ত পরকীয় কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কদাচই স্থানান্তরে গমন করিব না।

হাতেমের এই প্রকার বাক্য শ্রবণে পরীগণ নিতান্ত দয়া পরতন্ত্র হইয়া তাঁহাকে কহিল, ভাই! তুমি অতি মিষ্টভাষী, অতএব আইস, আমরা তোমাকে উদ্যানের এক পার্শ্বে লুকাইয়া রাখি! যদি আমাদিগের রাজ্ঞীকে দেখিবার নিমিত্ত তোমার একান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে দূর হইতে তুমি তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। "কিন্তু সূর্য্যের সহিত বালুকার চাকচক্যের সম্বন্ধ কি?" এই বলিয়া তাহারা তাঁহাকে ফল মূলাদি প্রদান করত উদ্যানের এক পার্শ্বে সংগোপনে তাঁহার সহিত দুই দিবস বিহার করিতে লাগিল। অনন্তর তৃতীয় দিবসে তাহারা পুনর্ব্বার তাঁহাকে তথায় আসিবার বিশেষ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাহাদিগকে সেই যুবা ও আল্কান পরী-সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় জ্ঞাত করিয়া কহিলেন, সেই পুরুষের সহিত সপ্ত দিবসের মধ্যে সাক্ষাৎ করিবার সত্য করিয়া, এক্ষণে সপ্ত বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেলেও তিনি তাহা অদ্যাপি পালন করিতেছেন না, ইহাতে বোধ হয় তিনি সে বিষয় একেবারেই বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন। যাহাহউক, এক্ষণে সেই যুবা তদ্বিরহে একান্ত ব্যাকুল ও কাতর হইয়া মৃতপ্রায় হইয়াছে; সুতরাং আমি তাহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া সেই বিষয় তোমাদিগের রাজ্ঞীকে পুনঃ স্মরণ করিয়া দিবার নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছি। তখন ঐ পরীগণ কহিল, ওহে যুবক! 'এ কথা আমরা কখনই সাহস পূর্ব্বক তাঁহার গোচর করিতে সমর্থ হইব না। অতএব আমরা তোমাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইব, তখন তুমি আপন ইচ্ছা তাঁহার সম্মুখে স্বয়ং ব্যক্ত করিও; কিন্তু বন্ধুভাবে লইয়া গেলে কি জানি, পাছে তিনি আমাদিগের প্রতি বিরক্ত হয়েন, এজন্য আমরা আপনাকে যেন শত্রুভাবে তথায় বন্ধন করিয়া লইয়া যাইব। তখন হাতেম তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন।

এদিকে পরী-রাজ্ঞী আল্কান সময়ানুসারে আপন গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া সেই প্রমোদোদ্যানে গমন করিল। তখন সেই পরীগণ হাতেমকে ইঙ্গিত ক্রমে আহ্বান করতঃ দূর হইতে তাহাকে প্রদর্শন করিল। হাতেম ঐ পরীকে দর্শনমাত্রেই স্মর-শরে নিপীড়িত হইয়া যেন সংজ্ঞা-

শূন্য হইয়াছিলেন, তখন আর সেই যুবাকে তাঁহার কিছুমাত্রই মনে রহিল না। তিনি যেন তখন সকল বিষয়েই বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া পড়িলেন। এইরূপে দুই এক দিবস গত হইলে, একদা হাতেম নিদ্রা-কালে শুনিলেন, যেন কেহ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতেছে, হে হাতেম! তুমি ধর্ম্মপথের পথিক হইয়াও পরকীয় সঞ্চিত ধনে ইচ্ছা, (সুতরাং অপচয়) করিতেছ? অনন্তর হাতেম নিদ্রাভঙ্গের পর কাহাকেও নিকটে না দেখিয়া সাতিশয় অনুতাপযুক্ত হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, ক্রন্দন সহকারে ঈশ্বরের আরাধনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর উপাসনা কার্য্য সমাপনান্তে তিনি সেই পরীদিগকে কহিলেন, ওহে! তোমরা যেরূপেই হউক, সত্বর সেই আল্কানের নিকটে আমাকে লইয়া চল, তাহা হইলে, আমি অবলীলাক্রমে তাঁহার সম্মুখে আমার মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে সমর্থ হইব।

অনন্তর সেই পরীগণ তাঁহাকে বন্ধন করিয়া, আল্কানের নিকট যাইয়া আবেদন করিল যে, আমাদিগের নিকট এক মনুষ্য আসিয়া, আপনাকে দর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে, আমরা তাহাকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছি, অতএব এক্ষণে কি অনুমতি হয়। আল্কান মনুষ্যের নাম শ্রবণমাত্র, তাঁহার প্রেমপ্রয়াসী সেই কথিত যুবা আসিয়াছে বিবেচনা করত, সত্বর তাহাকে লইয়া যাইতে অনুমতি করিল। তখন তাহারা হাতেমকে তাহার নিকট লইয়া গেলে, আল্কান তাঁহাকে অপর ব্যক্তি বলিয়া জানিতে পারিল। কিন্তু সে হাতেমকে পরম সুন্দর ও শ্রীমান দেখিয়া সেই যুবাপেক্ষায় ইঁহাতে অধিকতর অনুরাগিণী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভদ্র! তুমি কে, ও কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছ? কিন্তু হাতেম উহাকে দর্শন করিয়া এরূপ বিমোহিত হইয়াছিলেন যে, তখন আর তাঁহার কথার কিছুই প্রত্যুত্তর দান করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন আল্কান তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া, পুনর্ব্বার তাঁহাকে ঐরূপে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, হাতেম কহিলেন, আমি ইমননগর-নিবাসী, ও আমার নাম হাতেম। আল্কান হাতেমের নাম শুনিবামাত্র স্বীয় সুবর্ণ-সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া করযোড়ে তাঁহাকে সবিনয় বাক্যে কহিতে লাগিল, মহাশয়! আমি ইতপূর্ব্বে ইমন দেশের তয়রাজনন্দন হাতেমের নাম শ্রবণ করিয়াছি, আপনি কি সেই? আমি আপনার পদসেবিকারও উপযুক্ত নহি। অহো! আপনি

কি নিমিত্ত তবে এত ক্লেশ সহ্য করিয়া এখানে আগমন করিয়াছেন, ত্বরায় ব্যক্ত করুন? আল্কান এইরূপে হাতেমকে বিস্তর স্তুতি করিয়া; তাঁহার হস্ত ধারণ করত স্বীয় সিংহাসনে উপবেশন করাইল। তখন হাতেম তাহাকে মিষ্ট ও বিনয় বচনে কহিলেন, ভদ্রে! তুমি আমাকে এবম্প্রকার অভ্যর্থনা দ্বারা যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে। তোমার গুণের প্রশংসা সহস্র মুখেও ব্যক্ত করা সুকঠিন। যাহাহউক, এক্ষণে আমি যে নিমিত্ত তোমার নিকট আগমন করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। এই বলিয়া হাতেম সেই যুবা সম্বন্ধীয় সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহার গোচর করিয়া কহিলেন, হে পরীশ্রেষ্ঠা! সেই নবপ্রেমী যুবা তোমার সহিত পুনর্মিলনের নিমিত্ত অঙ্গীকারমত অদ্যাপিও সেই বৃক্ষতলে ক্ষীণদেহে বসিয়া আশা-পথ নিরীক্ষণ করিতেছে; কিন্তু তুমি আপন সত্য ভঙ্গ করিয়া নির্দ্দয়রূপে তাহাকে যন্ত্রণা প্রদান করিতেছ, অতএব যদি বাসনা ও কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে, সত্বর সেই উপায়বিহীন ব্যক্তির সহিত পুনর্ব্বার মিলিত হইয়া আমাকে অনুগৃহীত ও আমার সমস্ত উদ্যম ও ক্লেশ সার্থক কর।

হাতেমের বাক্যাবসানে আল্কান কহিল, হে তয়নন্দন! তুমি যে যুবার কথা আমার নিকট কহিতেছ, এতদিন আমি তাহাকে সম্পূর্ণরূপেই বিস্মৃত হইয়াছিলাম। তুমি এখানে আগমন করিলে, আমি প্রথমে তোমাকে সেই ব্যক্তি বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমাকে দর্শন মাত্রেই আমার সেই ভ্রম অপসারিত হইল। যাহাহউক, হে মহাশয়! সেই যুবা আর কোনমতেই আমার প্রেমলাভের যোগ্য হইতে পারে না। কারণ তাহার প্রেম নিতান্ত অপক্ক বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, নতুবা সে প্রেমলাভের আশা সত্বেও কি নিমিত্ত প্রাণভয়ে এত দিনেও আমার নিকটে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইল না। পূর্ব্বে আমি তাহাকে এই স্থানে আসিবার নিমিত্ত সমস্ত পথের চিহ্ন বলিয়া দিয়া ছিলাম। সেই ব্যক্তি যদি যথার্থই প্রেমিক ও আমাতে আসক্ত হইত, তাহা হইলে, যেরূপেই হউক না কেন, সহস্র বাধা অতিক্রম করিয়াও (সে) আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারিত। অতএব হে মহাশয়! সেই অপরিণত প্রেমিক কিছুতেই আমার সহবাসের যোগ্যপাত্র হইতে পারে না। তখন হাতেম এই কথা শ্রবণমাত্রেই সুরসিকের [illegible] লাগিলেন, হে

পরী-রাজ্ঞি! যদি সেই প্রেমাকাঙ্ক্ষী যুবক তোমার প্রেমের অযোগ্য পাত্র হইত তাহা হইলে, কি নিমিত্ত সে প্রেম-সুধাপানে উন্মত্ত হইয়া, তোমার আশায় এই সুদীর্ঘকাল অতি ক্লেশে অতিবাহিত করিবে?—কেনই বা সে এই সপ্ত বৎসর কাল তোমার নিমিত্ত অনাহারে, শীতোষ্ণবাত্যাদি সহ্য করিয়া নিরন্তর "হা প্রিয়ে!" ইত্যাদি সম্বোধনে রোদন করিবে? তুমি তাহার সহিত সেই স্থানেই সপ্ত দিবসের পর পুনর্ব্বার মিলিত হইবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলে, এজন্য সে তোমার অননুমতি বা অজানত কি প্রকারে অন্যত্র গমন করিতে সমর্থ হইবে? সে তোমাকে ইতস্ততঃ অন্বেষণার্থ গমন করিলে, পাছে তুমি তাহার উদ্দেশে সেই নির্দ্ধারিত বা অঙ্গীকৃত স্থানে গমন পূর্ব্বক তাহাকে না দেখিতে পাইয়া মনোদুঃখে প্রতিনিবৃত্ত হও, এবং তাহা হইলে, সেও তোমার প্রেমে চির বঞ্চিত হইবে, এই আশঙ্কায় স্থানান্তরে গমন করিতে অসমর্থ হইয়া আমরণ সেই স্থানেই অবস্থিতি করিবে, এই প্রতিজ্ঞায় সে অদ্যাপি (সপ্ত বৎসর পর্য্যন্ত) তথায় অবস্থিতি করিতেছে। অতএব সে ইহাতে অপ্রেমিক না হইয়া, বরং প্রকৃত প্রেমিক বলিয়াই বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিতেছে। তখন আল্কান কহিল, হে মহাশয়! আপনি যাহাই কেন বলুন না, আমি তাহাকে কদাচই গ্রহণ করিব না। কিন্তু হাতেম তাহাতে ক্ষান্ত না হইয়া, তাহাকে বিস্তর অনুরোধ ও ঈশ্বরের দিব্য প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন সে তাহাতে কহিল, ভাল, মহাশয়! আমি আপনার অনুরোধে তাহাকে নিজ আবাসে আনিয়া সর্ব্বদাই নিকটে রাখিতে প্রতিশ্রুত হইলাম, কিন্তু কদাপি আর তাহাকে আত্ম সমর্পণ করিব না। অনন্তর হাতেম নিরুপায় হইয়া তথায় প্রাণ পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হওত সপ্তাহ কাল অনশনে রহিলেন। একদা তিনি নিদ্রাগত হইলে, স্বপ্নযোগে যেন কোন ব্যক্তি তাঁহাকে কহিতে লাগিল, হে হাতেম! এই আল্কান পরী অনেকানেক প্রেমিক ব্যক্তিকে নিজ বিরহ-জ্বালায় এইরূপে দগ্ধ করিয়া মারিয়াছে, অতএব এক্ষণে (সেই নিরুপায় ব্যক্তির নিমিত্ত) কর্ত্তব্য এই যে, তোমার নিকট যে ঋক্ষকন্যা প্রদত্ত উপলখণ্ড সম্প্রতি উপস্থিত আছে, তাহাই জলে ঘর্ষণ করত সেই নিরুপায় প্রেমাসক্ত যুবককে নিকটে আহ্বান পূর্ব্বক সেই জলে তাহার রসনা প্রক্ষালন (কুল্‌কুচা) করাইয়া তাহা ঐ আল্কান পরীর কোন প্রকার পানীয় দ্রব্যে মিশ্রিত করত

(তাহাকে) পান করাইলে, ঈশ্বর প্রসাদে অচিরাৎ অভিলষিত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইবে।

এইরূপে হাতেম স্বপ্ন দর্শন ও তৎপরে জাগ্রত হইয়া ঐ সকল বিষয় চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে ঐ আল্কান নামক পরীরাজ্ঞী তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়! আপনি কি নিমিত্ত অন্নজল পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজ দেহ নাশ দ্বারা আমাকে পাপপঙ্কে নিমগ্ন করিতেছেন? হাতেম কহিলেন, যাবৎ তুমি সেই যুবাকে আপনার নিকট আহ্বান না করিবে, তাবৎ আমি কখনই তোমার গৃহে জলস্পর্শ করিব না। তখন সেই পরী কহিল, ভাল, আমি তাহাকে আনিয়া আমার নিকটে রাখিব। অনন্তর হাতেম এই কথা শুনিবামাত্র সত্বর গাত্রোত্থান করিয়া, সেই যুবার উদ্দেশে গমনোন্মুখ হইলেন; কিন্তু সেই পরী তাহাতে তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিল, মহাশয়! এত ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক আপনার তথায় যাইবার আবশ্যক কি? আমি আমার পরীদিগকে আদেশ করিতেছি, তাহারাই তাঁহাকে এখানে লইয়া আসিবে। ইহা বলিয়া সে হাতেমকে নিরস্ত করত অন্যান্য পরীগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিল, ওহে! তোমরা আমার আদেশক্রমে সত্বর সেই পর্ব্বতপ্রস্থে যুবার নিকট গমন করিয়া তাহাকে কহিবে যে, এখান হইতে হাতেম নামে কোন এক মহাত্মা ব্যক্তি আমাদিগের পরীরাজ্ঞী আল্কানের নিকট গমন করিয়া বিস্তর অনুরোধ করাতে তিনি তোমাকে আহ্বান করিয়াছেন। এতদিন যিনি তোমাকে বিস্মৃত হইয়াছিলেন, আজ ভাগ্যক্রমে হাতেমের বাক্যানুযায়ী তিনি তোমাকে স্মরণ করিয়া পুনরাহ্বান করিয়াছেন, তুমি আমাদিগের সহিত শীঘ্র আইস, আমরা তোমাকে সেই আল্কানের নিকটে লইয়া যাইব।

অনন্তর সেই পরীগণ রাজ্ঞীর আদেশক্রমে সেই যুবার উদ্দেশে গমন করিল। কিছু দিনান্তে তাহারা তথায় উপনীত হইয়া, আল্কান পরীর আদেশ ও উপদেশানুযায়ী সমস্ত বৃত্তান্ত তাহার গোচর করিল, তখন সেই যুবা হাতেমকে বিস্তর প্রশংসা করত পুলকিত হইয়া উহাদিগের সহিত গমন করিতে লাগিল। ক্রমে পরীগণ আল্কানের আবাসে উপনীত হইয়া সেই যুবাকে তাহার নিকট অগ্রসর করিয়া দিল। তখন যুবা উঁহাকে দর্শনমাত্রেই বিমোহিত হইয়া একেবারে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। এইকালে আল্কান স্বহস্তে তাহার সেবা করিতে লাগিল।

অনন্তর সে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার তাহাকে দর্শন করিল। এইকালে রাত্রি উপস্থিত হওয়াতে ঐ পরী-রাজ্ঞীর আদেশক্রমে নর্ত্তকীগণ বিবিধ হাবভাব ও কটাক্ষ বিক্ষেপ সহকারে নৃত্য, গায়িকাগণ বিশুদ্ধ তান লয়যুক্ত গান ও যন্ত্রীগণ বাদ্য করিতে আরম্ভ করিল ; কিন্তু তাহাতে সেই প্রেমাকাঙ্ক্ষী যুবক কিছুমাত্র আনন্দ লাভ না করিয়া বরং প্রেমানলে দ্বিগুণতর দগ্ধ হইতে লাগিল। ঐ আল্কানপরীই যে তাঁহার প্রজ্বলিত প্রেমানলের একমাত্র বারি স্বরূপ, তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু এক্ষণে তিনি তাহার নিকটে উপবিষ্টা থাকিয়াও তাহার কিছুই প্রতিবিধান করিতেছেন না। হাতেম তদ্দর্শনে অতিশয় ব্যথিত হইতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি স্বপ্নে যেরূপে উপদিষ্ট হইয়াছিলেন, সেইরূপে প্রস্তর ঘর্ষণ ও তদ্দারা যুবার মুখ প্রক্ষালন করাইয়া (কুল্লী) কোনমত প্রকারে সেই জল আল্কানের পানীয় জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহাকে পান করাইলেন। ঐ জল পান করিবামাত্র আল্কানের চিত্ত আর কোনমতেই স্ববশে রহিল না। তখন সে ঐ যুবার প্রতি নিতান্ত আসক্তা হইয়া তাহাকে নিকটে আনিয়া একাসনে উপবেশন করিল। এইকালে হাতেম তাহার স্বভাব পরিবর্ত্তন ও মনের ভাব বিলক্ষণ রূপে বুঝিতে পারিয়া সুযোগ বিবেচনায় কহিলেন, হে পরী-রাজ্ঞী! যদি তুমি এই আসক্ত ব্যক্তির কামনা এই সময়ে পরিপূর্ণ কর, তবে এই উৎসব কি সুখের উৎসব হইবে? তখন সে পরী কহিল, হে হাতেম! তুমিই এই সমস্ত ঘটনার মূল কারণ। যাহাহউক, এক্ষণে আমি তোমার বাক্যানুসারে ইহাকে বরণ করিব ; কিন্তু এই বিষয় একবার আমার পিতামাতার গোচর করা আবশ্যক। অতএব আমি এখনই তাঁহাদিগের নিকট গমন করত অনুজ্ঞা লইয়া ইঁহার পাণিগ্রহণ করিব। অনন্তর তিনি এইরূপে প্রতিজ্ঞা করিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে (তাঁহার) পিতামাতার নিকট গমন করিলেন, এবং ঐ সমস্ত বিষয় তাঁহাদিগের গোচর করিলে, তাঁহারা পাত্র দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া যথামত বিবাহের আয়োজন পূর্ব্বক তাহার সহিত নিজকন্যা আল্কানের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। এইরূপে উহারা পরস্পর পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলে, সেই আসক্ত যুবা দীর্ঘকাল বিরহের পর উহাকে হাতেমের প্রসাদে পুনর্লাভ করিতে পারিয়াছিল বলিয়া, (সে) হাতেমকে বিস্তর প্রশংসা, ধন্যবাদ প্রদান ও আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

অনন্তর কিয়দ্দিবস পরে হাতেম সেই পরীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে, সে কহিল, মহাশয়! এখন আপনি কোথায় যাইবার মানস করিয়াছেন? হাতেম কহিলেন, হামীর প্রান্তরে। তখন আল্কান কহিল, মহাশয়! সেই স্থান এখান হইতে অনেক দূর; কিন্তু তাহাতে আপনার চিন্তিত হইবার কিছুমাত্র কারণ নাই। কারণ আমি আমার পরীভৃত্যগণকে আদেশ করিতেছি যে, তাহারা আপনাকে সত্বর সেই স্থানে লইয়া যাইবে। এই বলিয়া তিনি পরীগণকে আদেশ করিবামাত্র তাহারা অহোরাত্রের মধ্যে হাতেমকে স্কন্ধে লইয়া হামীর প্রান্তরে গমন করিল। হাতেম ঐ স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র, শুনিতে পাইলেন যেন কোন ব্যক্তি, "কাহারও মন্দ করিও না, যেহেতু পরের মন্দ করিলে মন্দ ফলই প্রাপ্ত হইবে" বলিয়া রোদন করিতেছে। হাতেম দূর হইতে ঐ শব্দ শুনিবামাত্র পরী-পৃষ্ঠ হইতে তৎক্ষণাৎ ভূমে অবতরণ করিলেন এবং উহাদিগকে তথা হইতে বিদায় দিয়া সত্বর ঐ শব্দানুসারে গমন করিতে লাগিলেন।

হাতেম এইরূপে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যেন, এক বৃক্ষের নিকট হইতে ঐরূপ শব্দ আসিতেছে। পরিশেষে তিনি সেই বৃক্ষের নিকট গমন করত দেখিলেন, যে তথায় এক পিঞ্জরবদ্ধ মনুষ্য সেই বৃক্ষশাখায় লম্বিত রহিয়াছে। হাতেম তদ্দর্শনে কিয়ৎকাল আশ্চর্য্যভাবে তথায় চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। এইকালে সে পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় শব্দ করিলে, তিনি তাহার নিকটে গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে প্রবীণ! তুমি কে? কি নিমিত্ত এখানে এই অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছ, আর তোমার এইরূপ শব্দ করিবার তাৎপর্য্য কি? তাহা আমার নিকট বিস্তারিত রূপে বর্ণন কর। অনন্তর সেই বৃদ্ধ কহিল, মহাশয়! যদি আপনি আমার উপকার করিতে স্বীকৃত হন, তাহা হইলে, আমি আপনাকে আমার সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় অবগত করিব; নতুবা বৃথা বাক্যব্যয়ের আবশ্যক কি? অতঃপর হাতেম তাহাতে অঙ্গীকার করিলে, সে কহিতে লাগিল, মহাশয়! আমি হামীর নামক সদাগর। আমার পিতা আমরই নামে এই নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বাণিজ্যার্থ জলপথে সর্ব্বদা গমনাগমন করিতেন। একদা কালবশে বাণিজ্যতরী সকল জলমগ্ন হওয়াতে পিতাও জলগর্ভে পতিত হইয়া লোকান্তর গমন করেন।

সেইকালে আমি এই নগরেই থাকিতাম ; এবং তখন আমি অত্যন্ত অপব্যয়ী ছিলাম। সুতরাং অতি অল্পকাল মধ্যেই পিতৃসঞ্চিত অর্থ-রাশি সমস্তই অপব্যয় করিয়া একেবারেই দরিদ্র হইয়া পড়ি। এই-কালে ধনাভাবে আমি গৃহস্থিত গুপ্ত ধনসকল অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুতেই তাহা প্রাপ্ত হইলাম না। একদা আমি মনো-দুঃখে রাজপথে ভ্রমণ করিতে ছিলাম, এইকালে কোন এক যুবা, "যদি কাহারও ধন হারাইয়া থাকে, তবে সে আমাকে সেই ধনের চতুর্থভাগের একভাগ প্রদান করিলে, আমি তাহার সেই নষ্টধন বাহির করিয়া দিব" বলিয়া পথে পথে ভ্রমণ করিতেছিল। আমি তখন আমার গৃহ-প্রোথিত গুপ্ত ধনসকল ইহা হইতেই প্রাপ্ত হইব জানিয়া, তাহার নিকট গমন করত আমার সমস্ত বিষয় বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিলাম, তখন সে আমার লুক্কায়িত ধন বাহির করিয়া দিতে স্বীকার করিলে, আমিও তাহাকে সেই ধনের চতুর্থাংশের একাংশ দিতে অঙ্গীকার করিলাম। অনন্তর সে আমার গৃহে আগমন করত ভূমির আঘ্রাণ লইয়া তাহা হইতে আমার পিতার গুপ্ত ধনসকল বাহির করিয়া দিল। তখন আমি সেই অপ্রাপ্ত ধন দেখিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলাম। কিন্তু ঐ ব্যক্তিকে তাহার অংশ প্রদান করিতে হইবে বিবেচনায় পুনর্ব্বার আমার মুখ ম্লান হইয়া আসিল। তখন আমি লোভ সম্বরণে অসমর্থ হইয়া তাহাকে কিছু স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিলাম। কিন্তু সে তাহাতে অস-ন্তুষ্ট হইয়া কহিল, মহাশয়! আপনি আমাকে উদ্ধৃত অর্থের চতুর্থ ভাগের এক ভাগ প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়া এক্ষণে কি নিমিত্ত আবার তাহার অন্যথাচরণ করিতেছেন? যদি কথিত অর্থ আপনি আমাকে প্রদান না করেন, তাহা হইলে ইহাতেও আমার কোন প্রয়োজন নাই। যখন সেই ব্যক্তি এই কথা বলিয়া স্বর্ণমুদ্রা দূরে নিক্ষেপ করত বিরক্তিভাব প্রকাশ করিল, তখন আমি তাহাকে সবলে প্রহার করিয়া বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলাম।

অনন্তর কিছুকাল পরে সে নানা প্রকার কৌশলে আমার সহিত সখ্যভাব স্থাপন করিল। একদা সে আমাকে কহিল, ভাই! আমি এমন এক আশ্চর্য্য বিদ্যা শিখিয়াছি, যে তদ্দ্বারা ভূমিস্থ সমস্ত রত্নমুদ্রাদি অনায়াসে দর্শন করিতে পারা যায়। তখন আমি তাহাতে চমৎকৃত হইয়া তাহার নিকট হইতে উহা শিক্ষা করিবার নিমিত্ত বিস্তর বিনয়

করিয়া কহিলাম, ভাই! যদি তোমার বিদ্যাবলে আমার এই বিদায়, দৃষ্টিলাভ হয়, তাহা হইলে আমি যে সমস্ত রত্ন ভূমধ্যে দেখিতে পার সত্য করিয়া কহিতেছি যে তাহা হইতে তোমাকে আমি অর্দ্ধাংশ অং- শ্যই প্রদান করিব। তখন সে আমাকে কহিল, ভাই! দ্রব্যগুণে এই প্রকার দৃষ্টিলাভ হইয়া থাকে, অতএব তুমি আমার সহিত প্রান্তরে আইস, আমি তোমার চক্ষে সেই দ্রব্য ঘর্ষণ করিয়া দিলে তুমি ভূমিস্থ রত্ন সকল তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাইবে। তদনন্তর আমি তাহার সহিত এই প্রান্তরে আগমন করিলাম এবং বৃক্ষোপরি এই পিঞ্জর দর্শনে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভাই! এ পিঞ্জর কাহার? সে কহিল, ভাই! জগদীশ্বর জানেন, আমি ইহার বিষয় কিছুমাত্র অবগত নহি। অতঃপর সে একপ্রকার অঞ্জন বাহির করিয়া আমার চক্ষে দিবামাত্রই আমি একেবারেই অন্ধ হইয়া তাহাকে কহিলাম, ভাই! একি করিলে? আমি যে আর কিছুই দেখিতে পাই না? তখন সে কহিল, ওহে! পূর্ব্বে তুমি আমাকে যে ধন দিবার নিমিত্ত সত্য করিয়াছিলে, তাহা পালন না করাতে, এক্ষণে আমি তোমাকে তাহারই সমুচিত ফল প্রদান করিলাম। অতঃপর যদি তোমার দৃষ্টিলাভের ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তুমি এই পিঞ্জরমধ্যে বসিয়া নিরন্তর "কাহারও মন্দ করিও না,কারণ পরের মন্দ করিলে আপনিই তাহা প্রাপ্ত হইবে" বলিয়া রোদন কর। তখন আমি তাহাকে কহিলাম, ওহে! তুমি আমাকে এইরূপে কষ্ট প্রদান করিয়া ঘোর পাপে লিপ্ত হইতেছ, জীবনান্তে ঈশ্বরের নিকট ইহার কি উত্তর দান করিবে? সে কহিল, সেজন্য তোমাকে চিন্তিত হইতে হইবে না; কারণ আমি যদি দোষী ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান করি, তাহা হইলে তাহাতে অব্যাহতি পাইতে পারিব; কিন্তু তুমি যে সত্য করিয়াও অকারণে আমাকে প্রহার করিয়াছিলে, সেখানে তাহার কি উত্তর প্রদান করিবে?

অনন্তর আমি হতবুদ্ধি হইয়া তাহাকে পুনর্ব্বার বিনীতভাবে কহি- লাম, ভাই! আমার দুষ্কর্ম্মের সমুচিত প্রতিফল আমি প্রাপ্ত হইলাম, কিন্তু এক্ষণে ইহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় কি? তখন সে ব্যক্তি আমাকে কাতর দেখিয়া, কহিতে লাগিল, দেখ কিছুকাল পরে এখানে কোন মহাত্মা আগমন করিবেন, তুমি তাঁহার নিকট এই সমস্ত বিষয় বিস্তারিত রূপে বর্ণন করিলে, তিনি তোমার দুঃখে সাতিশয় দুঃখিত

হইয়া নূর নামক এক প্রকার উজ্জ্বল তৃণ আনয়নকরত (তাহাই) তোমার চক্ষে প্রদান করিলে, তোমার দৃষ্টিলাভ হইবে। সেই যুবা এই কথা বলিয়া আমাকে এই পিঞ্জর মধ্যে বদ্ধ করিয়া প্রস্থান করিল। আমি ইহা হইতে বহির্গত হইলে আমার সর্ব্ব শরীরে এরূপ বেদনা উপস্থিত হয় যে, তাহাতে অস্থির হইয়া আমাকে অগত্যা পুনরায় আসিয়া ইহাতে আবদ্ধ হইতে হয়। প্রায় তিনশত বৎসর আমি এইরূপভাবে এখানে অবস্থিতি করিতেছি এবং অনেক ব্যক্তিকে আমার এই অবস্থার বিষয় অবগত করিলেও (তাঁহারা) কেহই তাহাতে কিছুমাত্র মনোযোগী হইল না। এক্ষণে আবার আপনি আসিয়াছেন, অতএব যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার কিছু উপকার করেন, তবেই আমি এ যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাই। তখন হাতেম তাহাকে অভয় প্রদানে আশ্বাসিত করিয়া সেই নূর নামক ওষধিতৃণ আনিবার নিমিত্ত প্রান্তরে গমন করিলেন।

এদিকে সেই পরীগণ হাতেমকে হামীর প্রান্তরে রাখিয়া নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাগমন করিল, তখন পরীরাজ্ঞী আল্কান তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে! তোমরা হাতেমকে কোথায় রাখিয়া আইলে? তাহারা কহিল, হামীর প্রান্তরে। তখন তিনি কুপিতভাবে তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা তাঁহাকে একাকী অসহায়ে রাখিয়া কি নিমিত্ত গৃহে আগমন করিলে? তাঁহার কর্ম্ম সমাধা করিয়া একেবারে তাঁহাকে গৃহে রাখিয়া না আইলে কেন? অনন্তর তাহারা রাজ্ঞীর কোপে ভীত হইয়া সত্বর হাতেমের নিকটে আসিয়া পুনর্ব্বার উপস্থিত হইল। হাতেম তাহাদিগকে দেখিবামাত্রই চিনিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে পরীগণ! তোমরা আবার এত ক্লেশ করিয়া কি নিমিত্ত এখানে উপস্থিত হইলে? তখন তাহারা আল্কানের তিরস্কার সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় বিস্তারিতরূপে তাঁহার গোচর করিয়া কহিল, মহাশয়! আপনার কার্য্য শেষ হইলে, আমরা আপনাকে (আপনার) অভিলষিত স্থানে রাখিয়া আসিব, অতএব এক্ষণে আপনার কি কার্য্য করিতে হইবে অনুমতি করুন। তখন হাতেম তাহাদিগকে কহিলেন, যদি সমর্থ হও, তবে আমাকে নূর নামক ওষধিতৃণ আনিয়া দাও। তাহারা কহিল, মহাশয়! আমরা আপনাকে সেই স্থানে লইয়া যাইতেছি, আপনি সেই তৃণ সংগ্রহ করিয়া যখন জীবিত প্রত্যাগমন করি-

বেন, তখন আমরা পুনর্ব্বার আপনাকে লইয়া আসিব। নতুবা যেরূপ হইবে, তাহা আমরা আল্কানের গোচর করিব। পরীগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া হাতেম অতিশয় আশ্চয্য বোধ করিলেন, এবং ঐরূপ কথা কহিবার তাৎপর্য্যও তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তাহারা কহিতে লাগিল যে, মহাশয়! সেই তৃণ ভূমিমধ্য হইতে বহির্গত হইলে, রাত্রিকালে উহার পুষ্পসকল প্রজ্বলিত দীপশিখার ন্যায় সমস্ত প্রদেশকে আলোকিত করিয়া থাকে, উহার চতুর্দ্দিকে ভয়ঙ্কর সর্প, বৃশ্চিক ও আর আর হিংস্র কীট এবং জন্তু সকল বিচরণ করে, এজন্য একটী পক্ষীও তথায় যাইতে সমর্থ হয় না। তখন হাতেম চমৎকৃত হওত সেই স্থানে যাইতে মানস করিলে, পরীগণ তাঁহাকে স্কন্ধে লইয়া সপ্তাহের মধ্যেই তথায় উপস্থিত হইল। কিন্তু হাতেম তথায় গমন করত একটীও তৃণ দেখিতে পাইলেন না। কারণ সেই কালে ঐ সকল তৃণ কখনই জন্মিত না, সুতরাং ঐ পরীগণের সহিত তাঁহাকে কিছুদিন তথায় অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল।

হাতেম এই প্রকারে কিছুদিন তথায় অবস্থিতি করিলে, সময়ক্রমে যখন সেই তৃণ জন্মিতে লাগিল, তখন তিনি আপন মুখমধ্যে রাক্ষকন্যা প্রদত্ত সেই উপলখণ্ড রাখিয়া একাকী গমন করিলেন, তিনি দেখিলেন যে, ঐ তৃণের মিষ্টগন্ধে অন্ধ হইয়া ভয়ঙ্কর জীবসকল উহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তথাপি তিনি অকুতোভয়ে ঈশ্বরকে স্মরণ পূর্ব্বক পরোপকারার্থে সেই উপলখণ্ডের সাহায্যে তথায় গমন করিলেন, এবং অল্পে অল্পে তাহার অঙ্কুর ও কতিপয় পুষ্প লইয়া অবলীলাক্রমে সেই পরীগণের নিকট উপস্থিত হইলেন। পরীগণ তদ্দর্শনে চমৎকৃত হইয়া, তাঁহাকে অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়া নিরন্তর প্রশংসা ও ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল। অনন্তর হাতেম সেই বৃদ্ধের নিকট গমন করত তাহাকে পিঞ্জর হইতে বহির্গত করিয়া তাহার চক্ষে সেই তৃণ মর্দ্দিত রস লইয়া লেপন করিয়া দিলেন। ঐ ঔষধির গুণে তাহার চক্ষু হইতে নিরন্তর জল পতিত হইতে লাগিল, প্রথমে সহজ (স্বাভাবিক) ও তৎপরে নীল জল বহির্গত হওয়াতে সে দিব্য দর্শন প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ স্তুতি বাক্যে হাতেমকে স্তব, ধন্যবাদ ও তৎপরে ভূমিষ্ঠ হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে লাগিল। তখন হাতেমও তাহার প্রতি বিস্তর সৌজন্যতা প্রকাশ করিলেন। ঐ বৃদ্ধ তাঁহার পরিবার স্বরূপ তাহার সমস্ত

ধন সম্পত্তি তাঁহাকে প্রদান করিতে চাহিলে, তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া, পরীগণের সাহায্যে শীঘ্র সাহাবাদে আসিয়া উপনীত হইলেন। এইকালে আল্কানের বিশ্বাসের নিমিত্ত ঐ পরীগণের প্রার্থনায় হাতেম তাহাদিগকে এক নিদর্শন পত্র দিয়া শিষ্টাচার সহকারে গৃহে প্রত্যাগমনার্থ বিদায় দিয়াছিলেন।

এদিকে হাতেম সাহাবাদে উপস্থিত হইবামাত্র হাসনবান্থর ভৃত্যেরা তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেল। তখন হাতেম তাঁহাকে তাঁহার ভ্রমণ সম্বন্ধীয় সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। হাসনবান্থ তাহাতে পরিতুষ্টা হইয়া তাঁহার আহারের আয়োজন করিয়া দিলে, তিনি রাজনন্দন মনিরস্বামীর সহিত একাসনে বসিয়া আহার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অনন্তর উভয়ের ভোজনান্তে হাসনবান্থ হাতেমকে কহিলেন, মহাশয়! এক্ষণে আপনাকে আমার চতুর্থ প্রশ্ন পূর্ণ করিতে হইবে। হাতেম কহিলেন, ভদ্রে! তোমার সেই প্রশ্ন কি, তাহা আমাকে বল? হাসনবান্থ কহিলেন, মহাশয়! কোন এক ব্যক্তি কহিতেছে যে, "সত্যবাদীর সদাই সুখ" অতএব সে ব্যক্তি কে এবং কি সত্য করিয়া সে কি প্রকার সুখ প্রাপ্ত হইতেছে, অতঃপর তাহারই তথ্যানুসন্ধান করিয়া আনিতে হইবে? তখন হাতেম কহিলেন, ভদ্রে! সেই স্থান কোথায়? হাসনবান্থ কহিলেন, তাহা আমি কিছুই অবগত নহি। তখন তাঁহার ধাত্রী কহিল, মহাশয়! শুনিয়াছি, লোকে তাহাকে কোরম নগর কহিয়া থাকে, অতএব আপনি তৎপর হইয়া তদুদ্দেশে গমন করুন, তাহা হইলে সকলই বিদিত হইতে পারিবেন। অনন্তর হাতেম মনিরস্বামীর সহিত হাসনবান্থর পান্থশালায় একত্রে অবস্থিতি ও নানা প্রকার কথাবার্ত্তায় ও নিদ্রালস্যে সেই রাত্রি অতিবাহিত করিয়া পরদিবস প্রাতঃকালে ঈশ্বরকে স্মরণ করত কোরম নগরের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

হাসনবান্থর চতুর্থ প্রশ্ন অন্বেষণে হাতেমের যাত্রা।

সাহাবাদ হইতে বিদায় লইয়া হাতেম ক্রমান্বয়ে কিছুকাল ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদা তিনি এক পর্ব্বতপ্রদেশে উপস্থিত হইয়া

দেখিলেন যে, তথাকার এক নদীতে শোণিত-প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে। তদ্দর্শনে তিনি সাতিশয় চমৎকৃত হওত, যে দিক হইতে সেই স্রোতঃ আসিতেছিল, সেইদিকে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে দুই এক দিবস মধ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, তথাকার এক বৃক্ষশাখায় রমণীগণের ছিন্ন মস্তক সকল লম্বিত রহিয়াছে। সেই বৃক্ষতল হইতে রক্তপ্রবাহ বেগে কল কল স্বরে নদীর দিকে ধাবিত ও তাহার জলে মিশ্রিত হইয়া গমন করিতেছে। হাতেম এই ব্যাপার অবলোকনে চমৎকৃত হইয়া সেই বৃক্ষতলেই উপবেশন করিলেন। তখন সেই ছিন্ন মস্তকসকল খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাতেম তখন আরও চমৎকৃত হইয়া দেখিলেন যে, সেই ছিন্ন মস্তকসকল তাঁহাকে দর্শন করিয়া হাস্য করিতেছে, এবং উহা হইতে বেগে রক্তধারা প্রবাহিত হইয়া সেই নদী-জলে নিপতিত হইতেছে। সেই স্থান জনশূন্য ছিল, এজন্য হাতেম কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছেন না, সুতরাং আপনাপনি চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা তাঁহার দৃষ্টি সেই বৃক্ষশাখাস্থ কোন একটী ছিন্ন মস্তকে নিপতিত হওয়াতে, তিনি একেবারে অচৈতন্য হইয়া ধরাপতিত হইলেন। ক্রমে তাঁহার চৈতন্যোদয় হওয়াতে তিনি আক্ষেপ করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, অহো! কোন্ ব্যক্তি কি অপরাধে এরূপ সুকুমারী কামিনীদিগকে ছেদন করিয়া এখানে এতাদৃশ অবস্থায় রাখিয়াছে? যাহাহউক, এখানে কোন মনুষ্যকেই দেখিতেছি না, অতএব কিরূপে ইহার প্রকৃত কারণ সকল অবগত হইব, এবং কথা প্রসঙ্গে যখন এই সকল বিষয় কাহাকে কহিবার বাসনা করিব, তখন তহারা ইহার তদন্ত জানিতে ইচ্ছা করিলে, আমি তাহাদিগকে কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিব। যাহাহউক, হাতেম এইরূপে মনে মনে নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক করিয়া, কিছুকাল তথায় অবস্থিতি করাই স্থির করিলেন। এইরূপে যখন দিবা অবসান হইল, তখন সেই ছিন্ন মস্তকসকল বৃক্ষ হইতে নদীজলে নিপতিত হইতে লাগিল। সেইকালে তাহারা দিব্য শরীর ধারণ করত সেই নদীতেই দিব্য শয্যা প্রস্তুত ও তদুপরি দিব্য এক সুবর্ণের সিংহাসন স্থাপন করিল। কেহ কেহ বা পরম সুন্দর ছত্রসকল ধারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিল। এইরূপে শত সখী পরিবেষ্টিতা হইয়া এক পরম সুন্দরী কামিনী জল হইতে উত্থান করত সেই সিংহাসনে উপবেশন করিল। হাতেম বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে,

এই কামিনীর মুখশ্রী (সেই বৃক্ষে লম্বিত) দেখিয়া তিনি আসক্ত হওত জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন। এক্ষণে উহার সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে প্রায় শতাধিক কামিনী করযোড়ে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে কেহ বা নৃত্য, কেহ বা গীতালাপ করিতে লাগিল।

এইরূপে দুই প্রহর রাত্রি অতীত হইলে, যখন পরিচারিকাগণ আসিয়া খাদ্যাদি প্রস্তুত করিতে লাগিল, তখন সেই সিংহাসনস্থিত কামিনী উহাদিগকে কহিল, দেখ, অদ্য এখানে জনৈক বিদেশী পথিক আসিয়াছে, সে এই নদীপুলীনস্থ বৃক্ষতলে বসিয়াছে, অতএব তোমরা একপাত্র খাদ্য লইয়া তাহাকে প্রদান কর। তখন তাহারা কর্ত্রীর আজ্ঞানুসারে একপাত্র খাদ্য লইয়া হাতেমের নিকট উপস্থিত হওত কহিতে লাগিল, মহাশয়! ঐ যে সিংহাসনোপবিষ্টা পরম সুন্দরী কামিনীকে দেখিতেছেন, উনিই আমাদিগের প্রধানা, এক্ষণে তোমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই সকল খাদ্য সামগ্রী ভোজনার্থ প্রদান করিয়াছেন, গ্রহণ করুন। অনন্তর হাতেম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমার কর্ত্রীর নাম কি? তখন সেই দাসী তাঁহাকে কহিতে লাগিল, মহাশয়! আপনি আর আমাকে ও কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না, কারণ উহা বলিবার আমার কোন ক্ষমতা নাই, এক্ষণে কেবল আপনি এই সকল খাদ্য সামগ্রী গ্রহণ করুন। হাতেম কহিলেন দেখ, যে পর্য্যন্ত তুমি আমাকে উহাঁর বিষয় অবগত না করিবে, তাবৎ আমি কদাচই এখানে জল গ্রহণ করিব না!

অনন্তর সেই পরিচারিকা এই সকল বিষয় তাহাদিগের সেই প্রধানার গোচর করিলে, সে কহিল, ভাল অগ্রে তাঁহাকে ভোজন করিতে বল, পরিশেষে তিনি আমার সমস্ত বিষয় অবগত হইতে পারিবেন। অতঃপর সেই দাসীপ্রমুখাৎ ঐ কথা শ্রবণ করিয়া হাতেম তৎক্ষণাৎ তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন করত তাহাকে ঐ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সে কহিল মহাশয়! আগামী কল্য আমি এই সকল বিষয় আপনাকে অবগত করিব। অনন্তর সে এই বলিয়া গমনোম্মুখী হইল; তখন হাতেমও তাহাকে ধরিবার মানসে ধাবিত হইলে, সে সত্বর ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক নদীতে পলায়ন করিল। এইরূপে তাহারা উৎসব কোলাহলে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিয়া দিবাভাগে পূর্ব্বের ন্যায় ছিন্ন মস্তকে সেই বৃক্ষে আপনা আপনিই লম্বিত হইয়া রহিল। হাতেমও পুনর্ব্বার

সেই বৃক্ষতলে অবস্থিতি করিয়া তাহাদিগকে পূর্ব্ববৎ দেখিতে লাগিলেন, এবং তাহারাও উঁহাকে দর্শন করিয়া সেইরূপে পুনঃ পুনঃ হাসিতে লাগিল।

এইকালে হাতেম মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! যদি আমি কোন প্রকারে ইহাদিগের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে পারি, এবং ইহাদিগকে প্রকৃতরূপে জীবিত পাই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি ইহাদিগের পাণিগ্রহণ করি। যাহাহউক, বোধ হয় ইহারা কোন প্রকার ভোজ-বিদ্যায় আবদ্ধ হইয়াছে, নতুবা ইহাদিগের ঈদৃশী অবস্থায় অবস্থিতি করিবার কারণ কি? হাতেম এইরূপে মনে মনে নানা প্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে রাত্রিকাল উপস্থিত হওয়াতে উহারা পূর্ব্ব রাত্রির ন্যায় পুনর্ব্বার ক্রীড়া কৌতুক আরম্ভ করিল। হাতেমও উহাদিগের যথার্থ বিবরণ পাইবার আশয়ে সেই নদীতীরে উপবেশন করিয়া রহিলেন।

অনন্তর পূর্ব্বের ন্যায় অর্দ্ধরাত্রি সময়ে, যখন সেই দাসী আসিয়া হাতেমকে খাদ্য প্রদান করিল, তখন তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া তাহাকে কহিলেন যে, তুমি গত রাত্রে আমাকে তোমাদিগের বিবরণ কহিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া ছিলে, এক্ষণে তাহা পালন কর, নতুবা আমি কদাপি তোমার এই সকল আহার্য্য দ্রব্য গ্রহণ বা ভোজন করিব না। তখন সে হাতেমকে কহিল, মহাশয়! আপনি অগ্রে ইহা ভোজন করুন, তৎপরে আমি আপনাকে আমাদিগের প্রধানার নিকট লইয়া যাইব, তাহা হইলে তাঁহারই নিকট আপনি সমস্ত অবগত হইতে পারিবেন। অতঃপর হাতেম তাহার বাক্যানুযায়ী ভোজন করিলে, সে তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে গমন করত নদীতে ঝম্পা প্রদান করিল, হাতেমও তখন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সত্বর সেই জলে নিপতিত হইলেন। এইরূপে তিনি সেই নদীগর্ভে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তাঁহার পদ ভূমি সংলগ্ন হইল, তখন তিনি চক্ষুরুন্মীলন করত এক সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর ব্যতিত আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না, সুতরাং সাতিশয় দুঃখিত হইয়া অনাহারেও অতি ক্লেশে শীর্ণ হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এইকালে করুণাময় পরমেশ্বর কৃপা করিয়া তাঁহার নিকটে জনৈক স্বর্গীয় দূত প্রেরণ করিলেন। পীতবাসা দূতবর বৃদ্ধের ন্যায় যষ্টি ধারণ করত হাতেমের নিকট উপনীত হইয়া

কহিতে লাগিলেন, হে তয় রাজনন্দন! তুমি সামান্য মনুষ্যের ন্যায় কি নিমিত্ত জ্ঞানশূন্য হইয়া আপনাকে এতাদৃশ ক্লেশে নিপতিত ও যে কার্য্যের উদ্দেশে ভ্রমণে বিনির্গত হইয়াছ, তাহারও অন্যথাচরণ করিতেছ? হাতেম ঐ বৃদ্ধের এতাদৃশ সুমিষ্ট বচন শ্রবণ করিয়া চক্ষুরুন্মীলন করত চমকিতভাবে তাঁহার দিকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে যথাযোগ্য বন্দনা করত কহিতে লাগিলেন, হে মহাশয়! আপনি কে? এবং কি নিমিত্ত ও কি প্রকারেই বা এখানে আসিতে সমর্থ হইলেন? বৃদ্ধ কহিল, মহাশয়! আমি আপনার প্রবোধের নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি, আমি দেবদূত। হে হাতেম! আমার কথা এই যে, তুমি এরূপ জ্ঞানী, বিজ্ঞ ও পরোপকার ব্রতের ব্রতী হইয়া কি নিমিত্ত এই বৃথা মায়ায় এত মুগ্ধ হইতেছ? তুমি যে সকল রমণীগণকে নিরীক্ষণ করিয়াছ, সে সকলই মিথ্যা ও যাদুপূর্ণ; অতএব তাহার আশা পরিত্যাগ কর। এই যে স্থান দেখিতেছ ইহা মায়াময় ও ঐন্দ্রজালে পরিপূর্ণ, অতএব এক্ষণে চিত্ত স্থির করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হও। হাতেম কহিলেন, হে প্রবীণ! আমি সেই রমণীগণকে না দেখিয়া কিছুতেই স্থির চিত্ত হইতে পারিতেছি না, অতএব আপনি কৃপা করিয়া কোনরূপে আমাকে সেই স্থানে লইয়া চলুন। বৃদ্ধ কহিল, মহাশয়! সেই মায়াময় তেলেশমাথ নামক স্থান এই প্রান্তর হইতে প্রায় তিন সহস্র যোজন দূর হইবে, অতএব আপনি যদি একান্তই তথায় যাইবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া থাকেন তবে, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আমার এই দেব যষ্টি স্পর্শ করুন, তাহা হইলেই আপনি পলক মধ্যেই তথায় যাইতে পারিবেন।

অনন্তর হাতেম চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যেমনি সেই দেবযষ্টি স্পর্শ করিলেন, অমনি সেই মহাপুরুষ অদৃশ্য হইল, এবং হাতেমও চক্ষুরুন্মীলন করিয়া অভিলষিত প্রদেশ দেখিতে লাগিলেন। হাতেম এই স্থানে উপনীত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, যদি আমি এই প্রধানা নারীকে লাভ করিতে না পারি, তবে বৃথা ক্লেশ করিয়া এখানে কেবল মাত্র অবস্থিতি করিলে কি ফল লাভ হইবে? কেবল দর্শনে কোন কার্য্য সাধিত হইবে না, প্রত্যুত তাহাতে (উত্তরোত্তর) মনঃক্লেশ হইবারই সম্ভাবনা; যাহাহউক, এক্ষণে ঐ বৃক্ষোপরি গমন করিয়া স্বহস্তে উহার বদন কমল ধারণ করি। হাতেম মনে মনে এইরূপ স্থির

করিয়া নিতান্ত অধীর হওত সেই বৃক্ষোপরি উঠিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে যখন তিনি অর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত গমন করিলেন, তখন সেই বৃক্ষ এরূপ দোলায়মান হইল যে, তিনি কোনমতেই তাহাতে আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না, সুতরাং বলপূর্ব্বক তাহার শাখা সকল ধারণ করিলেন। এইকালে সেই বৃক্ষ বিনাঘাতে ভয়ঙ্কর শব্দে দ্বিধা হইলে, হাতেমের অর্দ্ধাঙ্গ তম্মধ্যে বলপূর্ব্বক আকর্ষিত হইতে লাগিল। ক্রমে যখন তাঁহার মুখমাত্র অবশিষ্ট আছে, এমন সময়ে তিনি ভীত ও জীবনে হতাশ হইয়া হায়, একি হইল! বলিয়া করুণস্বরে রোদন করত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর হাতেমের রোদনধ্বনি শ্রবণ করত করুণাময় (ধার্ম্মিকের অনন্যগতি ও রক্ষক) জগদীশ্বর তৎক্ষণাৎ সেই দূতকে পুনর্ব্বার তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। দেবদূত তখন স্বীয় হস্তস্থ সেই যষ্টি দ্বারা ঐ বৃক্ষকে স্পর্শ করিবামাত্র তাহার পরিধিবন্ধন এরূপ শিথিল হইয়া পড়িল, যে হাতেম তখন অবলীলাক্রমে তাহা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। এইকালে ঐ স্বর্গীয় দূত তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে রাজনন্দন! তুমি কি নিমিত্ত এখানে আসিয়া আপনাকে বৃথা কষ্টে নিপতিত ও পরমায়ুকে ক্ষীণ করিতেছ? এক্ষণে যদি ভাল চাও তবে, আমার কথা শুনিয়া ইহাদিগের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন কর। নতুবা এই যে বৃক্ষ, নদী ও রমণীর মুখাদি এখানে দর্শন করিতেছ, এ সকলই প্রপঞ্চ। যে কেহ নিজ দুর্ম্মতি অনুসারে ইহাদিগকে আশা করে, তাহাকেই এইরূপ অবস্থা ও স্থান প্রাপ্ত হইতে হয়। অতএব হে হাতেম! তুমি ইহাতে ক্ষান্ত হও; নচেৎ তোমাকে বিস্তর দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। হাতেম কহিলেন, হে ভগবন্! দুঃখ ভোগ করিবার নিমিত্তই হাতেমের নিতান্ত জন্ম হইয়াছে, অতএব যতই কেন ক্লেশ হউক না, আমি অবশ্যই ঐ কামিনীকে বিবাহ করিব এবং উহার তদন্ত জানিতে সচেষ্ট হইব। হাতেমের আগ্রাহাতিশয় দর্শনে দেব-দূত সাতিশয় দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হাতেম! যদি তুমি একান্তই উহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া থাক, তবে সত্বর ঐ বৃক্ষে আরোহণ করত উহাদিগের সহিত সমভাবে চিরদিন অবস্থান কর। দেবদূত হাতেমকে এইরূপে আদেশ করিয়া নিজ যষ্টি দ্বারা সেই বৃক্ষে স্পর্শ করত, তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর হাতেম আহ্লাদিত হইয়া পুনর্ব্বার সেই বৃক্ষে আরোহণ করত যেমন সেই প্রধানার মস্তক গ্রহণ করিবার মানসে (তাহা) স্পর্শ করিলেন অমনি, তাঁহার দেহ দ্বিখণ্ড হইয়া, মস্তকভাগ উহাদিগের ন্যায় সেই বৃক্ষে লম্বিত হইতে লাগিল, এবং অপরার্দ্ধ ভাগ সেই নদীজলে প্রবিষ্ট হইয়া রহিল। এইরূপে রাত্রিকাল উপস্থিত হইলে যখন সেই রমণীগণ পূর্ব্ববৎ প্রাণ পাইয়া কৌতুকামোদ করিতে লাগিল, সেই সময় হাতেমও পুনর্জ্জিবিত হইয়া উহাদিগের সেই প্রধানার সিংহাসনের পার্শ্বে যোড়হস্তে দণ্ডায়মান ছিলেন। এইকালে তাঁহার প্রকৃত জ্ঞান কিছুই ছিল না। সুতরাং ঐ প্রধানা রমণী যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তুমি কে, ও কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ? তখন তিনি তাহাতে প্রত্যুত্তর করিয়া কহিলেন, যে আমি আপনার এক জন সামান্য ভৃত্য মাত্র, এবং সর্ব্বদাই আপনার নিকটে থাকিয়া আপনার পদসেবা করি,এই আমার আন্তরিক ইচ্ছা,ও এই জন্যই আমি এই পুষ্করিণী হইতে বাহির হইয়াছি। অনন্তর সেই প্রধানা রমণী বুঝিতে পারিল যে, এই ব্যক্তি যাদুতে আবদ্ধ হইয়াছে, অতএব ইহার কোনমতেই নিষ্কৃতি নাই ভাবিয়া, উহাঁর কথায় আর কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া একমনে কেবল নৃত্যগীতে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে অর্দ্ধ রাত্রি অতীত হইলে সকলে যখন ভোজন করিতে লাগিল, হাতেম তখন উহাদিগের সহিত পরমসুখে ভোজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই সময়ে জ্ঞান-শূন্য হওয়া প্রযুক্ত তিনি তখন আপনাকে এবং কি নিমিত্ত যে তথায় আসিয়াছিলেন,তাহাও বিস্মৃত হইয়াছিলেন। যাহাহউক, এইরূপে যখন রজনী প্রভাতা হইলে মুণ্ডসকল সেই বৃক্ষে যাইয়া লম্বিত রহিল, সেই সময়ে হাতেমের মস্তকও তাহাদিগের সহিত উহাতে ঝুলিতে লাগিল।

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে, একদা সেই ঈশ্বরের দূত আসিয়া মহামন্ত্র পাঠ করত হাতেমকে ঐ যাদু হইতে অব্যাহতি প্রদান করিবার নিমিত্ত আপন হস্তস্থ যষ্টি লইয়া তাঁহার ছিন্ন মস্তকে স্পর্শ করিবামাত্রই তিনি পূর্ব্বের ন্যায় পূর্ণকলেবর, ও চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহার চৈতন্যোদয় হইলে, তিনি দেখিলেন, যে, তাঁহার সম্মুখে সেই স্বর্গীয় দূত দণ্ডায়মান আছেন। তখন তিনি সাতিশয় ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করিলে, দেবদূত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে হাতেম! এক্ষণে তোমার কি অভিপ্রায়, তাহা আমার নিকট প্রকাশ

করিয়া বল। আর কি তোমার এখানে থাকিয়া বৃথা ক্লেশ পাইবার অভিলাষ আছে? অথবা তুমি স্বীয় প্রাণ লইয়া স্থানান্তরে গমন করিতে অভিলাষী? হাতেম কহিলেন, হে মহাত্মন্! আমি সামান্যবুদ্ধি মনুষ্য-মাত্র, অতএব আপনাকে অধিক আর কি কহিব? আমি এত কষ্ট পাই-য়াও ঐ কামিনীকে কদাপি বিস্মৃত হইতে পারিতেছি না। অতএব যাহাতে সত্বর আমি উহাকে লাভ করিতে সমর্থ হই, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহারই বিধান করুন। আর এই যে মায়াময় স্থান কাহা কর্ত্তৃক সৃজিত হইয়াছে, এবং ঐ প্রধানা কামিনীই বা কে? তখন সেই দূত কহিতে লাগিলেন, হে রাজনন্দন! এই স্থানের অধিপতির নাম সাম আহাম্মদ, এবং তিনি দ্বাদশ সহস্র যাদুগণের প্রভু। হে হাতেম! এই যে কন্যাকে দেখিতেছ, ইনি তাঁহারই কন্যা। একদা ঐ কন্যা আপন পিতাকে কহিয়াছিল, হে পিতঃ! আমার যৌবনকাল সমুপস্থিত, অত-এব যোগ্যপাত্রের সহিত আমার বিবাহ দিউন। আহম্মদ কন্যার এব-ম্প্রকার কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হওত তাঁহার সখীগণের সহিত তাহাকে এই মায়াময় যাদুস্থান নির্ম্মাণ করত (এখানে) এইরূপ বন্দী অবস্থায় রাখিয়াছে। ইহারা ইহজন্মে আর কদাপি নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইবে না। এইমাত্র তুমিও উহাদিগের ন্যায় দুরবস্থায় নিপতিত হইয়াছিলে, কেবল ঈশ্বরাদেশে আমিই তোমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক অব্যাহতি প্রদান করিলাম; নতুবা তুমিও ইহাদিগের ন্যায় চিরমোহে মোহিত হইয়া এই স্থানে চিরকালই অবস্থিতি করিতে। যাহাহউক, এক্ষণে তুমি উহার আশায় জলাঞ্জলি প্রদান করত স্বকর্ম্মে প্রস্থান কর, নতুবা সেই সাম আহম্মদ জীবিত থাকিতে তুমি কদাপি উহার পাণিগ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে না। তখন হাতেম কহিলেন, যদি আপনি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি ঘোরতর সংগ্রাম দ্বারা তাহাকে সসৈন্যে পরাজয় ও বিনাশ করত এই কন্যার পাণিগ্রহণ করিব। দেবদূত কহিলেন, হে হাতেম! আহম্মদ সাতিশয় যাদুকর,যাদুকরদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করা নিতান্ত অস-ম্ভব; অতএব তুমি তাহাকে কিরূপে পরাজয় করিবে? হাতেম কহিলেন, প্রভো! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েন, তবে উহাকে অনা-য়াসে জয় করা কিছুই বিচিত্র নহে। দেবদূত কহিলেন, মহাশয়! আপনি যে এই কন্যার আশা পরিত্যাগ করেন, ইহাই আমার একান্ত বাসনা। তবে যদি নিতান্তই উহার পাণিগ্রহণ করিবার নিমিত্ত আপ-

নার বাসনা হইয়া থাকে, তবে আমি আপনাকে এক মন্ত্র প্রদান করিতেছি; আপনি নিরন্তর ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া তাহা জপ করিলে, কোন মন্দমতি যাদুকরগণ আপনার কিছুমাত্র অনিষ্ট করিতে সমর্থ হইবে না। বরং আমার ঐ মন্ত্রের প্রভাবে যে কোন যাদুকর আপনাকে যাদু করিতে উদ্যত হইবে, সেই যাদু পুনর্ব্বার তাহাকেই স্পর্শ করিবে। কিন্তু হে হাতেম! অতি শুদ্ধাচারে থাকিয়া, সেই মন্ত্র জপ করা কর্ত্তব্য। নতুবা কোন প্রকারে অশুচি হইলে, ঐ মন্ত্র সর্ব্বথা বিফল হইবে। দেবদূত এই কথা বলিয়া হাতেমের কর্ণমূলে সেই মন্ত্র প্রদান করিলেন, এবং কহিলেন, হাতেম,! তুমি এই মন্ত্রের সাধনা করিলে সেই দুর্ব্বৃত্ত আহম্মাদ যাদুকরকে জয় করিতে সমর্থ হইবে; অতএব তুমি এখন শীঘ্র আহাম্মাদ পর্ব্বতে যাত্রা করিয়া এই মন্ত্র জপ করত তাহাকে বিনাশ করিয়া এই কন্যার পাণিগ্রহণ কর; নতুবা আর কোন প্রকারেই ইহাকে লাভ করিতে পারিবে না। দেবদূত এইরূপে হাতেমকে মন্ত্র ও উপদেশ প্রদান করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন, এবং হাতেমও তদুপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া আহাম্মাদ পর্ব্বতে যাত্রা করিলেন।

আহম্মাদ পর্ব্বতে হাতেমের যাত্রা।

দেবদূতের নিকট হইতে বিদায় হওত হাতেম কিছুদিনান্তে এক পর্ব্বত দেখিতে পাইয়া, উহাতে আরোহণ করিলেন। এই পর্ব্বতের নাম আহম্মাদ অথবা যাদুময় তেলেশমাত পর্ব্বত। ইহার চতুর্দ্দিকে বৃক্ষ সকল শ্রেণী বদ্ধ হইয়া শোভা পাইতেছে; মনোহর সরোবর সকলের প্রস্তরময় সোপানসকল স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে। উহার কোন স্থান নিবিড় বৃক্ষাদিতে অরণ্যের ন্যায় ভীষণ দর্শন হইয়া আছে। সেই বনে নানা প্রকার ভয়ঙ্কর হিংস্র জন্তু সকল ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। তাহারা হাতেমকে দর্শন করিবামাত্রেই তৎপ্রতি ধাবিত হইয়া যেমন তাঁহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল, তিনি অমনি সেই দেবদত্ত মন্ত্রজপ করিবামাত্রেই উহারা সকলে ভস্মীভূত হইয়া গেল। আহম্মাদ যাদু সেই বন রক্ষার নিমিত্ত যে সকল প্রহরীদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিল, তাহারা এই ব্যাপার অবলোকনে ভীত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সত্বর আহাম্মাদকে এই সংবাদ প্রদান করিল যে, মহারাজ! অদ্য আপনার এই

পর্ব্বতসীমায় এক ব্যক্তি আসিয়াছে, তাঁহার প্রভাবে আমাদিগের সমস্ত যাদু নষ্ট হইতেছে, সে ব্যক্তি ক্রমান্বয়ে এই দিকেই আগমন করিতেছে। অতএব আপনি সাবধান হইয়া কর্ত্তব্য স্থির করুন।

আহম্মদ নিজ ভৃত্যের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ গণনা করিয়া দেখিল যে, আরব্যদেশের তয়রাজনন্দন মহাত্মা হাতেম আমার যাদু সকল বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত ক্রোধভরে এখানে আসিতেছেন, তিনি অদ্যই আমার প্রাণ সংহার করিবেন। যাহাহউক, অতঃপর আমি যাদু দ্বারা তাঁহাকে বিমোহিত করি। সাম আহম্মদ যাদু মনে মনে এইরূপ স্থির নিশ্চয় করিয়া হাতেমকে ভুলাইবার নিমিত্ত নিজ মন্ত্রসকল পাঠ করিতে লাগিল। তখন তাহার মন্ত্রপ্রভাবে পূর্ব্বের ন্যায় সুন্দরাকৃতি কামিনীগণ সৃষ্ট হইল। তাহারা আসিয়া ঐ যাদুকরের নিকট উপনীত হইবামাত্র তিনি মন্ত্রপূত সুরা লইয়া তাঁহার কন্যার ন্যায় এক মায়া-কামিনীর হস্তে প্রদান করিলেন, এবং কহিলেন দেখ, তুমি কৌশলক্রমে হাতেমকে এই সুরা পান করাইয়া উন্মত্ত করিয়া রাখ, তাহা হইলে সে তাহাতে মুগ্ধ হইয়া নিজ মন্ত্র সকল বিস্মৃত হইবে, সুতরাং আর আমার যাদু সকল নষ্ট করিতে পারিবে না। অনন্তর সেই কন্যাগণ সুরাপাত্র হস্তে লইয়া হাতেমের নিকট উপস্থিত হইল। হাতেম ইহাদিগকে দেখিবামাত্রই মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কি আশ্চর্য্য! এই সকল কামিনীগণ এত শীঘ্র কিরূপে এখানে আসিতে সমর্থ হইল? ইহাদিগের মস্তক সকল মায়াময় সেই যে বৃক্ষে লম্বিত ছিল, সেই স্থান এখান হইতে অনেক দূর, অতএব ইহারা এত শীঘ্র কি প্রকারে এখানে আসিবে? যাহাহউক, শুনিয়াছি যে, যাদুমন্ত্র-প্রভাবে ইহারা পলকমধ্যেই সমস্ত সংসারে ভ্রমণ করিতে পারে, অতএব বোধ হয় যে, তজ্জন্যই (ইহারা) এত শীঘ্র এখানে আসিতে পারিয়াছে। যাহাহউক, হাতেম মনে মনে এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিয়া সেই বামাগণের মধ্যস্থিত এক বামাকে সম্বোধন পুর্ব্বক কহিলেন, হে বরাননে! তোমরা আমাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত এত কষ্ট স্বীকার করিয়া আমার নিকট আসিয়াছ, তাহাতে আমি ধন্য হইলাম, এবং জানিলাম যে তোমরাও আমাতে একান্ত অনুরক্ত হইয়াছ। অনন্তর সেই কামিনী কহিল, মহাশয়! প্রেমের রীতিই এই যে, আপনি আমাকে স্নেহ করিলে, আমিও অবশ্যই আপনাকে

প্রীতি করিব, নতুবা সে প্রেম কেবল নাম মাত্র হইয়া থাকে। যাহা-হউক, আমাদিগের একান্ত বাসনা এই যে, আমরা নিরন্তর ছায়ার ন্যায় আপনার নিকটকর্ত্রী থাকিয়া, সখীর ন্যায় নিরন্তর আপনার পদসেবা করি। হে মহাশয়! সম্প্রতি আপনার প্রীতি সাধনের নিমিত্ত এই পরমোৎকৃষ্ট সুরা আনয়ন করিয়াছি, আপনি ইহা পান করিয়া ক্ষুৎ-পিপাসা দূর করুন।

অনন্তর হাতেম সেই কামিনীর এই কথা শুনিয়া,পুলকে পুর্ণিত হওত সাদরে তাহার হস্ত হইতে সেই যাদু মন্ত্রপূত পানপাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক যেমন উহা পান করিলেন, অমনি তিনি একেবারে উন্মত্ত হইয়া দেবদত্ত মহামন্ত্র সকল বিস্মৃত হইলেন। এইকালে সেই মায়া-কামিনীগণ ভয়-ঙ্কর রাক্ষসের ন্যায় মূর্ত্তিধারণ করত তাঁহাকে কঠিন লৌহ শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া সাম আহম্মদের নিকট লইয়া গেল। সে উহাঁকে দর্শনমাত্রেই কুপিত হইয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া বিনাশ করিতে আদেশ করিল। এইরূপে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াও হাতেম সেই ঋক্ষ-কন্যার উপলখণ্ডের সাহায্যে তাহা হইতে পুনঃ পুনঃ নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। তখন যাদুকর তাহাতে আশ্চর্য্য হইয়া, কিরূপে ইহাকে বিনাশ করিব বলিয়া, মনে মনে বিস্তর চিন্তা করিতে লাগিল। তাহারা হাতেমকে অগ্নিতে ও জলেতে নিক্ষেপ, ভূগর্ভে নিখাত করিয়া তদুপরি বৃহৎ প্রস্তর রাখিয়া বিনাশ করিতে উদ্যত এবং আর আর নানা প্রকারে নির্যাতন করিতে সচেষ্ট হইলেও, তাঁহার সেই উপল খণ্ডের প্রভাবে কিছুতেই কিছু হইল না। তখন সেই যাদুকর গণনা করিয়া দেখিলেন যে, হাতেমের নিকট ঋক্ষকন্যা প্রদত্ত এমন এক উপলখণ্ড আছে, যাহার প্রভাবে কি অনলে, কি জলে, বা কি অন্য কিছুতে তাহার কিছুই হইতেছে না। সেই প্রস্তর বলপূর্ব্বক গ্রহণ করা নিতান্ত সুকঠিন; অতএব কোন প্রকার কৌশলে উহা হইতে (উহা) যাজ্ঞা দ্বারা গ্রহণ করিবার মানস করিয়া দৈত্যগণের প্রতি হাতেমকে পুর্ব্বস্থানে লইয়া যাইতে আদেশ করিল।

দৈত্যগণ হাতেমকে সেই নির্ঝরিণীর নিকট লইয়া গেলে, তিনি তথায় স্নানাহ্নিক সমাপন করিলেন। এই সময়ে সাম আহম্মদ নামক ঐ প্রধান যাদুকর মন্ত্রবলে আপন কন্যার ন্যায় পূর্ব্ববৎ এক কামিনীকে সৃজন করিয়া হাতেমের নিকট প্রেরণ করিল। সে হাতেমের নিকট উপস্থিত হইয়া (তাঁহাকে প্রবঞ্চনা করিবার মানসে)

কহিতে লাগিল, হে প্রিয়বর! আমি একবার মাত্র তোমার নিকটে আসিয়া ছিলাম বলিয়া, আমার পিতা ক্রোধে অধীর হওত ভয়ঙ্কর দৈত্য দ্বারায় তোমাকে বন্ধন ও নানা প্রকারে নির্যাতন করিয়াছে, কেবল ঈশ্বর প্রসাদে কোনমতে তুমি তাহা হইতে রক্ষা পাইলে, অতএব এই অবধি আমি দূর হইতে তোমার সহিত আলাপ করিব। নতুবা পিতা তাহা পুনর্ব্বার জানিতে পারিলে, বিষম বিপদ উপস্থিত হইবে। অনন্তর হাতেম সেই (কামরূপী) প্রিয়ার এই কথা শ্রবণ করত, তাহার হস্ত ধারণ করিয়া আপনার নিকটে উপবেশন করাইলেন। তখন ঐ কামিনী কহিল মহাশয়! আমি জানিলাম যে, আপনি আমাকে যথার্থই প্রীতি করিয়া থাকেন; কিন্তু এক্ষণে আমি আপনার নিকট কিছু প্রার্থনা করি, যদি আপনি আমাকে তাহা প্রদান করেন, তাহা হইলে আমার প্রতি আপনার প্রেমের যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইব। হাতেম কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়, অতএব আমার এমন কি বস্তু আছে, যাহা তোমাকে অদেয় হইতে পারে? যাহাহউক, এক্ষণে তুমি আমার নিকট হইতে কি প্রার্থনা করিতেছ, তাহা আমার গোচর কর? অনন্তর সেই রমণী কহিল, মহাশয়! আপনার নিকটে যে ঋক্ষকন্যা প্রদত্ত এক উপলখণ্ড আছে, যদি আপনি আমাকে তাহাই প্রদান করেন, তাহা হইলে আমার পিতা আপনাকে এই স্থান হইতে মুক্ত করিবেন, এবং আপনার সমস্ত কামনাও পরিপূর্ণ করিবেন। হাতেম কহিলেন, প্রিয়ে! আমার নিকট যে ঋক্ষকন্যা প্রদত্ত প্রস্তর আছে, তুমি তাহা কিরূপে অবগত হইলে? তখন সেই মায়াকৃতি কামিনী কহিল, মহাশয়! পূর্ব্বে আমার পিতা জ্যোতিষ গণনা করিয়া কহিয়াছিলেন যে, হাতেমের নিকট এক চমৎকার প্রস্তর আছে; সেই জন্য আমি উহা জানিতে পারিয়া আপনার নিকটে প্রার্থনা করিয়াছি। হাতেম কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি আমার জীবন-সর্ব্বস্ব, অতএব তোমাকে আমার অদেয় কি হইতে পারে? তোমা অপেক্ষায় ঐ প্রস্তরখণ্ড আমার অধিক নহে; এক্ষণে আমি তোমাকে উহা প্রদান করিতেছি। হাতেম সেই মায়া কামিনীকে এই কথা বলিয়া যেমন সেই প্রস্তরখণ্ড বাহির করত উহাকে প্রদান করিতে যাইবেন, অমনি তথায় সেই দেবদূত আবির্ভূত হওত তাঁহাকে নিষেধ করিয়া কহিলেন, হাতেম! তুমি মূঢ়ের ন্যায়

একি কুকর্ম্ম করিতেছ? তুমি কদাপি এই প্রস্তর উঁহাকে প্রদান করিও না, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তোমাকে অনুতাপ করিতে হইবে, এবং তোমার জীবনের আশা পর্য্যন্ত থাকিবে না। অনন্তর হাতেম তাহাকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! আপনি কে? এবং কি নিমিত্তই বা আমাকে এই প্রস্তর প্রদানে নিষেধ করিতেছেন? দেবদূত কহিলেন, ভদ্র! আমি সেই দেবদূত, যে তোমাকে ইতিপূর্ব্বে যাদুনাশক মন্ত্র প্রদান করিয়াছিল। তখন হাতেম চমকিত হইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করত কহিলেন, মহাত্মন! আপনার প্রসাদে এক্ষণে আমার কামনা পূর্ণ হইল; কারণ পূর্ব্বে আমি যে কামিনীর প্রতি সাতিশয় আসক্ত হইয়াছিলাম, এক্ষণে সেই কামিনী আমার প্রতি অনুরক্তা হইয়াছে, এবং তজ্জন্য তাহার প্রীতি বর্দ্ধন করিতে আমিও প্রার্থনামত উঁহাকে এই প্রস্তরখণ্ড প্রদান করিতেছি। দেবদূত কহিলেন, মূঢ়! তুমি এক্ষণে হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হইয়াছ। কারণ এই যে কামিনীকে সম্মুখে নিরীক্ষণ করিতেছ, ইহা প্রকৃত রমণী-মূর্ত্তি নহে, কেবল বৃথা মায়া মাত্র। এই কামিনীই তোমাকে ইতিপূর্ব্বে মন্ত্রপূত মদ্যপান করাইয়া জ্ঞানশূন্য করিয়াছিল, পরে যাদুকর তোমাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে; কিন্তু তৎকালে তোমার নিকট ঐ উপলখণ্ড ছিল বলিয়াই তুমি সেই ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলে। যাহাহউক, এই সকল আকৃতি নিতান্তই যাদুদ্বারা হইতেছে, অতএব এক্ষণে তুমি নিজ মন্ত্র পাঠ কর, তাহা হইলে এখনিই এই সকল মায়া বিনষ্ট হইবে। অনন্তর হাতেম সেই দেবদূতকে প্রণাম করত পবিত্র হইয়া সেই দেবদত্ত মায়ানাশক মন্ত্র পাঠ করিবামাত্র, সেই সকল আকৃতি কম্পিত হইতে লাগিল। ক্রমে তাহারা হাতেমের মন্ত্রানলে দগ্ধ ও ভস্মীভূত হইয়া বিনষ্ট হইল। তখন হাতেম সেই প্রিয়া বিরহে কাতর হইয়া নিদ্রাভিভূত হইলেন।

এদিকে সাম আহম্মদ যাদু এই সকল ব্যাপার অবগত হইয়া হাতেমকে বধ করিবার মানসে সয়তানকে আহ্বান করিলেন। সয়তান উপস্থিত হইবামাত্র যাদুকর তাহাকে আপন দুরবস্থা সকল বর্ণন করিয়া কহিল, দেখ ভাই! দুরাত্মা হাতেম আমার অনেক মায়াকৃতি নষ্ট করিয়াছে, অতএব এক্ষণে কোন কৌশলে তুমি তাহাকে বিনাশ কর। সয়তান কহিল, মহাশয়! হাতেমের এখন বিস্তর পরমায়ু আছে, অতএব

কেহই তাহাকে বধ করিতে পারিবে না। বিশেষতঃ সে অতিশয় ধার্ম্মিক বলিয়া স্বয়ং ঈশ্বর তাহার রক্ষক; অতএব এবম্প্রকার ব্যক্তি যদি তোমার কন্যার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া থাকে, তবে তুমি স্বেচ্ছাসুখে কি নিমিত্ত তাহাকে আপন কন্যা সম্প্রদান করিয়া তাহার সহিত বন্ধুতা করিতেছ না? যাদুকর কহিল, আমি জীবিত থাকিতে কদাপি আমার কন্যা কাহাকেও সম্প্রদান করিব না। অতএব সখে! হাতেম যে যাদু নাশক মন্ত্র শিখিয়াছে, যদি তুমি তাহাকে কোনমতে উহা ভুলাইয়া দিতে পার, তাহা হইলে আমি তাহাকে বিনাশ করিতে পারি। সয়তান কহিল, ওহে ভাই! হাতেমকে বঞ্চনা করা বড় সহজ ব্যাপার নহে, কারণ জগদীশ্বর তাহার রক্ষণার্থ নিজ দূতকে তথায় নিযুক্ত করিয়াছেন, অতএব আমি কদাচই (কুপ্রবৃত্তিরূপে) তাহার মনোমধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইব না। তবে যৎকালে সে নিদ্রা গমন করিবে, সেই সময়ে আমি কোনমতে তাহার রেতস্খলন করাইয়া তাঁহাকে অশুচি করিব। অনন্তর প্রাতঃকালে সে যখন আপনাকে অপবিত্র দেখিয়া, স্নানার্থ নির্ঝরিণীতে গমন করিবে, সেইকালে তাহার মন্ত্রপাঠের কোন ফলই দর্শিবে না, সুতরাং সেই অবকাশে তুমি তথায় গমন করত বিশেষরূপে বৈরনির্যাতন করিও।

অনন্তর সেই সয়তান, বাস্তবিকই ঐরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে প্রাতঃকালে হাতেম যখন আপনাকে পুনর্ব্বার পবিত্র করিবার নিমিত্ত স্নানে গমন করিতেছিলেন, সেই সময়ে সুযোগ বিবেচনায় যাদুকর তথায় উপস্থিত হওত আপন যাদুমন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। তখন এক ভয়ঙ্কর দৈত্য তথায় উপস্থিত হইয়া হাতেমের প্রতি ধাবিত হইল। এইকালে হাতেম নিরুপায় হইয়া, জীবিতাশা একেবারেই পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর সেই যাদুকৃত দৈত্য হাতেমকে ধৃত ও বন্ধন করিয়া, সাম আহম্মদ যাদুকরের নিকট লইয়া গেল। যাদুকর, পাছে হাতেমকে একেবারে নিধন করিলে, তাহার হস্তস্থ প্রস্তরখণ্ড নষ্ট হইয়া যায়, এজন্য যাবৎ ঐ উপলখণ্ড নিজ হস্তগত না হয়, তাবৎ উহাকে দৃঢ়বন্ধনে ও অতি কষ্টে প্রস্তরচূর্ণের নীচে রাখিতে আদেশ করিলেন।

এইরূপে হাতেম কিছুকাল অনাহারে এক বৃহৎ প্রস্তরের নীচে চাপা রহিলেন। তৎকালে কেবল তাঁহার মস্তকমাত্র বাহিরে ছিল, এবং ভীষণ দৈত্যরূপী প্রহরীগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিল

এইকালে হাতেম বিষম বিপদে পড়িয়া কেবল রোদন করিতে করিতে বিপদভঞ্জন ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। তখন সেই দুরাত্মা যাদুকর (সাম আহম্মদ) হাতেমকে কহিল, হে হাতেম! যদি তুমি আমাকে ঋক্ষকন্যা প্রদত্ত তোমার সেই উপলখণ্ড প্রদান কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে এখনই ছাড়িয়া দিব। কিন্তু হাতেম তাহাকে প্রত্যুত্তর করিয়া কহিলেন যে, তুমি যাবৎ আমাকে তোমার কন্যা সম্প্রদান না করিবে, আমি তাবৎ তোমাকে কখনই উহা প্রদান করিব না। অনন্তর যাদুকর তাহা শ্রবণে সাতিশয় কুপিত হইয়া সম্মুখস্থ প্রহরীগণকে হাতেমের প্রতি নিরন্তর শিলা বর্ষণ করিতে আদেশ করিল। তাহারাও তখন নির্দ্দয়রূপে পুনঃ পুনঃ তাঁহার মস্তকোপরি এরূপ প্রচুর পরিমাণে শিলা বৃষ্টি করিতে লাগিল যে, তদ্দ্বারায় একটী প্রকাণ্ড পর্ব্বত হইয়া উঠিল। হাতেম অগত্যা তন্নিম্নে মৃতপ্রায় অচৈতন্যাবস্থায় পড়িয়া রহিলেন। তখন সেই দৈত্যগণ মনে করিল, বুঝি হাতেম এইবার পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। দৈত্যগণ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া, পরিশেষে দেখিল যে, তিনি জীবিত আছেন; তখন তাহারা চমৎকৃত হইয়া সেই ঋক্ষকন্যা প্রদত্ত গুটিকার বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিল।

অনন্তর হাতেম কহিলেন, যে ব্যক্তি আমাকে নির্ঝরিণীর নিকট লইয়া যাইবে, আমি তাহাকেই এই ঋক্ষকন্যা প্রদত্ত গুটিকা প্রদান করিব। কিন্তু কেহই তাহাতে সম্মত হইল না। পরিশেষে তথাকার জনৈক প্রহরী ঐ প্রস্তরের লোভে ইঙ্গিতক্রমে হাতেমকে কহিল, মহাশয়! রাত্রিকালে যখন সকলেই নিদ্রাভিভূত হইবে, সেই সময়ে আমি আপনাকে সঙ্গোপনে তথায় লইয়া যাইব। এইরূপে অবধারিত হইলে, রজনী যোগে ঐ প্রহরী প্রস্তরের লোভে আহ্লাদিত হইয়া, যৎকালে আর আর প্রহরীগণ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল, তখন সে ধীরে ধীরে হাতেমকে মুক্ত করিয়া সেই ঝরণার নিকট গমন করিল। অতঃপর হাতেম তাহাতে স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া উপবেশন করিলে, ঐ প্রস্তরলোভী ব্যক্তি হাতেমকে কহিতে লাগিল, মহাশয়! আমি আপনাকে প্রস্তরের মধ্য হইতে উদ্ধার, এবং আপনার অভিলষিত প্রদেশে আনয়ন করিয়াছি, এক্ষণে আপনি আমাকে আপনার সেই উপলখণ্ড প্রদান করুন। হাতেম কহিলেন, ভাই! তুমি যখন আমার উপকার করিয়াছ, তখন

তৎপরিবর্ত্তে তোমার প্রত্যুপকার করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম ; এজন্য আমি তোমার কিছু উপকার করিব। সে ব্যক্তি কহিল, কি প্রকার ? হাতেম কহিলেন যে, আমি যখন তোমাদিগের প্রধান যাদুকর সাম আহম্মদকে জয় করিব, তখন তাহার এই সমস্ত রাজ্যে তোমাকেই একমাত্র অধীশ্বর করিয়া দিব। সে কহিল, মহাশয় ! ঐ প্রস্তর ব্যতীত এই রাজ্যে আমার কোন প্রয়োজন নাই। অতএব আপনি আমাকে উহাই দান করুন। অনন্তর হাতেম কহিলেন দেখ, ভাই ! এই প্রস্তর আমার এক প্রণয়িণীর চিহ্ন স্বরূপ, তুমি ইহা লইয়া কি করিবে ? সে কহিল যে, উহাতে কোন প্রয়োজন আছে। হাতেম কহিলেন, কাহার প্রয়োজন ? সে কহিল, নিজ প্রয়োজন। তখন হাতেম তাহাতে কিঞ্চিৎ কুপিত হইয়া কহিলেন, মূঢ় ! তুমি যখন পরোপকার বা ধর্ম্মের নিমিত্ত ইহা আমার নিকট হইতে প্রার্থনা কর নাই, তখন আমি কখনই তোমার বাসনা পূর্ণ করিব না। তখন সে পুনর্ব্বার কহিল যে, আমি উহা আমার ঈশ্বর সাম আহম্মদের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছি। তখন হাতেম আরও কুপিত হইয়া কহিলেন, মূঢ় ! সাম আহম্মদ তোমার ঈশ্বর ? তুমি ঈশ্বরকে ঈশ্বর না জানিয়া (তাঁহার) সৃষ্ট বস্তুকে ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া আমার সম্মুখে ধর্ম্মের অবমাননা করিতেছ ? যদি তুমি আমার উপকারী না হইতে, তাহা হইলে আমি অবশ্যই তোমাকে ইহার সমুচিত শিক্ষা প্রদান করিতাম। উপকারী ব্যক্তির অপকার করা অন্যায়, এজন্য আমি তোমাকে এখন ছাড়িয়াদিলাম, তুমি সত্বর আমার নিকট হইতে প্রস্থান কর। তুমি যদি ধর্ম্মের মহিমা রক্ষার্থে আমার নিকটে এই প্রস্তর যাচ্ঞা করিতে, তাহা হইলে আমি তোমাকে ইহা প্রদান করিতাম। এক্ষণে যদি তুমি সেই জগৎস্রষ্টাকে ঈশ্বর বলিয়া মান্য ও পূজা কর,—যদি ধর্ম্মপথে তোমার মন থাকে, তাহা হইলে আমি যখন তোমার যাদুকরকে বিনাশ করিব, তখন সেই রাজ্য তোমাকেই প্রদান করিব। সে কহিল, হাতেম ! তোমার বড় স্পর্দ্ধা দেখিতেছি, তুমি যদি স্বেচ্ছাসুখে আমাকে ঐ প্রস্তর দান না কর, তাহা হইলে আমি যাদুমন্ত্র দ্বারা বলপূর্ব্বক উহা তোমার নিকট হইতে গ্রহণ করিব। হাতেম কহিলেন, দুষ্ট ! এই গুটিকা আমার ধন, তুমি বল প্রকাশ বা দৌরাত্ম্য করিয়া কখনই উহা আমার নিকট হইতে গ্রহণ করিতে পারিবে না। তখন সে আরও কুপিত হইয়া যাদুমন্ত্র পাঠ করিতে লাগিল। সেই সময়ে ঐ দুষ্টের মন্ত্র-

বলে যেমন দুই দৈত্য উৎপন্ন হইয়া হাতেমের দিকে ধাবিত হইল, অমনি তিনিও নিজ যাদুনাশক মন্ত্রদ্বারা উহাদিগকে ভস্মীভূত করিলেন। তখন হাতেমের মন্ত্রবলে ঐ প্রস্তরলোভী ভীত ও কম্পিত হইতে লাগিল। সে তখন অগত্যা প্রাণভয়ে আপন স্থানে ধীরে ধীরে গমন করত শয়ন করিয়া রহিল। পাছে কেহ জানিতে পারে যে, সে হাতেমকে প্রস্তর-মধ্য হইতে উদ্ধার করিয়া নির্ঝরণীর নিকট রাখিয়াছে, এই ভয়ে ভীত হওত সেই রাত্রিতে আর কাহারও সহিত কোন কথা না কহিয়া চুপে চুপে শয়ন করিল।

এদিকে রজনী প্রভাত হইবামাত্রেই প্রহরীগণ জাগ্রত হইয়া দেখিল যে, হাতেম তথায় নাই। তখন তাহারা অত্যন্ত ভীত হইয়া, তাহা সাম আহম্মদের গোচর করিল। সেই যাদুকর তখন গণনা দ্বারা সমস্ত অবগত হইয়া সেই প্রস্তরলোভী ভৃত্যকে মারিতে আদেশ করিল। অনন্তর ঐ ব্যক্তি প্রাণভয়ে ভীত হইয়া হাতেমের শরণাপন্ন হইলে, তিনি তাহাকে নিজ উপকারী জানিয়া অভয় প্রদান করিলেন। অনন্তর সাম আহম্মদ যাদু কুপিত হইয়া ঐ ব্যক্তিকে একেবারে ভস্ম করিবার নিমিত্ত মায়াদ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করিল। পরে ঐ অগ্নি যখন সেই ব্যক্তির চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিল, তখন সে চীৎকার পূর্ব্বক কহিল, হে হাতেম! আমাকে রক্ষা কর। অনন্তর হাতেম উপকারীকে বিপন্নাবস্থায় পতিত ও রোদন করিতে দেখিয়া নিজমন্ত্র পাঠ করত সেই যাদুর প্রবল অনল নির্ব্বাণ করিলেন। অনল নির্ব্বাণ হইলে, ঐ ব্যক্তি হাতেমকে কহিতে লাগিল, মহাশয়! আমি একান্ত আপনারই শরণাপন্ন হইলাম, আপনি আমাকে আশ্রয় ও অভয়দানে রক্ষা করুন। তখন হাতেম তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন যে, যাদুকরগণের কি সাধ্য যে, আমার সম্মুখে তোমার কোন প্রকার অনিষ্ট করিতে পারে। হাতেম ঐ ব্যক্তিকে এইরূপে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক সাম আহম্মদের উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। তখন ঐ ব্যক্তিও তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। উহার নাম সরতক ছিল।

এদিকে সাম আহম্মদ হাতেমের সহিত সরতককে আগত দেখিয়া নানা প্রকার যাদুদ্বারা উহাদিগকে নিধন করিতে সচেষ্ট হইল; কিন্তু হাতেমের মন্ত্রপ্রভাবে সেই সকল যাদু তাঁহার কিছুমাত্র অনিষ্ট না করিয়া বরং যাদুকরদিগের প্রতিই (উহা) বর্ত্তিতে লাগিল; সুতরাং সেই

সকল যাদুকরগণ হাতেমকেও একজন প্রধান যাদুকর বলিয়া স্থির করিতে লাগিল। ক্রমে এইরূপে যাদুকর আহম্মদ যখন নিজ মন্ত্রবলে কৃত্রিম (মায়াময়) অগ্নি, বজ্র, পর্ব্বত ও নাগপাশ সকল সৃজন করিয়া হাতেমের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিল, তখন হাতেম দেবদত্ত মন্ত্রপাঠ দ্বারা পুনর্ব্বার উহা তাহারই প্রতি বর্ত্তিতে আদেশ করিলেন, সুতরাং তদ্দ্বারা যাদুকরগণের বিস্তর সৈন্য নিহত হইতে লাগিল। তখন সাম আহম্মদ যাদুকর সাতিশয় ভীত ও চিন্তিত হওত অগত্যা আপন অবশিষ্ট সৈন্যগণের প্রতি যাদুমন্ত্র পাঠ করত ফুৎকার প্রদান করিলে, তাহারা বৃক্ষরূপে পরিণত ও রূপান্তরিত হইল। পরিশেষে সে স্বয়ং মায়াকাশে বিলীন হইল।

অতঃপর হাতেম ঐ যাদুকরকে সহসা তথা হইতে অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া সরতককে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সাম আহম্মদ যাদুকর কোথায় পলায়ন করিল? সে কহিল, মহাশয়? ঐ দুষ্ট এক্ষণে আপন শিক্ষা গুরু কমলাক নামক প্রধান যাদুকরের নিকট গমন করিয়াছে। সেই কমলাক যাদুকরের চত্বারিংশ শিষ্য আছে, এবং সে নিজ যাদুবলে আকাশ ও নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়া আপনাকে একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর বলিয়া ব্যক্ত করিয়া থাকে, এবং তজ্জন্যই আমরা প্রগাঢ় ভক্তিসহকারে বর্ষে বর্ষে তাঁহার পাদ বন্দন করিতে যাইতাম। সেই স্থান এখান হইতে প্রায় শত ক্রোশ দূর হইবে। তখন হাতেম কহিলেন, ওহে ভাই! এক্ষণে শরীর রহিত, বাক্য মনের অগোচর ও নির্ব্বিকার সেই একমাত্র পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া চল, আমরা সত্বর তথায় গমন করি। সরতক কহিল, আপনি যাহা আদেশ করিলেন, আমি এই মুহূর্ত্তেই তাহা করিতে প্রস্তুত আছি। কারণ বাস্তবিক সেই ঈশ্বর একমাত্র নিরাকার নির্ব্বিকার ও অনন্ত শক্তি। তাঁহার শক্তির নিকট মনুষ্যের ক্ষমতা কিছুই নহে। যেহেতু আমি এখনই ঐ দেবদত্ত যাদুনাশক মন্ত্রদ্বারা তাহা, বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলাম। ফলতঃ আপনি যদি সেই কমলাকের নিকট একান্তই গমন করেন, তবে অগ্রে আপনাকে নিজ সৈন্যবল বৃদ্ধি করিয়া তথায় গমন করা কর্ত্তব্য। আর হে মহাশয়! আপনি সম্মুখে এই যে বৃক্ষ সকল দেখিতেছেন, ইহারা সকলেই মনুষ্য, আমাদিগের সাম আহম্মদ যাদুকর নিজ যাদবিদ্যাবলে উহাদিগকে বৃক্ষরূপে রূপান্তরিত করিয়াছে। যাহা-

হউক, এক্ষণে আপনি উহাদিগকে নিজ দেবদত্ত মন্ত্রবলে পুনর্জ্জীবিত করুন, নতুবা প্রলয়কাল পর্য্যন্ত উহারা এই অবস্থায় অবস্থিতি করিবে।

অনন্তর দয়াবান হাতেম একপাত্র জল লইয়া, তাহা মন্ত্রপূত করত সরতককে কহিলেন, ওহে! তুমি এই জল লইয়া এই সমস্ত বৃক্ষে প্রদান কর, তাহা হইলে উহারা পূর্ব্ববৎ স্ব স্ব দেহ প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে জানিতে সমর্থ হইবে। তখন সরতক সেইরূপ কার্য্য করিলে, ঐ বৃক্ষ সকল পূর্ব্বের ন্যায় মানবরূপ ধারণ করত সাম আহম্মদকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। এইকালে সরতক তাহাগিকে আদ্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে, তাহারা বিবিধ স্তবনীয় বাক্যে হাতেমকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহারই শরণাপন্ন হইল। অনন্তর হাতেম তাহাদিগকে কহিলেন, ওহে! আমি কমলাক পর্ব্বতে সাম আহম্মদ যাদুকরের নিকট তাহার কন্যাকে বিবাহ করিবার প্রার্থনায় গমন করিব; সে যদি আমার বাক্যানুসারে স্বেচ্ছাসুখে আপন তনয়া আমাকে সম্প্রদান করে, তবে তাহার পক্ষে বড়ই মঙ্গল হইবে, নতুবা আমি কখনই তাহার প্রাণ না লইয়া স্থানান্তরে গমন করিব না। তখন উহারা হাতেমকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়! আপনি কিরূপে জানিলেন যে, আমাদিগের প্রধান যাদুকর সাম আহম্মদের এক পরমা সুন্দরী কন্যা আছে, এবং কোথায় আপনি তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি অনুরাগী হইয়াছেন? অনন্তর হাতেম তাহাদিগকে (যেরূপে সেই কন্যাকে দর্শন করিয়াছিলেন,) তাহা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণনা করত কহিলেন, দেখ আমি যাদুকরের কন্যাকে এইরূপে দর্শন করিয়া তাহাতে আসক্ত হওত (তাহার) পাণিগ্রহণাশয়ে সাম আহম্মদের নিকটে আসিয়াছিলাম, কিন্তু ঐ ব্যক্তি আমাকে হতাদর করত আমার প্রতি যেরূপ দৌরাত্ম্য করিয়াছিল, বোধ হয় তাহা তোমরা স্বচক্ষেই দেখিয়া থাকিবে? যাহাহউক, এক্ষণে ঈশ্বরের প্রসাদে কোনমতে আমি তাহাকে একপ্রকার জয় করিয়াছি। সম্প্রতি সে আমার ভয়ে তাহার শিক্ষাগুরু কমলাক যাদুকরেব নিকট পলায়ন করিয়াছে, ঈশ্বরপ্রসাদাৎ তাহার গুরুর সহিত আমি তাহাকে একেবারেই নিধন করিব। তখন ঐ সকল ব্যক্তিগণ কহিল, মহাশয়! কমলাক বড় যাদুকর, তাহাকে পরাস্ত করা বড় সহজ নহে। হাতেম কহিলেন, ভাল দেখা যাউক, আমি অবশ্যই তথায় গমন করত তাহার সহিত যুদ্ধ করিব। তোমাদিগের যদি সেই কৌতুক দেখিবার ইচ্ছা

থাকে, তবে আমার সহিত তথায় চল, নতুবা এই স্থানেই পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থিতি কর। তখন তাহারা কহিল, মহাশয়! আপনি আমাদিগের পরম উপকারী, অতএব আপনাকে তথায় কখনই একাকী যাইতে দিতে পারিব না। বিশেষতঃ এখানে আর আমাদিগের বাস করিবার আবশ্যক কি? এখানে থাকিলে সাম আহস্মদ যাদুকর বরং আমাদিগের প্রতি যাদুদ্বারা পুনর্ব্বার কোন অত্যাচার করিতে পারে; অতএব আপনি আমাদিগকে যথায় লইয়া যাইবেন, আমরাও স্বেচ্ছাসুখে তথায় ছায়ার ন্যায় আপনকার অনুগামী হইব। বিশেষতঃ আপনি দুষ্ট যাদুকরগণের উপর জয়লাভ করেন, ইহাই আমাদিগের একান্ত বাসনা।

অনন্তর হাতেম ঐ সকল ব্যক্তিগণের সহিত কমলাক পর্ব্বতের উদ্দেশে গমন করিতেছিলেন, এমন সময় সকলে তাঁহাকে কহিল, মহাশয়! আহাস্মদ আমাদিগকে এক দিবসেই ঐ স্থানে লইয়া যাইত। কিন্তু আপনি এত বিলম্ব করিতেছেন কেন? হাতেম কহিলেন, ওহে! আহস্মদ, যাদুকর, (সে) যাদুর কৌশলে তোমাদিগকে তথায় লইয়া যাইত। তখন ঐ ব্যক্তিগণ কহিল, আপনিও ত যাদুবিদ্যা অবগত আছেন, নতুবা সেই আহস্মদের উপর কিরূপে জয়লাভ করিবেন? সে এরূপ যাদুকর যে, তাহার বিদ্যাবলে বজ্র সমান কঠিন বস্তু মধুচক্রের ন্যায় কোমল, এবং কোমল বস্তু সকল বজ্রবৎ কঠিন হয়,—তাহার মন্ত্রবলে দূরবর্ত্তী স্থান সকল নিকট, ও নিকটবর্ত্তী স্থান সকল দূরবর্ত্তী হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, আপনি যদি উত্তম যাদু না জানিবেন, তবে এবম্প্রকার সেই সাম আহস্মদ যাদুকর আপনার নিকট পরাস্ত হইয়া কি নিমিত্ত প্রাণভয়ে দূরে পলায়ন করিবে? আর উত্তম প্রকার যাদুবিদ্যা না জানিয়াই বা কিরূপে আপনি এখন তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন? তখন সরতক তাহাদিগকে কহিল, ওহে! আমি স্বচক্ষে ইঁহার যেরূপ ক্ষমতা দেখিয়াছি, তাহাতে নিশ্চয়ই কহিতেছি যে, ইনি অদ্যই আহাস্মদের সহিত তাহার গুরুকে নিধন করিবেন। অতঃপর, হাতেম কহিলেন, ওহে ভাই! আমি দেবদূতের নিকট হইতে যে এক যাদুনাশক চমৎকার মন্ত্র শিক্ষা করিয়াছি, তদ্দ্বারা যাদুকরগণ আমার নিকট পরাস্ত হইয়া থাকে, এবং তাহাদিগের যাদু আমার প্রতি না লাগিয়া বরঞ্চ তৎপ্রভাবে তাহারা আপনাপনিই বিনষ্ট হইয়া থাকে।

এইরূপে নানা প্রকার কথা প্রসঙ্গে সকলে গমন করিতেছে, এইকালে হাতেম ও তাঁহার সঙ্গীগণ সাতিশয় তৃষ্ণাতুর হইয়া এক জলাশয়ের দিকে গমন করিলেন। এই পথে হাতেম আসিবেন জানিয়া পূর্ব্ব হইতেই সেই সাম আহম্মদ যাদুকর উহার জলে যাদু করিয়াছিল, সুতরাং হাতেমের সঙ্গীগণ উহা পান করিবামাত্রই তাহাদের নিম্ন নাভিপ্রদেশ হইতে জল-প্রপাতের (ফোয়ারার) ন্যায় জল নির্গত হইতে লাগিল, তদ্দর্শনে হাতেম চমকিত হইয়া উঠিলেন। ফলতঃ তিনি স্বয়ং পিপাশায় কাতর থাকিলেও, সেই অদ্ভুত কাণ্ড দর্শনে আর জল পান করিলেন না। অনন্তর তাহাদিগকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা কিছুই না বলিয়া হাতেমের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, হাতেম ইহা দেখিয়া দুঃখিতান্তকরণে বলিলেন, এই সকল ব্যক্তি আমার সঙ্গে আসিয়াই এই বিপদে পতিত হইয়াছে; এক্ষণে ইহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিলে নিশ্চয়ই ইহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, এবং এই জলে নিশ্চয়ই কোন বিষাক্ত দ্রব্য মিশ্রিত আছে, যদ্দারা ইহারা উপস্থিত বিপদে পতিত হইয়াছে, হাতেম এই সকল চিন্তায় ব্যাপৃত ও তৃষ্ণাতুর হইয়া সমস্ত রাত্রি যাপন করিলেন।

প্রাতঃকাল উপস্থিত হইলে সকলে কুপ্পার ন্যায় এরূপ স্ফীত হইল যে তাহাদিগের মুখাবলোকনও হইল না। তখন হাতেম করতল মর্দ্দন পূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে মনে করিলেন যে, উহারা যাদুবলে এরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়াছে। বোধ হয় এসম্ আজমের গুণে ইহাদের রোগ দূর হইতে পারে, বলিয়া, এসম্ আজম পাঠ পূর্ব্বক তাহাদের প্রাণ বহির্গত হইবার পূর্ব্বেই তাহাদের গাত্রে পুনঃ পুনঃ ফুৎকার প্রদান করিলেন। প্রথম ফুৎকারে তাহাদের দেহ হইতে স্ফীততা দূরীকৃত হইল। দ্বিতীয় ফুৎকারে তাহাদের নাসিকা ও নাভির নিম্নভাগ হইতে নীলবর্ণ জল বাহির হইল, তৃতীয় ফুৎকারে তাহাদের সমস্ত রোগ দূরীকৃত হইলে, তাহারা পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া হাতেমকে ধন্যবাদ প্রদান করিল। অনন্তর হাতেম তাহাদিগকে কহিলেন, এরূপ ঘটনার কারণ কি? তাহারা বলিল বোধ হয় সাম্ আহম্মদ এই পথ দিয়া যাইবার কালে এই জলে যাদু করিয়া গিয়াছে। হাতেম ইহা শুনিয়া পুনর্ব্বার এসম আজম পাঠ পূর্ব্বক সরোবরে ফুৎকার প্রদান করিলে, প্রথমতঃ তাহার জল বৃদ্ধি হইয়া রক্তবর্ণ হইল, পরে হরিৎ ও তৎপরে নীলবর্ণ হইয়া অনতিবিলম্বে

নির্ম্মলত্ব প্রাপ্ত হইল। হাতেম এতদ্দর্শনে স্থির করিলেন, যে এক্ষণে এই জল হইতে যাদু দূর হইয়াছে। তিনি এই বলিয়া তাহার কিঞ্চিৎ জল পান করত সঙ্গীগণকে কহিলেন, তোমরা এক্ষণে এই সরোবরে স্নান করিয়া জলপান কর, তাহা হইলে তোমাদের শরীর সুস্থ হইবে। পরে সকলে স্নান ও জলপান করিল, এবং এসম্ আজমের গুণে তাহাদের শরীর সুস্থ হইলে হাতেমের সমভিব্যাহারে গমন করিল।

এদিকে সাম আহম্মদ পলায়ন করিয়া কম্‌লাকের দ্বারে উপস্থিত হইলে, দ্বাররক্ষক সংবাদ দিল, যে সাম আহম্মদ দুরবস্থান্বিত হইয়া দ্বারে দণ্ডায়মান আছে, আপনার অনুমতি হইলে এখানে আসিতে পারে। তখন কম্‌লাক তাহাকে নিজসমীপে আনয়ন করত বাৎসল্যভাবে কহিল, তোমার এরূপ বেশে আমার নিকটে আসিবাব কারণ কি? সাম আহম্মদ বলিল, হাতেম নামে এক যাদুকর আমার পর্ব্বতে আসিয়া আমাকে এরূপ দুরবস্থান্বিত করিয়াছে। ইহা শুনিয়া কম্‌লাক ক্রোধান্বিতান্তকরণে বলিল, তুমি এখানে নিশ্চিন্ত থাক, আমি তাহাকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিব। তৎপরে কম্‌লাক, যাদু আরম্ভ করিয়া স্বীয় পর্ব্বতে ফুৎকার প্রদান করিলে, সমস্ত পর্ব্বত অগ্নিময় হইয়া জ্বলিতে লাগিল।

অনন্তর হাতেম চারি দিবস পরে কম্‌লাক-পর্ব্বতে উপস্থিত হইলে, তাহার সমভিব্যাহারীগণ বলিল, মহাশয়! এই কম্‌লাক পর্ব্বত, কিন্তু ইহা অগ্নিময় দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, কম্‌লাকের যাদু বলে এরূপ হইয়াছে। অনন্তর হাতেম তথায় দাঁড়াইয়া এসম্ আজম পাঠ করত পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে ফুৎকার প্রদান করিলে সকল অগ্নি নির্ব্বাণ হইল। কম্‌লাক এই সংবাদ পাইয়া পুনর্ব্বার এ প্রকার যাদু আরম্ভ করিল যে, তদ্দ্বারা পর্ব্বতের চতুষ্পার্শে একটি বৃহৎ নদী প্রবলবেগে হাতেম ও তাঁহার সহচরগণের দিকে আসিতে লাগিল, ইহা দেখিয়া হাতেমের সঙ্গীগণ তাঁহাকে বলিল, আমরা অনতিবিলম্বে এই যাদু-হ্রদে মগ্ন হইয়া বুঝি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইব। তখন হাতেম বলিলেন, ঈশ্বরকে স্মরণ কর। পরে স্বয়ং এসম্ আজম পাঠ পূর্ব্বক নদী প্রবাহের দিকে, ফুৎকার প্রদান করিলে, নদী অপ্রকাশ হইল। কম্‌লাক এই সংবাদ পাইয়া পুনর্ব্বার এরূপ যাদু আরম্ভ করিল, যে তদ্দ্বারা শিলা বর্ষণের ন্যায় বৃহদাকার প্রস্তর বৃষ্টি হইতে লাগিল। হাতেম ইহা দেখিয়া এসম্ আজম পাঠ পূর্ব্বক

গণ্ডী করত তন্মধ্যে বসিয়া রহিলেন। তিন দিবসাবধি এরূপ প্রস্তর বৃষ্টিতে একটী বৃহৎ পর্ব্বতের ন্যায় হওয়াতে কম্‌লাক পর্ব্বত তাঁহাদিগের আর দৃষ্টিগোচর হইল না। পরন্তু পুনর্ব্বার হাতেমের এসম আজমের গুণে সমুদয় প্রস্তর দূরীকৃত হইল।

অনন্তর হাতেম ও তাঁহার সঙ্গীগণ যাইতেছিলেন, ইতিমধ্যে সেই পর্ব্বত তাঁহাদের সম্মুখ হইতে অদৃশ্য হওয়াতে হাতেমের বন্ধুগণ বলিল, মহাশয়! কম্‌লাক যাদুবলে পর্ব্বতকে লুক্কায়িত করিয়াছে। হাতেম সেই স্থানে বসিয়া এসম্ আজম পাঠ পূর্ব্বক ফুৎকার ত্যাগ করিলেন, তদ্দ্বারা যাদু নষ্ট হইয়া তিন দিবস পরে সেই পর্ব্বত পুনর্ব্বার দৃষ্টিগোচর হইল। তখন হাতেম ও তাঁহার সঙ্গীগণ সেই পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিলে, যাদুকরগণ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, যুবকগণ জীবিত আসিতেছে। ইতিপূর্ব্বে কম্‌লাক যাদুকর ঐ পর্ব্বত হইতে ছয় সহস্র হস্ত ঊর্দ্ধে যাদুময় এক আকাশ নির্ম্মাণ করত স্বীয় গৃহদ্বার রজ্জুবদ্ধ করিয়া সসৈন্যে তথায় গমন করিল। হাতেম ও তাঁহার সৈন্যগণ পর্ব্বত হইতে অবতরণ পূর্ব্বক নগর মধ্যে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, বিপণি সকল খাদ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, কিন্তু তথায় মনুষ্য শূন্য। হাতেম তদ্দর্শনে তাঁহার বন্ধুগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ নগরবাসীগণ কোথায়? তাহারা বলিল, বোধ হয়, কমলাকের সমভিব্যাহারে তাহারা যাদুময় আকাশমার্গে গমন করিয়াছে। ইহা শুনিয়া হাতেম হাস্য করিল, এবং বন্ধুগণ ক্ষুধার্ত্ত থাকায় বিপণিস্থ খাদ্যদ্রব্যাদি ভোজন করিলে, তাহারা তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বের ন্যায় স্ফীত ও তাঁহাদের নাসিকা হইতে রক্ত বাহির হইল। হাতেম ইহা দেখিয়া জানিতে পারিলেন, যে ঐ সকল খাদ্যদ্রব্য যাদুতে পরিপূর্ণ। এই বলিয়া জল আনাইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক তাহাদিগকে পান করিতে দিলে, তাহারা তাহা পান করিয়া সুস্থ হইল। অনন্তর হাতেম এসম আজম পাঠ পূর্ব্বক সমস্ত খাদ্যদ্রব্যে ফুৎকার প্রদান করত সঙ্গীগণকে বলিলেন, এখন তোমরা ভোজন কর? আর কোন ভয় নাই। অনন্তর তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে, যাদুময় আকাশ কোথায়? তাহারা বলিল ঐ গুম্বজের ন্যায় দেখা যাইতেছে। তখন হাতেম এসম আজম পাঠ করিলে ঐ কৃত্রিম আকাশমার্গে বজ্রপাতের ন্যায় এক অতি ভয়ঙ্কর শব্দ উৎপন্ন, ও আকাশ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সেই পর্ব্বতে পতিত হইল, সুতরাং যাদুকরগণের মধ্যে কাহারও হস্ত

পদ ভূগ্ন ও অবশিষ্ট সকলের মস্তিষ্ক বাহির হওয়ায়, তাহাদের প্রাণ নষ্ট হইলে, কমলাক ও সাম আহম্মদ পর্ব্বতোপরি পলায়ন করিল। হাতেমও তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবমান হইলেন, তাহারা প্রাণভয়ে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে করিতে পর্ব্বত হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। হাতেম এতদ্দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক জগদীশ্বরের আরাধনা করত সরতককে বলিলেন, পূর্ব্বে আমি অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে, তোমাকে এই রাজত্ব প্রদান করিব। এক্ষণে সাম কমলাকের রাজত্ব তোমাকে দিলাম, তুমি সর্ব্বদা ঈশ্বরোপাসনা করত অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিও, কাহারও উপর অমদাচরণে প্রবৃত্ত হইও না। সরতক কহিল, আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য।

অনন্তর হাতেম যাদুকরগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, সরতক এক্ষণে তোমাদিগের প্রভু হইলেন, তোমরা উহার আদেশানুসারে কার্য্য করিবে ও ঈশ্বরকে ভক্তি করিবে, এ আদেশ লঙ্ঘন করিলে, উপযুক্ত দণ্ড পাইবে; আমি এক্ষণে মল্কা জররিপোষের নিকটে গমন করিলাম। যাদুকরগণ বলিল, আমরা আপনার সঙ্গে যাইব। হাতেম বলিলেন, আমি আপনার উপকারের জন্য অন্য ব্যক্তিকে ক্লেশ প্রদান করি না, তোমরা আপনাদের নগরে থাকিয়া ভক্তিসহকারে স্বীয় প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন কর, এই বলিয়া তাহাদিগকে বিদায় করত, স্বয়ং মল্কা জররিপোষের উদ্দেশে গমন করিলেন। কিয়দ্দিবস অতীত হইলে, তিনি সেই পূর্ব্ব স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সে সরোবর নাই, কিন্তু বৃক্ষসমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে। অনন্তর তথায় একটী স্ফটিক নির্ম্মিত বাটী দেখিতে পাইলেন। হাতেম সেই বাটীর দ্বারে আসিয়া দেখিলেন যে, সেই রমণীয়া রমণীগণ দ্বারপালের বেশে দণ্ডায়মানা রহিয়াছে। তাহারা হাতেমকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে এবং কোথা হইতে আসিয়াছেন? হাতেম কহিলেন, আমার নাম হাতেম, আমিই পূর্ব্বে তোমাদের সহিত বৃক্ষশাখায় লম্বিত ছিলাম, তোমাদের মল্কাকে আমার নমস্কার ও আগমন বার্ত্তা জানাইয়া আমাকে চিরবাধিত কর। ইহা শুনিয়া এক নারী মল্কার নিকটে যাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, যে, হাতেম নামে এক যুবক, (যিনি পূর্ব্বে যাদুবদ্ধ হইয়া বৃক্ষশাখায় আমাদিগের সহিত কিছু দিন এখানে লম্বিত ছিলেন, তিনি) দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছেন, অনুমতি হইলে আসিতে পারেন? ইহা

শুনিয়া মল্কা কিয়ৎকাল মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক মস্তকোত্তোলন করিয়া বলিল, সে এতকাল কোথায় ছিল, এই সংবাদ আনয়ন কর। সেই নারী পুনর্ব্বার দ্বারে আসিয়া হাতেমকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, মল্কার পিতা দুশ্চরিত্র ছিলেন বলিয়া আমি তাহাকে বিনাশ করিতে গমন করিয়াছিলাম, এখন তিনি নরকে গমন করিয়াছেন, পরে আর আর সমুদায় কথা মল্কার নিকটে বলিব। অনন্তর সেই রমণী মল্কার নিকটে আসিয়া উহা কহিলে, মল্কা বিলাপ করিতে লাগিল। সখীগণ কহিল, মল্কা! বিলাপ করিলে কি হইবে? আপনার পিতা দুষ্কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়াছেন, আর আমরাও যাদু হইতে মুক্ত হইলাম। এক্ষণে যুবাকে আহ্বান করুন। পরে মল্কা বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক সুসজ্জিতা হইয়া রত্নসিংহাসনে আরোহণ করিয়া হাতেমকে নিজ সমীপে ডাকিলেন। হাতেম তখন উহাকে দেখিবামাত্রই অচেতন হইলেন। মল্কা এতদ্দর্শনে অস্থির হইয়া সিংহাসন হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তাঁহার মুখে জল সেচন করিতে লাগিলেন। পরে হাতেম চৈতন্য প্রাপ্ত হইলে, মল্কাকে স্বীয় মস্তকদেশে দণ্ডায়মানা দেখিয়া পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মল্কা হাতেমকে স্বর্ণময় পর্য্যঙ্কে বসাইয়া স্বয়ং সিংহাসনে উপবেশন করত মধুরালাপে তাঁহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, হাতেম সমুদায়ই বর্ণনা করত বলিলেন যে, আমি তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষী হইয়া এত কষ্ট সহ্য করিয়াছি, এক্ষণে তুমি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার সেই কষ্ট দূর করিয়া আমাকে সুখসাগরে নিমগ্ন কর। ইহা শুনিয়া তাঁহার সহচরীগণ কহিল, মল্কা! হাতেম এমন দেশীয় রাজতনয়, তোমার সৌভাগ্যক্রমে উনি এস্থানে আগমন করিয়াছেন, অতএব উহাঁর মনোরথ পূর্ণ কর। আর তোমার পিতা স্বীয় কর্ম্মফলে নরকে গমন করিয়াছেন, তাঁহার জন্য অনর্থক চিন্তা করিও না। তখন মল্কা শীঘ্র গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অন্তঃপুরে গমন করিল। এদিকে তাঁহার সহচরীগণ বিবাহের উদ্যোগ করিয়া ছয় দিবসাবধি নৃত্যগীত করিতে লাগিল, সপ্তম দিবসে কুলপ্রথামতে হাতেমের সহিত মল্কার বিবাহ দিল।

বৈবাহিক কার্য্য সমাধা হইলে, একদা হাতেম তাঁহার নব-পরিণীতা বধূ মল্কার সহিত অকৃত্রিম প্রগাঢ় দম্পতী প্রণয়ের সুখানুভব করিতেছেন; ইতিমধ্যে মণিরস্বামী তাঁহার স্মরণ পথে পতিত হওয়ায় তিনি

মল্কাকে পরিত্যাগ করত দণ্ডায়মান হইলেন। মল্কা ইহা দেখিয়া ভাবিতে লাগিল, অবশ্য আমার কোন অপরাধ হইয়াছে, নতুবা এরূপ সুখের সময় আমাকে ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইবেন কেন? কিন্তু ইহা কি প্রকারেই বা জিজ্ঞাসা করি, এই বলিয়া সেও নীরব হইয়া রহিল। অনন্তর হাতেম মল্কাকে চিন্তিত দেখিয়া ভাবিলেন, প্রিয়ার চিন্তিতান্তকরণকে নিশ্চিন্ত করা উচিত, অনন্তর বলিলেন, প্রিয়ে! তোমার চিন্তার কারণ কি? চন্দ্রসূর্য্যে কি দোষ আছে? রাজপুত্র মণিরস্বামী হাসনবানুর প্রতি আসক্ত হইয়া তাহার সাতটী প্রশ্ন পূর্ণ করিতে অঙ্গীকার করিলে হাসনবানু বলিল, যে কেহ এই সাত প্রশ্ন পূর্ণ করিতে পারিবে, আমি তাহাকেই পতিত্বে বরণ করিব। অনন্তর হাসনবানু প্রশ্ন বলিলে, মণির স্বামী তাহা পূর্ণ করিতে না পারায় সে উহাকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়, সুতরাং ঐ ব্যক্তি অবমানিত হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে আমার নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত বলিলে, আমার অন্তঃকরণ ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। আমি তখন জগদীশ্বরকে স্মরণ করিয়া তাহার নিমিত্ত কটী বন্ধন পূর্ব্বক তাহার সহিত সাহাবাদে উপস্থিত হইলাম। অনন্তর হাসনবানুর সহিত সাক্ষাৎ করত তাঁহার প্রশ্নোত্তর করিতে অঙ্গীকার করিলাম। পরে মণিরস্বামীকে আমি পান্থশালায় রাখিয়া প্রশ্নানুসন্ধানে বিনির্গত হই। ক্রমে আমি তাহার তিন প্রশ্ন পূর্ণ করিয়া, এক্ষণে চতুর্থ প্রশ্নানুসন্ধানে বহির্গত হওত তোমার রূপলাবণ্যে মোহিত হই। কিন্তু এক্ষণে তোমার প্রণয়সাগরে ভাসমান হওয়ায় আমার সকল চিন্তাই দূর হইয়াছে। আমি তোমাকে লাভ করিয়া যৎপরোনাস্তি সুখী হইলাম। এক্ষণে রাজপুত্র মণিরস্বামীকে আমার স্মরণ হইল, আমি তাঁহার নিকট শপথ করিয়াছি যে, তাঁহার মনোরথ পূর্ণ না করিয়া সংসারসুখে কখনই লিপ্ত হইব না। সুতরাং প্রিয়ে! যখন সেই অনুপায় ব্যক্তি আমার অপেক্ষায় রহিয়াছে, তখন আমি যে এখানে আমোদে প্রবৃত্ত থাকি, ইহা অতিশয় অন্যায়। এই নিমিত্ত আমি সত্বর কোরমাভিমুখে যাইয়া তাহার চতুর্থ প্রশ্নের সংবাদ আনয়ন করিব। তখন মল্কা বলিল, তবে এখন আমাকে কোথায় রাখিয়া যাইবেন? পূর্ব্বে আমি পিত্রালয়ে— ছিলাম, এখন আমায় আর কে রক্ষা করিবে? হাতেম বলিলেন, আমি তোমাকে এমন দেশে আমার পিতার নিকট পাঠাইয়া দিতেছি।

অনন্তর দ্বাদশ দিবস অতীত হইলে, হাতেম আপন পিতাকে সমস্ত বৃত্তান্ত সহ এক পত্র লিখিলেন যে, যদি পরমায়ু থাকে তাহা হইলে আমি এই কার্য্য সমাধা করিয়া আপনার শ্রীচরণ দর্শনে সমর্থ হইব, এবং এই যে মল্কা জররীপোষকে বিবাহ করিয়া পাঠাইতেছি,উহাকে আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক রক্ষা করিবেন।" পত্র সমাপ্ত হইলে হাতেম তাহার উপরে মুদ্রাঙ্কিত (মোহর) করিয়া মল্কাকে (উহা) প্রদান করত বিদায় করিলেন ; মল্কাও সখীগণ সমভিব্যাহারে ধন রত্ন লইয়া এমনাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এদিকে হাতেম বহু দিন পরে এক নগরে উপস্থিত হইয়া তত্রস্থ লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে ব্যক্তি বলিতেছে, "সত্যবাদীর সদাই সুখ সম্মুখে আছে, সে ব্যক্তির নিবাস কোথায়?" তাহারা বলিল, এক বৃদ্ধ বহুদিন হইল আপন দ্বারে এই কথা লিখিয়া রখিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার বাটী কোথায়? তাহারা বলিল, অগ্রে সে এই স্থানে ছিল পরে, যদবধি কোরম নগরে যাইয়া নূতন গৃহ প্রস্তুত করিয়াছে সেই অবধি ঐ গৃহ দ্বারে এই কথা লিখিয়া রাখিয়াছে। সেই কোরম নামক গ্রাম এস্থান হইতে প্রায় নয় ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

অনন্তর হাতেম কোরমাভিমুখে গমন করিলেন। তিনি দিবা তিন প্রহরের সময় কোরমে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, এক বৃহৎ হর্ম্ম্য দ্বারে ঐ কথা লেখা আছে। হাতেম তখন সেই দ্বারে আঘাত করিলে দ্বারীরা দ্বার মুক্ত করত হাতেমকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার নিবাস কোথায়, এবং কি জন্যই বা এ স্থানে আসিয়াছেন? হাতেম বলিলেন সাহাবাদ হইতে এক কর্ম্মের জন্য আমি এখানে আসিয়াছি। তখন দ্বাররক্ষক গৃহস্বামীকে এই সংবাদ প্রদান করিলে তিনি কহিলেন, সে যুবাকে এখানে আনয়ন কর। অনন্তর দ্বারপাল হাতেমকে ভিতরে লইয়া গেলে তিনি দেখিলেন যে এক সুন্দর যুবা উত্তম শয্যাতে বসিয়া আছে, কিন্তু বাস্তবিক ঐ ব্যক্তি বৃদ্ধ হইয়াছেন। হাতেম নমস্কার করিলে, সে ব্যক্তি প্রতিনমস্কার করত গাত্রোত্থান পূর্ব্বক হাতেমকে আলিঙ্গন করিল, এবং সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক উত্তম শয্যায় বসাইয়া ভোজনার্থ খাদ্য ও জল আনাইয়া দিল। হাতেমের ভোজন সমাধা হইলে, সেই বক্তি বলিল, তুমি কোন্ স্থান হইতে কি কর্ম্মের নিমিত্ত

এরূপ পরিশ্রম করিয়া এই স্থানে আসিয়াছ? তুমি ভিন্ন আর এক ব্যক্তি এ স্থানে আসিয়াছিল। হাতেম বলিলেন, মহোদয়! আমি এমনবাসী, সম্প্রতি এক কর্ম্মের জন্য সাহাবাদ হইতে আসিয়াছি, রাজপুত্র মণিরস্বামী, বরজখ বণিকের কন্যা হাসনবান্থর প্রতি আসক্ত হইয়া তাহার সাতটী প্রশ্ন পূর্ণ করিতে অঙ্গীকার করিয়া ছিল; পরে সে প্রশ্ন পূর্ণ করিতে না পারায় বণিককন্যা তাহাকে নগর হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেয়, তখন ঐ ব্যক্তি ক্রন্দন করিতে করিতে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, আমি তাহার সাহায্যার্থে বহির্গত হইয়া ঈশ্বর কৃপায় তিন প্রশ্ন পূর্ণ করিয়াছি এবং চতুর্থ প্রশ্ন এই যাহা আপনার দ্বারদেশে লেখা আছে, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক উহার বিবরণ বলিয়া আমাকে চিরবাধিত করুন। তখন সে ব্যক্তি বলিল, হে এমনবাসী যুবক! তুমি দীর্ঘায়ু হইবে, কারণ তুমি ব্যতীত এমন ব্যক্তি কে আছে যে, পরের জন্য আপনাকে বিপদ সাগরে পতিত করিতে চিন্তিত না হয়? তুমি অদ্য আসিয়াছ, অতএব এখন বিশ্রাম কর, কল্য তোমাকে ইহার সমস্ত বিবরণ বলিব।

অনন্তর হাতেম সমস্ত রাত্রি তথায় যাপন করিয়া শ্রান্তি দূর করিলেন, প্রাতঃকাল উপস্থিত হইলে তিনি ভোজন কার্য্য সমাধা করত উহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে গৃহস্বামী বলিল, হে যুবক! শত বৎসর অতীত হইল আমি এই কোরম দেশে বাস করিতেছি। এক্ষণে আমাকে যেরূপ দেখিতেছ ঐ সময়েও আমি এই অবস্থায় ছিলাম; আর জুয়া খেলা করিয়া আপনার ও সংসারের ভরণপোষণ করিতাম। এক দিন একটীও পয়সা হস্তগত না হওয়ায় রাত্রিকালে চৌর্য্যবৃত্তি করিতে মানস করত চিন্তা করিলাম, যে অন্য ব্যক্তির বাটীতে যাইয়া কি হইবে? রাজবাটিতে যাইলে অধিক অর্থ পাইব। এই বলিয়া রাজবাটীতে গমন করত রজ্জুর সোপান দ্বারা রাজকন্যার শয়নগৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, সকলেই নিদ্রিতাবস্থায় অচেতন প্রায় রহিয়াছে, তখন আমি সুযোগ বিবেচনায় রাজ-কন্যার কণ্ঠ হইতে উজ্জ্বল মাণিক্য অপহরণ করত বাহিরে আসিলাম।

অনন্তর প্রান্তরমধ্যে এক দল চোরের সম্মুখীন হইবামাত্র তাহারা আমাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুই কে? আর কেনই বা এস্থানে আসিয়াছিস্? তখন আমি তাহাদিগকে সত্য কথা বলিলাম

যে, আমি জুয়ারি, অদ্য এক পয়সাও উপার্জ্জন করিতে না পারায় রাজবাটীস্থ রাজকন্যার কণ্ঠ হইতে এক উজ্জ্বল মাণিক্য অপহরণ করিয়া আনিয়াছি, উহা আমার নিকটেই আছে। চোরেরা ঐ মানিক্য আমার হস্ত হইতে কাড়িয়া লইতে ইচ্ছা করিলে, এক ব্যক্তি প্রান্তর-মধ্যে আসিয়া এরূপ ভয়ঙ্কর শব্দ করিল যে, তদ্দ্বারা সমস্ত প্রান্তর কম্পিত হইয়া উঠিল। তখন চোরেরা তাহার ভয়ে পলায়ন করিল, সুতরাং আমি একাকী ভয়ে কাঁপিতে লাগিলাম। সেই ব্যক্তি আমার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? আমি তাঁহাকে সমস্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলে, তিনি কহিলেন, তুমি সত্য কথা বলিলে এজন্য চোরদিগের সমস্ত ধন তোমাকেদিলাম; কিন্তু তুমি আর কখন এরূপ কর্ম্ম করিও না। আমি তাঁহার নিকট শপথ করিয়া বলিলাম যে আর আমি জুয়া খেলিব না। তিনি বলিলেন, তুমি অদ্য হইতে সাত-শত বৎসর জীবিত থাকিবে। পরে আমি ঐ সমস্ত ধন বাটীতে আনিয়া উহার অত্যল্প ভাগদ্বারা এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইলাম। ইহা দেখিয়া আমার শত্রুগণ শান্তিরক্ষককে সংবাদ দিল যে, এ ব্যক্তি দরিদ্র, অতএব কিরূপে এত ধন পাইল যে, সে এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইতেছে। শান্তিরক্ষক এই সংবাদ পাইয়া আমাকে উহা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহাকেও আমি সত্য কথাই বলিলাম। তাহাতে সে আমাকে রাজার নিকটে লইয়া গেল। তখন রাজা আমাকে ঐ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি রাজসম্মুখে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত সত্য বর্ণনা করিলাম। তাহাতে রাজা আমার প্রতি সদয় হইয়া বলিলেন, এ ব্যক্তি সত্যবাদী, অতএব ইহাকে ক্লেশ দিও না। পরে তিনি যে কেবল আমার সমস্ত ধন আমাকেদিলেন, এরূপ নহে, আপনার নিকট হইতেও আমাকে এত ধন দিলেন, যে এপর্য্যন্ত আমি উহা ব্যয় করি-তেছি, তথাপি এখনও সমস্ত শেষ হয় নাই। আর আমি সেই দিবস হইতে জানিলাম যে, এখনও "সত্যবাদীর সদাই সুখ" এই নিমিত্ত উহা আপন দ্বারে লিখিয়া রাখিয়াছি যে, সকলে মিথ্যা কথা ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা সত্য কথা কহে। অতএব হে যুবক! সত্য বল, তুমি কে? হাতেম বলিল, আমি এমনদেশের তয় নামক ভূপতির সন্তান, আমার নাম হাতেম। সে ব্যক্তি ইহা শুনিয়া গাত্রোত্থান করত হাতেমের হস্ত চুম্বন করিয়া সম্মান পূর্ব্বক বলিল, হাতেম ভিন্ন কে এরূপ কার্য্য

করিতে সাহসী হইতে পারে! এই বলিয়া কয়েক দিবস তাঁহাকে আপন বাটিতে রাখিল।

অনন্তর এক দিবস হাতেমকে বলিলেন, বন্ধো! বহু দিবস হইল আমি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছি, এক্ষণে আমাকে বিদায় করুন, এই বলিয়া তিনি গমন করিলেন।

পক্ষীর কথায় হাতেমের জ্ঞান লাভ।

একদা হাতেম ভ্রমণ করিতে করিতে (তাঁহার) নব পরিণীতা প্রণয়িনী মল্কা জররিপোষ নামক সেই সাম আহক্কাদ যাদুকরের কন্যাকে সহসা মনে হওয়াতে, একবার তাহার বদনসুধাকর দর্শন করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত লালায়িত হইলেন। সুতরাং তিনি তখন সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় জন্মভূমী আরব্যদেশের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। অনন্তর তিনি স্বদেশমধ্যে উপস্থিত হওত পথশ্রমে সাতিশয় ক্লান্ত বোধে এক মনোরম সরসীতীরে উপবেশন করিলেন। তথায় কোন এক বৃক্ষশাখায় শুক ও সারিকা বাস করিত। হাতেম তথায় উপস্থিত হইবামাত্র শুক স্থানান্তরে উড়িয়া যাইতে উদ্যত হইল। তখন সারিকা তাহাকে কহিতে লাগিল, নাথ! আমাকে তুমি এখানে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোথায় গমন করিতেছ? শুক কহিল প্রিয়ে! আমি পরোপকারার্থ দেশান্তর ভ্রমণে গমন করিতেছি, তুমি আমাকে তাহাতে কোনমতেই নিবারণ করিও না। সারিকা কহিল, নাথ! কতদিন হইতে তোমার এইরূপ উচ্চধর্ম্ম জ্ঞান জন্মিয়াছে যে, তুমি আমাকে অসহায়ে রাখিয়া পরোপকার ব্রতে কৃত সঙ্কল্প ও দীক্ষিত হওত এখন তীর্থাদি নানাদেশ পর্য্যটনে গমন করিতেছ? শুক কহিল, তুমি স্ত্রীজাতি, তোমার এসকল কথা জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই; যে স্ত্রীজাতির প্রতি প্রত্যয় করে, তাহার দুঃখের আর সীমা থাকে না; এইহেতু বিজ্ঞজনেরা স্বীয় স্ত্রীকেও সর্ব্বদা অবিশ্বাস করেন। হে প্রিয়ে! আমি এক্ষণে পরোপকারে রত আছি, যেহেতু পরকালে আমার স্বর্গবাস হইবে। মনুষ্যই হউক, পশুই হউক, কিম্বা কীট পতঙ্গই হউক, কেহই স্ত্রীলোকের কথা পরিত্যাগ করিতে পারেনা। তাহার প্রমাণ দেখ রাজকুমার হাতেম মণিরস্বামীর নিকট সত্য প্রতিশ্রুত হইয়া

তাহার উপকারের নিমিত্ত সর্ব্বদা ভ্রমণ করিতেছেন, তথাপি তিনি নিজ স্ত্রী জররিপোষের প্রতি স্নেহের উদয় হওয়াতে তাহাকে দেখিবার জন্য স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। কিন্তু প্রিয়ে! আমিত অজ্ঞান নহি যে, তোমার কথায় ধর্ম্মের পথ ভুলিয়া এই স্থানে বাস করিব। এবিষয়ের আর একটী ইতিহাস বলি, শ্রবণ কর।

একদা কোন এক সম্রাট মৃগয়া করিবার নিমিত্ত সসৈন্যে কোন অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন; সেই বনে মৃগ না পাওযাতে তিনি মৃগানুসন্ধান করিতে করিতে দূরতাবশতঃ সঙ্গীগণ পরিত্যক্ত ও পথহারা হইয়া অগত্যা যথেচ্ছা ভ্রমণে অনতিদূরে একটী নগর দেখিতে পাইলেন, নগরমধ্যে উপস্থিত হইয়া পথশ্রম নিবন্ধন ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হওয়াতে জলপান করিবার নিমিত্ত জলাশয় অনুসন্ধান করিতে করিতে কোন এক উদ্যানে উপস্থিত হইলেন, তিনি উদ্যানমধ্যে কিয়ৎকাল বসিয়া রহিলেন। অনন্তর তথা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে কোন এক কূপের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি প্রফুল্ল হৃদয়ে সেই কূপে অবতরণ করিবামাত্রই লৌহ নির্ম্মিত একটী শৃঙ্খল দেখিতে পাইলেন, সেই শৃঙ্খল টানিতে টানিতে একটী সিন্দুক দৃষ্ট হইল। তিনি সেই সিন্দুক চাবিবদ্ধ দেখিয়া ইতস্ততঃ চাবি অনুসন্ধান করিতে করিতে চাবি প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর সিন্দুক খুলিয়া দেখিলেন যে তন্মধ্যে একটী পরম রমণীয়া কন্যা বসিয়া আছে। তিনি সেই কন্যার রূপে মোহিত ও তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে এবং তোমার নিবাসই বা কোথায়? কন্যা কহিল এই নগরে জগৎপতি নামে এক বণিক আছেন, আমি তাঁহারই ভার্য্যা, আমার পতি আমাকে সর্ব্বদা গৃহান্তরে রাখেন এবং যে স্থানে রাখেন, প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে তথায় যাইয়া আমার সহিত কলহ করেন, আমি তাঁহার কথার কোন উত্তর প্রদান করিনা। এইরূপে কিয়দ্দিবস অতীত হইলে এক দিবস তিনি আমাকে এইস্থানে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন; পুনরায় সন্ধ্যাকালে আগমন করিয়া মৎসভিব্যাহারে নিজালয়ে গমন করিলেন, আমি গৃহে যাইয়া রন্ধনাদি সমাপন করিলাম; রন্ধনান্তে উভয়ে ভোজন করিয়া সেই রাত্রি গৃহে যাপন করিলাম। পর দিবস প্রত্যূষে আমাকে তিনি পুনর্ব্বার এই জলমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান করিলেন, তিনি নিত্যই

আমার সহিত এইরূপ ব্যবহার করেন, আমি পৃথিবীতে এরূপ বন্ধু দেখিতে পাই না, যে সে আমাকে এই উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা করে। তখন সেই বাদসাহ তাহাকে শান্ত্বনা করিয়া কিয়ৎকাল তাহার সহিত কৌতুকামোদ করিলেন।

অনন্তর বাদসাহ সেই কন্যাকে কহিলেন, আমি একাকী এই স্থানে আগমন করিয়াছি; এক্ষণে কি প্রকারে তোমাকে লইয়া যাইব। অতএব তোমাকে আমার চিহ্ন স্বরূপ এক অঙ্গুরীয় প্রদান করিতেছি, তুমি ইহা যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিবে; আমি গৃহে যাইয়া লোক প্রেরণ করিব, সেই মনুষ্যকে এই অঙ্গুরী দেখাইবামাত্রই সে তোমাকে লইয়া যাইবে। এই বলিয়া বনিকভার্য্যাকে স্বীয় অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরীয় প্রদান করিলেন। কন্যা অঙ্গুরী পাইয়া কহিল, আপনার এই চিহ্ন আমি কোথায় রাখিব? কারণ আপনার ন্যায় অনেক সম্রাট এইস্থানে আসিয়া প্রতিদিবস আমাকে এই প্রকার সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ দিয়া এক এক চিহ্ন প্রদান করত প্রস্থান করেন, কিন্তু পুনরায় আর আমার অনুসন্ধান করেন না। কন্যা এই বলিয়া সেই চিহ্ন সকল বাহির করিল। বাদসাহ এই সকল দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন; কি আশ্চর্য্য! এই স্ত্রী এইরূপে বন্দীভাবে থাকিয়া ও এরূপ ব্যবহার করে? এই বলিয়া তিনি তাহাকে পুনরায় সিন্ধুক বদ্ধ করতঃ জলমগ্ন করিলেন। অনন্তর নিজালয়ে যাইয়া আপনার স্ত্রীকে ঐ সমুদায় কহিলেন। পরে মন্ত্রী উহা শুনিয়া সম্রাটকে সান্ত্বনাবাক্যে অনেক প্রবোধ প্রদান করিল। শুক তাহার সহধর্ম্মিণীকে এই ইতিহাস বলিয়া কহিল, যে স্ত্রীলোকিকে কখন প্রত্যয় করিবেনা।

হাতেম তাহাদের এই কথোপকথন শুনিয়া আপনাকে অনেক ভৎসনা করিলেন এবং পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে পিতঃ! তুমি আমাকে একার্য্য হইতে নিবৃত্ত কর। অনন্তর মনে মনে চিন্তা করিলেন, যে বহুদিবস পরে স্বীয় নগরে আসিয়া নগরের সমাচার না জানিয়া প্রত্যাগমন করা উচিত নহে; অতএব কোন লোকের নিকট হইতে সংবাদ জানিতে হইবে। হাতেম এই ভাবিয়া বসিয়াআছেন, ইতিমধ্যে এক বৃদ্ধ তথায় উপস্থিত হইলেন; হাতেম বৃদ্ধকে দেখিয়া হর্ষোৎফুল্ল লোচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! এ নগরের নাম কি? বৃদ্ধ কহিল, ইহার নাম ইমননগর।

অনেক দিবস অতীত হইল, এই নগরাধিপতি তয় নামক ভূপতির একমাত্র সন্তান হাতেম, পরোপকারে গমন করিয়াছেন; আপনাকে দেখিয়া আমার এরূপ অনুভব হইতেছে যে, আপনিই সেই রাজতনয় হাতেম। ইহা শুনিয়া হাতেম কহিলেন, আমি হাতেম নহি, আপনি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না, আমি হাতেমের সমভিব্যাহারে অনেক দিবস অতিবাহিত করিয়াছি, তাঁহার অবয়বের সহিত আমার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই। সম্প্রতি তিনি আমাকে গৃহের সংবাদ আনিতে পাঠাইয়া স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন, আমি পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া এই নগরে প্রবেশ করতঃ এইস্থানে বসিয়া শ্রান্তি দূর করিতেছি, ইতাবসরে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া আপনাকে হাতেমের সংবাদ কহিতেছি, তাঁহার পিতাকে তাহার সারিরীক কুশল সংবাদ প্রদান করিয়া পুত্রের জন্য চিন্তা করিতে নিষেধ করিবেন ও কহিবেন, যে তিনি যেন তাঁহার পুত্রবধু জররীপোষকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করেন। সে যেন কোন কষ্ট না পায় এবং হাতেম শীঘ্রই স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন। এই বলিয়া হাতেম তথা হইতে গাত্রোত্থান করতঃ সাহাবাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন। হাতেম দ্বিপক্ষ পরে সাহাবাদে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ মণিরস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করতঃ তাঁহার নিকট আদ্যন্ত সমুদায় বৃত্তান্ত কহিলেন। অনন্তর তথা হইতে হাসনবানুর দ্বারে উপস্থিত হইলেন।

হাতেমকে দেখিয়া দ্বারপাল দ্বারপরিত্যাগ করিলে, হাতেম অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া হাসনবানুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। হাসনবানু হাতেমকে দেখিয়া সংবাদ জিজ্ঞাসা করাতে, হাতেম আদ্যন্ত সমুদয় বর্ণনা করিলেন। হাসনবানু, প্রশ্নপূর্ণে আহ্লাদিত হইয়া, রাজকুমারের বিস্তর প্রশংসা করত (তাঁহাকে) বিশ্রাম করিবার জন্য বিদায়দিলেন। অনন্তর হাতেম মণিরস্বামীর নিকট উপস্থিত হইলে, উভয়ে আহারাদি করিয়া পরম কৌতুকে রজনী যাপন করিলেন। পরদিন প্রত্যুষে হাতেম হাসনবানুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে পঞ্চম প্রশ্নের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, হাসনবানু বলিল, পঞ্চম প্রশ্ন শ্রবণ করুন। কোহেনাদা নামে এক পর্ব্বত আছে, এইপর্ব্বত মনুষ্যের ন্যায় কথা কহে এবং কোন মনুষ্য তাহার নিকট দিয়া যাইলে তাহার নাম ধরিয়া ডাকে, তখন সেও উহাতে গমন

করে, কিন্তু পুনরায় প্রত্যাগমন করে না; ইহারই বৃত্তান্ত আমাকে আনিয়া দিতে হইবে। হাতেম ইহা শুনিয়া হাসনবানুর নিকট বিদায় হইলেন। অনন্তর মনিরস্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নানাপ্রকার প্রবোধবাক্য প্রদান করত পঞ্চম প্রশ্নানুসন্ধানে যাত্রা করিলেন।

হাসনবানুর পঞ্চম প্রশ্ন অন্বেষণে হাতেমের যাত্রা।

হাতেম নিরন্তর গমন করিতে করিতে দূর হইতে একটী রমণীয় গ্রাম দেখিয়া তদভিমুখে গমনকরিলেন। অনন্তর গ্রামস্থিত প্রান্তরে গিয়া দেখিলেন, কতকগুলি মনুষ্য এক মৃতদেহ লইয়া সেই স্থানে বসিয়া আছে। তাহারা হাতমকে দেখিয়া কহিল, মহাশয়! আসুন আসুন। হাতেম তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের এ অবস্থার কারণ কি? শব-রক্ষকগণ বলিল, আমাদের দেশে এরূপ নীতি আছে যে, বালকই হউক, যুবাই হউক, এবং বৃদ্ধই বা হউক না কেন, মৃত্যু হইলেই এই প্রান্তরে আনয়ন করি ও এই স্থানে খাদ্যদ্রব্য ও প্রস্তুত করাইয়া রাখি; যত দিবস কোন অতিথি না আইসে, আপনারা অনাহারে এইস্থানে থাকি; কিন্তু সপ্তাহ অতীত হইল, আমরা অতিথি বিহনে এই স্থানে বাস করিতেছি; যদ্যপি আপনি আগমন করিয়াছেন, কৃপাপূর্ব্বক কিছু ভোজন করিয়া আমাদের প্রাণ রক্ষা করুন। এই বলিয়া সকলে মৃতদেহ দাহ করত স্নান করিল। হাতেম খাদ্য লইয়া সকলকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রদান করতঃ আপনিও যৎকিঞ্চিৎ ভোজন করিলেন। অনন্তর তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যদ্যপি সপ্ত দিবস অতীত হইয়া গেলেও অতিথি না আইসে,তাহা হইলে তোমরা কিরূপে অবস্থান কর। শবদাহকারীগণ কহিল,এক পক্ষ অতীত হইলেই শব হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হয়; সুতরাং মাসাবধি অনাহারে থাকিয়া কালাতিপাত করি, ইত্যবসরে অতিথি না আসিলে মৃত শরীর পরিত্যাগ করিয়া স্বগৃহে প্রস্থান করি। অনন্তর ছয়মাসাবধি দিবাভাগে অনশনে থাকিয়া রজনীতে ভোজন করিয়া থাকি। হাতেম পুনরায় বলিলেন, যদি ইতিমধ্যে কাহারও মৃ-

হয়, তাহা হইলে আপনারা কিরূপ নিয়মে দিনাতিপাত করেন? ব্যক্তিগণ কহিল, পুনর্ব্বার এইরূপ করিতে হয়, ও অধিক দুঃখিত ও কাতর হৃদয়ে বর্ষাবধি অশুচি থাকিতে হয়। হাতেম এই সকল শুনিয়া সম্যক্‌প্রকারে তাহাদের রীতি নীতি জানিতে পারিলেন। অনন্তর তাহাদের মধ্যে একজন মাননীয় ব্যক্তি হাতেমকে কহিল, অদ্য আপনাকে আমার বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইবে। হাতেম ইহাতে স্বীকৃত হইয়া তাহাদের সহিত গমন করিলেন এবং তিন দিবস তথায় অতিবাহিত করিয়া চতুর্থ দিবসে বিদায় প্রার্থনা করায় তাহারা কহিল, মহাশয়! কোথায় যাইবেন? হাতেম কহিল, কোহেনাদা পর্ব্বতের অনুসন্ধানে গমন করিব, যদ্যপি আপনাদের মধ্যে কেহ তাহার সংবাদ জানেন আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক বলুন? অনন্তর সেই অতিথিসেবকগণ কহিল, মহাশয়! কোহেনাদা কখন দেখি নাই, কিন্তু শ্রুত আছি যে, উহা দক্ষিণে অবস্থিত। ইহা শুনিয়া হাতেম তথা হইতে বিদায় হইলেন।

হাতেমের হিন্দুস্থানে গমন।

কিয়দ্দিবস অতীত হইলে, হাতেম একটী গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তত্রস্থ ব্যক্তিগণ হাতেমকে সঙ্গে করিয়া তাহাদের আলয়ে উপস্থিত হইল, এবং নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করতঃ তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া সবিনয়ে কহিল, হে ভদ্র! ইহা অতি সুমিষ্ট মাংস, বোধ হয় আপনি এরূপ মাংস কখন ভক্ষণ করেন নাই, অতএব ইহা ভক্ষণ করিয়া আমাদিগকে সুখসাগরে নিমগ্ন করুন। ইহা শুনিয়া হাতেম কহিলেন, মৃগ, পক্ষী প্রভৃতি নানাপ্রকার মাংস ভোজন করিয়াছি, কিন্তু ইহা কোন প্রাণীর মাংস, তাহা বলিয়া আমার কৌতূহলাক্রান্ত অন্তঃকরণকে সুখী কর? অতিথিসেবকগণ কহিল, ইহা মনুষ্যমাংস। হাতেম ইহাতে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, ইহারা রাক্ষস হইবে, নতুবা মনুষ্য মাংসে এত অভিলাষ কেন? অতএব ইহাদের মুখাবলোকন করা উচিত নহে। এই ভাবিয়া কহিলেন, তোমরা মনুষ্য মাংস কি প্রকারে প্রাপ্ত হইয়াছ? ইহা শুনিয়া মনুষ্য ভোজীগণ কহিল, যাহার আলয়ে রোগী থাকে, তাহারা সেই রোগীর মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহাকে বিনাশ করতঃ সেই মাংস প্রতিবাসীমধ্যে বণ্টন করিয়া অবশিষ্ট ভাগ আপনারা

ভক্ষণ করে; ইতিমধ্যে অতিথি আসিলে তাহাকেও কিঞ্চিৎ প্রদান করা হয়, অতএব হে মহাশয়! আপনি নিঃসংশয়ে ইহা ভোজন করুন। হাতেম কহিলেন, ইহাতে আমার কোন প্রতিবন্ধক নাই, কিন্তু দিবা প্রায় অবসান, অতএব ঈশ্বরোপাসনা করিয়া রাত্রিকালে ভোজন করিব। এই বলিয়া তিনি অন্যান্য বিষয়ের কথোপকথন করিতে লাগিলেন। অনন্তর দিনমণি অস্তাচলগামী হইলে, তাহারা স্ব স্ব গৃহে প্রবেশ করিল। এই অবসরে হাতেম দ্রুতবেগে তথা হইতে প্রস্থান ও মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে এই নিমিত্তই এই স্থানে কবরের স্থান নাই; বোধ হয় ইহারই নাম হিন্দুস্থান। হাতেম এইরূপ নানা বিষয়ে চিন্তাকুল হইয়া গমন করিতে করিতে দেখিলেন, কোনস্থানে কতকগুলি লোক একটী মৃতদেহ দাহ করিতেছে ও একটী স্ত্রী সেই মৃতদেহের সহিত চিতানলে জীবন সমর্পণ করিতেছে। ইহা দেখিয়া হাতেম অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিলেন, যে এই পাপাত্মাদের মুখাবলোকন করা অনুচিত। হাতেম এই বলিয়া গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর অন্য এক নগরে উপস্থিত হইয়া ক্ষুধা তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর হওত এক গৃহস্থের নিকট জল প্রার্থনা করাতে, গৃহস্থ অতিথি দেখিয়া সমাদর পূর্ব্বক মিষ্টান্ন ও দুগ্ধ প্রদান করিলেন, হাতেম তৎসমুদয় ভোজন করতঃ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর গৃহস্থগণ হাতেমকে কহিল, হে মহাশয়! এই নগরে কিয়দ্দিবস বাস করুন, আমরা সকলে মিলিয়া আপনার সেবা করিব। ইহা শুনিয়া হাতেম কহিলেন, তাহাতে আমার কোন প্রতিবন্ধক নাই, কিন্তু তোমাদের দেশে আসিয়া এক অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখিলাম যে, মৃতদেহের সহিত জীবিতা স্ত্রীকেও দগ্ধ করে, ইহার কারণ আমি সবিশেষ জানিতে ইচ্ছা করি? তাহারা কহিল, যে, যে নারী বৈধব্য যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য স্বীয় স্বামীর চিতানলে জীবন ত্যাগে একান্ত অভিলাষী হয়, তাহাকে দাহ করার প্রথা আছে, নতুবা বলপূর্ব্বক দাহ করিবার প্রথা নাই। আপনি কিয়দ্দিবস এই স্থানে বাস করিলে সমুদয় সম্যক্প্রকারে জানিতে পারিবেন।

অনন্তর কিয়দ্দিবস অতীত হইলে, এক দিবস সেই গ্রামস্থ এক প্রধান ব্যক্তি পীড়াতে নিতান্ত কাতর হইয়া, চারি স্ত্রী তিনটী কন্যা ও সাতটী পুত্র রাখিয়া মৃত্যুমুখে উপস্থিত হইলে, তাঁহার স্ত্রীগণ সহমৃতা হইবে এই

কথা নগর মধ্যে ঘোষণা হইল। গৃহস্থগণ ইহা শুনিয়া হাতেমকে সঙ্গে লইয়া দাহ স্থানে উপস্থিত হইলে; হাতেম সেই নারীগণকে পতিশোকে নিতান্ত কাতরা এবং চিতাশায়িনী হইতে প্রস্তুত দেখিয়া নিরস্ত করিবার জন্য বুঝাইতে লাগিলেন। তাহাতে সেই স্ত্রীগণ কহিল, মহাশয়! আমাদের পতি, জীবন পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন, তাঁহার দেহে ও আমাদিগের শরীরে প্রভেদ কি? সুতরাং প্রাণহীন দেহ অতি অল্পকাল স্থায়ী। প্রাণস্বরূপ আমাদিগের পতি বিহনে এখন আমাদিগের দেহ প্রাণ শূন্য-মৃতপ্রায়, এজন্য আমরা এখন তাঁহার সহিত গমন করিতেছি। ইহা শুনিয়া হাতেম তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, এবং হিন্দুস্থানের আচরণ অত্যন্ত ভাল, এই ভাবিতে ভাবিতে দুঃখান্তকরণে গমন করিতে লাগিলেন।

হাতেম অবিশ্রান্ত গমন করিতে করিতে কোন এক পল্লীমধ্যে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যে কয়েক লোক একটী মৃতা নারী লইয়া বিলাপ করিতেছে এবং তন্মধ্যস্থ একটী ব্যক্তিকে সেই নারীর সহিত কবর মধ্যে প্রবেশ করিতে বারম্বার অনুরোধ করিতেছে, তাহাতে সেই পুরুষ প্রাণভয়ে ক্রন্দন করত করুণস্বরে অনুরোধকারীগণকে নিষেধ করিতেছে। হাতেম এই সকল দেখিয়া সবিনয়ে তাহাদিগকে বলিলেন, অনর্থক একটী জীবের প্রাণসংহার করিতে উদ্যত হইবার কারণ কি? ইহা শুনিয়া সেই ব্যক্তিগণ কহিল, স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যাহারই অগ্রে মৃত্যু হউক না কেন, উভয়কেই একত্রে কবরে নিক্ষেপ করিতে হয়, ইহাই আমাদিগের দেশ ব্যবহার; এক্ষণে অগ্রে উহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে, এই নিমিত্ত উহাকে উহার স্ত্রীর সহিত গমন করিতে হইবে। হাতেম ইহা শুনিয়া সেই বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে কহিল, ভ্রাত! এরূপ হইবার কারণ কি? ইহা শুনিয়া সে ব্যক্তি কহিল, আমি এই গ্রামে বিবাহ করিয়া এই বিপদসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। হাতেম কহিলেন, এই গ্রামের প্রধান কে? সে ব্যক্তি কহিল, ঐ দণ্ডয়মান রহিয়াছেন। হাতেম তাঁহাকে কহিল, মহাশয়! আপনাদের এ কি নিয়ম, যে মৃতব্যক্তির সহিত জীবিত ব্যক্তি কবর মধ্যে গমন করিবে? ইহা শুনিয়া তিনি কহিলেন, প্রথমে যখন এই ব্যক্তি এই গ্রামে বিবাহ করিতে আসিয়াছিল, তখন ঐ কন্যার পিতা আমাকে এ বিষয় কহিলে, আমি উহাদের স্ত্রীপুরুষ উভয়কে ডাকিয়া এই দেশীয় সমুদয় রীতি কহিয়াছিলাম, তাহাতে উহারা

সম্মত হওয়াতে বিবাহ সমাধা হইল। এই ব্যক্তি বহুকালাবধি এই গ্রামে বাস করিয়া এইরূপ ঘটনা বিস্তর দেখিয়া আসিতেছে, এক্ষণে অস্বীকৃত হইবার কারণ কি? জীবিতাবস্থায় স্ত্রীর সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়াছে, মৃতাবস্থায় অবশ্যই স্ত্রীর সহিত কবরে প্রবেশ করিতে হইবে। ইহা শুনিয়া হাতেম বলিলেন, শরণাগতের প্রাণ-নাশ করিলে ঈশ্বরের নিকট দোষী হইতে হয়। প্রধান ব্যক্তি কহিল, সে যাহাহউক না কেন, আমি দেশের রীতি অমান্য করিব না, উহাকে অবশ্যই কবর মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। ইহা শুনিয়া হাতেম দুঃখান্তকরণে বিপদাপন্ন ব্যক্তির নিকটে যাইয়া তাহাকে বলিলেন, তুমি এদেশের রীতি জানিয়াও কি প্রকারে এ স্থানে বিবাহ করিয়াছ? পূর্ব্বে স্বীকৃত হইয়া এক্ষণে রোদন করিলে কি হইবে? সকলের নিকটে গিয়া বল, আমি তোমাদের নিয়ম অমান্য করিব না, অবশ্যই কবরমধ্যে প্রবেশ করিব, কিন্তু কবরমধ্যে বায়ু সঞ্চারের নিমিত্ত একটী ছিদ্র রাখিতে হইবে। পরে তাহারা সকলে স্বীকৃত হইয়া রীতিপূর্ব্বক তাহাকে কবরে নিক্ষেপ করত, তিন দিবসাবধি সেই স্থানে তাহাকে রক্ষা ও চতুর্থ দিবসে সকলে নিজ নিজ গৃহে গমন করিল।

অনন্তর হাতেম কবরস্থ ছিদ্র সমীপে যাইয়া তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত যাইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে সেই কবরস্থ ব্যক্তি ক্ষীণস্বরে উত্তর প্রদান করিল। তখন হাতেম ঐ ছিদ্র ভাঙ্গিয়া কবরে প্রবেশ করত তাহাকে বাহিরে আনিয়া দেখিলেন, যে সে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হইয়া অচৈতন্যাবস্থায় রহিয়াছে। অতঃপর হাতেমের নিকট যে খাদ্যদ্রব্য ছিল, তাহা তাহাকে ভোজন ও জলপান করাইলে সে ব্যক্তি চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া হাতেমকে ধন্যবাদ প্রদান করিল। অনন্তর হাতেম কহিলেন, আর এস্থানে বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। এই বলিয়া তাহাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। গমন করিতে করিতে অন্য এক গ্রামে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিলেন, তোমার আর কোন ভয় নাই, এই স্থানে কিয়ৎক্ষণ শ্রান্তি দূর কর, পরে স্বদেশে গমন করিবে, কিন্তু বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করিও। এই বলিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া হাতেম স্বকার্য্য সাধনে গমন করিতে লাগিলেন।

হাতেমের দিক্ ভ্রমণে জন্তু বিনাশ।

হাতেম কিয়দ্দুর গমন করত দুই দিকে দুইটী পথ দেখিতে পাইয়া কোন পথে যাইবেন, চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর কোন পথে গমন করিতে করিতে, হস্তী, ভল্লুক, প্রভৃতি জন্তুগণ প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছে দেখিয়া, বিপদাশঙ্কায় এক বৃক্ষোপরি আরোহণ করিলেন। হাতেম তখন প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ দর্শন করিতে করিতে এক ভয়ানক জন্তু দেখিতে পাইলেন। সে তাহার মস্তকোপরি লাঙ্গুল উত্তোলন করতঃ বিপরীত গর্জ্জন করিতে করিতে সেই বৃক্ষতলে উপস্থিত হইল। হাতেম বৃক্ষতলে জন্তু দেখিয়া প্রাণভয়ে ঈশ্বরের পদ ধ্যান করতঃ হস্তে তরবারি গ্রহণ পূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই জন্তু বৃক্ষোপরি হাতেমকে দেখিয়া (তাঁহাকে) ধরিবার নিমিত্ত লম্ফ প্রদান করিলে, তিনি তরবারি দ্বারা তাহার হস্ত পদ কর্ত্তন করিলেন। অনন্তর সেই জন্তু হস্তপদ ছেদনে যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পুনরায় দ্বিগুন বেগে লম্ফ প্রদান করিল। তখন হাতেম তরবারী আঘাতে তাহাকে ভূতলশায়ী করিলে, উহার মলমূত্র লাগিয়া ঐ বৃক্ষ জ্বলিয়া উঠিল, তথাপি উহার প্রাণ নষ্ট হইল না। হাতেম এই বিস্ময়জনক ব্যাপার দর্শনে ভীত হইয়া বৃক্ষ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ঐ জন্তুর কর্ণ ও লাঙ্গুল লইয়া প্রস্থান করিলেন। যাইতে যাইতে অদূরে একটা নগর দৃষ্ট হইল, হাতেম নগর মধ্যে গেলেন, কিন্তু একটীও মনুষ্য দৃষ্ট না হওয়াতে তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, এই নগরে অবশ্য কোন দুর্ঘটনা হইয়াছে। এইরূপ চিন্তান্বিত হইয়া তিনি ক্রমশঃ অগ্রসর হওত এক দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় নানাবিধ অলঙ্কার ও মণি মাণিক্য দেখিলেন। কিন্তু মনুষ্য দেখিতে পাইলেন না।

এইরূপে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে হাতেম একটী গৃহে পাচটী মনুষ্য দেখিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা কি জন্য এই ঘরে বসিয়া আছ? ইহা শুনিয়া তন্মধ্যস্থ একব্যক্তি সবিনয়ে কহিল, তুমি কে, এবং কি জন্যেই বা এই স্থানে আগমন করিয়াছ? হাতেম কহিলেন, ইমন সহরে আমার বাসস্থান, আমি কোহেনাদা পর্ব্বতের সংবাদ আনিতে গমন করিতেছি, ইতিমধ্যে সম্মুখে এই নগর দেখিয়া বিশ্রামার্থ প্রবেশ করিয়াছি, কিন্তু আশ্চর্য্য! একটীও প্রাণী দেখিতে না পাইয়া

ভ্রমন, করিতে করিতে. এই দুর্গ মধ্যে উপস্থিত আপনাদের পাঁচজনকে দেখিতে পাইলাম, ইহার কারণ বলিয়া আমার কৌতূহলান্তকরণকে সুখী করুন? ইহা শুনিয়া সে ব্যক্তি কহিল, আমি এই দেশের সম্রাট। এক অতি ভয়ানক ও দীর্ঘকায় জন্তু এই নগরকে শ্রীভ্রষ্ট ও প্রাণীশূন্য করিয়াছে, কেবল আমাকে ও আমার স্ত্রীপুত্রগণকে এই দুর্গের দুর্ভেদ্য ও অনতিক্রমনীয় প্রাচীর থাকাতে, বধ করিতে পারে নাই। যদ্যপি সংসারের মায়া পরিত্যাগ করিয়া গমন করি, তাহা হইলে এই নগর এককালে উচ্ছিন্ন হইবে; এই হেতু কেবল ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া এই স্থানে বাস করিতেছি; তাঁহার কৃপাবলে এই বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারিব। তখন হাতেম কহিলেন, আপনারা ঈশ্বর কৃপায় বিপদ শূন্য হইয়াছেন, আমি সেই ভয়ানক জন্তুকে বধ করিয়া নিদর্শন স্বরূপ তাহার লাঙ্গুল ও কর্ণ আনিয়াছি, এই বলিয়া উহা তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন। তদ্দর্শনে সেই ভূপতি হাতেমকে ধন্যবাদ দিয়া নানাবিধ সুখাদ্য ভোজন করাইলেন। অনন্তর হাতেম ভূপতিকে সমাদর পূর্ব্বক কহিলেন যে, দেশমধ্যে একথা প্রচার করাইয়া দিউন। ইহা শুনিয়া ভূপতি স্বীয় পুত্রকে ঘোষণার্থে প্রেরণ করিলেন। প্রজাগণ এই কথা শুনিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল। তখন সেই নগর পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা ধারণ করাতে ভূপতির মনে সুখের আর সীমা রহিল না। অনন্তর হাতেম সম্রাটকে কহিলেন, আমি এক্ষণে কোহেনাদা পর্ব্বতে গমন করিব। ইহা শুনিয়া নরপতি বলিলেন, কোহেনাদা পর্ব্বত এদিকে নহে, আপনি দিগভ্রম বশতঃ এই স্থানে আসিয়াছেন। আমি এক দূত প্রেরণ করিতেছি, আপনি তাহার সঙ্গে নির্ব্বিঘ্নে কোহেনাদা পর্ব্বতে উপস্থিত হইবেন, এই বলিয়া এক দূত প্রদান করিলেন। হাতেম বিদায় লইয়া সেই দূত সমভিব্যাহারে কোহেনাদাভিমুখে গমন করিতে করিতে দুইদিকে দুইটী পথ দেখিয়া, তথা হইতে দূতকে বিদায় করতঃ আপনি দক্ষিণ পথে গমন করিলেন।

অনন্তর দ্বিপক্ষ মধ্যে কোহেনাদা নগরে উপস্থিত হইয়া তথায় কিয়দ্দিবস বাস করিলেন। পরে এক দিবস কতকগুলি লোককে কথোপকথন করিতে দেখিয়া হাতেম তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোহেনাদা পর্ব্বত কোন্‌স্থানে অবস্থিত? তাহারা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক দেখাইয়া কহিল, আমরা উহার সবিশেষ কারণ জানি না, কেবল এই

মাত্র কহিতে পারি যে, যে মনুষ্য উহার নিকট দিয়া গমন করে, ঐ পর্ব্বত তাহার নাম ধারণ পূর্ব্বক আহ্বান করিলে, সেই ব্যক্তি অবাক্ হইয়া পর্ব্বতোপরি আরোহণ করে, কিন্তু আর প্রত্যাগমন করে না। এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইতিমধ্যে সেই স্থানে হাঁসনি নামে এক ব্যক্তি উপস্থিত হইলে, সেই পর্ব্বত তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল, তখন হাঁসনি বোবার ন্যায় সেই পর্ব্বতোপরি আহোরণ করিল। তাহার সমভিব্যাহারীগণ এই ব্যাপার দর্শন করত হাঁসনির গৃহে যাইয়া এই সংবাদ প্রদান করিলে, তাহার আত্মীয়গণ ব্যাকুলহৃদয়ে পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়া নানাপ্রকারে হাঁসনিকে বুঝাইতে লাগিল, কিন্তু তাহা কোন ফলপ্রদ হইল না। তখন হাতেম হাঁসনির হস্ত ধারণ করিলে, হাঁসনি বলপূর্ব্বক হাতেমের হস্ত ছাড়াইয়া গমন করিতে লাগিল। তখন তাহার আত্মীয়গণ সেই পর্ব্বতের পূজা করিয়া স্ব স্ব গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া হাতেম দুঃখিতান্তকরণে রোদন করিতে করিতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তাহার আত্মীয়গণকে কহিলেন, তোমরা কি কারণে পর্ব্বতের পূজা করতঃ প্রত্যাগমন করিতেছ? তাহারা কহিল, আমরা ইহার বৃত্তান্ত সবিশেষ অবগত নহি, কিন্তু তুমি কি জন্য রোদন করিতেছ? হাতেম কহিলেন হাঁসনির জন্য রোদন করিতেছি। ইহা শুনিয়া তাহারা কহিল, রোদন সম্বরণ ও ধৈর্য্যাবলম্বন কর, নতুবা আমা-দের প্রধান ব্যক্তি শুনিলে তোমার অবমাননা করিবে ও তুমি অত্যন্ত দুঃখ পাইবে। ইহা শুনিয়া হাতেম দুঃখিতান্তকরণে প্রত্যাগমন করতঃ এক রমণীয় স্থানে অহোরাত্রি ঈশ্বরকে স্মরণ করত কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। নগরবাসীগণের সহিত হাতেমের প্রণয় হওয়াতে, তিনি পরম সুখে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়দ্দিবস অতি-বাহিত হইলে, নগরমধ্যে জনরব হইল যে, এক ব্যক্তিকে পর্ব্বত আহ্বান করাতে সে পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়াছে। ইহা শুনিয়া তাহার আত্মীয়গণ দ্রুতবেগে যাইয়া পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিল, হাতেম ও তাহাদের পশ্চাদ্ভাগে গমন করিতে করিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, গতবারে হাসনিকে নানা প্রকারে বুঝাইলাম, কিন্তু সে কিছুই বলিল না; ইহাকে জিজ্ঞাসা করিলে এ সমুদায়ই কহিবে। তখন হাতেম তাহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, তুমি কোথা যাইতেছ? সে ব্যক্তি কোন উত্তর প্রদান করিল না। ফলতঃ সে হাতেমের হস্ত ছাড়াইয়া দ্রুতবেগে

পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিল। তাহার আত্মীয়গণ ইহা দেখিয়া পর্ব্বতকে যথাবিধি পুজা করত গ্রামাভিমুখে গমন করিল। হাতেম এতদ্দর্শনে নিশ্চয় করিলেন যে, এ দেশের এইরূপ নিয়ম, কিন্তু পর্ব্বতোপরি এরূপ কি দ্রব্য আছে, যদ্দ্বারা এই ঘটনা উপস্থিত হয়, ও এই সকল ব্যক্তি কোন্ স্থানে গমন করে, এবং ইহাদের অবস্থাই বা কি হইবে, এই সকল বৃত্তান্ত জানা আবশ্যক; নতুবা হাসনবানু জিজ্ঞাসা করিলে কি উত্তর প্রদান করিব? এইরূপ চিন্তাকুল হইয়া তিনি গ্রামে প্রবেশ করিলেন। পরে ছয় মাস কাল তথায় অতিবাহিত করিয়া দেখিলেন যে, দ্বাদশ ব্যক্তির এই অবস্থা হইল। হাতেম গ্রামস্থ সমুদায় লোককে ইহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই কোন উত্তর প্রদান না করাতে, তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, যদ্যপি আমি যাবজ্জীবন এই স্থানে বাস করি, তথাপিও ইহার বৃত্তান্ত জানিতে পারিব না, এবং রাজপুত্র মণিরস্বামীকে আশ্বাস প্রদান করিয়া আসিয়াছি, সে ব্যক্তি আমার অপেক্ষায় থাকিয়া নিশ্চই প্রাণত্যাগ করিবে, ইহারই বা কি উপায় করি? অতএব এইবারে যাহাকে পর্ব্বত আহ্বান করিবে, আমি তাহারই সহিত গমন করিব, পরে অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই ঘটিবে। যদ্যপি মৃত্যু আমাকে আলিঙ্গন করে, তাহাতে ভয় কি? বরং পরোপকার হেতু আমার স্বর্গলাভ হইবে। এই বলিয়া তিনি নিশ্চিন্ত মনে তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

হাতেমের পর্ব্বত নির্ণয় করিতে যাত্রা।

অতঃপর সেই গ্রামস্থ জাম নামক এক ব্যক্তির সহিত হাতেমের অতিশয় বন্ধুত্ব হইয়াছিল। এক দিবস সে হাতেমের সহিত কথোপকথন করিতেছে, ইতিমধ্যে পর্ব্বত হইতে জাম শব্দ উত্থিত হওয়াতে, ঐ ব্যক্তি দ্রুতবেগে পর্ব্বতাভিমুখে গমন করিল। তখন হাতেম ও উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত উহাকে নানা প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পরে তাহার হস্ত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। তাহাতে সে ব্যক্তি বলপূর্ব্বক হাতেমের হস্ত ছাড়াইয়া পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিল। হাতেম বন্ধু বিরহে কাতর হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, এ ব্যক্তি আমার পরম বন্ধু,

কিরূপে ইহাকে ত্যাগ করিয়া আমি একাকী বাস করিব, উহার সহিত আমার অবশ্য গমন করাই কর্ত্তব্য ; পরে অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হইবে। হাতেম এই বলিয়া স্বীয় কটীদেশের পটুকা তাহার কটী দেশের সহিত এরূপ দৃঢ়বদ্ধ করিলেন যে, সে সবলে টানিয়াও তাহা খুলিতে পারিল না, এবং অবশেষে দ্রুতবেগে দৌড়াইতে আরম্ভ করিলে, হাতেমের শরীর ভূমিতে লুণ্ঠিত ও ক্ষত বিক্ষত হইয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। এইরূপ অবস্থায় পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়া কিয়দ্দুর গমন করিলে জামের পটুকা খুলিয়া গেল। হাতেম ইহা দেখিয়া তাহার পশ্চাদ্গমন করিতে করিতে দেখিলেন যে, সমুদায় পর্ব্বত বৃক্ষশূন্য, কেবল দূর্ব্বাদলে পরিপূর্ণ। অনন্তর কিয়দ্দুর গমন করিয়া দেখিলেন যে, একটী দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল, জাম তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন হাতেম ও তাহার সহিত গমন করিলেন। পরে কিয়দ্দুর গমন করিয়া হরিদ্বর্ণের পাঁচহস্ত পরিমিত এক খণ্ড ভূমি দেখিলেন। সেই মৃত্তিকোৎপন্ন দূর্ব্বাদল সমূহও হরিদ্বর্ণ, জাম তথায় যাইয়া শয়ন করিল, ও ক্ষণবিলম্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। হাতেম বন্ধু বিরহে কাতর হইয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই ভূমিখণ্ড বিদীর্ণ হইয়া দ্বিভাগ হইল, জাম তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। হাতেম এতদ্দর্শনে ক্ষুব্ধ হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, যে বন্ধু আমার দুঃখে দুঃখী ও আমার সুখে যাহার সুখানুভব হইত, যদ্যপি তাহার মৃত্যু হইল, তবে আমার এ জীবনে কোন প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া তিনি জামের সহিত সেই বিদীর্ণ ভূমি মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে, কে যেন বলিয়া উঠিল, হাতেম! তুমি এ ইচ্ছা হইতে ক্ষান্ত হও, অবিবেচকের ন্যায় কার্য্য করিও না ; কারণ তুমি মণিরস্বামীর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকায় সে ব্যক্তি তোমার আগমন পথ প্রতীক্ষা করিয়া আছে, তুমি উপস্থিত না হইলে, নিশ্চয়ই তাহার প্রাণত্যাগ হইবে এবং তোমাকে এই পাপ হেতু ঈশ্বরের নিকট দোষী হইতে হইবে ; অতএব এই ইচ্ছা পরিত্যাগ কর। হাতেম ইহা শুনিয়া ক্ষান্ত হইলেন। দেখিতে দেখিতে সেই স্থান পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল। হাতেম এতদ্দর্শনে স্থির করিলেন যে, যে সকল মনুষ্যকে পর্ব্বত আহ্বান করে, তাহারা এইরূপে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এবং ঈশ্বর এই পর্ব্বতকে মনুষ্যগণের এক প্রকার মৃত্যুর উপায় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

অনন্তর হাতেম তথা হইতে কাতরহৃদয়ে প্রস্থান করিতে করিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই পর্ব্বতের সমস্ত সমাচার জ্ঞাত হইলাম, অতএব এস্থানে আর বিলম্ব করা উচিত নহে। অতঃপর গ্রামে যাইয়া সমস্ত লোককে এই সকল সংবাদ কহিলে, তাহারা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইবে। এই বলিয়া তিনি পুনর্ব্বার সেই দ্বারান্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সমস্ত দিবস অনুসন্ধান করিয়াও তাহা প্রাপ্ত হইলেন না। এইরূপে সাত দিবস অতিবাহিত হইল, কিন্তু দ্বার প্রাপ্ত হইলেন না। তখন হাতেম ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া অনবরত ভ্রমণ করিতে করিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, বোধ হয় মৃত্যু আমাকে এই স্থানে আনিয়াছে, নতুবা দ্বার প্রাপ্ত হইতেছি না কেন এবং বোধ হয় যে, যাবজ্জীবন এইরূপে ভ্রমণ করিলেও দ্বারানুসন্ধান করিতে পারিব না, ও অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হইব। এ বিপদ হইতে ঈশ্বর ভিন্ন আর কে রক্ষা করিবে? এই বলিয়া তিনি ঈশ্বরারাধনায় নিযুক্ত হইলেন।

এদিকে জামের আত্মীয়গণ, হাতেমের পর্ব্বতোপরি গমন বার্ত্তা গ্রাম মধ্যে কহিতে লাগিল, তথাকার সম্রাট এই সংবাদ পাইয়া তাহাদিগকে ধরিয়া আনাইয়া কারাগারে বন্দী করত বলিলেন, তোরা এ বিষয় জানিয়াও কি হেতু তাহাকে নিবারণ করিলি না? অতএব তোদের ইহার সমুচিত ফল ভোগ করিতে হইবে। ইহা শুনিয়া ধৃত ব্যক্তিগণ কহিল, রাজন্! তাঁহাকে আমরা বারম্বার নিষেধ করিলাম, কিন্তু তিনি আমাদের নিষেধ বাক্য না শুনিয়া জামের সহিত গমন করিলেন, ইহাতে আমাদের দোষ কি? আপনি আমাদিগকে যে শাস্তি প্রদান করিবেন, তাহাই অম্লানবদনে সহ্য করিতে হইবে। ইহা শুনিয়া ভূপতির মনে দয়ার সঞ্চার হইলে, তিনি তাহাদিগকে কারামুক্ত করিতে অনুমতি দিলেন, তাহারা মুক্তি পাইয়া নিজালয়ে গমন করিল।

এখানে হাতেম ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া শীর্ণ কলেবরে ভ্রমণ করিতে করিতে এক নদীতীরে উপস্থিত হইলেন এবং তাহার জল পান করিয়া সুস্থ হইলেন। অনন্তর চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কিরূপে এই নদী পার হইব? বোধ হয়, ঈশ্বর আমার মৃত্যুর কারণ এই স্থানে আমাকে আনাইয়াছেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, একখানি নৌকা তাঁহার নিকটে আসিল। হাতেম ঐ নৌকায় আরোহণ করিয়া দেখিলেন, নৌকায় মনুষ্য নাই, কিন্তু এক পাত্রে

বস্ত্রাচ্ছাদিত খাদ্য রহিয়াছে। তিনি তাহা খুলিয়া পুনরায় আচ্ছাদন করিলেন, এবং মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, এই খাদ্য নাবিকগণ সঞ্চয় করিয়া কোন কার্য্যে গমন করিয়াছে; নৌকা বায়ুভরে এদিকে উপস্থিত হইল, অতএব এই খাদ্য অপর ব্যক্তির সঞ্চিত, ইহা আমার ভক্ষণ করিবার অধিকার নাই। এই বলিয়া তিনি নৌকায় বসিয়া রহিলেন। নৌকা বায়ুভরে আপনি চলিতে লাগিল। হাতেম সেই নদীর অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করিলে, এক মনুষ্য জল হইতে উঠিয়া কহিল, হে হাতেম! ঈশ্বর তোমার জন্য এই খাদ্য প্রেরণ করিয়াছেন, তুমি উহা নিশ্চিন্ত মনে ভক্ষণ কর। হাতেম ইহা শুনিয়া আহ্লাদিতান্তঃ-করণে উহা ভোজন করিলেন। নৌকা তিন দিবস পরে তীরে লাগিলে, হাতেম নদীতীরে অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর তিনি ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া ক্রমশঃ গমন করিতে লাগিলেন; কিয়দ্দুর গমন করিয়া এক রুধির প্লাবিত পর্ব্বত দেখিয়া কৌতূহলাক্রান্তহৃদয়ে তাহার বিবরণ জানিবার মানসে তদুপরি আরোহণ করিলেন। পূর্ণ এক দিবস অতীত হইলে পর্ব্বতোপরি উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন, পর্ব্বতস্থ সমুদায় বৃক্ষ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি সকলই রক্তবর্ণ। পরে একটী রুধিরময় নদী দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, এই নদীর সীমা কতদূর তাহা জানা আবশ্যক। এই বলিয়া যে দিক হইতে নদী-প্রবাহ আসিতেছে, তিনি সেইদিকে গমন করিতে লাগিলেন। মাসাবধি গমন করিয়াও সীমা প্রাপ্ত হইলেন না। হাতেম অতিশয় দুঃখিত হইয়া সেই স্থানে দণ্ডায়মান হওত চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, পরমেশ্বরের কি আশ্চর্য্য মহিমা! আমি অহঙ্কার পূর্ব্বক বলিয়াছিলাম যে, নদীর সীমা স্থির করিব, কিন্তু আমার কথা দূরে থাক, দেবতা গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণীগণও ঈশ্বরের সৃষ্ট পদার্থ বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ।—অতএব হে ঈশ্বর! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর, নতুবা আমার কোন উপায় নাই, তুমি ভিন্ন কেহই আমাকে এই উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না।

অনন্তর হাতেম এইরূপ বিলাপবাক্যে দুঃখ করিতেছেন, এমন সময়ে সেই নদীতে একখানি জনশূন্য নৌকা তাঁহার দিকে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে সেই নৌকা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি মনে করিলেন, এ অপূর্ব্ব তরণী কি প্রকারে আসিল! অনন্তর তাহাতে

একটী ও মনুষ্য দেখিতে না পাইয়া তদুপরি আরোহণ করিলেন। নৌকা আপনি চলিতে লাগিল। হাতেম পরদিবস তথায় অতিবাহিত এবং নৌকাস্থ সমুদয় খাদ্য দ্রব্য ভোজন করিলেন। সাত দিবস অতি-বাহিত হইলে নৌকা তীরে উপস্থিত হইল। হাতেম তীরে অবতীর্ণ হইয়া গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। যাইতে যাইতে পুনর্ব্বার একটা পর্ব্বত দেখিয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন। ক্রমে ক্রমে তথায় নির্ম্মল জলপূর্ণ একটী সরোবর দেখিতে পাইলেন। হাতেম তৃষ্ণার্ত্ত থাকায় তাহার জলপান করিবার অভিপ্রায়ে যেমন তাহাতে হস্ত নিক্ষেপ করিলেন, অমনি তাঁহার হস্ত রৌপ্যময় ও অকর্ম্মণ্য হইল। হাতেম এতদ্দর্শনে চমৎকৃত ও মনে মনে ভীত হইয়া চিন্তা করিলেন, যে ইহা প্রকৃত জল নহে, এই সকল শ্বেতবর্ণ তরল পদার্থ কেবল গলিত রৌপ্য মাত্র। জগদীশ্বর! কিহেতু পুনরায় আমাকে এ বিপদে পতিত করিলেন? আমার একটী হস্ত রৌপ্যময় ও অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল। যদ্যপি আমি ইহার জল পান করিতাম, তাহা হইলে আমার সমুদয় অঙ্গই রৌপ্যময় হইত। হাতেম এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি কিয়দ্দুর গমন করিয়া পুনর্ব্বার এক অত্যুচ্চ পর্ব্বত দেখিয়া তদুপরি আরোহণ করিলেন। পর্ব্বতোপরি উঠিয়া নানা বর্ণের শীলা দেখিতে পাইলেন। পরে কিঞ্চিদ্দুর গমন করিয়া দেখিলেন যে, তথায় হীরক, মাণিক্য, মুক্তা প্রভৃতি রত্ন রাশীকৃত হইয়া পতিত আছে। হাতেম ইহা দেখিয়া হর্ষোৎফুল্ল মনে প্রত্যেক প্রকারের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রস্তর উঠাইয়া লইলেন। অনন্তর গমন করিতে করিতে পুনরায় একটা সরোবর দেখিয়া জলপান মানসে তাহার তীরে উপস্থিত হইলেন। পরে সরোবরের জলে হস্তক্ষেপ করিবামাত্রই তাঁহার সেই ধাতুময় হস্ত পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল। হাতেম ইহা দেখিয়া পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করত পরমানন্দ মনে জলপান করিলেন।

অনন্তর তথা হইতে গাত্রোত্থান করত ক্রমশঃ গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও মহামূল্য রত্ন দেখিয়া পূর্ব্বগৃহিত রত্ন সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ঐ সকল রত্নের কিয়দংশ গ্রহণ করিলেন। অনন্তর পুনরায় এক সরোবর তীরে উপস্থিত হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই অন্ধকার রজনীতে কোথায়ই বা যাই? এখন কিছুই সহজে

দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। তিনি এইরূপ চিন্তাকুল হইয়া সেই সরোবর তীরে বসিয়া রহিলেন,এমন সময়ে তথায় দুইটী কৃষ্ণবর্ণ বিকটাকার ব্যক্তি উপস্থিত হইল। হাতেম তাহাদিগকে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে ইচ্ছা করিলেন, পরে পুনরায় সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে পলায়ন করিলে পৃথিবী মধ্যে আমার অখ্যাতি হইবে। এই বলিয়া তখন তিনি ধনুতে শর সন্ধান করিয়া বসিয়া রহিলেন। অতঃপর বিকটাকৃতি ব্যক্তিদ্বয় হাস্য পূর্ব্বক বলিল, হাতেম! তুমি কি জন্য এত ভয় পাইতেছ? আমরা দস্যু নহি,—ঈশ্বরদূত। তুমি পরোপকারী, ধার্ম্মিক ও পৃথিবীর দীপ স্বরূপ; পৃথিবী মধ্যে তোমার ন্যায় সর্ব্বগুণালঙ্কৃত এক ব্যক্তিও নাই। তুমি মহাগুণালঙ্কৃত হইয়াও কি হেতু এই রত্নের প্রতি লোভ করিতেছ? কারণ ধার্ম্মিকগণের লোভের বশীভূত হওয়া নিতান্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম। অতএব লোভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ সকল রত্ন ফেলিয়া দাও। ইহা শুনিয়া হাতেম কহিলেন, একি অন্যায়? আমি কাহারও দ্রব্য অপহরণ কিম্বা বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লই নাই; পথে পতিত থাকায় কুড়াইয়া লইয়াছি। ঈশ্বরের সৃষ্ট পদার্থে তোমারও যেরূপ অধিকার আছে, আমারও সেইরূপ; অতএব কি জন্য আমি এই সকল রত্ন পরিত্যাগ করিব? আমি ধনবান হইবার নিমিত্ত এই সকল দ্রব্য গ্রহণ করি নাই, এই স্থানের চিহ্নস্বরূপ উহা গ্রহণ করিয়াছি; অতএব উহা আমি কখনই পরিত্যাগ করিব না। হাতেমের এই সকল কথা শুনিয়া সেই ব্যক্তিদ্বয় কহিল, আমরা এই স্থানের রক্ষক, মনুষ্যজাতি অপেক্ষা বলশ্রেষ্ঠ প্রাণীগণ এই এই সকল রত্ন গ্রহণ করিবে। ইহা শুনিয়া হাতেম কহিলেন, মনুষ্যই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। ইহা শুনিয়া তাহারা দুইজন কহিল, মনুষ্যই সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ বটে; কিন্তু মনুষ্যকে এই সকল রত্ন প্রদান করিতে ঈশ্বর নিষেধ করিয়াছেন। মনুষ্য অপেক্ষা বুদ্ধি, বিচারে নিকৃষ্ট জাতির নিমিত্তই এই সকল রত্ন পড়িয়া আছে. যখন তাহারা ইচ্ছা করে, তখনই আসিয়া লইয়া যায়। মানবজাতির নিমিত্ত ঈশ্বর ভূগর্ভে নানা প্রকার রত্ন সৃজন করিয়া রাখিয়াছেন, তাহারা আপন আপন বুদ্ধিবলে ঐ সকল রত্ন প্রাপ্ত হয়। ইহা শুনিয়া হাতেম বলিলেন, সেই নিকৃষ্ট জাতি কাহারা? তাহারা বলিল, উহারা পরী ও দৈত্যলোক। হাতেম! তুমি এই সকল রত্ন পরিত্যাগ কর, নতুবা তুমি নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত

হইবে।” হাতেম বলিলেন, আমি এত কষ্ট সহ্য করিয়া এই সকল রত্ন বহন করিয়া আনিলাম, এখন আমার সেই সকল শ্রমই বিফল হইল? এই বলিয়া সমস্ত রত্ন পরিত্যাগ করিলেন। তখন তাহারা দুইজন কহিল, তুমি প্রত্যেক রত্নের এক একটী করিয়া গ্রহণ কর। হাতেম বলিলেন, আমার রত্নে প্রয়োজন নাই। এই কথা শুনিয়া তাহারা হাতেমের হস্তে প্রত্যেকের এক একটী অর্পণ করিলে, হাতেম সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বলিলেন, আমি কোহেনাদা পর্ব্বতোপরি আসিয়া পুনরায় আর বহির্গমনের দ্বার না পাইয়া অনবরত ভ্রমণ করিতে করিতে এইস্থানে আসিয়াছি, আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক দ্বার দেখাইয়া দিলে, স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারিব; নতুবা এই স্থানেই আমার মৃত্যু হইবে। ঈশ্বর-দূতদ্বয় বলিল, যখন তুমি প্রাণপণে এতদূর আসিয়াছ, তখন নিশ্চয়ই স্বদেশে প্রত্যাগমনও করিতে পারিবে। বহুদিবস অতীত হইল দুইটী মনুষ্য এইস্থানে আসিয়া পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এই স্থান মনুষ্যের পক্ষে অশুভকর। ইহার অগ্রে আরও দুইটী ভয়ানক বিপদ আছে, একটী সুবর্ণময় পর্ব্বত ও অপরটী অগ্নিময় নদী। এই দুই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই, তুমি নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারিবে ও দীর্ঘায়ু হইবে। এই বলিয়া তাহারা তৎক্ষণাৎ জলমধ্যে প্রবেশ করিল। হাতেমও ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া তখন মন্দ মন্দ গতিতে গমন করিতে লাগিলেন।

হাতেম এইরূপে কিয়দ্দূর গমন করিলে, এক স্বর্ণময় পর্ব্বত তাঁহার পথ রোধ করিল। তিনি ঐ পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়া দেখিলেন, যে পর্ব্বতস্থ বৃক্ষ, পশু, পক্ষী, প্রভৃতি সমুদায়ই স্বর্ণবর্ণ। হাতেম এতদ্দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গমন করিতে করিতে সম্মুখে এক সুবর্ণময় হর্ম্ম্য দেখিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু হর্ম্ম্যমধ্যে একটীও মনুষ্য দেখিতে না পাইয়া, এক স্থানে উপবেশন করত চিন্তা করিতে লাগিলেন, এক্ষণে কি করি এবং কাহাকেইবা ইহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করি? ইতিমধ্যে তথায় কতকগুলি পরী উপস্থিত হইয়া, হাতেমকে দেখিয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, দেখ ভাই! এই স্থানে এক মনুষ্য আসিয়াছে। হাতেম পরীগণকে দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইলে, তাহারা নিকটে আসিয়া তাঁহার চক্ষে জলসেচন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে

হাতেম চৈতন্য প্রাপ্ত হইলে, উহাদিগকে দেখিয়া মোহিত হইলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি এরূপ রূপবতী স্ত্রীলোক কদাচ দর্শন করি নাই। আমি জররীপোষের রূপে মোহিত হইয়া তাহার নিমিত্ত অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছি, কিন্তু উহারা জররীপোষ অপেক্ষাও রূপবতী। হাতেম, এই সময়ে জররীপোষকে স্মরণ পথে পতিত হওয়ায়, তাহার নিমিত্ত অনেক চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঐ পরীগণ হাতেমকে বলিল, তুমি কি নিমিত্ত এই ভয়ানক স্থানে আগমন করিয়াছ? হাতেম বলিলেন, এই পথ দিয়া গমন করিতে করিতে এই বাটী দেখিয়া ইহার ভিতর আসিয়াছি। এই স্থানের নাম কি ও ইহা কোন বাদসাহের অধিকারভুক্ত এবং আপনাদেরই বা নাম কি? অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে ইহা বলিয়া চিরবাধিত করুন। তখন এক পরী বলিল, এই স্থান সম্পান নাম্নী রাজ্ঞীর অধিকারভুক্ত। আমি তাঁহার জনৈক আজ্ঞানুবর্ত্তিনী দাসী, এবং এইবাটী আমার। সাত দিবস করিয়া তাঁহার সেবার নিমিত্ত প্রত্যেকেরই পালা নির্দ্ধারিত আছে, এক্ষণে আমার সময় উপস্থিত হওয়াতে আমি তথায় গমন করিতেছি। তোমার এস্থান হইতে স্বদেশ প্রত্যাগমন করা নিতান্ত কঠিন। ঐ দেখ তোমার সম্মুখে সুবর্ণময় নদী প্রবাহিত হইতেছে, এই স্থান অতি ভয়ঙ্কর। হাতেম বলিলেন, ঈশ্বর আমাকে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছেন, তিনিই এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন। হাতেম এই বলিয়া তথা হইতে গমন করিতে লাগিলেন।

হাতেম ক্রমে ক্রমে নদীতীরে উপস্থিত হইলে, তাহার ভয়ঙ্কর গর্জ্জন শ্রবণে ভীত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, হে ঈশ্বর! আমাকে এই বিপদ হইতে রক্ষা কর। তুমি ভিন্ন আর কেহই এই বিষম বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে না। ইতিমধ্যে তাঁহার নিকটে একখানি নৌকা উপস্থিত হইলে, তিনি আহ্লাদিত হৃদয়ে তাহাতে আরোহণ করিলেন এবংনৌকামধ্যে বস্ত্রাচ্ছাদিতযে খাদ্যদ্রব্য ছিল,তাহা ভোজন করিলেন। পরে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জলপান করিতে উদ্যত হইলে, পূর্ব্বের রৌপ্য-নদীর বিষয় স্মরণ হইল যে, এক রৌপ্য-নদীতে হস্তক্ষেপ করায় আমার একটী হস্ত রৌপ্যময় হইয়াছিল; এক্ষণে ইহার জলে আবার হস্তক্ষেপ করিলে, নিশ্চয়ই স্বর্ণময় হইবে। এই বলিয়া তিনি নৌকাস্থিত এক পিত্তল নির্ম্মিত পাত্র দ্বারা জল তুলিয়া পান

করিলেন। পরে সেই পাত্র নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, যে পাত্রের পিত্তলাবস্থা যাইয়া (উহা) স্বর্ণবর্ণ হইয়াছে। পরে স্বীয় অঙ্গুলির দিকে দৃষ্টি পতিত হইলে, তিনি যে দুইটী অঙ্গুলি দ্বারা পাত্র ধরিয়াছিলেন; দেখিলেন সেই দুইটী অঙ্গুলির নখ স্বর্ণবর্ণ হইয়াছে। পরে সম্মুখস্থ চারিটী দন্তও স্বর্ণময় দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন, পুনরায় আর জলপান করিলেন না। তখন তিনি চিন্তিতান্তঃকরণে নৌকায় বসিয়া ঈশ্বরোপাসনা করিতে লাগিলেন। চত্বারিংশ দিবস অতীত হইলে নৌকা নদীর অপর পারে উপস্থিত হইল। হাতেম নৌকা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক কিয়দ্দূর গমন করিলে একটী সরোবর দৃষ্ট হইল! হাতেম তৃষ্ণার্ত্ত থাকায় ঐ সরোবরের জল পান করিলেন। পরে কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন যে, এক স্থানে রাশীকৃত মুক্তা পতিত আছে, তখন তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, যে কিঞ্চিৎ পরিমাণে মুক্তা গ্রহণ করি; কিন্তু ঈশ্বর দূতদ্বয়ের নিষেধ বাক্য স্মরণ হওয়ায় তিনি লোভ পরিত্যাগ করত তথা হইতে গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর এক মাস অতীত হইলে হাতেম অগ্নি-নদীর সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। তখন তিনি যত অগ্রগামী হইতে লাগিলেন; অগ্নির তেজ ততই তাঁহার পক্ষে দুঃসহ হইয়া উঠিল। ক্রমশঃ তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া ভল্লুক কন্যা প্রদত্ত উপলখণ্ড মুখে রাখিলেন। কিন্তু তাহাতে তৃষ্ণা দূর হইল না। তখন তিনি ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ ও তাঁহার সমস্ত শরীর অগ্নির উত্তাপে দগ্ধ হইতে লাগিল, এবং অচেতন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ইতি মধ্যে ঈশ্বরের দূতদ্বয় হাতেমের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে বসাইয়া মুখে পূর্ব্বোক্ত সরোবরের আনিত জল সেচন করিতে লাগিল। তখন হাতেম চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে দৃষ্টি করতঃ গল বস্ত্র হইয়া নানা প্রকার স্তুতি বাক্যে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। অনন্তর হাতেম তাহাদিগকে বলিলেন, এক্ষণে আমাকে সদুপায় বলিয়া এই উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার কর। তাঁহারা বলিল, তুমি উত্তপ্ত বালুকাতেই মৃতপ্রায় হইলে, কিন্তু এখনও অগ্নি-নদী প্রাপ্ত হও নাই, এবং আমাদেরও এস্থান ছাড়িয়া যাইতে ঈশ্বরের আজ্ঞা নাই, নতুবা তোমাকে তোমার দেশে রাখিয়া আসিতাম। সে যাহা হউক, এখন আমরা তোমার কিঞ্চিৎ উপকার করিব, যদ্দ্বারা তুমি অগ্নি-

তেজ হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবে। এই বলিয়া তাহারা একটী গুটিকা প্রদান করিয়া বলিল হাতেম! তুমি এই গুটিকা মুখমধ্যে রাখিবে, তাহা হইলে অগ্নিতেজ ও পিপাসা তোমাকে স্পর্শও করিতে পারিবে না, কিন্তু সাবধান; অগ্নি-নদী পার হইয়া এই গুটিকা মুখ হইতে ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে, তাহা বিস্মৃত হইলে নিশ্চয়ই তোমাকে ঘোর বিপদে পতিত হইতে হইবে। এই বলিয়া উভয়ে প্রস্থান করিল।

অনন্তর হাতেম তথা হইতে সাত দিবস পরে অগ্নি-নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। নদীর তরঙ্গ ও কলকল ধ্বনিতে তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইলে, তিনি এইরূপে ঈশ্বরোপাসনা করিতে লাগিলেন, হে পিতঃ! তুমি ভিন্ন কেহই এই ভয়ানক বিপদ হইতে উদ্ধারে সমর্থ হইবে না? এক্ষণে এ দাসের প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর, নতুবা আমার এই স্থানেই মৃত্যু হইবে। হাতেম যখন এইরূপে ঈশ্বরোপাসনা করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার নিকটে একখানি নৌকা উপস্থিত হইল। হাতেম নৌকা দেখিয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন। তখন তিনি নৌকার খোলের ভিতর লুকাইয়া রহিলেন, এবং তথায় কিছু খাদ্যদ্রব্য দেখিয়া তাহা ভোজন করিলেন। এইরূপে এক চত্বারিংশ দিবস অতীত হইলে, নদীমধ্যে মহা প্রলয় উপস্থিত হইল। তখন নদীর উত্তাল তরঙ্গ ও কলকলধ্বনিতে হাতেমের হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল, এবং নদীপ্রবাহে নৌকা আন্দোলিত দেখিয়া তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে এবার রক্ষা নাই; নিশ্চয়ই নৌকা নদী-গর্ভশায়ী হইবে এবং তাহা হইলে আমিও জলমগ্ন ও জ্বালিতাঙ্গ হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইব। এই বলিয়া তিনি ঈশ্বরোপাসনা করিতে লাগিলেন, হে ঈশ্বর! তোমাকে স্মরণ করিয়া যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহাতে তোমার নাম কলঙ্কিত হইবে ও পৃথিবীতে কেহই আর তোমাকে স্মরণ করিবে না, এবং আমি যে মণিরস্বামীর নিকট অঙ্গীকার করিয়াছি, সে আমার আগমন পথ প্রতীক্ষা করিয়া আছে, আমি না যাইলে নিশ্চয়ই তাহার মৃত্যু হইবে, সুতরাং তাহার বধহেতু পাপ আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না; কারণ আমি পরাধীন ও বিপদে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতেছি। তখন ঈশ্বর হাতেমের এই স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া মায়াবলে নৌকা জলমগ্ন করিলেন। হাতেম জলমগ্ন হইয়া ঈশ্বরোপাসনা করিতে লাগিলেন।

তিন দিবস পরে ভূমিতে তাঁহার পদ ঠেকিলে, তিনি নয়ন মেলিয়া দেখিলেন যে, সে নদী নাই, সে তরঙ্গ নাই, কেবল একটী সহর। ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিলেন, যে ইহা ইমন সহর। অনন্তর এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই নগরের নাম কি? কিন্তু সে কিছুই উত্তর না দিয়া হাতেমের মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ইহা দেখিয়া হাতেম বলিলেন, আমার কথার উত্তর না দিয়া কি হেতু তুমি আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছ? ইহা শুনিয়া সে ব্যক্তি বলিল, ইহার কারণ আছে। এই স্থানের নাম ইমন নগর, বহু দিবস অতীত হইল এই নগরের রাজতনয় হাতেম পরোপকার সাধনার্থে গমন করিয়াছেন, কিন্তু পুনরায় আর স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন নাই। আপনার অবয়ব দেখিয়া আপনাকে হাতেম বলিয়া বোধ হইতেছে। হাতেম বলিলেন, তুমি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না? আমি হাতেম নহি, তাঁহার সহচর। বহু দিবস তাঁহার সহিত এই নগরে বাস করিয়াছিলাম, তথা হইতে এক্ষণে তাঁহার সহিত ভ্রমণ করিতেছি। তিনি আপাততঃ সাহাবাদে গমন করিলেন, এবং আমাকে তাঁহার বাটীতে কুশলাদি সংবাদ জানিতে পাঠাইয়াছেন। পথিমধ্যে তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হওয়াতে তোমাকে তাঁহার কুশল সংবাদ বলিতেছি, তুমি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার পিতার নিকট এই সংবাদ কহিবে, যে হাতেম কুশলে আছেন, তাঁহার কোন চিন্তা নাই এবং তিনি অনতিবিলম্বে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন। এই বলিয়া হাতেম সাহাবাদাভিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর কিয়দ্দিবস অতীত হইলে হাতেম সাহাবাদে উপস্থিত হইয়া হাসনবানুর দ্বারে গমন করিলেন। দ্বারবান্, হাতেমকে দেখিয়া দ্বার পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া হাসনবানুর নিকট লইয়া গেল। হাসনবানু হাতেমকে দেখিয়া সাদরসম্ভাষণ পূর্ব্বক আসন প্রদান করিলেন। হাতেম আসন গ্রহণ করিলে, বণিককন্যা তাঁহাকে প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে হাতেম তাহার সমুদয় বৃত্তান্ত সম্যক্প্রকারে বর্ণনা করিলে, হাসনবানু বলিলেন, সমুদয় বৃত্তান্ত সত্য বটে, কিন্তু আপনি কি সেই স্থানের কিছু চিহ্ন আনিয়াছেন? তাহাতে হাতেম নিজ স্বর্ণময় নখদ্বয়, দন্তচতুষ্টয় ও রত্ন সকল দেখাইলেন। হাসনবানু চিহ্ন দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য প্রদান করত বলিলেন, মহাশয়! অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই সকল

খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করুন। হাতেম বলিলেন, মণিরস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই সকল ভোজন করিব। এই বলিয়া তিনি তথা হইতে বিদায় হইলেন। হাসনবানুও তাঁহার সহিত ঐ সকল খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ করিলেন। হাতেম পান্থশালায় উপস্থিত হইয়া মণিরস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তিনি তাঁহাকে সাদরসম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন, মহাশয়! আপনি আমাকে চিরবাধিত করিলেন। আমি কোনকালে আপনার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না।

অনন্তর হাতেম তাহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বলিলেন, ভ্রাতঃ! আমার কোন ক্ষমতা নাই, এ সমুদয় ঈশ্বরের অনুগ্রহের কার্য্য। এই বলিয়া উভয়ে হাসনবানুর প্রেরিত খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। হাতেম এইরূপে কিয়দ্দিবস পরমসুখে অতিবাহিত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় হওত হাসনবানুর নিকট উপস্থিত হইলেন। হাসনবানু হাতেমকে দেখিয়া সম্ভাষণ পূর্ব্বক আসন প্রদান করিলে, হাতেম আসন পরিগ্রহ পূর্ব্বক কহিলেন, ঈশ্বরানুকম্পায় তোমার পঞ্চম প্রশ্ন পূর্ণ করিয়াছি। এক্ষণে ষষ্ঠ প্রশ্ন বলিয়া আমাকে চরিতার্থ কর।

অনন্তর হাসনবানু একটী অত্যুৎকৃষ্ট ও বৃহৎ মুক্তা লইয়া বলিল, তোমাকে ইহার ন্যায় আর একটী মুক্তা আনয়ন করিতে হইবে। হাতেম বলিলেন যদ্যপি আমাকে ঐ মুক্তা দিতে প্রত্যয় না হয়, তবে উহার পরিমাণ মত অন্য কোন বস্তু প্রদান করুন। হাসনবানু ইহা শুনিয়া স্বর্ণকার ডাকাইয়া হাতেমকে রৌপ্য নির্ম্মিত ঐরূপ এক মুক্তা প্রদান করিলেন। তখন হাতেম তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া মণিরস্বামীর নিকট উপস্থিত হওত তাহাকে সেই মুক্তা দেখাইলেন, এবং বলিলেন যে, আমি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়াছি ও এক স্থানে রাশীকৃত মুক্তা দেখিয়াছি; কিন্তু তথায়ও ইহার সমতুল্য একটীও মুক্তা দেখিতে পাই নাই। কোথায় যাইলে ইহার দ্বিতীয় পাইব? হাতেম এই বলিয়া নিরব হইয়া তথায় বসিয়া রহিলেন। মণিরস্বামী হাতেমকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া বলিল, যদ্যপি আপনি ইহার সন্ধান না জানেন, তবে একবার হাসনবানুকে ইহার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিয়া আসুন। হাতেম বলিল, তাহা হইলে আমাকে হতমান হইতে হয়, ঈশ্বর যাহা করিবেন তাহাই হইবে। হাতেম এই বলিয়া হাসনবানুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করতঃ তাহার ষষ্ঠ প্রশ্নানুসন্ধানে গমন করিলেন।